মহামানব গৌতম বুদ্ধ

মহামানব গৌতম বুদ্ধ

সম্পাদনায়
ডঃ সুকোমল চৌধুরী

মহাবোধি বুক এজেন্সী
৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রার্থনা

(নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ॥)

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিতৃদেব স্বর্গীয় সুধীর চন্দ্র চৌধুরী ও মাতৃদেবী স্বর্গীয়া সুহাসিনী চৌধুরাণীর নির্বাণশান্তি কামনায়

— গ্রন্থকার

নিবেদন

মহামানব গৌতম বুদ্ধের তথ্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা সহজসাধ্য নহে। কারণ অদ্য হইতে আড়াই হাজার বৎসরেরও অনেক পূর্বে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব। ইতিমধ্যে কালের বহু বিবর্তন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধের সমসাময়িক কালে ঘটনাপঞ্জী লিখিয়া রাখারও কোন প্রচলন ছিল না। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পাযুগের লিপি অস্পষ্ট। স্পষ্ট ভারতীয় লিপি হিসাবে আমরা পাই অশোকের শিলালিপি। গৌতম বুদ্ধ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তাহার প্রথম প্রমাণ এই অশোকের শিলালিপি। কিন্তু এই শিলা-লিপিতেও বুদ্ধের জীবনচরিত পাওয়া যায় না। আছে শুধু কিছু তাঁহার ধর্মোপদেশ। অতএব বুদ্ধের জীবনচরিত কোথায় পাওয়া যাইবে? এই বিষয়ে আমাদের মূল উপাদান হইতেছে পালি বৌদ্ধ সাহিত্য যাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া শ্রীলঙ্কায় রক্ষিত হইয়াছে এবং বর্তমানে ইহা সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হইয়াছে। এখন, যদি কেহ প্রশ্ন করেন—পালি সাহিত্যের তথ্য কতটা নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য (authentic)? ইহার উত্তরে আমাদের কিছু বলার নাই। কারণ কথায় বলে—নাই মামা অপেক্ষা কানা মামাও ভাল। বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে পালি সাহিত্যই প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং ইহাই পূর্ণাঙ্গাকারে সুলভ্য হয়। অতএব বুদ্ধের জীবন-চরিত রচনার জন্য পালি সাহিত্যকেই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আছে কিছু সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য এবং ইহাদের কিছু কিছু তিব্বতী অনুবাদ, চীনা অনুবাদ এবং জাপানী অনুবাদ। এই সকল তথ্যকেও ব্যবহার করা হইয়াছে।

বিশ্বের বহু দেশের বহু ভাষায় বুদ্ধচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। বুদ্ধ-জীবনের ঘটনাবলীর সন-তারিখ লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তরের অন্ত নাই। তাই আমরা ঐগুলিকে বিশেষ প্রাধান্য না দিয়া বর্তমান ক্ষেত্রে মূল পালি-উৎসকেই ব্যবহার করিয়াছি এবং প্রয়োজনবোধে স্থানে স্থানে সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্যেরও সাহায্য লইয়াছি। আমরা কখনও দাবী করিব না যে আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহা নির্বিবাদে গ্রহণযোগ্য। তবে বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমরা জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে হংসবৎ দুগ্ধমাত্রই গ্রহণ করিয়াছি। ভালমন্দ

পণ্ডিতগণের বিচার্য। আমাদের লক্ষ্যঃ জনসাধারণের নিকট মহামানব গৌতম বুদ্ধের তথ্য নির্ভর জীবনচরিত প্রচারিত করা। অতএব, তুলনামূলক আলোচনা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বাদ দিয়াছি। কারণ তুলনামূলক আলোচনা করিতে যাইলে বর্ণনার মধ্যে সাবলীলতা অক্ষুণ্ন রাখা যায় না, ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় এবং পাঠকগণকে গ্রন্থের রসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত করা হয় প্রতি পদে পদে।

যেসকল পালিগ্রন্থ ব্যবহার করা হইয়াছে ইহাদের উৎস (reference) মূলতঃ লণ্ডনের পালি টেকসট্ সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী এবং সংস্করণের ক্ষেত্রে নামোল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন 'নালন্দা সংস্করণ'। সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ 'দ্বারভাঙ্গা বৌদ্ধ সংস্কৃত সিরিজ'-এর উৎসই ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাংলাভাষায় প্রকাশিত যে তিনটি গ্রন্থের সদ্ব্যবহার না করিলে আমার কাজ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত ইহাদের গ্রন্থকারদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার ভাষা নাই। ইহাদের মধ্যে দুইটি হইতেছে মূল পালি হইতে বঙ্গানুবাদ। প্রজ্ঞানন্দ স্থবিরের 'মহাবগ্‌গ' এবং শ্রীমৎ ধর্মপাল মহাস্থবিরের 'জাতক নিদানকথা'। অনুবাদের চমৎকারিত্ব দেখিয়া কিছু কিছু অংশ আমি হুবহু ব্যবহার করিয়াছি। কারণ তদপেক্ষা ভাল অনুবাদ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। যাঁহার নিকট আমার পালিশিক্ষার হাতে-খড়ি হইয়াছে সেই শ্রদ্ধাস্পদ ধর্মপাল মহাস্থবিরের নিকট আমি আমার অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করিতেছি। তৃতীয় গ্রন্থটি হইতেছে অধ্যাপক ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'বুদ্ধদেব'। এই গ্রন্থ হইতেও আমি অনেক মূল্যবান উদ্ধৃতি হুবহু আমার গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছি। কারণ তিনি যেভাবে সংস্কৃত শ্লোকসমূহের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, আমার পক্ষে তদ্রূপ করা অসম্ভব হইত।

এই গ্রন্থ রচনার জন্য যিনি আমাকে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন এবং নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন তিনি হইতেছেন মহাবোধি বুক এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ডি. এল. এস. জয়বর্ধন মহাশয়। তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশনার যাবতীয় দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

জানা প্রিণ্টিং কনসার্ন অত্যল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

যাঁহার জীবনচরিত রচিত হইয়াছে বুদ্ধপূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা) তাঁহার জীবনের বিশেষ তিনটি পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত—তাঁহার জন্ম, বুদ্ধত্ব-লাভ এবং মহাপরিনির্বাণ। অতএব আমরা বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় এই বুদ্ধপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নেই গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিতেছি। ইহা পাঠ করিয়া পাঠকসমাজ কিঞ্চিতমাত্রও উপকৃত হইলে আমাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। অলমতিবিস্তরেণ।

সুকোমল চৌধুরী

বিষয়নির্দেশ

বিষয় পৃষ্ঠা

———

মহামানব গৌতম বুদ্ধ

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

অধ্যায় এক

বংশ পরিচয়

ভগবান বুদ্ধের জন্ম হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ জীবনের প্রামাণ্য ইতিহাস একত্রে পাওয়া যায়না—না পালিতে, না সংস্কৃতে। অতএব, তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচনা করা সহজসাধ্য নহে। ইতিপূর্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিত বুদ্ধের জীবনচরিত রচনা করার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এই কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন বলিয়া কেহ দাবী করিতে পারেন না। তাহার মূল কারণ এই যে, বুদ্ধ-জীবনের অনেক ঘটনা যাহা পালিতে আছে তাহার অনেক কিছু সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। আবার যাহা সংস্কৃতে আছে তাহার অনেক কিছু পালিতে পাওয়া যায় না। অতএব কোন্ ঘটনাটি প্রামাণ্য এবং কোন্‌টা প্রামাণ্য নহে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তথাপি নিম্নলিখিত উপাদানগুলিকে ভিত্তি করিয়া আমরা বুদ্ধের জীবনের কিছু পরিচয় প্রদানের প্রয়াস করিতেছি—কারণ এই মূল উপাদানগুলি প্রামাণ্য বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন:

(১) জাতকনিদান কথা—ইহা খৃষ্টীয় ৫ম শতকে শ্রীলংকায় রচিত হইয়াছিল পালিভাষায়। ইহা জাতকগ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ। বুদ্ধের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভের পরে শাক্যরাজ্যে গমন পর্যন্ত ঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

(২) মহাবগ্‌গ—পালি বিনয়পিটকের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ এই মহাবগ্গ। ইহাতে বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সংঘ-প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) সুত্তপিটক—পালি সুত্তপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ, বিশেষতঃ

'মজ্ঝিমনিকায়' যাহাতে বুদ্ধকে একজন মানবসন্তানরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী অনেক গ্রন্থে বুদ্ধের উপর দেবত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 'বুদ্ধবংস' গ্রন্থেও গৌতম বুদ্ধের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পালি দীঘনিকায়ের মহাপরিনিব্বানসুত্তন্তে বুদ্ধ-জীবনের শেষের কয়েকমাসের ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'সুত্তনিপাত' গ্রন্থ হইতেও বুদ্ধ-জীবনের কিছু কিছু ঘটনা জানা যায়।

(৪) বুদ্ধচরিত কাব্য--সংস্কৃতে বিরচিত মহাকবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে (কণিষ্কের সমসাময়িক বা খৃষ্টীয় প্রথম শতকের রচনা) বুদ্ধের জন্ম হইতে বুদ্ধত্বলাভ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী মধুরছন্দে বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) ললিতবিস্তর—ইহা বুদ্ধচরিতেরও পরবর্তীকালের রচনা। ইহাও সংস্কৃতে বিরচিত। ইহাতেও বুদ্ধের জন্ম হইতে বারাণসীর সারনাথে তাঁহার প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন পর্য্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ ইহাকে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং স্যর এডুইন আর্ণল্ড ইহাকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার Light of Asia শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

(৬) মহাবস্তু—ইহা মিশ্র-সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। ইহাতে বুদ্ধের জন্ম হইতে সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই গ্রন্থের বর্ণনা পালি মহাবগ্গের মত পরিচ্ছন্ন নহে।

(৭) জিনচরিত—ইহা পালিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ যাহাতে বুদ্ধের জীবনচরিত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের রচনা। রচনা করিয়াছেন কবি বনরতন মেধংকর স্থবির।

(৮) জিনালংকার—ইহাও পালিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ যাহাতে বুদ্ধের জন্ম হইতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বুদ্ধচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা খৃষ্টীয় ১১৫৬ তারিখের রচনা। রচয়িতা আচার্য বুদ্ধরক্ষিত।

(৯) মালালংকারবত্থু—ইহাও পালি ভাষায় রচিত একটি বুদ্ধচরিত। রচনাকাল ১৭৭৩ খৃঃ।

উপরিউক্ত সাহিত্যিক উপাদান ব্যতীত খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের বহু বৌদ্ধ ভাস্কর্য হইতেও বুদ্ধ জীবনের অনেক কাহিনী উদ্ধার করা যায়। তখনও ঐতিহাসিক বুদ্ধের কোন মূর্তি প্রচলিত হয় নাই। কতগুলি প্রতীক চিহ্ন দ্বারা (যেমন, বোধিবৃক্ষ, ধর্মচক্র, পদচিহ্ন ইত্যাদি) বুদ্ধকে প্রকাশিত করা

হইয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতক হইতে মূর্তির মাধ্যমে বুদ্ধকে বর্ণনা করা হইয়াছে।

পালি মহাপরিনিব্বানসুত্তে বুদ্ধ নিজে বলিয়াছেন যে প্রত্যেক ধার্মিক উপাসক উপাসিকার উচিত বুদ্ধ জীবনের ঘটনাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট চারিটি বিশেষ স্থান দর্শন করা—জন্মস্থান লুম্বিনী, বুদ্ধত্বলাভের স্থান বুদ্ধগয়া, ধর্মচক্র প্রবর্তন স্থান সারনাথ এবং মহাপরিনির্বাণ স্থান কুশীনগর। বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কারের পূর্বে এই চারিটি ঘটনা চারিটি প্রতীক চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করা হইত, যেমন জন্মের প্রতীক শ্বেতহস্তী (যাহা মায়াদেবীর স্বপ্নকথাকে স্মরণ করায়), বুদ্ধত্ব লাভের প্রতীক অশ্বত্থ বৃক্ষ (যাহাকে পরবর্তীকালে বোধিবৃক্ষ বলা হইয়াছে), ধর্মচক্র প্রবর্তনের প্রতীক চক্র এবং মহাপরি-নির্বাণের প্রতীক স্তূপ।

মহামানব গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে উত্তর ভারতে ষোলটি মহাজনপদ বা বড় রাজ্য ছিল। তন্মধ্যে চারিটি ছিল প্রধান, যেমন মগধ, বৎস, অবন্তী ও কোশলরাজ্য। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ এবং তখন ইহার রাজা ছিলেন বিম্বিসার। বৎসরাজ্যের রাজধানী ছিল কৌশাম্বী এবং তখন ইহার রাজা ছিলেন উদয়ন। অবন্তী রাজ্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী এবং তখন রাজা ছিলেন চণ্ডপ্রদ্যোৎ। কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী এবং তখন রাজা ছিলেন প্রসেনজিত।

কোশলরাজ্য উত্তরে নেপালের পার্বত্যভুমি হইতে শুরু করিয়া দক্ষিণে গঙ্গাঁনদী পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে পাঞ্চাল রাজ্য হইতে শুরু করিয়া পূর্বদিকে গণ্ডক নদী (সদানীরা) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজধানী শ্রাবস্তী তৎকালীন ভারতবর্ষে ছয়টি মহানগরীর মধ্যে অন্যতম ছিল। এই কোশলরাজ্যের অধীনে ছিল শাক্যদের গণরাজ্য যাহার রাজধানী ছিল কপিলবস্তু[১]। সেই

১। শাক্যবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধ স্বয়ং বলিয়াছেন—রাজা ইক্ষ্বাকু তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায়ে অন্য চারিপুত্রকে (উক্কামুখ, করকণ্ড, হত্থিনিক এবং নিপুর) তাহাদের ভগ্নীগণের সঙ্গে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করেন। অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া তাঁহারা অবশেষে হিমালয়ের একটি সরোবরের নিকট বিশাল শকবৃক্ষবনে উপস্থিত হইয়া সেখানেই বাস কবিতে থাকেন। বংশের পবিত্রতা রক্ষার্থে তাঁহারা নিজ ভগ্নীগণের সহিত

সময়ে গণরাজ্যের যাহারা অধিপতি তাঁহারাও রাজা বলিয়া খ্যাত হইতেন ঃ কপিলবস্তুর তৎকালীন অধিপতি ছিলেন মহারাজ শুদ্ধোদন। তিনি প্রাচীন গৌতমগোত্রীয় এবং ইক্ষ্বাকু বংশসম্ভূত। পিতা রাজা সিংহহনুর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে শুদ্ধোদন রাজপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার আরও চারিজন ভ্রাতা ছিলেন—শুক্লোদন, ধোতোদন, অমিতোদন এবং মিতোদন। তাঁহাদের একমাত্র ভগিনী ছিলেন অমিতাদেবী[১]। অমিতাদেবীর পুত্র পরবর্তীকালে বুদ্ধশিষ্য তিস্স স্থবির নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। শুদ্ধোদনের দুই পুত্র—বুদ্ধ ও নন্দ। শুক্লোদনের দুই পুত্র—মহানাম ও অনিরুদ্ধ। অমিতোদনের পুত্র পরবর্তীকালে আনন্দ স্থবির নামে বিশ্রুত হইয়াছিলেন।

রাজা শুদ্ধোদন দেবদহ নগরের শাক্যাধিপতি সুপ্রবুদ্ধের জ্যেষ্ঠা কন্যা মহামায়া এবং কনিষ্ঠা কন্যা মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে একই সঙ্গে বিবাহ করিয়াছিলেন[২]।

সুপ্রবুদ্ধের আট কন্যা। কনিষ্ঠা কন্যা মহাপ্রজাপতি গৌতমী সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীগণ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—"ভবিষ্যতে ইহার যদি পুত্রসন্তান হয় সেই সন্তান রাজচক্রবর্তী হইবে।—কথিত আছে যে, রাজা শুদ্ধোদন মহাপ্রজাপতিকেই বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু

সহবাস করিতে থাকেন। রাজা ইক্ষ্বাকু সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সানন্দে বলিয়াছিলেন—"আমার পুত্র-কন্যাগণ সুচতুর এবং দক্ষ, কারণ তাহারা নিজ বংশকুলের পবিত্রতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।" রাজার এই উক্তি হইতেই শাক্যবংশ নামকরণ হইয়াছে। অতএব রাজা ইক্ষ্বাকুই শাক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। —দীঘনিকায়। অম্বট্‌ঠ সুত্ত।

১। পালি মহাবংসে শাক্যদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে ঃ ইক্ষ্বাকুরাজার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল উল্কামুখ। উল্কামুখের বংশ সিংহসারের ৮২০০০ বংশধরের মধ্যে জয়সেন ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। জয়সেনের পুত্র সিংহহনু। অন্যদিকে দেবদহ রাজ্যে দেবদহ শাক্য নামে এক রাজকুমার ছিলেন। তাঁহার দুই সন্তান। পুত্রের নাম অঞ্জন এবং কন্যার নাম কচ্চানা। এই কন্যা কচ্চানা ছিলেন সিংহহনুর প্রথম পত্নী। সিংহহনুর পাঁচ পুত্র, যথা, শুদ্ধোদন, ধোতোদন, অমিতোদন, শাক্যোদন এবং শুক্লোদন। তাঁহার দুই কন্যা, যথা, অমিতা এবং প্রমিতা।

২। মহাবংস মতে মায়া এবং প্রজাপতি ছিলেন অঞ্জন শাক্যের কন্যা এবং অঞ্জনের দুই পুত্র, যথা দণ্ডপাণি এবং সুপ্রবুদ্ধ।

জ্যেষ্ঠাকন্যাগণের বিবাহ না হইলে পিতা সুপ্রবুদ্ধ মহাপ্রজাপতির বিবাহ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। শুদ্ধোদন এমতাবস্থায় জ্যেষ্ঠা এবং কনিষ্ঠা কন্যাকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন এবং অপরাপর ভগিনীগণকে নিজ ভ্রাতাগণের পত্নীরূপে নির্বাচিত করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন।

বুদ্ধের মাতাপিতা এবং তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ যে উচ্চ কুলীনবংশজাত তাহা বুদ্ধের সমসাময়িক দুইজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণের উক্তি হইতেও প্রমাণিত হয়। তাঁহারা হইলেন ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড এবং ব্রাহ্মণ কূটদন্ত। বুদ্ধের কৌলীন্য সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন—

"শ্রমণ গৌতম মাতার দিক হইতে এবং পিতার দিক হইতে উচ্চবংশজাত, সাত পুরুষ ধরিয়া তাঁহার বংশ বিশুদ্ধ। জন্মসূত্রে তাঁহাকে কেহ হেয় প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই [১]।"

অধ্যায় দুই

মহামায়াদেবীর স্বপ্নদর্শন

কপিলবস্তু নগরে তখন আষাঢ়-উৎসব চলিতেছিল। আকাশে আষাঢ়-নক্ষত্র। নাগরিকগণ-উৎসবে মত্ত। মহারাণী মহামায়া পূর্ণিমার সপ্তাহকাল পূর্ব হইতেই মাদকজাত দ্রব্যাদি ভোজনে বিরত থাকিয়া বিবিধ সুগন্ধমাল্য ও বিচিত্র বিভূতি-সম্পন্ন সেই রাজকীয় উৎসব উপভোগ করিতে করিতে সপ্তম দিবসের প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া সুবাসিত জলধারায় অবগাহনান্তে চারি লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে মহাদানযজ্ঞের আয়োজন করিলেন এবং সর্বালংকারে বিভূষিতা হইয়া উত্তম ভোজন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর দেবী মহামায়া উপোসথব্রত[২]

১। সোণদণ্ড সূত্র এবং কূটদন্ত সূত্র, দীঘনিকায়।

২। উপোসথ (সং উপবসথ), উপবাস অর্থাৎ বৌদ্ধদের ধর্মীয় উপবাস এবং উপবাসের দিন। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, শুক্লাষ্টমী, কৃষ্ণাষ্টমী, শুক্লা চতুর্দশী, কৃষ্ণ চতুর্দশী সাধারণতঃ এই কয়টি দিন উপোসথের দিন। বৌদ্ধভিক্ষু এই সকল দিনে 'প্রাতিমোক্ষসূত্র' সঙ্ঘমধ্যে আবৃত্তি করেন। বৌদ্ধ গৃহীরা ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রতের সময় অমাবস্যা, পূর্ণিমা, শুক্লাষ্টমী এবং কৃষ্ণাষ্টমীতে এই 'গৃহী উপোসথ' পালন করেন। বিকাল ভোজন হইতে বিরত থাকেন।

অধিষ্ঠানপূর্বক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের শ্রেষ্ঠ পালংকোপরি নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রিতাবস্থায় দেবী রাত্রিতে এই স্বপ্ন দেখিলেন—

চারিজন দিক্‌পাল মহারাজ পালংক সহ দেবীকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া হিমালয়ের ষাট্ যোজন বিস্তৃত মনোসিলা তলে সপ্তযোজন উচ্চ এক মহাশাল বৃক্ষের অধোভাগে স্থাপন করিয়া এক প্রান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন তাঁহাদের মহিষীগণ আগমন করিয়া দেবীকে পরিশুদ্ধ করাইতে অনবতপ্ত হ্রদে লইয়া গেলেন এবং ঐ হ্রদে স্নান করাইয়া দিব্য বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, সুগন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা দেবীকে সমলংকৃত করিলেন। ইহার অনতিদূরে একটি রজতপর্বত শোভা পাইতেছিল যাহার প্রকোষ্ঠে ছিল একটি সুরম্য কনক প্রাসাদ। সেই কনকপ্রাসাদে দেবীকে পূর্বশীর্ষ এক দিব্যশয্যায় শয়ন করাইলেন। তখন এক দিব্য শ্বেতহস্তী (বোধিসত্ত্ব) অদূরে এক স্বর্ণময় পর্বতে বিচরণ করিতে করিতে উত্তরদিক হইতে ঐ রজতপর্বতে আরোহণ করিলেন। তারপর প্রতীয়মান হইল যেন ইহা রজতশুভ্র শুণ্ডে একটি শ্বেতপদ্ম গ্রহণ করতঃ মহাবৃংহণনাদে কনকপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দেবীর শয্যা তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং দক্ষিণ-পার্শ্ব ভেদ করিয়া দেবীর কুক্ষিতে প্রবেশ করিলেন। এইভাবে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযোগে পূর্ণিমাতিথিতে বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিলেন[১]।

মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণের পূর্বে বোধিসত্ত্ব তুষিতস্বর্গে ছিলেন। তখন তিনি পাঁচটি[২] মহাবলোকন করিয়াছিলেন—কোন সময়ে, কোন দ্বীপে, কোন দেশে, কোন বংশে এবং কোন জননী গর্ভে তিনি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি মহাবলোকনের দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন—

(১) যখন মনুষ্যলোকে শতবর্ষ আয়ু তখনই তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন।

(২) পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ—অতএব জম্বুদ্বীপে তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন।

১। ললিতবিস্তরের (৬ষ্ঠ অধ্যায়) মতে একটি তুষারশুভ্র ষড়্‌দন্ত হস্তী মায়াদেবীর কুক্ষিতে প্রবেশ করিয়াছিল।

(ভারহুত, সাঁচী এবং অমরাবতীতে এই দৃশ্য খোদিত আছে)

২। ললিতবিস্তরের (৩য় অধ্যায়) মতে বোধিসত্ত্ব চারিটি মহাবলোকন করিয়াছিলেন।

(৩) জম্বুদ্বীপের মধ্যে আবার মধ্যদেশ শ্রেষ্ঠ যেখানে কোশলরাজ্য এবং কপিলবস্তু নগর আছে। অতএব তিনি মধ্যদেশে জন্মগ্রহণ করিবেন।

(৪) তখন পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়কুল শ্রেষ্ঠ, অতএব তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম-গ্রহণ করিবেন।

(৫) জননী সম্বন্ধে তিনি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন—বুদ্ধমাতা কখনও লোভী ও সুরাসক্ত হন না। তিনি লক্ষ কল্প কালাবধি পুণ্য-পারমিতা পূর্ণ করেন এবং জন্মাবধি অখণ্ডভাবে পঞ্চশীল[১] রক্ষা করেন। কপিলবস্তুর শুদ্ধোদন-মহিষী মহামায়া দেবী ঈদৃশী সর্বগুণসম্পন্না মহাপুণ্যবতী রমণী[২]। অতএব তিনিই বুদ্ধ-জননী হইবেন। কপিলবস্তুর শাক্যকুলাধিপতি রাজা শুদ্ধোদন সর্বগুণোপেত মাতৃশুদ্ধ পিতৃশুদ্ধ পুণ্যতেজ তেজস্বী চক্রবর্তীবংশ-সমুদ্ভূত অপরিমিত ধননিধিরত্ন-সমন্বাগত অভিরূপ দর্শনীয় ধর্মজ্ঞ ধর্মরাজ এবং প্রজানুরঞ্জক। তিনিই বুদ্ধ-জনক হইবার উপযুক্ত[৩]।

বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দশসহস্র চক্রবাল[৪]

১। প্রাণী হত্যা না করা, চুরি না করা, কামে ব্যভিচার না করা, মিথ্যা বাক্য না বলা এবং নেশাদ্রব্য সেবন না করা।

২। দীঘনিকায় (মহাপদান সুত্ত), জাতকনিদান কথা, ললিতবিস্তরের (৩য় অধ্যায়) মতে বোধিসত্ত্ব-জননী ৩২ প্রকার মহাগুণসম্পন্না হইবেন।

৩। ললিতবিস্তর (৩য় অধ্যায়)

৪। 'চক্রবাল' হইতেছে মহাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত সুবিশাল স্থান যাহার মধ্যস্থানে আছে মেরুপর্বত। মেরুপর্বতের চতুর্দিকে আছে সপ্ত সমকেন্দ্রিক পর্বত। ইহাদের পরে আছে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে চারিটি মহাদেশ (মহাদ্বীপ) যেগুলি চক্রবালপর্বত দ্বারা বেষ্টিত। প্রত্যেকটি চক্রবালের একটি করিয়া সূর্য ও চন্দ্র আছে। এইরূপ চক্রবালের সংখ্যাও অনন্ত। তিনটি তিনটি চক্রবালের একটি 'সমষ্টি' যাহারা পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। প্রত্যেকটি চক্রবাল সমষ্টির মধ্যস্থানে যে ত্রিকোণাকৃতি স্থান আছে তাহা 'লোকান্তরিক' নরকের দ্বারা অধিগৃহীত।

একসঙ্গেই প্রচণ্ডশব্দে কম্পিত হইয়া উঠিল। বত্রিশ প্রকার পূর্বনিমিত্ত প্রকাশ পাইল[১]।

পরের দিন প্রাতঃকালে সুপ্তোত্থিতা দেবী সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর করিলেন[২]। তখন রাজা চৌষট্টিজন খ্যাতিমান বেদজ্ঞ জ্যোতিষী ব্রাহ্মণদের আহবান করাইয়া লাজ-পত্র-পুষ্পাবিকীর্ণ হরিদ্বর্ণ ভূমিতে সুরচিত

১। বত্রিশ প্রকার পূর্বনিমিত্ত—

দশসহস্র চক্রবাল অপ্রমেয় আলোকে উদ্ভাসিত হইল। অন্ধগণ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। বধিরগণ শব্দশ্রবণে সক্ষম হইল। মূকগণ বাচাল হইল। কুব্জগণ ঋজুদেহী হইল। পঙ্গুগণ গমনশক্তি লাভ করিল। কারারুদ্ধ বন্দিগণের বন্ধনরজ্জু খসিয়া পড়িল। নরকাগ্নি নির্বাপিত হইল। প্রেতলোকবাসীদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরীভূত হইল। ভয়ার্ত তির্যক্ জাতির ভয় দূর হইল। সকল জীবের রোগব্যাধি একসঙ্গেই অপসৃত হইল। সত্ত্বগণ প্রিয়ভাষী হইল। অশ্বগণ মধুরস্বরে হ্রেষারব করিল। গজগণ মধুরস্বরে বৃংহণরব করিল। তূর্যসমূহ আপনা হইতেই নিজ নিজ সুরে বাজিয়া উঠিল। বিনা আঘাতেই মনুষ্য-অঙ্গ-পরিহিত আভরণ-সমূহ ঝংকৃত হইল। সর্বদিক আলোকোজ্জ্বল হইল। প্রাণিগণের সুখোদ্দীপক মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। আকাশ হইতে অকালবৃষ্টি বর্ষিত হইল। পৃথিবী পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া জলধারা উত্থিত হইল। পক্ষিসমূহ অন্তরীক্ষে বিচরণ (সাময়িকভাবে) বন্ধ করিল। নদীসমূহের স্রোত ক্ষণকাল স্তব্ধ হইল। মহা-সমুদ্রের লবণাম্বু মধুরস্বাদ যুক্ত হইল। পঞ্চবর্ণ পদ্মপুষ্পে সর্বদিক সমাচ্ছন্ন হইল—স্থলের পদ্ম স্থলে, জলের পদ্ম জলে। বৃক্ষস্কন্ধে স্কন্ধপুষ্প, শাখায় শাখাপদ্ম এবং লতায় লতাপদ্ম প্রস্ফুটিত হইল। পাষাণভেদ করিয়া দণ্ড পদ্ম উপর্যুপরি সপ্তদণ্ডে প্রস্ফুটিত হইল। অন্তরীক্ষে দোদুল্যমান পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল। সর্বদিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। আকাশে দিব্যতূর্য নিনাদিত হইল। দশসহস্রী চক্রবাল একত্র রাশিকৃত পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় আবর্তিত ও আন্দোলিত, সুসংবদ্ধ মালাপিণ্ডে প্রস্তুত সমলংকৃত পুষ্পাসনের ন্যায় ও মালাপতাকা সঞ্চালিত বীজনীর ন্যায় পুষ্প-ধূপ ও সুগন্ধ দ্রব্যাদিতে সুগন্ধিত ও আমোদিত হইয়াছিল।

—জাতকনিদান কথা (PTS), পৃঃ ৫০

ঐ, বঙ্গানুবাদ, ধর্মপাল ভিক্ষু, পৃঃ ৭০—৭১।

—জিনালংকার, শ্লোক, নং ৩৫।

২। অমরাবতীতে এই দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে। শুদ্ধোদন অশোককুঞ্জে মায়াদেবীর সহিত সাক্ষাত করিতেছেন; অন্য একটি দৃশ্যে ব্রাহ্মণগণ রাজার নিকট স্বপ্নের ফল বর্ণনা করিতেছেন।

মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুবর্ণ ও রৌপ্যময় পাত্রপূর্ণ ঘৃত, মধু, শর্করামিশ্রিত পায়সান্ন স্বর্ণ ও রৌপ্যময় আবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া দান দিলেন। ইহা ছাড়া নববস্ত্র এবং পিঙ্গলবর্ণ গাভী দানাদি দ্বারাও তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলেন। এইভাবে পরিতৃপ্ত করিয়া রাজা ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বপ্নের ফল কি হইবে[১] ?"

ব্রাহ্মণেরা গণনা করিয়া বলিলেন—"মহারাজ, চিন্তা করিবেন না। আপনার মহিষী সন্তানসম্ভবা হইয়াছেন। সে সন্তান পুত্র, কন্যা নহে। যদি এই পুত্র গৃহবাস করে তাহা হইলে চক্রবর্তী রাজা হইবে। আর যদি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করে তাহা হইলে জগতে সর্বাসক্তিমুক্ত বুদ্ধ হইবে[২]।"

ব্রাহ্মণগণের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া রাজার চিত্ত মহানন্দে পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই অজানা আশংকায় তিনি বিষাদগ্রস্ত হইলেন—যদি পুত্র গৃহত্যাগ করে তাহা হইলে এই রাজ্যভার কে গ্রহণ করিবে ? কিন্তু পরে চিন্তা করিলেন মানুষমাত্রই কর্মের অধীন। ভবিষ্যতে যাহা হইবার তাহাই হইবে। তিনি মহামায়া দেবীর সর্বপ্রকার সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইলে বোধিসত্ত্ব ও তদীয় মাতার যাহাতে কোন মনুষ্য বা অমনুষ্য অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে সেইজন্য চারি দেবপুত্র অদৃশ্য থাকিয়া সশস্ত্র প্রহরায় নিযুক্ত হইলেন।

বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইলে তদীয় মাতা কোন পুরুষের প্রতি প্রমাদবশতঃ অনুরক্ত হন না এবং তিনি রক্তচিত্ত পুরুষের প্রভাবের অতীত হন। তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিরূপ সুখের অধিকারিণী হন এবং ঐ সুখের উপকরণরূপ ভোগ্যবস্তুর দ্বারা পরিবেষ্টিত ও পরিষেবিত হইয়া বিহার

১। অমরাবতীতে এই দৃশ্য উৎকীর্ণ। শুদ্ধোদন অশোককুঞ্জে মায়াদেবীর সহিত সাক্ষাত করিতেছেন। অন্য একটি দৃশ্যে ব্রাহ্মণগণ রাজার নিকট স্বপ্নের ফল বর্ণনা করিতেছেন।

২। জাতকনিদানকথা (PTS) পৃঃ ৪৯। ঐ বঙ্গানুবাদ, ধর্মপাল ভিক্ষু, পৃঃ ৬৯—৭০।

মহাপদান সূত্র, দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড। সূত্র নং ১৪।

করিতে লাগিলেন। তিনি কোন প্রকার রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন না। তিনি সুস্থ, সবল এবং অনবসন্ন দেহেই ছিলেন। তিনি স্বয়ং কুক্ষি-অভ্যন্তরে অবস্থিত বোধিসত্ত্বকে সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন দেখিতে পান। ইহাও বোধিসত্ত্ব-জননীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেহেতু বোধিসত্ত্ব যে মাতৃগর্ভে অবস্থান করেন সেই গর্ভকোষ চৈত্যগর্ভসদৃশ, অন্য সত্ত্ব সেখানে অবস্থানে কিম্বা তাহা পরিভোগে অক্ষম হয়, তজ্জন্য বোধিসত্ত্ব-মাতা বোধিসত্ত্বকে প্রসবের সপ্তাহকাল পরেই মৃত্যুবরণ করিয়া তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। কোন কোন স্ত্রী-লোক দশ মাস অপূর্ণ থাকিতে কিম্বা দশ মাস অতিক্রম করিয়া উপবিষ্ট অবস্থায় বা শায়িত অবস্থায় সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। কিন্তু বোধিসত্ত্ব-মাতার এরূপ হয় না। তিনি বোধিসত্ত্বকে পরিপূর্ণ দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়া দন্ডায়মানা অবস্থাতেই প্রসব করিয়া থাকেন। ইহাও পুণ্যশীলা বোধিসত্ত্বজননীর বৈশিষ্ট্য।

অধ্যায় তিন

বোধিসত্ত্বের জন্ম

দেবী মহামায়া দশ মাস কাল গর্ভরক্ষা করিয়া পরিপূর্ণ গর্ভাবস্থায় তাঁহার পিত্রালয়ে যাইবার বাসনা জন্মিলে রাজা শুদ্ধোদনকে নিবেদন করিলেন—"দেব, আমার দেবদহ নগরে পিত্রালয়ে যাইবার সাধ হইয়াছে[১]।" রাজা সাধুবাদের সহিত দেবীকে অনুমতি দিলেন এবং কপিলবস্তু নগর হইতে দেবদহ নগর পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাঘাট সমতল করাইয়া কদলী বৃক্ষ, পূর্ণ কলস ও ধ্বজা-পতাকাদি দ্বারা রাজপথ সুসজ্জিত করাইলেন। অতঃপর দেবীকে সুবর্ণময় শিবিকায় বসাইয়া সহস্র সহচরী ও অমাত্যগণ পরি-বেষ্টিতাবস্থায় শোভাযাত্রা সহকারে দেবদহের পথে প্রেরণ করিলেন[২]।

১। মহাবস্তুর (১০ম ভূমিক) মতে মায়াদেবী পিত্রালয় নয়, লুম্বিনী উদ্যানে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২। অভিনিষ্ক্রমণ সূত্র (Beal, পৃঃ ৪১—৫৩)-এর মতে মায়াদেবী যখন পরিপূর্ণ গর্ভাবস্থায় তখন তাঁহার পিতা সুপ্রবুদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন যাহাতে মহামায়াকে দেবদহে প্রেরণ করা হয় সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য। সন্তান প্রসব করিবার পর তিনি মহামায়াকে কপিলবস্তুতে প্রেরণ করিবেন।

ভগবান বুদ্ধের জন্মকুণ্ডলী *
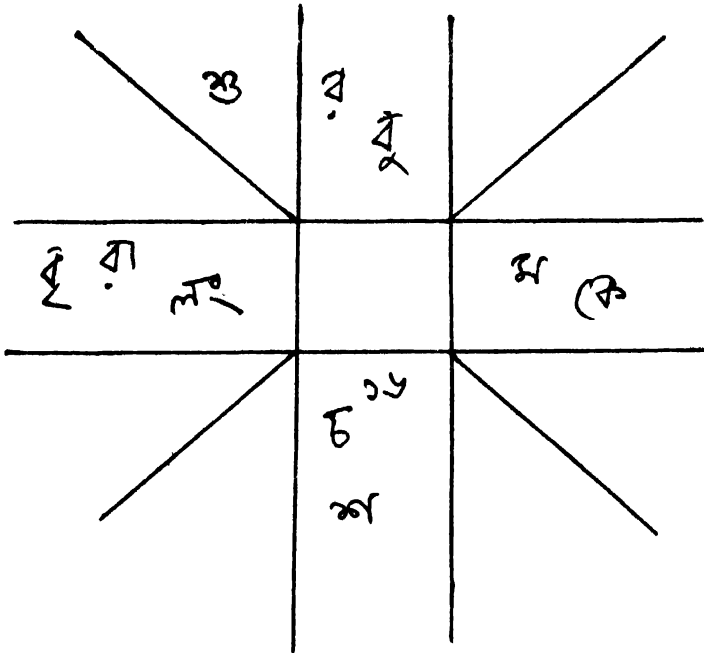
রাজা শুদ্ধোদন যথোচিত রাজকীয় মর্যাদায় মহামায়াকে দেবদহে প্রেরণ করিলে সুপ্রবুদ্ধ স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা সহকারে স্বাগত জানাইলেন। একদিন সুপ্রবুদ্ধ কন্যাকে লইয়া লুম্বিনী উদ্যানে গিয়াছিলেন (সুপ্রবুদ্ধের প্রধানমন্ত্রীর পত্নীর নামানুসারে ঐ উদ্যানের নাম লুম্বিনী রাখা হইয়াছিল)। সেখানে মহামায়া একটি আনত পলাশবৃক্ষের শাখা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

কপিলবস্তু ও দেবদহ নগরের মধ্যভাগে একটি উদ্যান ছিল যাহার নাম লুম্বিনী।[১] এই উদ্যান উভয় নগরবাসীর অধীনে ছিল। এখানে একটি মঙ্গলশালবন বিদ্যমান ছিল। [কথিত আছে যে মহামায়াদেবীর পিতামহী রাণী লুম্বিনীর নামানুসারে 'লুম্বিনী' উদ্যান প্রসিদ্ধ]। পিত্রালয়ে গমনকালে লুম্বিনী উদ্যানের অপরূপ শোভা দেখিয়া মহামায়া ঐ শালবনে প্রমোদ ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে সহচরী ও অমাত্যগণ দেবীকে লইয়া সেই শালবনে প্রবেশ করিলেন। লুম্বিনীর শালবন তখন অপরূপ সাজে সজ্জিত। সদ্য প্রস্ফুটিত সুগন্ধ পুষ্পের মনোরম শোভায় বৃক্ষরাজি সুশোভিত। বিহঙ্গকুলের মধুর কূজনে চতুর্দিক মুখরিত। মায়াদেবী সুবর্ণ পালংক হইতে অবতরণ করিয়া একটি মহাশালবৃক্ষ অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। দেবীর ইচ্ছা হইল তিনি ঐ শালবৃক্ষের একটি শাখা ধরিয়া দাঁড়াইবেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি শাখা বেতসলতার ন্যায় অবনমিত

১। মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র শেষের তিন জন্মে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বোধিসত্ত্বের বাক্যস্ফুরণ হইয়াছিল—মহৌষধ জন্মে (জাতক কাহিনী নং ৫৪৬), বিশ্বন্তর জন্মে (নং ৫৪৭) ও বর্তমান জন্মে। মহৌষধ জন্মে মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়ে দেবরাজ শক্র আসিয়া তাঁহার হস্তে যে চন্দনসার ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহা মুষ্টিবদ্ধ অবস্থাতেই তিনি মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে মাতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বৎস, তুমি হাতে কি লইয়া আগমন করিয়াছ।

বোধিসত্ত্ব উত্তর দিয়াছিলেন—মা, আমি ঔষধ লইয়া আগমন করিয়াছি।

সেই ঔষধ তিনি মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা সমাগত অন্ধবধিরগণের এবং অন্যান্যদের সর্বরোগহর ভৈষজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে তাঁহার নাম হয় 'মহৌষধ কুমার'।

বিশ্বন্তর জন্মে মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া জননীকে বলিয়াছিলেন—মা, দান দেওয়ার মত ঘরে কিছু আছে কি? আমি দান দিব।

তখন মাতা বলিয়াছিলেন—বৎস, তুমি ধনশালীর গৃহেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ—এই বলিয়া পুত্রকে সহস্র কার্ষাপনপূর্ণ একটি থলি উপহার দিয়াছিলেন।

বর্তমান জন্মেও তিনি জন্মমাত্র সিংহনাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ।

এইরূপে বোধিসত্ত্বের শেষের তিন জন্মে মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্রই বাক্যস্ফুরণ হইয়াছিল।

হইয়া দেবীর হস্তপাশে আসিয়া ধরা দিল। যখন প্রসারিত কোমলহস্তে দেবী ঐ শাখা ধরিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রসববেদনা উৎপন্ন হইল। তখন রাণীর চতুর্দিকে যবনিকা-বেষ্টনী দিয়া অনুচরবৃন্দ একটু তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল। বৃক্ষশাখা ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই দেবী বোধিসত্ত্বকে প্রসব করিলেন। দেবীর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বোধিসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হইলেন। সেইদিন ছিল শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি (খৃঃ পূঃ ৬২৪ অথবা ৫৬৩ অব্দ)।

সেই সময় সুবর্ণজাল হস্তে চারিজন শুদ্ধচিত্ত মহাব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া সুবর্ণজালে বোধিসত্ত্বকে ধারণ করিয়া দেবী মহামায়াকে বলিলেন—দেবি, প্রসন্ন হউন। আপনার মহাশক্তিশালী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

মণিরত্ন যেমন কৌশিক বস্ত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে একে অন্যকে কলুষিত করে না—কারণ উভয়েই শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক, মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত বোধিসত্ত্বও তেমন সুনির্মল, শুদ্ধ নিষ্কলংক। জল শ্লেষ্মা রুধির অথবা অন্য কোন প্রকার অশুচি দ্বারা তিনি লিপ্ত নহেন। সদ্যোজাত বোধিসত্ত্ব সমপাদোপরি দণ্ডায়মান এবং উত্তরাভিমুখী হইয়া সপ্তপদ গমন করেন, মস্তকোপরি মহাব্রহ্মা শ্বেতচ্ছত্র, সুযাম দেবপুত্র প্রকাণ্ড বিজনী ও অন্যান্য দেবগণ বহুবিধ দিব্য পাত্র হস্তে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন।

তিনি সর্বদিক দৃষ্টিপাতপূর্বক এই মহত্ত্বব্যঞ্জক বাক্য উচ্চারণ করিলেন—এই পৃথিবীতে আমি জ্যেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ ; ইহাই আমার অন্তিম জন্ম, আর আমার পুনর্জন্ম নাই।

প্রতিসন্ধি ক্ষণের ন্যায় তাঁহার জন্মক্ষণেও বত্রিশ প্রকার পূর্বনিমিত্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

যেই মুহূর্তে বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, ঠিক সেই মুহূর্তে দেবী রাহুলমাতা (যশোধরা), সারথি ছন্ন (ছন্দক), হস্তীরাজ আজানীয়, অশ্বরাজ কন্থক, অমাত্য কালোদায়ী, রাজকুমার আনন্দ[১] এবং মহাবোধি বৃক্ষ। তখন চারিটি নিধিকুম্ভ (=ধনকুম্ভ)ও উৎপন্ন হইয়াছিল। নিধিকুম্ভসমূহের

১। রাজকুমার আনন্দ বুদ্ধের সহজাত একথা অন্যত্র পাওয়া যায় না। কেবল জাতক নিদানেই (পৃঃ ৫২) আছে।

মধ্যে আয়তনে একটি গব্যূতিপ্রমাণ, একটি অর্ধযোজন প্রমাণ, একটি ত্রিগব্যূতি প্রমাণ ও একটি যোজন প্রমাণ। এইগুলিকে সপ্ত সহজাত বলা হইয়াছে। অতঃপর দেবদহ ও কপিলবস্তু এই উভয় নগরের অধিবাসিগণ শোভাযাত্রা সহকারে বোধিসত্ত্বকে লইয়া কপিলবস্তু নগরে আগমন করিল।

অধ্যায় চার

ঋষি কালদেবলের ভবিষ্যদ্বাণী

ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকের দেবগণ—"কপিলবস্তু নগরে মহারাজ শুদ্ধোদনের নিকট এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করিয়াছে। এই কুমার বোধিবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া অনন্তজ্ঞানী বুদ্ধ হইবেন।—এই বলিয়া সমুৎফুল্ল হৃদয়ে তরঙ্গাকুল দিব্য উত্তরীয় উড়াইয়া ক্রীড়ামোদে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।

সেই সময় মহারাজ শুদ্ধোদনের কুলপুরোহিত অষ্টসমাপত্তিলাভী[1] কালদেবল নামক[2] ঋষি দ্বিপ্রহরের ভোজনকৃত্য সমাপনান্তে দিবাবিহারের উদ্দেশ্যে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে যাইয়া উৎসবমত্ত দেবগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি কারণে তোমরা এত হৃষ্টচিত্তে আমোদ-আহ্লাদ করিতেছ? আমাকে অনুগ্রহপূর্বক ইহার কারণ ব্যক্ত কর।"

দেবগণ কারণ ব্যক্ত করিলে মহর্ষি তৎক্ষণাৎ দেবলোক হইতে অবতরণ-পূর্বক কপিলবস্তুতে রাজা শুদ্ধোদনের প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দ্বারপালকে বলিলেন—যাও, মহারাজকে বল আমি আসিয়াছি।

দ্বারপালের মুখে মহর্ষির আগমনবার্তা শুনিয়া রাজা শুদ্ধোদন মহর্ষিকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া কহিলেন—আপনার আগমনের কারণ জানিতে পারিলে খুশী হইব। আপনাব যদি কোন বস্ত্র বা খাদ্যের অভাব হইয়া থাকে বলুন, আমি আপনার প্রয়োজন মিটাইতে চেষ্টা করিব।

১। চারি রূপধ্যান ও চারি অরূপধ্যান।
২। তাঁহার অন্য নাম অসিত।

মহর্ষি কহিলেন—মহারাজ, আপনি নাকি একটি পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।

এই কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং অন্তঃপুর হইতে পুত্রকে আনাইয়া পুত্রের মস্তক ঋষির পায়ে ঠেকাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পুত্রের পদযুগল ঋষির মস্তকের দিকে সরিয়া গেল। রাজা তিনবার চেষ্টা করিলেন, তিনবারই বিফল হইলেন। তখন ঋষি রাজাকে কহিলেন—মহারাজ, এই শিশুর মস্তক আমার পায়ে ঠেকাইতে চেষ্টা করিবেন না। আমিই শিশুর পদযুগল আমার মস্তকে স্থাপন করিতেছি।

সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্ত্বের পদযুগল ঋষির জটার উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। ঋষি আনন্দাশ্রু সংবরণ করিয়া উত্তরীয়কে একাংসগত করতঃ দক্ষিণ জানু ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাদরে বোধিসত্ত্বকে নিজক্রোড়ে ধারণ করিলেন এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিলেন। রাজা সেই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া নিজেও পুত্রকে বন্দনা করিলেন।

দেবল ঋষি অতীতের চল্লিশ কল্প এবং ভবিষ্যতের চল্লিশ কল্প এই আশি কল্পের কথা স্মরণ করিতে পারিতেন। তিনি বোধিসত্ত্বের শরীরে বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া চিন্তা করিলেন "নিঃসংশয়ে ইনি বুদ্ধ হইবেন, আশ্চর্য পুরুষ এই শিশু" ভাবিয়া তিনি পরমানন্দে মৃদু হাসিলেন। তৎপর তিনি অনুধাবন করিলেন এই শিশু যখন বুদ্ধ হইবেন তখন তিনি পৃথিবীতে থাকিবেন কিনা। তিনি দেখিলেন তাঁহার বুদ্ধদর্শন হইবে না। বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তৎপূর্বে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া অরূপ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবেন। ঋষি এই জন্মে তাঁহার বুদ্ধ দর্শন হইবে না জানিয়া দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করিলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদন এবং অন্যান্য উপস্থিত শাক্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাদের রাজকুমারের কি কোন বিপদ ঘটিবে?

ঋষি কহিলেন—রাজকুমারের কোন বিপদ হইবে না। তিনি অসাধারণ পুরুষ। তিনি সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হইয়া বহুজনের হিত ও সুখের জন্য ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবেন। কিন্তু আমি এতদিন বাঁচিয়া থাকিব না। তৎপূর্বেই আমার মৃত্যু হইবে। আমি বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিতে পারিব না। তাই দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করিতেছি।

রাজা ঋষিকে অনেক মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিলেন, কিন্তু ঋষি সমস্তই

বোধিসত্ত্বকে প্রদান করিলেন। অতঃপর ঋষি রাজার সঙ্গে কিছুক্ষণ বার্তালাপ করিলেন যাহার সারমর্ম হইল—"এই শিশুর শরীরে বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ-লক্ষণ[১] আছে এবং অশীতি অন্যান্য লক্ষণ (অনুব্যঞ্জন)[২] আছে। অতএব নিঃসংশয়ে তিনি বুদ্ধ হইবেন এবং ধর্ম প্রচার করিয়া জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবরূপে পূজিত হইবেন।"

১। সিদ্ধার্থের মস্তকে উষ্ণীষের চিহ্ন; তাঁহার কেশসমূহ কৃষ্ণবর্ণ ও দক্ষিণদিকে আকুঞ্চিত; তাঁহার ললাটদেশ সমতল ও বিপুল; ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ উর্ণাঙ্কিত, তাঁহার নেত্র নীলবর্ণ এবং চত্বারিংশৎ দন্তই তুল্যাকৃতি; দন্তসমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট ও শুক্লবর্ণ, তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর, রসনার অগ্রভাগ রসাভিষিক্ত; জিহ্বা বৃহৎ ও কৃশ, তাঁহার হনু সিংহের হনুর ন্যায়, তাঁহার স্কন্ধদেশ বর্তুলাকৃতি ও উন্নত, তাঁহার কান্তি সুবর্ণের ন্যায়, তিনি স্থির, তাঁহার ভুজদ্বয় অবনত ও প্রলম্বিত, শরীরের পূর্ব্বভাগ সিংহের ন্যায়, কটিদেশ ন্যগ্রোধ তরুর ন্যায় পরিমণ্ডল; শরীরের ঘন রোমরাজি পরস্পর বিচ্ছিন্ন; উরুদেশ সুগোল; জঙ্ঘাদেশ এনমৃগের ন্যায়, তাঁহার অঙ্গুলি সমূহ দীর্ঘ; তাঁহার পাণি ও পাদ আয়ত ও কোমল; হস্ত ও পদতল রেখাজালসমন্বিত, পাদদ্বয়ের তলদেশ চক্রাঙ্কিত, বিচিত্র ও শুভ্র, পাদদ্বয় সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমান।

২। অশীতি অনুব্যঞ্জন যথা :—

সিদ্ধার্থের নখসকল উন্নত, তাম্রবর্ণ ও স্নিগ্ধ, তাঁহার অঙ্গুলি সকল বর্তুলাকৃতি ও ক্রমনিম্ন; গুল্ফ ও শিরা সকল অদৃশ্য; দেহের সন্ধি সকল দৃঢ়; পাদদ্বয় অবিষম; পাদদ্বয়ের পার্শ্বদেশ আয়ত, হস্তের রেখা সকল স্নিগ্ধ, তুল্যাকৃতি, গম্ভীর, অবক্র ও ক্রমনিম্ন; ওষ্ঠদ্বয় বিম্বফলের ন্যায় আরক্ত; তাঁহার শব্দ অনুচ্চ; জিহ্বা কোমল ও রক্তবর্ণ, তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর, গম্ভীর ও সুস্পষ্ট, বাহুদ্বয় প্রলম্বিত; দেহ পবিত্র, মৃদু, বিশাল, অদীন, অপূর্ব্ব, সুসমাহিত ও সুবিভক্ত। জানুমণ্ডল বিপুল ও সুপরিপূর্ণ; গাত্র বৃত্তাকৃতি, সুমার্জ্জিত, অজিহ্ম ও অনুপূর্ব্ব; নাভি গম্ভীর, অজিহ্ম ও অনুপূর্ব্ব; তাঁহার আকার পবিত্র, দেহ প্রসন্ন; দেহপ্রভা সুবিশুদ্ধ, তিনি গজের ন্যায় মন্থরগতি; তাঁহার প্রদক্ষিণগামিতা; তাঁহার কুক্ষি বৃত্তাকৃতি ও অজিহ্ম; উদর ধনুর ন্যায়, শরীর রন্ধ্র শূন্য; দন্ত বৃত্তাকৃতি, তীক্ষ্ণ ও অনুপূর্ব্ব, নাসিকা তুঙ্গ, নয়ন পবিত্র, সুবিমল, প্রহসিত, আয়ত, বিশাল ও নীল কুবলয়দলের সদৃশ; ভ্রূদ্বয় সংযুক্ত, বিচিত্র, সংগত, অনুপূর্ব্ব, কৃষ্ণবর্ণ; গণ্ডদেশ পীন, অবিষম, গণ্ডদোষবিমুক্ত, কূর্চ্চ অনুপহত; ইন্দ্রিয় সকল তীক্ষ্ণ ও সুপরিপূর্ণ। মুখ ও ললাট পরস্পর সুসংগত, পরিপূর্ণ মস্তক, কেশদাম কৃষ্ণবর্ণ, সুসংগত, সুরভি, অপরুষ, অনাকুল, অনুপূর্ব্ব, সঙ্কুচিত, ও সুসংস্থিত।

অতঃপর মহর্ষি স্বীয় আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেহ ইঁহাকে বুদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইবে কিনা অবলোকন করিয়া ভাগিনেয় নালককে দেখিতে পাইলেন। তখনই তিনি রাজপ্রাসাদ হইতে ভগ্নীগৃহে পদার্পণ করতঃ সহোদরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগিনি, তোমার পুত্র নালক কোথায় ?

"দাদা, সে গৃহেই আছে।"

"তাহাকে ডাক।"

ভাগিনেয় নালক সম্মুখে উপস্থিত হইলে ঋষি তাহাকে বলিলেন— "রাজা শুদ্ধোদনের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধাঙ্কুর এবং পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃকালে তিনি অবশ্যই বুদ্ধ হইবেন। তুমি তাঁহার দর্শন লাভ করিবে। অতএব অদ্যই গৃহত্যাগ করিয়া ভাবিবুদ্ধের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।"

নালক ভাবিলেন যে তাঁহার মাতুলবাক্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, এবং তিনি সপ্তঅশীতি কোটি ধনসম্পদশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও ঋষিবাক্য শ্রবণ করতঃ ভাবিবুদ্ধের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক হিমালয়ে চলিয়া গেলেন।

পরবর্তীকালে তপস্বী নালক পরমসম্বোধিপ্রাপ্ত তথাগত বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধের মুখে 'নালক প্রতিপদা'[১] নামক ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া পুনরায় হিমালয়ে প্রবেশ করতঃ অর্হত্বফল লাভ করিয়াছিলেন। অর্হত্বফল লাভের সাত মাস পরে তিনি এক সুবর্ণ পর্বতশীর্ষে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই অনুপাধিশেষ পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

অধ্যায় পাঁচ

ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী

বোধিসত্ত্বের জন্মের পঞ্চম দিবসে রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের নামকরণের জন্য একশত আটজন ব্রাহ্মণকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাদিগকে

১। অন্য নাম 'নালক সুত্ত', সুত্তনিপাত, গাথা নং ৬৭৯-৭২৩। জাতক, ১ম, পৃঃ ৫৫।

রাজভবনে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য দানে পরিতৃপ্ত করিয়া কুমারের ভবিষ্যৎ কি হইবে বিচার করিতে বলিলেন। ঐ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আটজন ছিলেন দৈবজ্ঞ এবং তৎকালে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্। তাঁহারা হইলেন—রামদ্বিজ, ধ্বজ, মন্ত্রী, কোণ্ডণ্য, লক্ষণ, সুযাম, সুদান্ত এবং ভোজ। বোধিসত্ত্বের প্রতিসন্ধি গ্রহণ দিবসেও মায়াদেবীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তাঁহাদের দ্বারাই বিচার করা হইয়াছিল। তাঁহারা শিশুর নামকরণ করিলেন "সিদ্ধার্থ"[১]। কিন্তু শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুইটি ব্যাখ্যা দিলেন। সাতজন দুইটি অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া বলিলেন—যদি কুমার সংসারী হন তাহা হইলে চক্রবর্তী রাজা হইবেন। আর যদি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন তাহা হইলে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হইবেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ কোণ্ডণ্য নামক ব্রাহ্মণ কেবল একটি অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া বলিলেন—"এই কুমার সংসারধর্মে আবদ্ধ হইবেন ইহার কোন হেতুই আমি দেখিতেছি না। ইনি নিঃসংশয়ে আসক্তি-শূন্য বুদ্ধ হইবেন।" কুমারের সংসারত্যাগের সম্ভাবনা আছে শুনিয়া রাজা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করিলেন—কি দর্শন করিয়া আমার পুত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারে?

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—চারি প্রকার পূর্বনিমিত্ত। জরাজীর্ণ পুরুষ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, মনুষ্যের মৃতদেহ এবং সন্ন্যাসী।

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা অমাত্য কর্মচারী প্রভৃতি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"অদ্য হইতে এবম্বিধ নিমিত্তসমূহ যেন আমার পুত্রের সম্মুখে পড়িতে না পারে। বুদ্ধ হইয়া আমার পুত্রের লাভ নাই। আমার পুত্র সংসারী হইয়া রাজচক্রবর্তী হউক।" তিনি আরও আদেশ করিলেন—চতুর্দিকে ষোল মাইল দূরত্বের মধ্যে যেন কোন জরাগ্রস্ত ব্যক্তি, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, মনুষ্য মৃতদেহ এবং সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া না যায়।

অতঃপর সেই জ্যোতিষী ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তাঁহাদের পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"বৎসগণ, আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি। মহারাজ শুদ্ধোদনপুত্রের সর্বজ্ঞতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত ইহলোকে জীবিত

১। ললিতবিস্তর এবং বুদ্ধচরিতে নাম পাওয়া যায় "সর্বার্থসিদ্ধ"। ললিত-বিস্তরের কয়েকটি স্থানে 'সিদ্ধার্থ' নামও পাওয়া যায়।

থাকিব কিনা সন্দেহ। সেই কুমার সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইলে তোমরা তাঁহার ধর্মে প্রব্রজ্যা (=সন্ন্যাস) অবলম্বন করিও।"[১]

বোধিসত্ত্বের নামকরণ দিবসে রাজা শুদ্ধোদনের অশীতি সহস্র জ্ঞাতিবৃন্দ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বোধিসত্ত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া বোধিসত্ত্বের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকে এক একটি পুত্রসন্তান দান করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিলেন—"ইনি বুদ্ধই হউন বা চক্রবর্তী রাজাই হউন আমরা প্রত্যেকে তাঁহাকে এক একটি পুত্র দান করিব। যদি ইনি বুদ্ধ হন, আমাদের পুত্রগণ বুদ্ধপরিবৃত হইয়া বিচরণ করিবেন। আর যদি চক্রবর্তী রাজা হন, ক্ষত্রিয়-কুমার পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিবেন। যে কোনটাতেই আমাদের সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, শাক্যবংশের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে।"

বোধিসত্ত্বের জন্মের সপ্তম দিবসে তাঁহার মাতা মায়াদেবী ইহলোক ত্যাগ করিয়া তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। রাজা শুদ্ধোদন তখন পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মহিষী মহাপ্রজাপতি গোতমীর উপরই ন্যস্ত করিয়া বত্রিশ জন বিশেষ পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।[২]

১। উনত্রিশ বৎসর বয়সে কুমার সিদ্ধার্থ যখন গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন তখন উক্ত আটজন ব্রাহ্মণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কোণ্ডণ্য ব্যতীত আর সকলেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের সংবাদ পাইয়া কোণ্ডণ্য অপর সপ্ত ব্রাহ্মণ-তনয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"কুমার সিদ্ধার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইবেন। তোমাদের পিতৃদেবগণ বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহারাও গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। যদি তোমাদের সম্মতি থাকে তাহা হইলে চল যাই আমরা ভাবিবুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।"

কিন্তু ইহাতে তাঁহারা সকলে একমত হইতে পারিলেন না। তিনজন প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলেন। অপর চারিজন কোণ্ডণ্যকে প্রধান করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। এই পাঁচজনই পরবর্তীকালে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

২। ইহাই বুদ্ধগণের ধর্মতা যে, তাঁহাদের জন্মের সপ্তম দিবসে তাঁহাদের মাতার তিরোধান হইবে। অতীতেও সমস্ত বুদ্ধগণের সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, বর্তমানেও তাহাই হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ স্বয়ং আনন্দকে বলিয়াছিলেন — "হাঁ, আনন্দ বোধিসত্ত্বগণের মাতৃগণ স্বল্পায়ুঃ। বোধিসত্ত্বের জন্মের সপ্তম দিবসে কালগত হইয়া তাঁহারা তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন।" — উদান, সোমবগ্‌গ, অপ্পায়ুক সুত্ত।

অধ্যায় ছয়

হলকর্ষণ উৎসব

বোধিসত্ত্ব মহান শ্রীসৌভাগ্যের মধ্যে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতি গৌতমী স্বীয় স্তন্য দান করিয়া আত্মজবৎ বোধিসত্ত্বকে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর বর্ষার প্রারম্ভে রাজার হলকর্ষণ উৎসব উপস্থিত হইল। নগর-বাসিগণ কপিলবস্তু নগরীকে দেববিমানের মত সুসজ্জিত করিল। সকলেই নববস্ত্র পরিধান করিয়া পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিল। রাজার এই হলকর্ষণ উৎসবে প্রতি বৎসর এক সহস্র লাঙ্গল যোগদান করে। কিন্তু সেই বৎসর মাত্র একূন অষ্টশত লাঙ্গল যোগদান করিয়াছিল। তম্মধ্যে সাধারণের ব্যবহার্য লাঙ্গল, বলীবর্দ সমূহের শৃঙ্গ, রজ্জু এবং জোয়াল রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। কিন্তু রাজার ব্যবহার্য লাঙ্গলটি রক্ত-সুবর্ণমণ্ডিত এবং বলীবর্দের শৃঙ্গ, রজ্জু, জোয়াল এবং বেত্রদণ্ডাদিও স্বর্ণমণ্ডিত ছিল।[১]

রাজা অনেক পরিজনবর্গ সহ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। উৎসব-ক্ষেত্রে ঘন পত্র-পল্লব ও শীতল ছায়াযুক্ত একটি জম্বুবৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষতলে রাজা কুমারের শয্যাসন রচনা করাইয়া উপরিভাগে সুবর্ণতারকা-খচিত চন্দ্রাতপ টাঙাইয়া ও চতুর্দিকে যবনিকা-বেষ্টনী দ্বারা বেষ্টিত করিয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিচারিকা নিযুক্ত করিলেন এবং স্বয়ং সর্বাভরণে সজ্জিত ও অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া হলকর্ষণ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সুবর্ণলাঙ্গল ধারণ করিলেন। অমাত্যগণ একূন অষ্টশত রৌপ্য লাঙ্গল এবং কৃষকেরা অবশিষ্ট লাঙ্গলগুলি ধারণ করিয়া সকলে সমবেতভাবে এইদিক ঐদিক ভূমিকর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, অপর প্রান্ত হইতে এই প্রান্তে ঘুরিয়া ফিরিয়া ভূমিকর্ষণ করিতে লাগিলেন। উৎসবভূমি আনন্দোল্লাসে মুখরিত হইয়া উঠিল। বোধিসত্ত্বের পরিচারিকাগণ রাজার হলকর্ষণ দেখিবার জন্য যবনিকা-বেষ্টনীর অন্তরাল হইতে বাহিরে

১। জাতকনিদান কথা, পৃঃ ৫৭।

নিষ্ক্রান্ত হইল। বোধিসত্ত্ব এইদিক ঐদিক তাকাইয়া নিকটে কাহাকেও না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পদ্মাসনে বসিয়া আনাপানস্মৃতি (=নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রত্যবেক্ষণ) ভাবনায় প্রথম ধ্যান উৎপাদন করিলেন। পরিচারিকাগণ উৎসবান্তে ফিরিয়া আসিতে যথেষ্ট বিলম্ব করিল। ইত্যবসরে বৃক্ষসমূহের ছায়া গতপ্রায়, কিন্তু ঐ জম্বুবৃক্ষের ছায়া কুণ্ডলাকারে বোধিসত্ত্বের মস্তকোপরি স্থির হইয়া রহিল। পরিচারিকাগণ ফিরিয়া আসিয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া সহসা রাজাকে সব জ্ঞাপন করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ সেখানে আসিয়া কুমারের অলৌকিক ঋদ্ধি দর্শন করিয়া করজোড়ে বলিলেন—'বৎস, ইহা তোমার প্রতি আমার দ্বিতীয় প্রণিপাত' এই বলিয়া পুত্রকে বন্দনা করিলেন।

অধ্যায় সাত

বোধিসত্ত্বের শিক্ষা

বোধিসত্ত্বের যখন আট বৎসর বয়স তখন তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন অমাত্য-গণকে বলিলেন—বোধিসত্ত্বকে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা দিতে সক্ষম এমন একজন উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধান কর।

অমাত্যগণ বিশ্বামিত্র[১] পণ্ডিতের কথা বলিলে রাজা বিশ্বামিত্রের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'বিশ্বামিত্র কি কুমার সিদ্ধার্থের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ?' বিশ্বামিত্র সম্মতি জানাইলেন।

অতঃপর রাজা জ্যোতিষীদের দ্বারা একটি শুভদিন স্থির করতঃ বয়োবৃদ্ধ শাক্যদের সঙ্গে নানাবিধ শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া রাজকুমারকে গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন। সঙ্গে পাঠাইলেন আরও পাঁচশত শাক্য কুমারদের।[২]

বিদ্যালয়ে উপনীত হইলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের অপরিমিত শ্রী ও

১। মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থ মতে 'সর্বমিত্র' (পালি সব্বমিত্ত) যিনি উদীচ্য পরিবারের ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং যিনি ছিলেন পদজ্ঞ, বৈয়াকরণ এবং ষড়ঙ্গশাস্ত্রবিৎ — মিলিন্দ (P T S] পৃঃ ২৩৬।

২। গন্ধার শিল্পে আছে—বোধিসত্ত্ব রথারোহণে বিদ্যালয়ে যাইতেছেন, সঙ্গীসাথীরা পদব্রজে যাইতেছে—সকলের হাতে ঝুলন্ত কালির দোয়াত ইত্যাদি।

তেজঃ সহ্য করিতে না পারিয়া অধোমুখে ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তখন শুদ্ধবর[১] নামক তুষিতকায়িক দেবতা বিশ্বামিত্রকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া বলিলেন—'এই কুমার সর্বসূত্রশাস্ত্রে পারদর্শী এবং অন্যান্যদেরও তাহা শিক্ষা দিতে সক্ষম' এবং স্বয়ং দিব্যপুষ্প বোধিসত্ত্বের চতুর্দিকে বর্ষণ করিলেন।

কুমার সিদ্ধার্থ উরগসার-চন্দনময় লিপিফলক, উৎকৃষ্ট মসী (লেখার কালি) এবং রত্নখচিত সোনার কলম গ্রহণপূর্বক উপাধ্যায়কে বলেন—'ভো উপাধ্যায়, আপনি আমাকে কোন্ লিপি শিক্ষা দিবেন?'—এই বলিয়া তিনি তাঁহার জ্ঞাত ৬৪ প্রকার লিপির কথা উপাধ্যায়কে বলিলেন। তিনি ব্রাহ্মী, খরোণ্টী, পুষ্করসারী, অঙ্গ লিপি, বঙ্গ লিপি, মগধ লিপি, মঙ্গল্য লিপি, মনুষ্য লিপি, অঙ্গুলীয় লিপি, শকারি লিপি, ব্রহ্মবল্লী লিপি, দ্রাবিড় লিপি, কিনারী লিপি, দক্ষিণ লিপি, উগ্র লিপি, সংখ্যা লিপি, অনুলোম লিপি, অর্দ্ধধনু লিপি, দরদ লিপি, খাস্য লিপি, চীন লিপি, লূন লিপি, হূণ লিপি, মধ্যাক্ষরবিস্তর লিপি, পুষ্প লিপি, দেব লিপি, নাগ লিপি, যক্ষ লিপি, গন্ধর্ব্ব লিপি, কিন্নর লিপি, মহোরগ লিপি, অসুর লিপি, গরুড় লিপি, মৃগ লিপি, চক্র লিপি, মরু লিপি, ভৌমদেব লিপি, উত্তরকুরুদ্বীপ লিপি, অপর গোড়ানি লিপি, পূর্ব্ব বিদেহ লিপি, উৎক্ষেপ লিপি, নিক্ষেপ লিপি, বিক্ষেপ লিপি, প্রক্ষেপ লিপি, সাগর লিপি, বজ্র লিপি, লেখ প্রতিলেখ লিপি, অনুদ্রুত লিপি, শাস্ত্রাবর্ত্ত লিপি, গণনাবর্ত্ত লিপি, উৎক্ষেপাবর্ত্ত লিপি, নিক্ষেপাবর্ত্ত লিপি, পাদলিখিত লিপি (দ্বিরুত্তর পদসন্ধি লিপি হইতে দশোত্তর পদসন্ধি লিপি পর্য্যন্ত), অধ্যহারিণী লিপি, সর্ব্বরুতসংগ্রহণী লিপি, বিদ্যানুলোমা লিপি, বিমিশ্রিত লিপি, ঋষিতপস্তপ্তা, রোচমানা, ধরণীপ্রেক্ষিণী লিপি, গগনপ্রেক্ষিণী লিপি, সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দা, সর্ব্বসার-সংগ্রহণী ও সর্ব্বভূতরুত গ্রহণী, এই চতুঃষষ্টি প্রকার লিপি অবগত আছেন এবং ৪৬টি অক্ষরও * তাঁহার জানা আছে ঃ—

১। ললিতবিস্তরের মতে 'শুভাঙ্গ'।

* অতীত দ্বিসহস্রাধিক বর্ষের সংস্কৃত ও পালি প্রভৃতি ভাষার অনুশীলন দ্বারা প্রতীয়মান হয় ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৩৪, এবং ক্ষ-কার একটি স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণও এই চৌত্রিশটির অন্তর্ভুক্ত।

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ক্ষ।

কুমারের মুখে ৬৪ প্রকার লিপির কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন—"কুমার সর্বশাস্ত্র অবগত আছেন। তিনি যে লিপি সমূহের কথা উল্লেখ করিলেন আমি ত সেইগুলির নামও জানিনা।"[১]

বিশ্বামিত্রের নিকট কুমারের শিক্ষণীয় কিছু নাই জানিয়া রাজা শুদ্ধোদন কুমারের জন্য শিক্ষকের সন্ধান করিলেন যাঁহারা কুমারকে সেনাবিদ্যা ও যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিতে সক্ষম। অমাত্যগণ সুপ্রবুদ্ধের পুত্র ক্ষান্তদেবের নাম প্রস্তাব করিলে কুমারকে ক্ষান্তদেবের নিকট প্রেরণ করা হইল। কুমার ক্ষান্তদেবকে বলিলেন—"মহাশয়, আমার সকল বিদ্যা জানা আছে। আপনি বরং পাঁচশত শাক্যযুবকদের সেনাবিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিন।"[২]

বরদাতন্ত্র, বর্ণাভিধানতন্ত্র কামধেনুতন্ত্র ইত্যাদি হিন্দু তন্ত্রগ্রন্থে "ক্ষ" একটি স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে :—

পঞ্চাশল্লিপিভি র্মালা বিহিতা সর্ব্বকর্ম্মসু।
অকারাদি ক্ষ কারান্তা বর্ণমালা প্রকীর্ত্তিতা॥
(গৌতমীয় তন্ত্র)।

অকারাদি ক্ষ কারান্ত পঞ্চাশৎ বর্ণমালা যথা :—

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ—১৬ স্বরবর্ণ।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ক্ষ—৩৪ ব্যঞ্জনবর্ণ।

একুনে ৫০ বর্ণ।

১। "আশ্চর্যং শুদ্ধসত্ত্বস্য লোকে লোকানুবর্তিনো।
শিক্ষিতঃ সর্বশাস্ত্রেষু লিপিশালামুপাগতঃ॥
যেষামহং নামধেয়ং লিপীনাং ন প্রজানামি।
তত্রৈষ শিক্ষিত সন্তো লিপিশালামুপাগতঃ॥"
—ললিতবিস্তর, ১০/৬-৭

২। তিব্বতী বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে কুমার 'সুলভ' নামক আচার্যের নিকট হস্তীবিদ্যা (=হস্তীদমনবিদ্যা) এবং 'সহদেব' নামক আচার্যের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন—Rockhill পৃঃ ১৯।

অধ্যায় আট

বিবাহ

রাজকুমার সিদ্ধার্থের যৌবনকাল অপরিমিত বিলাস ও ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। পিতা শুদ্ধোদন পুত্রের মনোরঞ্জনের জন্য এবং পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ রাখার অভিপ্রায়ে তিন ঋতুর উপযোগী তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া প্রদান করিয়াছিলেন—একটি বর্ষাকালিক, একটি হৈমন্তিক ও একটি গ্রীষ্মকালীন। প্রাসাদগুলির নাম ছিল—রম্য, সুরম্য ও শুভ। একটি নবতল বিশিষ্ট, একটি সপ্ততল বিশিষ্ট এবং অপরটি পঞ্চতল বিশিষ্ট। বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরে একদিন তিনি ভিক্ষুসংঘকে তাঁহার ভোগবিলাসের কথা ব্যক্ত করিতেছিলেন ঃ "ভিক্ষুগণ, আমি যৌবনে যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছি তাহা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ। আমার পিতার প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে শুধু আমার মনোরঞ্জনের জন্য নয়নাভিরাম পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছিল—কোনটাতে ছিল নীলপদ্ম, কোনটাতে শ্বেতপদ্ম, অন্য কোনটাতে রক্তপদ্ম। কাশীর চন্দন ব্যতীত অন্য চন্দনচূর্ণ আমি ব্যবহার করি নাই। আমার উত্তরীয় পরিধেয় বস্ত্র এবং চাদর কাশীবস্ত্র নির্মিত ছিল। আমার মাথার উপরে সর্বদা একটি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হইত, যাহাতে আমার মাথায় ঠাণ্ডা বা গরম না লাগে, মাথায় যেন গাছের পাতা, ফুলরেণু, ধুলাবালি বা শিশির না পড়ে।...আমি পঞ্চ কামগুণে সমর্পিত সমঙ্গীভূত হইয়া চক্ষু-বিজ্ঞেয় ইষ্ট, কান্ত, মনোরম, প্রিয়স্বভাব, কামসংযুক্ত ও রমণীয় রূপ দ্বারা পরিষেবিত হইয়াছি। শ্রোত্রবিজ্ঞেয়...শব্দদ্বারা..., ঘ্রাণবিজ্ঞেয়...গন্ধদ্বারা..., জিহ্বাবিজ্ঞেয়...রসদ্বারা...,কায়বিজ্ঞেয়...স্পৃষ্টব্যদ্বারা...পরিষেবিত হইয়াছি। তখন আমার তিনখানি প্রাসাদ ছিল...এক বর্ষাকালিক, এক হৈমন্তিক এবং এক গ্রীষ্মকালীন। আমি বর্ষাঋতুর চারি মাস বর্ষাকালিক প্রাসাদে—হেমন্তঋতুর চারি মাস হৈমন্তিক প্রাসাদে এবং গ্রীষ্মঋতুর চারি মাস গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে পুরুষহীন অর্থাৎ কেবলমাত্র স্ত্রীযুক্ত পঞ্চাঙ্গ তূর্যদ্বারা সেবিত হইয়াছি এবং কখনও নিম্নে অবতরণ করি নাই।...।"[১]

১। মজ্ঝিমনিকায়, সুত্ত নং ৭৫। জিনালংকার, শ্লোক ৪৮

একদিন রাজা শুদ্ধোদন শাক্যগণদের সঙ্গে সংস্থাগারে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন বর্ষীয়ান্ বর্ষীয়ান্ শাক্যগণ রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ, আপনার নিশ্চয়ই নৈমিত্তিক দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কথা স্মরণে আছে যাঁহারা বলিয়াছিলেন—সিদ্ধার্থকুমার যদি সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অর্হৎ সম্যক্সম্বুদ্ধ হইবেন। আর যদি সংসারী হন তাহা হইলে চতুরঙ্গ সেনাসমন্বিত বিজিতবান্ চক্রবর্তী রাজা হইবেন, ধার্মিক ধর্মরাজ এবং সপ্তরত্নসমন্বাগত হইবেন। চক্ররত্ন, হস্তিরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, পরিণায়করত্ন—এই সপ্তরত্ন তাঁহার নিকট প্রাদুর্ভূত হইবে। তিনি পরসৈন্যপ্রমর্দক শৌর্যবীর্যশালী বরাঙ্গরূপী সহস্র পুত্রের জনক হইবেন। তিনি এই ভূমণ্ডলকে বিনা দণ্ডে, বিনা শস্ত্রে জয় করিয়া একচ্ছত্রাধিপতিরূপে ধর্মোপায়ে শাসন করিবেন। অতএব, কুমার যাহাতে সংসারী হন, মহারাজ তাহার ব্যবস্থা করুন। কুমার এখন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বিবাহের উপযুক্ত সময়। স্ত্রীগণপরিবৃত থাকিলে রতিসুখ অনুভব করিবেন, গৃহত্যাগে আর তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে না। এইভাবে আমাদের চক্রবর্তিবংশও রক্ষিত হইবে।"[১]

রাজা বলিলেন—তাহা হইলে আপনারা কুমারের জন্য উপযুক্ত কন্যা অন্বেষণ করুন।

পাঁচশত শাক্যগণের সকলেই বলিলেন—আমার কন্যাই উপযুক্ত, আমার কন্যাই সুরূপা।

রাজা বলিলেন—কুমারকে এই ব্যাপারে কিছু বলা কঠিন। তথাপি চলুন, আমরা কুমারকে জিজ্ঞাসা করি, তাহার কিরূপ কন্যা পছন্দ।

সকলে যাইয়া কুমারকে এই বিষয় অবগত করাইলে কুমার বলিলেন—সপ্তম দিবসে আপনাদের জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করিব।[২]

সপ্তম দিবসে বোধিসত্ত্ব পিতাকে বলিলেন—"আমি ঈদৃশী গুণসম্পন্না ভার্যা ইচ্ছা করি! তিনি সাধারণা নারী হইবেন না। রূপে জন্মে কুলে এবং গোত্রে তিনি হইবেন সুশুদ্ধা। তিনি সুশিক্ষিতাও হইবেন। তিনি উত্তম রূপযৌবনধরা হইলেও রূপমত্তা হইবেন না। মাতা-ভগ্নীর ন্যায় যিনি

১। ললিতবিস্তর (দ্বারভাঙ্গা), পৃঃ ১০৬।

২। ঐ

মৈত্রীচিত্তপরায়ণা হইবেন। তিনি হইবেন ত্যাগরতা, শ্রমণব্রাহ্মণদের দানশীলা হইবেন। তাঁহার কোন প্রকার মান, অহংকার, শাঠ্য, ঈর্ষা, ছলনাদি দোষ থাকিবে না। স্বপ্নান্তরেও তিনি পরপুরুষাসক্তা হইবেন না। তিনি অপ্রমত্তা হইয়া নিজ পতিরই শয্যাসঙ্গিনী হইবেন। তিনি গর্বিতা, উদ্ধতা ও প্রগল্ভা হইবেন না। পানভোজন, রসশব্দগন্ধে তাঁহার কোন লোভ থাকিবে না এবং স্বধনে তুষ্ট থাকিবেন। তিনি সদা সত্যে স্থিতা থাকিবেন, চঞ্চলা ও ভ্রান্তা হইবেন না। বসনে ভূষণে লজ্জাশীলা হইবেন। সর্বদা ধর্মযুক্তা এবং কায়বাক্যমনে শুদ্ধভাবা হইবেন। তাঁহার মধ্যে তন্দ্রালস্যাদি দোষ থাকিবে না। তিনি মানমূঢ়া হইবেন না। তিনি মীমাংসাযুক্তা, সুকৃতা ও সদা ধর্মচারিণী হইবেন। শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীলা হইবেন। দাসী-কলত্রজনকে নিজের মত ভালবাসিবেন। শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান থাকিবে। তিনি সকলের পরে শয়ন করিবেন এবং সর্বাগ্রে গাত্রোত্থান করিবেন। তিনি হইবেন মাতৃভূতা এবং অকৃত্রিম মৈত্রী-অনুবর্তিণী।"[১]

রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের মনের কথা জানিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত-ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন—"হে মহাব্রাহ্মণ, যাও কপিলবস্তুমহানগরে। ব্রাহ্মণী হউক, ক্ষত্রিয়া হউক, বৈশ্যা হউক বা শূদ্রী হউক, যাহার মধ্যে এই রকম গুণ আছে সেই কন্যাকে কুমারের জন্য ব্যবস্থা কর। কুল বা গোত্র সম্বন্ধে আমার পুত্রের কোন আপত্তি নাই। যাহার মধ্যে গুণ, সত্য এবং ধর্ম আছে সেই রকম নারীই কুমারের কাম্য।"[২]

মহাব্রাহ্মণ কপিলবস্তুনগরে বিচরণ করিতে করিতে সর্বগুণসম্পন্না দণ্ডপাণি-শাক্যের কন্যা গোপাদেবীকে দেখিতে পাইলেন এবং রাজাকে জানাইলেন। রাজা চিন্তা করিলেন—"গোপা যদি বাস্তবিকই সর্বগুণসম্পন্না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে গোপা নিশ্চয়ই কুমারের পছন্দ হইবে। কিন্তু আমি চাই কুমার নিজেই নিজের ভার্যা নির্বাচন করুক।"—এই ভাবিয়া তিনি

১। ললিতবিস্তর (দ্বারভাঙ্গা), পৃঃ ১০৭-১০৮।

২। "ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রীং তথৈব চ।
যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং কন্যাং মে প্রবেদয় ॥
ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিতঃ।
গুণে সত্যে চ ধর্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ ॥"

—ললিতবিস্তর (দ্বারভাঙ্গা) পৃঃ ১০৯

গোপা সহ আরও অনেক শাক্য ললনাকে একটি সংস্থাগারে আহ্বান করিয়া পুত্রকে বলিলেন—"তুমি ইহাদের মধ্য হইতে নিজের ভার্যা মনোনীত করিতে পার।" কুমার সিদ্ধার্থও গোপাকেই মনোনীত করিলেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডপাণি শাক্যকে সংবাদ পাঠানো হইল।

দণ্ডপাণি শুনিয়া বলিলেন—"আর্য। কুমার রাজপ্রাসাদে সুখে লালিত হইয়াছে। আমাদের কুলধর্ম হইতেছে শিল্পজ্ঞকে কন্যা দান করা, অশিল্পজ্ঞকে নহে। কুমার শিল্পজ্ঞও নহে, অসিধনুষ্কলাপ যুদ্ধবিধিও তাহার জানা নাই। অতএব আমি কিভাবে অশিল্পজ্ঞকে কন্যা দান করিব?"

রাজা শুদ্ধোদন সমস্ত বৃত্তান্ত কুমারকে অবগত করাইলে কুমার বলিলেন— "পিতঃ, আমি মনে করি আমার মত শিল্পজ্ঞ কপিলবস্তুতে কেহই নাই। আপনি সকল শিল্পজ্ঞকে একত্রিত করুন। আমি আমার শিল্প পরীক্ষা প্রদান করিব।"

তখন রাজা কপিলবস্তুনগরে ঘন্টাঘোষণা করাইলেন—"সপ্তম দিবসে কুমার শিল্প প্রদর্শন করিবে। সকল শিল্পজ্ঞরা সমবেত হউন।"[১]

সপ্তম দিবসে পাঁচশত শাক্য কুমার সমবেত হইল। দণ্ডপাণি-শাক্যের কন্যা গোপা 'জয়পতাকা' ভূমিতে প্রোথিত করিয়া ঘোষণা করিল—"অদ্য অসিযুদ্ধ, ধনুষ্কলাপ-যুদ্ধ এবং মল্লযুদ্ধে যে জয়ী হইবে, এই জয়পতাকা তাহারই প্রাপ্য।"

সর্বপ্রথম দেবদত্ত প্রতিযোগিতার জন্য নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে দেখিলেন এক অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন শ্বেতহস্তী। বৈশালীর লিচ্ছবীগণ তাহা কুমার সিদ্ধার্থের সম্মানার্থে পাঠাইয়াছেন শুনিয়া দেবদত্ত ক্রোধে এবং ঈর্ষায় অগ্নিশর্মা হইয়া মুষ্ট্যাঘাতে ইহাকে হত্যা করিল। সিদ্ধার্থের অনুজ কুমার নন্দ হস্তীর মৃতদেহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

কে এই হস্তীটিকে হত্যা করিয়াছে?

'দেবদত্ত'। (জনতা উত্তর দিয়াছিল)

অত্যন্ত অন্যায় কাজ করা হইয়াছে।

—এই বলিয়া নন্দ হস্তীটি নগরদ্বারের বাহিরে নিক্ষেপ করিল। ইত্যবসরে কুমার সিদ্ধার্থ রথারোহণে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি হস্তীটির মৃতদেহ

১। 'জাতকনিদান' অনুসারে বিবাহের পরেই বোধিসত্ত্ব জ্ঞাতিগণের নিকট তাঁহার শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

দেখিয়া এবং সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা হস্তীটিকে নগরের বাহিরে এক ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করিলেন—নোচেৎ, বিশাল গলিত হস্তীদেহের দুর্গন্ধে সমস্ত নগর দুর্গন্ধময় হইয়া জনসাধারণের অস্বস্তি ও রোগোৎপত্তির কারণ হইবে। কথিত হয় যে হস্তীদেহের নিক্ষিপ্ত স্থানে বিরাট একটি গর্তের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহার নামকরণ হইয়াছিল হস্তিগর্ত।[১]

অন্য একদিন সিদ্ধার্থের বাহুবল পরীক্ষা করার জন্য শাক্যরা তাঁহাকে মল্লযুদ্ধে আহবান করিলেন। একদিকে সিদ্ধার্থ অন্যদিকে পাঁচ শত শাক্য-কুমার। নন্দ, আনন্দ প্রমুখ শাক্যকুমারগণ সিদ্ধার্থের তেজোবল সহ্য করিতে না পারিয়া ভূপতিত হইয়াছিল। শেষে দাম্ভিক দেবদত্ত অগ্রসর হইলে সিদ্ধার্থ তাহার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দেবদত্তকে তিনবার সবেগে ঘুরাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রতি অনুকম্পাবশতঃ শুধুমাত্র মাটীতে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। ইহার পর একে একে সকল শাক্যকুমার ভূপতিত হইল।

অনন্তর দণ্ডপাণি শাক্য শাক্যকুমারদের বলিলেন—'এখন শর নিক্ষেপে নিজ নিজ শক্তির পরিচয় দাও।' আনন্দ, দেবদত্ত, দণ্ডপাণি একে একে শর নিক্ষেপে নিজেদের যোগ্যতা প্রদর্শন করিলেন। তারপর সিদ্ধার্থের পরীক্ষা। সিদ্ধার্থ যে ধনুতেই হাত দেন তাহাই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই নগরে এমন কোন ধনু কি নাই যাহাতে আমি জ্যা আরোপণ করিতে পারি?' রাজা বলিলেন—"হ্যাঁ পুত্র, তোমার পিতামহ সিংহহনুর ধনু আছে। অদ্যাবধি কেহ ঐ ধনুতে জ্যা আরোপণ করিতে পারে নি।" কুমার সিদ্ধার্থ বলিলেন—"মহারাজ, সেই ধনু আনয়ন করা হউক।" ধনু আনয়ন করা হইলে শাক্যকুমারদের অনেকে তাহাতে জ্যা আরোপণ করিতে যাইয়া ব্যর্থ হইলেন। অবশেষে সিদ্ধার্থ অনায়াসে তাহাতে জ্যা আরোপণ করা মাত্রই সমগ্র কপিলবস্তু মহানগর সেই জ্যা-আরোপণ

১। ললিতবিস্তর (দ্বারভাঙ্গা)। পৃঃ ১১২, হিউয়েন সাঙ্ কপিলবস্তু নগরের দক্ষিণদ্বারে একটি স্তূপ দেখিয়াছেন। সম্ভবতঃ ঐ স্থানেই হস্তীদেহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া ঐখানে স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার নাম হাতীগড বা হাতীকুণ্ড। কানিংহামের আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

শব্দে মুখরিত হইল। তৎপর কুমার শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর লৌহময় সপ্ত তালবৃক্ষ যন্ত্রযুক্তবরাহপ্রতিমা ও দশক্রোশস্থ লৌহময়ী ভেরী ছিন্ন করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। যেখানে কুমারের শর প্রবিষ্ট হইয়াছিল সেখানে একটি গভীর কূপ সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ঐ স্থানের নাম হইয়াছিল 'শরকূপ' (বর্তমান নাম শর-কুইয়াঁ)।[১]

চতুর্দিকে কুমার সিদ্ধার্থের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইল। শাক্যগণ বিস্মিত এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত শিল্পকৌশল! তাহার সমকক্ষ যোগ্য শাক্যদের মধ্যে কেহই নাই।"

আকাশে দৈববাণী শ্রুত হইল—

"এষ ধরণিমণ্ডে পূর্ববুদ্ধাসনস্থঃ
শমথধনু গৃহীত্বা শূন্যনৈরাত্মবাণৈঃ।
ক্লেশরিপু নিহত্বা দৃষ্টিজালং চ ভিত্ত্বা
শিববিরজমশোকাং প্রাপ্স্যতে বোধিমগ্র্যাম্ ॥"[২]

—এই (কুমার) ধরণিমণ্ডে পূর্বপূর্ব বুদ্ধগণের আসনে (অর্থাৎ বুদ্ধ-গয়ার বজ্রাসনে) সমাসীন হইয়া শমথধনুতে শূন্যনৈরাত্ম বাণ আরোপিত করিয়া ক্লেশরিপু নিধন করতঃ দৃষ্টিজাল ছিন্ন করিয়া শিব, বিরজ, অশোক অগ্রবোধি লাভ করিবেন।—

এইভাবে কুমার প্রায় শতাধিক দিব্য ও মানুষ্যক বিদ্যা ও কলাকৌশলের পরিচয় দিলেন। তারপর কুমারের লিপিজ্ঞান ও সংখ্যাজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান কতটা আছে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে প্রথমে আচার্য বিশ্বামিত্র বলিলেন—"শুধু মনুষ্যলোক নহে, দেব-গন্ধর্ব-অসুরেন্দ্র লোকে যত লিপি আছে, কুমার সকলই অবগত আছেন, আমি বা আপনারা যাহাদের নামও শ্রবণ করি নাই।" অতঃপর সংখ্যাজ্ঞানবিষয়ে অর্জুন নামক গণক মহামাত্র

১। ললিতবিস্তর (দ্বারভাঙ্গা) পৃঃ ১১৭-১২০; তিব্বতী সাহিত্যেও ইহার বর্ণনা আছে (Rockhill, P. 19), কিন্তু পালিতে নাই।

দ্রষ্টব্য : আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১৮৮।

২। ললিতবিস্তর (দ্বারভাঙ্গা), পৃঃ ১২০

কুমারের পরীক্ষা লইয়া স্তম্ভিত হইলেন। কুমার এক হইতে কোটীশতোত্তর সংখ্যা গণনায় পারঙ্গত।

ইহাতে সকল শাক্যগণ আশ্চর্যান্বিত ও পরমবিস্ময়াপন্ন হইয়া সমস্বরে বলিলেন—"সর্বার্থসিদ্ধ কুমারের জয়, জয়।" সকলে আসন হইতে উঠিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া রাজা শুদ্ধোদনকে বলিলেন—"মহারাজ, আপনি ধন্য, ভাগ্যবান যে এইরূপ পুত্রের জনক হইয়াছেন।"[১]

* * * *

অনন্তর দণ্ডপাণি শাক্য[২] নিজকন্যা গোপাকে সিদ্ধার্থ বোধিসত্ত্বের হস্তে প্রদান করিলেন। চুরাশি হাজার[৩] শাক্যকন্যা তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইলেন। গোপা[৪] তাঁহাদের মধ্যে অগ্রমহিষী পদে অধিষ্ঠিতা হইলেন।[৫] ঘটনাটি ঘটিয়াছিল খৃঃ পূঃ ৬০৮ বা ৫৪৭ অব্দে।

অধ্যায় নয়

চারি নিমিত্ত দর্শন

বিবাহের পর বোধিসত্ত্ব[৬] মহাসম্পদের মধ্যে পরমানন্দে ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া ফেলিলেন। এখন তাঁহার বয়স পরিপূর্ণ ঊনত্রিশ বৎসর। একদিন তিনি উদ্যান-ভ্রমণে যাইতে অভিলাষী হইয়া সারথি ছন্দককে

১। ললিতবিস্তর (দ্বারভাঙ্গা), পৃঃ ১১৪

২। মহাবস্তু (২য় খণ্ড, ৪৮) মতে মহানাম এবং ললিতবিস্তর মতে দণ্ডপাণি (যিনি সুপ্রবুদ্ধের ভ্রাতা); মতান্তরে সুপ্রবুদ্ধ।

৩। জাতকনিদান মতে চল্লিশ হাজার।

৪। গোপা = যশোধরা = ভদ্দকচ্চানা = বিম্বা = রাহুলমাতা

মললসেকেরার মতে গৌতমের ভার্যার প্রকৃত নাম ছিল বিম্বা। ভদ্দকচ্চানা, যশোধরা ইত্যাদি হইতেছে বিশেষণ।

—DPPN, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৪১।

পালি সাহিত্যে 'রাহুলমাতা' নামেই গোপা বেশী পরিচিতা।

৫। গন্ধার-ভাস্কর্যে সিদ্ধার্থের বিবাহদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

৬। এখন হইতে আমরা 'কুমার' বা 'সিদ্ধার্থ' বা 'গৌতম' শব্দের স্থলে 'বোধিসত্ত্ব' শব্দই ব্যবহার করিব।

ডাকিয়া বলিলেন—'সৌম্য, আমার উদ্যান-ভ্রমণে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, তুমি রথ প্রস্তুত কর।'

সারথি শ্রেষ্ঠ রথখানি সর্বালংকারে সজ্জিত করিয়া তাহাতে কুমুদশুভ্র চারিটি সিন্ধুদেশজাত অশ্ব যোজনা করতঃ বোধিসত্ত্বকে নিবেদন করিলেন। বোধিসত্ত্ব সারথিকে সঙ্গে লইয়া দিব্যযান সদৃশ ঐ রাজরথে আরোহণ করিয়া উদ্যানাভিমুখে যাত্রা করিলেন।[১]

এদিকে শুদ্ধাবাসকায়িক দেবতারা ভাবিলেন—বোধিসত্ত্বের সম্বোধিলাভের কাল আসন্ন। অতএব, তাঁহাকে আমরা পরপর চারিটি পূর্বনিমিত্ত (জরাগ্রস্ত ব্যক্তি, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, মৃতদেহ এবং সন্ন্যাসী) তাঁহাকে প্রদর্শন করিব। দেবতারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া প্রথমে একজন দেবপুত্রকে জরাগ্রস্ত ব্যক্তির ছদ্মবেশে বোধিসত্ত্বের সম্মুখবর্তী করাইলেন—যেন জরাজীর্ণ, পলিত-দন্ত, পলিতকেশ ও দেহভারে ন্যুব্জ এক ব্যক্তি যষ্টিহস্তে কম্পিতদেহে অতি সাবধানে পথ দিয়া চলিয়াছে। বোধিসত্ত্ব ও সারথি উভয়েই এই দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। অন্য কেহ এই দৃশ্য দেখিতে পাইল না। দেখিয়াই বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন—

'সৌম্য ! কে এই পুরুষ ? ইহার কেশরাশি ও দেহ আমাদের মত নহে কেন ?'

সারথি বলিলেন—

'দেব, ইনি একজন জরাগ্রস্ত ব্যক্তি। তাঁহার দেহ জরায় জর্জরিত হইয়াছে. ইনি বলবীর্যহীন, ক্ষীণেন্দ্রিয় ও চলচ্ছক্তিরহিত। জগতে সকল জীব এই

১। ললিতবিস্তরের (১৪শ অধ্যায়) মতে রাজা শুদ্ধোদন সারথির মুখে বোধিসত্ত্বের নগর ভ্রমণে যাইবার অভিলাষের কথা শুনিয়া চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি সাতদিন সময় লইয়া নগরের রাস্তা ঘাট ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করাইলেন এবং নগরবাসিগণকে জানাইলেন—"কুমারের সম্মুখে যেন কোন কুৎসিত (অর্থাৎ জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং মৃতদেহ) দৃশ্য না পড়ে, শুধুমাত্র মনোরম দৃশ্যই যেন রাস্তার দুইধারে থাকে।" সপ্তমদিবসে বোধিসত্ত্ব উদ্যান-ভ্রমণে বাহির হইলেন।

জরার অধীন। জরা যৌবনকে ধ্বংস করে। আপনি, আমি, মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতিবর্গ কাহারও জরা হইতে মুক্তি নাই।'

বোধিসত্ত্ব শুনিয়া বলিলেন—

'ধিক্ সারথে অবুধ বালজনস্য বুদ্ধিঃ

যদ্ যৌবনেন মদমত্ত জরাং ন পশ্যেৎ।'[১]

—'হে সারথি ধিক্ সেই মূর্খ বালজনের বুদ্ধিকে—যৌবনে মদমত্ত হইয়া যে জরাকে দেখিতে পায়না।'

—এই বলিয়া তিনি উদ্যানভূমিতে না যাইয়া দুঃখিতমনে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা শুদ্ধোদন সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া বিস্মিত হইলেন এবং আরও কঠোর ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে ঐ জাতীয় দৃশ্য বোধিসত্ত্বের দৃষ্টিগোচর না হয়।

অন্য একদিন আবার বোধিসত্ত্ব ঐভাবে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে অনুরূপভাবে দেবতাদের প্রভাবে দেখা গেল একজন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে—কৃশোদর, দুর্বলকায়, নিজের মলমূত্রে ম্রক্ষিত এবং অতিকষ্টে শ্বাস গ্রহণ করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়াই পূর্বোক্ত নিয়মে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রাজা এই খবর শুনিয়া আরও বিচলিত হইলেন এবং পূর্বোক্ত নিয়মে আদেশ জারী করিয়া চতুর্দিকে ত্রিগব্যূতি (=১২ মাইল) পরিমিত ব্যবধানে প্রহরীর সংখ্যা আরও বর্ধিত করাইলেন।

অন্য আর একদিন বোধিসত্ত্ব উদ্যান-ভ্রমণে বহির্গত হইলে অনুরূপভাবে দেবতাদের প্রভাবে একটি মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন—মঞ্চে শায়িত কাষ্ঠবৎ দেহ বস্ত্রাবৃত। স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

জ্ঞাতিসংঘ শবযাত্রীর অনুগমন করিতেছে। নিকটস্থ আত্মীয় স্বজন শোকে মুহ্যমান হইয়া কেহ বা বিলাপ, কেহ বা ক্রন্দন, কেহ বা অত্যন্ত শোকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেছে।

১। ললিতবিস্তর, পৃঃ ১৫৪।

এই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখিয়া বোধিসত্ত্ব পূর্ববৎ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত হতাশ হইয়া বলিলেন—

"ধিগ্ যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন
আরোগ্য ধিগ্ বিবিধব্যাধিপরাহতেন।
ধিগ্ জীবিতেন পুরুষো নচিরস্থিতেন
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গৈঃ।"[১]

—যে যৌবন জরা দ্বারা অভিদ্রুত (=ক্ষীণ) হয়, সেই যৌবনকে ধিক্। যে আরোগ্য বিবিধ ব্যাধিক্লিষ্ট, সেই আরোগ্যকে ধিক্। যে জীবন চিরস্থায়ী নয়, সেই জীবনকে ধিক্। বিজ্ঞ পুরুষকে ধিক্, যিনি অলীক আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকে।—এই বলিয়া তিনি আরও অধিক সন্তাপযুক্ত হৃদয়ে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 'যে জীবন অনিত্য তাহাতে ভোগসম্পদ উপভোগ করিয়া লাভ কি'—এই চিন্তায় তিনি দুঃখিত দুর্মনা ও হতাশাগ্রস্ত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

রাজাও সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিস্ময়াভিভূত হইলেন—ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল। আবার সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া পুত্রকে হারাইবার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইলেন। তিনি আরও কঠোর-ভাবে আদেশনামা জারী করিয়া ঘোষণা করিলেন যে—চতুর্দিকে এক এক যোজন ব্যবধানের মধ্যে আরও অধিকতর প্রহরী নিযুক্ত করা হউক।

অন্য একদিন বোধিসত্ত্ব আবার উদ্যান-ভ্রমণে বাহির হইলেন। 'কি জানি কি হয়' এই চিন্তায় তাঁহার মন ভারাক্রান্ত। অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল একজন সন্ন্যাসী। দেবতাদের প্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে শান্ত, দান্ত সংযত ব্রহ্মচারী ভিক্ষুকে, উজ্জ্বল তাঁহার গাত্রবর্ণ, মুখমণ্ডল প্রসন্ন। তাঁহার গমন, হস্তপদ প্রসারণ অত্যন্ত সংযত। তাঁহার দৃষ্টিতে পরমা প্রশান্তি। গৈরিক বস্ত্রধারী, হস্তে তাঁহার ভিক্ষাপাত্র।

বোধিসত্ত্ব সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সৌম্য, কে এই পুরুষ?'

১। ললিতবিস্তর, পৃঃ ১৫৫-১৫৬।

তখন পৃথিবীতে কোন বুদ্ধ ছিলেন না, তাই সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসী-গুণ সম্বন্ধে সারথি বিশেষ কিছুই জানিতেন না, কিন্তু দৈবশক্তির প্রভাবে বলিলেন—'প্রভু, ইনি সংসারত্যাগী প্রব্রজিত পুরুষ। ইনি কামসুখ ত্যাগ করিয়া বিনীত আচার অবলম্বন করিয়াছেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক ইনি আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন এবং আসক্তিহীন ও বিদ্বেষহীন হইয়া সামান্য আহার সংগ্রহে বাহির হইয়াছেন।'

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—

"সাধু সুভাষিতমিদং মম রোচতে চ
প্রব্রজ্য নাম বিদুভিঃ সততং প্রশস্তা।
হিতমাত্মনশ্চ পরসত্ত্বহিতং চ যত্র
সুখজীবিতং সুমধুরমমৃতং ফলং চ ॥"[১]

—তুমি যে বিষয়ের কথা বলিলে, উহা অতি সুন্দর ও সৎ। উহাতে আমার রুচি জন্মিতেছে। জ্ঞানিগণ সর্বদাই প্রব্রজ্যাশ্রমের প্রশংসা করিয়াছেন। ঐ আশ্রমে অবস্থান করিয়া নিজের হিত ও পরহিত সাধন করিতে পারা যায় এবং জীবন সুখে যাপন করিতে পারা যায়। সুমধুর অমৃতফল অর্থাৎ মুক্তিই ঐ আশ্রমের ফল।[২]

সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বোধিসত্ত্বের মন প্রসন্ন হইল। তিনি 'ইহাই দুঃখ মুক্তির পথ। আমাকে এই পথেই চলিতে হইবে।'—এই কথা চিন্তা করিয়া সেদিন উদ্যানভূমিতে গমন করিলেন। সেখানে তিনি উদ্যানভূমি দেখিতে দেখিতে মহানন্দে সারাদিন অতিবাহিত করিলেন এবং মঙ্গল পুষ্করিণীতে অবগাহন-কৃত্য সমাপনান্তে সূর্য অস্তমিত হইলে 'মঙ্গলশিলা' নামক শিলোপরি উপবেশন করিলেন। অতঃপর তিনি নিজদেহ বিভূষিত করিতে অভিলাষী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের আসন উত্তপ্ত হইল। তিনি 'কে

---

১ ললিতবিস্তর, পৃঃ ১৫৬—১৫৭।

২। বোধিসত্ত্বের চারিনিমিত্ত দর্শন বর্ণিত হইয়াছে ললিতবিস্তরে (১৪শ অধ্যায়), বুদ্ধচরিতে (৩য় অধ্যায়) এবং জাতকনিদানে।

বোধিসত্ত্ব চারি নিমিত্ত একই দিনে দেখিয়াছিলেন বলিয়া দীর্ঘভাণক অর্থ-কথাকারগণ মন্তব্য করিয়াছেন, জাতকনিদান।

আমাকে এই আসন হইতে বিচ্যুত করিতে চায়' চিন্তা করিয়া মর্ত্যে অবলোকন করতঃ বোধিসত্ত্বের অভিলাষের কথা জ্ঞাত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্মা দেবপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'সৌম্য বিশ্বকর্মা, অদ্য নিশীথ রাত্রে বোধিসত্ত্ব মহাভিনিষ্ক্রমণ করিবেন। অদ্যই তাঁহার অন্তিম প্রসাধনকৃত্য। তুমি এখনই সেই উদ্যানভূমিতে উপস্থিত হইয়া সেই মহাপুরুষকে দিব্যালংকারে বিভূষিত কর।' বিশ্বকর্মা 'তথাস্তু' বলিয়া মর্ত্যে অবতরণ করিয়া বোধিসত্ত্বের শিরপ্রসাধনকার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাহার হস্তস্পর্শেই বোধিসত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন—'ইনি মনুষ্য নহেন, কোনও দেবতা বা দেবপুত্র হইবেন।' বিশ্বকর্মা দিব্য বস্ত্রাভরণে বোধিসত্ত্বকে বিভূষিত করিয়া প্রস্থান করিলে বোধিসত্ত্ব সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া প্রাসাদাভিমুখে রওনা হইলেন।

ঠিক এই সময় রাজা শুদ্ধোদন শুনিতে পাইলেন যে পুত্রবধু গোপা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। শুনিবামাত্রই তিনি পুত্রকে এই শুভ সংবাদ পাঠাইলেন। বোধিসত্ত্ব এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন—'রাহুলো জাতো, বন্ধনং জাতং'—রাহুলের জন্ম হইয়াছে, বন্ধনেরই জন্ম হইয়াছে।[১]

রাজা—'আমার পুত্র শুনিয়া কি বলিয়াছে ?' জিজ্ঞাসা করিয়া দূতের মুখে 'রাহুলো জাতো' কথা শুনিয়া বলিলেন—'আমার পৌত্রের নাম তাহা হইলে 'রাহুল'ই রাখা হউক।'

বোধিসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিলেন। এমন সময় কৃশা গৌতমী নাম্নী এক ক্ষত্রিয় দুহিতা তাঁহার প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বের রূপসম্পদ দর্শন করিয়া প্রীতির আতিশয্যে এই উদানগাথা উচ্চারণ করিলেন ঃ

১। মহাবস্তু (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৯) মতে যেদিন মধ্যরাত্রে বোধিসত্ত্ব গৃহত্যাগ করেন, ঠিক ঐ সময়ে 'রাহুল' তুষিত ভবন হইতে চ্যুত হইয়া মাতার কুক্ষিতে প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার জন্ম হয় নাই। তিব্বতী সাহিত্যেও ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে যে মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইবার ছয় বৎসর পরে বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রিতে বজ্রাসনে বোধিসত্ত্ব মারজয়ী হইবার মুহূর্তে রাহুল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভদ্রকল্পাবদান, ৯-ম অধ্যায়।

"নিব্বুতা নূন সা মাতা, নিব্বুতো নূন সো পিতা।
নিব্বুতা নূন সা নারী, যস্সায়ং ঈদিসো পতী" তি ॥[১]

"অবশ্য নিবৃত্ত সেই জননী হৃদয়
সর্বলোকে ধন্য সেই পিতৃ-পরিচয়,
এহেন পুরুষ পতি যেই ললনার
জীবন তাঁহার ধন্য ধরণী মাঝার।"[২]

তরুণীর সেই আনন্দগীতি শ্রবণ করিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন—'ইনি এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, সেই মাতাপিতার হৃদয় নির্বাপিত এবং সুখী যাঁহাদের ঈদৃশ পুত্র। সেই নারীর হৃদয়ও নির্বাপিত ও সুখী যাঁহার ঈদৃশ পতি। কিন্তু কি নির্বাপিত হইলে হৃদয় নির্বাপিত হয়? তখন কলুষরাশির প্রতি বিরক্তচিত্ত বোধিসত্ত্বের মনে এই প্রতীতিই আত্মপ্রকাশ করিল যে, লোভাগ্নি নির্বাপিত হইলে, হৃদয় নিবৃত্ত হয়। দ্বেষাগ্নি নির্বাপিত হইলে হৃদয় নিবৃত্ত হয়। মোহাগ্নি নির্বাপিত হইলে হৃদয় নিবৃত্ত হয়। মান, মিথ্যাদৃষ্টি ইত্যাদি সর্বপ্রকার কলুষ-যন্ত্রণা নির্বাপিত হইলে হৃদয়ের সকল জ্বালার অবসান হয়।—এই নারী আমাকে আজ অতি মূল্যবান উপদেশবাণী শুনাইলেন। আমার লক্ষ্যও ত নির্বাণ, দুঃখমুক্তি, সকল জ্বালার অবসান। অতএব, অদ্যই আমার গৃহবাস পরিত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া নিবৃত্তির সন্ধান করা উচিত।'—এই চিন্তা করিয়া বোধিসত্ত্ব স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে লক্ষমুদ্রা মূল্যের মুক্তাহারখানি খুলিয়া—'ইহা এই তরুণীর প্রতি আমার গুরুদক্ষিণা স্বরূপ হউক' এই বলিয়া কৃশা গৌতমীর জন্য হারখানি পাঠাইয়া দিলেন। 'কুমার সিদ্ধার্থ সম্ভবত আমার প্রতি আসক্ত হইয়াই এই পুরস্কার পাঠাইয়াছেন' ভাবিয়া কৃশা গৌতমী অত্যধিক আনন্দিতা হইয়াছিলেন।

১। জাতকনিদান কথা, পৃঃ ৬০

২। ঐ, বঙ্গানুবাদ, ধর্মপাল ভিক্ষু, পৃঃ ৮৪; কিন্তু মহাবস্তু (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৭) ও ভদ্রকল্পাবদানে (XXXV) কৃশা গৌতমী স্থলে আনন্দের মাতা 'মৃগী' এই নাম দৃষ্ট হয়।

মহাভিনিষ্ক্রমণ (বোধিসত্ত্বের গৃহত্যাগ)

কৃশা গৌতমীকে মুক্তাহার পাঠাইয়া বোধিসত্ত্ব ক্রমে নিজের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রাসাদে আরোহণ করিলে সর্বাভরণে প্রতি-মণ্ডিতা নৃত্যগীতে সুনিপুণা দেবকন্যা সদৃশ সুদর্শনা নর্তকীবৃন্দ বিবিধ বাদ্যযন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া পালাক্রমে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের দ্বারা বোধিসত্ত্বের মনোরঞ্জনে তৎপর হইল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব কিছুতেই নৃত্যগীতে রমিত হইলেন না। তাঁহার মন পরমা প্রশান্তিতে ভরপুর—তিনি অদ্য রাত্রিতে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তির সন্ধানে বহির্গত হইবেন এই সংকল্পে তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তিনি মুহূর্তমধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বোধিসত্ত্ব নিদ্রিত হইলে নর্তকীবৃন্দও একে একে নিদ্রাভিভূতা হইলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে হঠাৎ বোধিসত্ত্বের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়াই তিনি পালংকোপরি পদ্মাসনে বসিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাদ্যযন্ত্র ও নিদ্রাগতা নর্তকী-গণের বীভৎস দৃশ্য দেখিতে পাইলেন—কাহারও মুখ হইতে লালা নির্গত হইতেছে, কেহ কেহ দন্তঘর্ষণ, নাসিকা-গর্জন ও ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছে, কেহ কেহ মুখব্যাদান করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। কাহারও কাহারও পরিধেয় বস্ত্রসমূহ কটিদেশ ও বক্ষোদেশ হইতে খসিয়া পড়াতে অঙ্গের বীভৎস গোপনীয় স্থানসমূহ প্রকাশ পাইতেছিল। এই সকল বীভৎস দৃশ্য বোধিসত্ত্বের মনকে কামনা-বাসনার প্রতি আরও বিরক্ত করিয়া তুলিল। তখন দেবরাজ শক্রের শক্রভবনসদৃশ সেই সুরম্য প্রাসাদ তাঁহার নিকট মানবের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহপূর্ণ আমক-শ্মশানের ন্যায় প্রতীয়মান হইল এবং সমগ্র ত্রিলোক প্রজ্বলিত গৃহবৎ অনুভূত হইল। ফলে অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার মুখে এক বিরক্তিকর মর্মবেদনার করুণ সুর ধ্বনিত হইল—'উপদ্দুতং বত ভো ! উপস্সট্‌ঠং বত ভো !"—এ সংসার বড়ই উপদ্রবপূর্ণও অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক।

বোধিসত্ত্ব 'এই মুহূর্তেই আমাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে' এই সিদ্ধান্ত করিয়া দ্বারসমীপে গিয়া সারথি ছন্নকে বলিলেন—'সৌম্য, এই মুহূর্তে আমি গৃহত্যাগ করিব। তুমি আমার অশ্ব প্রস্তুত কর।'

ছন্ন 'তথাস্তু' বলিয়া অশ্বশালায় যাইয়া তুরঙ্গরাজ কন্থককে সুসজ্জিত

করিল। কন্থক হ্রেষাধ্বনি করিল। কিন্তু দেবতাদের ঐশীশক্তির প্রভাবে সেই হ্রেষাধ্বনি নগরবাসী বা প্রাসাদের কাহারও কর্ণগোচর হইল না।

এদিকে ছন্নকে অশ্বশালাতে প্রেরণ করিয়া বোধিসত্ত্ব সদ্যোজাত পুত্রের মুখদর্শন মানসে পত্নী রাহুলমাতার শয়নকক্ষে উপনীত হইয়া কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিলেন। তখন কক্ষমধ্যে একটি সুগন্ধ তৈলপ্রদীপ জ্বলিতেছিল। সেই অস্পষ্ট দীপালোকে তিনি দেখিতে পাইলেন—মল্লিকাকুসুমাকীর্ণ শয্যায় রাহুলমাতা নিদ্রিতা, তাঁহার হস্ত পুত্রের শিরোপরি ন্যস্ত। বোধিসত্ত্ব দরজার চৌকাটে দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন—'যদি আমি দেবীর হস্ত অপসারণ করিয়া পুত্রকে গ্রহণ করি, দেবী জাগিয়া উঠিবে এবং তাহাতে আমার গৃহত্যাগে বাধা উপস্থিত হইবে। অতএব বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরে আসিয়া পুত্রকে দর্শন করিব।' এই ভাবিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন।[১]

নীচে কন্থককে লইয়া ছন্ন দন্ডায়মান প্রভুর আগমন অপেক্ষায়। বোধিসত্ত্ব কন্থকের কাছে আসিয়া বলিলেন—"প্রিয় কন্থক, তুমি শুধু অদ্য রাত্রিতে একবার আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল। আমার সাধু সংকল্পপথে তুমি সহায়ক হও।"—এই বলিয়া তিনি এক লম্ফে কন্থকপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

দৈহিক আকৃতিতে অশ্বরাজ কন্থক গ্রীবাদেশ হইতে আঠার হাত দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট, তদনুপাতে উচ্চতাসম্পন্ন, অসীম বলশালী, সুতীব্র বেগবান এবং সে পরিচ্ছন্ন শঙ্খসদৃশ সুশুভ্র দেহযুক্ত ছিল। বোধিসত্ত্ব তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিবামাত্র সে বিদ্যুদ্বেগে ধাবমান হইল। ছন্ন কন্থকের লাঙ্গুলা-গ্রভাগ ধারণ করিয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব নগরের প্রধান তোরণ-সমীপে উপনীত হইলেন। দৈবশক্তিতে অশ্বের ক্ষুরশব্দ শ্রুত হইল না।

বোধিসত্ত্ব যাহাতে ইচ্ছামত নগরদ্বার উন্মুক্ত করিতে না পারেন সেইজন্য দরজার দুইটি কপাটই শুদ্ধোদন এমনভাবে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যেন প্রত্যেক কপাট খুলিতে সহস্র পুরুষের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বোধিসত্ত্ব ছিলেন প্রবল

১। জাতকার্থকথায় উল্লিখিত আছে যে, তখন রাহুলের বয়স হইয়াছিল মাত্র এক সপ্তাহ। কিন্তু অন্যান্য অর্থকথায় এই বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। রাহুলের জন্মদিনেই বোধিসত্ত্ব গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন ইহাই সর্বত্র গৃহীত।

শক্তিশালী। তিনি ভাবিলেন—'যদি আজ নগরদ্বার উন্মুক্ত না হয় অশ্বপুচ্ছ গৃহীত ছন্নসহ কন্থকের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট অবস্থায় আমি উভয় উরুদ্বারা অশ্বকে চাপিয়া রাখিয়া অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ এই প্রাচীর এক লম্ফেই অতিক্রম করিয়া যাইব।' এদিকে ছন্ন ও কন্থকও একই কথা ভাবিল। কিন্তু দ্বার-রক্ষক দেবতা নগরের সিংহদ্বার খুলিয়া দিল।

ঠিক ঐ মুহূর্তে দুইজন 'মার' আসিয়া অন্তরীক্ষ হইতে কহিল—"মহাশয়, নিষ্ক্রান্ত হইবেন না, সংসার ত্যাগ করিবেন না। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে আপনার নিকট 'চক্তরত্ন' আবির্ভূত হইবে। আপনি সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হইবেন। অতএব, ক্ষান্ত হউন গৃহে প্রত্যবর্তন করুন।"[১]

বোধিসত্ত্ব মারের পরিচয় পাইয়া বলিলেন—'আমি জানি আমার চক্ররত্নের আবির্ভাবের কথা। কিন্তু রাজচক্রবর্তীত্ব আমার কাম্য নয়। আমি দশ সহস্র চক্রবাল হর্ষধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত করিয়া সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হইব।'

তখন মার 'হে গৌতম, আমি চিরদিন ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিব এবং সুযোগ পাইলেই জব্দ করিব'—এই বলিয়া অন্তর্ধান করিল।

বোধিসত্ত্ব কপিলবস্তু নগরের মঙ্গলদ্বার বিনা বাধায় অতিক্রম করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেইদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি।[২] বোধিসত্ত্বের বয়স তখন ঊনত্রিশ বৎসর দুই মাস পরিপূর্ণ। (খৃঃ পূঃ ৫৯৫ বা ৫৩৪ অব্দ) আকাশে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রসহ পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতেছিল। তিনি শেষবারের মত জন্মভূমি অবলোকনের জন্য দাঁড়াইলেন। পরবর্তীকালে এই স্থানটি "কন্থক-নিবর্তন চৈত্য"[৩] নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তারপর তিনি আবার অতুলনীয় সম্মান, মহান ঔদার্য ও পরম শ্রীসৌভাগ্যের সহিত ক্রমশঃ সম্মুখ পানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার পুরোভাগে দেবগণ ষাট্ হাজার আলোক-বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া, তদ্রূপ পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে এবং

১। ললিতবিস্তর (১৫শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৫৭) এবং মহাবস্তু (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬০, ১৬৫) অনুসারে ছন্ন বা ছন্দকই বোধিসত্ত্বকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নানাভাবে প্রলোভিত করিয়াছিলেন। মারের কথা নাই।

২। এই দিনেই বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে জন্ম লইয়াছিলেন (ইংরাজী ক্যালেণ্ডার মতে জুন-জুলাই মাস)।

৩। ললিতবিস্তরে ইহার উল্লেখ নাই।

অপর দেবগণ চক্রবালের প্রান্তসীমায় অসংখ্য আলোকবর্ত্তিকা হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। ঘন মেঘাবৃত অন্তরীক্ষ হইতে মুষলধারে বারি বর্ষণের ন্যায় স্বর্গীয় পারিজাত ও মন্দারব পুষ্পে সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে জাঁকজমকপূর্ণ সম্মানের সহিত চলিতে চলিতে বোধিসত্ত্ব এ রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই তিনটি রাজ্য অতিক্রম করিয়া ত্রিশ যোজন দূরে 'অনোমা'[১] নামক নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ছন্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ছন্ন, এই নদীটির নাম কি?"

"প্রভু, ইহার নাম অনোমা।"

সারথির মুখে 'অনোমা' নাম শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন—'তবে আমার প্রব্রজ্যাও অনোমা (=শ্রেষ্ঠ) নামে অভিহিত হউক।'—এই বলিয়া তিনি অশ্বকে গুল্‌ফ দ্বারা আঘাত করিয়া নদী অতিক্রমের সংকেত করিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রভুভক্ত কন্থক এক লম্ফে অষ্ট-উসভ[২] বিস্তৃত সেই নদী অতিক্রম করিয়া অপর তীরে অবতীর্ণ হইল। তারপর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বোধিসত্ত্ব ছন্নকে বলিলেন—"ভাই ছন্ন, তুমি অশ্বরাজ কন্থক এবং আমার আভরণসমূহ লইয়া কপিলবস্তুতে প্রত্যাবর্তন কর। আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব।"

"প্রভু, আমিও আপনার সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।"

"ভাই, তুমি প্রব্রজ্যাজীবন যাপন করিতে পারিবে না। নগরে প্রত্যাবর্তন কর।"—এইভাবে বোধিসত্ত্ব তিনবার ছন্নের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া রাজকীয় আভরণসমূহ ও কন্থকের ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিলেন।[৩]

তারপর বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন—"আমার মস্তকে সুবিন্যস্ত এই দীর্ঘ

১। মহাবস্তুর (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৫) মতে কপিলবস্তু হইতে উক্ত স্থানের দূরত্ব দ্বাদশ যোজন এবং সেখানে অনোমা স্থলে অনোমিয় নামক নগরের কথা বলা হইয়াছে। ইহা মল্লদিগের প্রদেশে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রম স্থানের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল।

'অনোমা' নদীর বর্তমান নাম 'মঝন'।

২। ৫৬০ গজ (৭০ গজ × ৮ = ৫৬০ গজ = অষ্ট উসভ)

৩। এই দৃশ্য নাগার্জুন কোণ্ডায় দৃষ্ট হয়।

কেশকলাপ প্রব্রজিত জীবনের পক্ষে শোভনীয় নহে। অতএব, আমার সুদীর্ঘ কেশদাম নিজের অস্ত্রের সাহায্যে নিজেই ছেদন করিব।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি দক্ষিণ হস্তে অসি ও বাম হস্তে রাজমুকুট সহ কেশকলাপ ধারণ করিয়া নিজেই তাহা কর্তন করিলেন এবং ঊর্ধ্বে ক্ষেপণ করিয়া সত্যক্রিয়া করিলেন—"যদি সত্য সত্যই আমি ইহজন্মে বুদ্ধত্ব লাভ করি তাহা হইলে এই মুকুট ও কেশদাম ঊর্ধ্বাকাশে স্থিত থাকিবে, ভূমিতে পতিত হইবে না।" সারথি ছন্ন বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, বোধিসত্ত্বের রত্নখচিত মুকুট ও কেশদাম অন্তরীক্ষে স্থিত হইয়া রহিয়াছে। ত্রায়স্ত্রিংশৎ দেবলোকের দেবতারা বোধিসত্ত্বের কেশদাম গ্রহণ করিয়া 'চূড়ামণি' চৈত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন।[১] তারপর বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন—"এই কাশিকবস্ত্র সন্ন্যাসজীবনের পক্ষে অনুকূল নহে।" বোধিসত্ত্বের মনের কথা জানিয়া শুদ্ধাবাসকায়িক দেবগণ চিন্তা করিলেন—"বোধিসত্ত্বের কাষায়বস্ত্রের প্রয়োজন।" তখন একজন দেবতা ব্যাধের ছদ্মবেশে আসিয়া বোধিসত্ত্বের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন—"সৌম্য, তোমার কাষায় বস্ত্র আমাকে দিলে, আমার কাশিক সুকোমল বস্ত্র তোমাকে দিব।" ছদ্মবেশী দেবতা "তথাস্তু" বলিয়া নিজের কাষায় বস্ত্র বোধিসত্ত্বকে প্রদান করিলেন। বোধিসত্ত্ব কাষায়বস্ত্রধারী হইলেন এবং দেবতা বোধিসত্ত্বের কাশিক বস্ত্র দুই হাতে ধারণ করিয়া অদৃশ্য হইলেন।[২]

বোধিসত্ত্ব কাষায় বসন ধারণ করিয়া সম্পূর্ণ প্রব্রজিত বেশে ছন্নকে বলিলেন—"ভাই ছন্ন, তুমি এখন ফিরিয়া যাও। আমার মাতাপিতাকে আমার নিরাময় সংবাদ জ্ঞাপন করিও।" ছন্ন প্রভুকে অভিবাদন করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব দৃষ্টির অন্তরাল

১। জাতকনিদানকথা অনুসারে দেবরাজ শক্র স্বয়ং বোধিসত্ত্বের কেশদাম রত্নাধারে ধারণ করিয়াছিলেন—পৃঃ ৬৫। ভারহুতে এই দৃশ্য দেখা যায়।

২। মহাবস্তু (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৫); ললিতবিস্তর, পৃঃ ২৭৮; বুদ্ধচরিত, ৬।৬০; জাতকনিদান কথায় উক্ত হইয়াছে—বোধিসত্ত্বের মনের কথা জানিয়া তাঁহার কশ্যপ বুদ্ধের সময়কালীন অতীত জন্মের বন্ধু ঘটীকার মহাব্রহ্মা প্রব্রজিতদের ব্যবহার্য অষ্টবিধ উপকরণ (উদক-স্রাবক, সূচী, ক্ষুর, পিণ্ডপাত্র, ত্রিচীবর, কটিবন্ধনী) আনিয়া বোধিসত্ত্বের হস্তে অর্পণ করিলেন।—পৃঃ ৬৫।

হইবামাত্র প্রভুভক্ত কন্থক শোকের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া মৃত্যুবরণ করিল। কন্থকের মৃত্যুতে ছন্নের শোক-যন্ত্রণা দ্বিগুণ হইল এবং সে অত্যধিক রোদন ও পরিদেবন করিতে করিতে একাকী নগরে প্রত্যাবর্তন করিল।[১]

অধ্যায় এগার

রাজা বিম্বিসারের সহিত সাক্ষাত

বোধিসত্ত্ব ছন্নকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সেই স্থানে অবস্থিত অনুপ্রিয় নামক আম্রবনে প্রব্রজ্যাজনিত পরমানন্দে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। তারপর যথাক্রমে শাক্যা ও পদ্মা নামধেয়া দুই ব্রাহ্মণীর আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি রৈবত নামক ঋষির আশ্রমে গমন করেন। পরিশেষে তিনি বৈশালীতে উপস্থিত হন।[২] বৈশালী হইতে রাজগৃহে। রাজগৃহ নগরের সীমান্তে প্রবেশ করিয়া তিনি ধনী, দরিদ্র কোন গৃহ বিচার না করিয়া প্রতি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপূর্ব রূপ-লাবণ্যের জৌলুসে সমগ্র নগর এক অপরূপ শোভা ধারণ করিল। তাহা দেখিয়া সকলের মনে হইল যেন রাজগৃহ নগরে কোন ধনপালের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিম্বা দেবনগরে কোন অসুরেন্দ্র প্রবেশ করিয়াছে—তাই সমস্ত নগর বিচলিত হইয়াছে। নগররক্ষী রাজ-পুরুষগণ তৎক্ষণাৎ মগধরাজ বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে রাজা স্বয়ং প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া সেই মহান্ পুরুষকে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং অমাত্যগণকে আদেশ করিলেন—"যাও, তোমরা তাঁহাকে অনুসরণ কর। যদি তিনি অমনুষ্য হন নগরসীমার বাহিরে যাইয়া অন্তর্ধান করিবেন; যদি দেবতা হন আকাশমার্গে অদৃশ্য হইবেন; যদি নাগ হন

১। কন্থকের বিদায়দৃশ্য গন্ধারশিল্পে দেখা যায়। ললিতবিস্তর (পৃঃ ২৮১-২৮২) এবং বুদ্ধচরিত (৬।৬৬-৬৭)।

২। ললিতবিস্তর, পৃঃ ২৯৫ ; জাতকনিদান কথায় ইহার উল্লেখ নাই।

মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন ; আর যদি মনুষ্য হন, কোথাও বসিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবেন।"

প্রেরিত রাজ-পুরুষগণ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল এবং দেখিল যে, সেই মহাপুরুষ নগরের প্রবেশ দ্বার দিয়াই নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পাণ্ডব পর্বতাভিমুখে গমন করিলেন। পর্বতশীর্ষে আরোহণ করিয়া তিনি পূর্বমুখী উপবেশন করিয়া ভিক্ষান্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মুখে ভিক্ষান্ন প্রদত্ত হইবামাত্র ঘৃণায় তাঁহার বমি হইবার উপক্রম হইল। কারণ এইরূপ নিকৃষ্ট খাদ্য তিনি জীবনে চোখেও দেখেন নাই। অতএব ভিক্ষান্নের প্রতি প্রবল ঘৃণার উদ্রেক হইলে বোধিসত্ত্ব নিজেকে এইভাবে সান্ত্বনা দিলেন—

"সিদ্ধার্থ, তুমি তিন বছরের পুরাতন সুগন্ধ শালিধান্যের ভাত ও প্রচুর সুস্বাদু ব্যঞ্জন যেখানে সহজলভ্য, সেইরূপ প্রভূত সম্পদশালী রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও কাষায়বস্ত্রধারী এক প্রব্রজিত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া— 'কখন আমিও এইরূপ ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করিব, আমার সেই সময় আসিবে কিনা'—এই উদ্দেশ্য লইয়াই নিষ্ক্রান্ত হইয়াছ। আর তুমি এখন কি করিতেছ!"—এইরূপে নিজেকে উপদেশ দিয়া তিনি নির্বিকার চিত্তে সেই ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিলেন।

অমাত্যগণ দূর হইতে দেখিলেন যে মহাপুরুষ ভিক্ষান্ন ভোজন করিতেছেন। তাঁহারা মোটামুটি সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর করিলেন। রাজা সব শুনিয়া সত্বর নগরসীমার বাহিরে পাণ্ডব পর্বতে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—

"বৎস, তুমি তরুণ ও কমনীয় ; তোমার নবীন যৌবন, তুমি সৌন্দর্য-সম্পন্ন, উচ্চকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, তুমি যোদ্ধৃমণ্ডল পরিবেষ্টিত হইয়া রাজবাহিনীর অলঙ্কারস্বরূপ হইবে। আমি তোমাকে প্রভূত ধন দান করিব, ভোগ কর। প্রয়োজন হইলে আমার সমগ্র রাজ্য দান করিব, ভোগ কর।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন—

"রাজন, আপনার সর্বদা মঙ্গল হউক, আমি কোন কামসুখের প্রার্থী নহি। কামনা বিষতুল্য ও অত্যন্ত দোষের আকর। লোক কামের বশে নরক, প্রেত, তির্যক্ ইত্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানিগণ এই কামনার সতত নিন্দা করিয়াছেন। আমি উহা শ্লেষ্মাপিণ্ডের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছি। কোশল রাজ্যের অন্তর্গত শাক্যগণের সমৃদ্ধিশালী কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের

পুত্র আমি। বুদ্ধত্ব লাভের আশায় আমি সব কিছু ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।"[১]

সব শুনিয়া রাজা বলিলেন—"বৎস, আপনার পিতা আমার পরম মিত্র। হে স্বামিন্, যদি আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহা হইলে আমি আপনার শরণাগত হইব। আপনি আমাকে কথা দিন যে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া আপনি আর একবার আমাকে আপনার দর্শন দান করিবেন।" বোধিসত্ত্ব 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি দিলে রাজা বোধিসত্ত্বের চরণ বন্দনা করিয়া রাজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অধ্যায় বার

অরাড় কালাম ও উদ্রকের সহিত সাক্ষাত

তখন অরাড় কালাম এবং রামপুত্র উদ্রক[২] ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অধ্যাপক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ঐ সময়ে বিদ্যাবত্তায় এবং দর্শনতত্ত্বের জ্ঞানে তাঁহাদের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। বোধিসত্ত্ব কুশলের সন্ধানে এবং অনুত্তর শান্তিবরপ্রদ নির্বাণ অন্বেষণে প্রথমে অরাড় কালামের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিপ্রায় অরাড়কে জানাইলেন। অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব জানিতে চাহিলেন জরামরণরূপ রোগ হইতে মুক্তির কোন উপায় অরাড়ের জানা আছে কিনা। অরাড় বলিলেন—

১। "স্বস্তি ধরণিপাল তেহস্তু নিত্যং
ন চ অহং কামগুণোভিরর্থিকোহস্মি।
কামং বিষসমা অনন্তদোষা
নরক-প্রপাতন প্রেতর্তির্য্যগ্‌যোনৌ।
বিদুভির্বিগর্হিতা চাপ্যনার্য্যকামাঃ
জহিত ময়া যথা পক্কখেটপিণ্ডম্॥"—

ললিতবিস্তর, পৃঃ ৩০২

২। পালিতে আলার (=আড়ার) কালাম এবং উদ্দক রামপুত্ত। ললিত-বিস্তরে 'আরাড় কালাপ' এবং 'রুদ্রক রামপুত্র'। মহাবস্তুতে আড়ার কালাম এবং রামপুত্র উদ্রক।

"হে স্থিরসত্ত্ব, সংসারের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি সম্বন্ধে আমরা যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। প্রকৃতি, বিকার, জন্ম, জরা বা মৃত্যুকেই সত্ত্ব বলা হয়। তন্মধ্যে পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং অব্যক্তকে প্রকৃতি বলা হয়। বিষয়সমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, হস্তপাদ, বাক্, পায়ু, উপস্থ এবং মনকে বলা হয় বিকার। সচেতন এই ক্ষেত্রকে জানার কারণে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। এবং আত্মা সম্বন্ধে চিন্তাশীল আত্মাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকে। যে জন্মগ্রহণ করে, বৃদ্ধ হয়, পীড়িত হয়, মৃত্যুবরণ করে, তাহাকে ব্যক্ত বলা হয় এবং তদ্বিপরীতকে বলা হয় অব্যক্ত। অজ্ঞান, কর্ম এবং তৃষ্ণা সংসারের কারণস্বরূপ। এই তিনের দ্বারা আবদ্ধ প্রাণী জরামরণের অতীত হইতে পারে না। অবিশ্বাস, অহঙ্কার, সন্দেহ, অভিসংপ্লব (মন, বুদ্ধি এবং কর্মের মধ্যে আমিত্ব সংজ্ঞা), জ্ঞানী-অজ্ঞানী এবং প্রকৃতিসমূহের মধ্যে অভেদ জ্ঞান, নমস্কার, বষট্‌কার (=আহুতি) ইত্যাদি অনুচিত উপায়, মন, বাক্, বুদ্ধি এবং কর্মদ্বারা বিষয়সমূহের মধ্যে আসক্তি, আমি-আমার এই অভিমান ইত্যাদি কারণে প্রাণী জরামরণের অতীত হইতে পারে না।

(পাঁচ গ্রন্থিকে অবিদ্যা বলা হয়, যথা, আলস্য (=তম), মোহ (=জন্ম মৃত্যু), কাম (=মহামোহ), ক্রোধ এবং বিষাদ। এই পাঁচ গ্রন্থির দ্বারা যুক্ত হইয়া মনুষ্য দুঃখবহুল সংসারে বারবার জন্মগ্রহণ করে। 'আমিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, চিন্তক এবং কার্যের সাধক' মনে করিয়া মনুষ্য সংসার সাগরে বারবার মগ্ন হয়।)

হে ধীমান্, এই সকল কারণে জন্মের স্রোত চলিতে থাকে, কারণ ব্যতীত কার্যোৎপত্তি হয় না—একথা জানিতে হইবে। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ব্যক্ত এবং অব্যক্তকে যথাযথভাবে জানিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ জন্মমৃত্যুর খরস্রোতকে রুদ্ধ করিয়া অবিনাশী পদপ্রাপ্ত হয়। ইহার জন্য সংসারে পরমব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্যের আচরণ করেন এবং ব্রাহ্মণগণকে ইহা শিক্ষা দিয়া থাকেন।"

(এই কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব অরাড় ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মুনিবর, এই ব্রহ্মচর্যের আচরণ যেভাবে, যতটা এবং যেখানে করা উচিত এবং এই ধর্মের অন্ত কোথায় তাহা ব্যাখ্যা করুন।"

অরাড় সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাষায় বলিলেন—"প্রথমে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া গৈরীক বস্ত্র ধারণ করিতে হইবে। ইহার পর শীল পালনের দ্বারা সদাচারী হইতে হইবে। যথালব্ধ খাদ্য, বস্তু বাসস্থানের দ্বারা সন্তুষ্ট থাকিতে

হইবে। রাগকে ভয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়া বৈরাগ্যের সাধনা করিতে হইবে। ইহাতে সাধক কাম-ক্রোধরহিত হইয়া বিবেকজ এবং বিতর্কজ পূর্বধ্যান লাভ করেন (প্রথম ধ্যান)। ঐ ধ্যানসুখকে লাভ করিয়া, ইহার চিন্তা করিতে করিতে অবোধ ব্যক্তি অপূর্বসুখপ্রাপ্তির পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়। কামদ্বেষ বিরহিত শান্তি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া সাধক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিতর্ক (=বিচার) মনকে ক্ষুব্ধ করে ইহা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি বিতর্ক হইতে বিযুক্ত এবং প্রীতিসুখযুক্ত ধ্যান প্রাপ্ত হন (দ্বিতীয় ধ্যান)। ইহার পর প্রীতিসুখ হইতে মনকে পৃথক্ করিয়া সুখময় কিন্তু প্রীতিবিবর্জিত তৃতীয় ধ্যান লাভ করেন। যিনি ঐ সুখে মগ্ন থাকিয়া বিশেষ বা অপূর্ব সুখের জন্য যত্নবান হন না, তিনি শুভকৃৎস্ন দেবতাগণের সঙ্গে সামান্য সুখ লাভ করেন। যিনি ঐ সুখ লাভ করিয়া তাহাতে অনুরক্ত হন না, উদাসীন থাকেন, তিনি সুখ-দুঃখরহিত চতুর্থধ্যান প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় কেহ কেহ প্রমাদবশতঃ মনে করেন যে, মোক্ষলাভ হইয়াছে। এই ধ্যানের ফল বৃহৎফল দেবগণের সঙ্গে দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে। ঐ সমাধি হইতে উঠিয়া শরীরধারীদের দোষ দেখিয়া বুদ্ধিমান পুরুষ শরীর নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানমার্গে আরূঢ় হন। তখন ঐ ধ্যানকে পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ কিছু লাভের জন্য বুদ্ধিমান পুরুষ কামের ন্যায় রূপ হইতেও বিরক্ত হন। এই শরীরে যে শূন্যস্থান আছে প্রথমে তাহার কল্পনা করেন। পরে শরীরের মধ্যে যা কিছু নিরেট পদার্থ আছে সেগুলিকেও শূন্য বলিয়া উপলব্ধি করেন। অন্য বুদ্ধিমান পুরুষ আকাশে স্থিত নিজেকে (অর্থাৎ আকাশে ব্যাপ্ত আত্মাকে) সংকুচিত করিয়া ইহাকে অনন্তের ন্যায় দেখিতে দেখিতে বিশেষকে প্রাপ্ত হন। অধ্যাত্মকুশল অন্য ব্যক্তি আত্মাদ্বারা আত্মাকে নিবৃত্ত করিয়া আকিঞ্চন্য (=কিছুই নাই) আয়তন লাভ করেন। ইহাকে বলা হয় ইষীকা বা শৃঙ্খলময় আবরণ হইতে মুক্ত মুঞ্জতৃণের ন্যায়, কোশ হইতে নিষ্কাসিত তরবারির ন্যায় এবং পিঞ্জর হইতে মুক্ত পাখীর ন্যায় দেহ হইতে মুক্তাবস্থা। ইহাই পরম ব্রহ্ম, চিহ্নরহিত, ধ্রুব এবং অবিনাশী অবস্থা যাহাকে তত্ত্বজ্ঞ মনীষীরা মোক্ষ বলিয়াছেন।

এইভাবে মোক্ষ এবং উপায় আপনাকে বলিলাম। যদি ইহা বুঝিয়া থাকেন এবং ইহাতে আপনার রুচি হয়, তাহা হইলে ইহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করুন। জৈগীষব্য, জনক, বৃদ্ধ পরাশর এবং অন্যান্য অনেকে এই মার্গ অবলম্বন করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন।”)

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন—"এই সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব আমি জানিলাম যাহা বাস্তবিকই উত্তরোত্তর কল্যাণকারী। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞের পরিত্যাগ না হইলে ইহাকে আমি নৈষ্ঠিক পদ বলিয়া কিভাবে স্বীকার করিব ? আমি মনে করি, বিকার এবং প্রকৃতিসমূহ হইতে মুক্ত হইলেও ক্ষেত্রজ্ঞে প্রসবধর্ম অর্থাৎ উৎপন্ন করার ধর্ম (=গুণ, স্বভাব) এবং বীজধর্ম থাকিয়া যায়। বিশুদ্ধ আত্মা মুক্ত বলিয়া কল্পিত হইলেও প্রত্যয় বা কারণসমূহ বর্তমান থাকিলে ইহা আবার অমুক্ত হইয়া যাইবে। যেমন ঋতু, ভূমি এবং জলের অভাবে বীজ অঙ্কুরিত হয় না এবং ঐসকল প্রত্যয় বর্তমান থাকিলেই বীজ অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ, এই কর্ম, অজ্ঞান এবং তৃষ্ণার ত্যাগের দ্বারা মোক্ষের কল্পনা করা হইলেও আত্মা থাকিয়া গেলে ইহার সম্পূর্ণ ত্যাগ হইতে পারে না। ঐ তিনটিকে ধীরে ধীরে ত্যাগ করিলে বিশেষের প্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু আত্মার স্থিতি থাকিলে ঐ তিনটি সূক্ষ্মরূপে থাকিয়া যায়। দোষসমূহ সূক্ষ্ম হইলে, চিত্তের ব্যাপার না হইলে এবং ঐ অবস্থায় দীর্ঘায়ু হইলে মোক্ষের কল্পনা করা হয়। অহঙ্কার পরিত্যাগের যে কল্পনা করা হয়, তাহা আত্মা থাকিলে সম্ভব হয় না। সংখ্যাদি হইতে মুক্ত না হইলে আত্মা নির্গুণ হয় না, অতএব, নির্গুণ না হইলে ইহাকে মোক্ষ বলা যায় না। গুণী এবং গুণের মধ্যে কোন ব্যতিরেক বা পার্থক্য নাই। রূপ এবং তাপরহিত অগ্নি উপলব্ধি হয় না। দেহের পূর্বে দেহী নহে, তদ্রূপ গুণের পূর্বে গুণী নহে। এইজন্য, পূর্বে বিমুক্ত হইলেও আত্মা আবার দেহাবদ্ধ হইয়া যায়। শরীররহিত ক্ষেত্রজ্ঞ হয় জ্ঞাতা না হয় অজ্ঞ। যদি জ্ঞাতা হয়, তাহা হইলে ইহার জ্ঞেয় থাকিবে, আর যদি জ্ঞেয় থাকে, তাহা হইলে মুক্ত হইতে পারে না। যদি আপনার মতে অজ্ঞ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আত্মার কল্পনার কি প্রয়োজন ? আত্মা ব্যতিরেকে অজ্ঞানের অস্তিত্ব কাষ্ঠবৎ প্রাচীরবৎ সিদ্ধ হইতে পারে। কেন না একটি একটি করিয়া ত্যাগ করাকে উত্তম বলা হইয়াছে, অতএব আমি মনে করি—সর্বত্যাগের দ্বারা পূর্ণ কৃতার্থতা লাভ করা যায়।"

অরাড়ের ধর্ম শুনিয়া বোধিসত্ত্ব সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। 'ইহা অপূর্ণ ধর্ম' এই বলিয়া তিনি অরাড়কে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি রুদ্রক রামপুত্রের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দেখিলেন যে, রুদ্রকও আত্মগ্রাহের উর্ধ্বে নয় দেখিয়া তাঁহার মতও তিনি গ্রহণ করিলেন না।

সংজ্ঞা এবং অসংজ্ঞা দোষদর্শন করিয়া রুদ্রক মুনি আকিঞ্চন্যায়তনের ঊর্ধ্বে সংজ্ঞা (=চেতনা) এবং অসংজ্ঞা (=অচেতনা) রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেননা সূক্ষ্ম সংজ্ঞা-অসংজ্ঞাও আলম্বন (=মানসিক বা শারীরিক কর্মের আধার), ইহার ঊর্ধ্বে যে অবস্থা তাহা হইতেছে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা অবস্থা।[১]

যেহেতু বুদ্ধি সূক্ষ্ম এবং অপটু (=কর্মরহিত) হইয়া সেখানেই থাকে, অন্যত্র যায় না, সেজন্য সেখানে অসংজ্ঞাও নাই, সংজ্ঞাও নাই। কিন্তু যেহেতু ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও মনুষ্য আবার সংসারেই প্রত্যাবর্তন করে সেজন্য পরমপদ অনুসন্ধিৎসু বোধিসত্ত্ব রুদ্রক মুনিকে ত্যাগ করিয়াছেন।

অধ্যায় তের

ছয় বৎসরের কঠোর তপস্যা

ইহার পর বোধিসত্ত্ব রাজর্ষি গয়ের নগরীনামক আশ্রমে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন। অতঃপর ঘুরিতে ঘুরিতে উরুবিল্ব প্রদেশের সেনানী গ্রামে[২] আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থান সম্বন্ধে বুদ্ধ নিজে বর্ণনা দিয়াছেন ঃ

"এই ত সেই রমণীয় ভূভাগ এবং মনোহর বনখণ্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা সুতীর্থযুক্তা প্রবহমানা নদী এবং চতুর্দিকে রমণীয় গোচর গ্রাম। সাধনা-প্রয়াসী কুলপুত্রের পক্ষে এই ত সাধনার স্থান! ইহা ভাবিয়া, হে ভিক্ষুগণ, সাধনার পক্ষে এই স্থান পর্যাপ্ত মনে করিয়া ঐ স্থানেই আমি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হই।"[৩]

১। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধের আর্বির্ভাবের পূর্বেই এদেশের যোগিগণ চারি রূপ-সমাপত্তি এবং চারি অরূপ-সমাপত্তি এই আটটি সমাপত্তি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব এই অষ্ট সমাপত্তির ঊর্ধ্বে 'সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ' নামক লোকোত্তর সমাপত্তি লাভ করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন।

২। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে সেনা-নিগম ও সেনানি-গাম এই দ্বিবিধ পাঠ। সেনা-নিগম অর্থে সেনা-নিবাস। সেনানি-গাম অর্থে সেনানীর গ্রাম। সেনানী সুজাতার পিতার নাম। সেনানি-গ্রামেই সুজাতার পিত্রালয় ছিল (পৃঃ সূঃ)।

৩। অরিয়পরিয়েসনা সুত্ত, মজ্ঝিমনিকায় সুত্ত নং ২৬।

বোধিসত্ত্ব সেনানী গ্রামের নৈরঞ্জনা নদীতীরে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহার নিকট তিনটি অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য উপমা প্রতিভাত হয়। তিনি ভাবিলেন, যাঁহার কাম্যবস্তু বিষয়ক রাগ তৃষ্ণা বা পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই তিনি কখনই আন্তরিক ও শারীরিক দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া আর্দ্র কাষ্ঠ জলের মধ্যে সংস্থাপন করেন এবং ঐ কাষ্ঠ আর্দ্র অরণি দ্বারা সংঘর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি উহা হইতে অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিবেন না। সেইরূপ যাঁহার চিত্ত রাগাদি দ্বারা আর্দ্র রহিয়াছে, তিনি জ্ঞান-জ্যোতি লাভ করিতে পারিবেন না। এই উপমা বোধিসত্ত্বের চিত্তে প্রথম উদিত হয়। তদনন্তর তিনি ভাবিলেন যিনি আর্দ্র কাষ্ঠ লইয়া স্থলে সংস্থাপন পূর্বক আর্দ্র অরণি দ্বারা উহার সংঘর্ষণ করেন, তিনিও উহা হইতে অগ্নি উৎপাদন করিতে সমর্থ হন না। সেইরূপে যাঁহাদের হৃদয় রাগাদি দ্বারা অভিষিক্ত তাঁহারাও জ্ঞান-জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারেন না। ইহাই দ্বিতীয় উপমা। অনন্তর তাঁহার মনে হইল, যিনি শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া স্থলে সংস্থাপন পূর্বক শুষ্ক অরণি—দ্বারা উহার সংঘর্ষণ করেন, তিনি উহা হইতে অগ্নি উৎপাদন করিতে পারেন। সেইরূপ যাঁহার চিত্ত হইতে রাগাদি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে, তিনিই কেবল জ্ঞানাগ্নি লাভ করিতে সমর্থ। তৃতীয় এই উপমা বোধিসত্ত্বের মনে উপস্থিত হয়।[১]

তৃতীয় উপমার দ্বারা বোধিসত্ত্বের মনে এই প্রত্যয় দৃঢ়মূল হইল যে, যে কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কায়ত কাম্যবস্তু হইতে বিচ্যুত হইয়া অবস্থান করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কামচ্ছন্দ, কামস্নেহ, কামমূর্চ্ছা, কাম-পিপাসা অথবা কাম-পরিদাহ বলিতে যাহা কিছু তাহা অধ্যাত্মে সুপরিক্ষীণ, সুপ্রশমিত হয়, সাধনাপ্রয়াসে তাঁহারা তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখবেদনা অনুভব করিলেও তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধিলাভ সম্ভব হয়; সাধনাপ্রয়াসে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখবেদনা অনুভব না করিলেও, তাঁহাদের পক্ষে

১। মহাসত্যক সূত্র, মজ্ঝিমনিকায়, সুত্ত নং ৩৬;
ললিতবিস্তর, পৃঃ ৩০৯-৩১১; মহাবস্তু, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২১-১২৩।

ললিতবিস্তর এবং মহাবস্তুর মতে বোধিসত্ত্ব যখন গয়াশীর্ষ পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন তখনই তাঁহার মনে এই ত্রিবিধ উপমা প্রতিভাত হইয়াছিল।

জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধিলাভ সম্ভব হয়।[১] তিনি চিন্তা করিলেন অরাড় কালাম এবং রুদ্রক রামপুত্রের কথা যাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাবলের দ্বারা বলীয়ান হইলে মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি ত জানেন যে, তিনি শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাবলে বলীয়ান। তিনি আরও জানেন যে, তিনি কামনা-বাসনা মুক্ত এবং তিনি যে কোন প্রকার তীব্র তীক্ষ্ণ কঠোর দুঃখবেদনা অনুভব করিতে প্রস্তুত। অতএব, তাঁহার কেন জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধিলাভ সম্ভব হইবে না :—এই চিন্তা করিয়া তিনি (ষড়্‌বর্ষব্যাপিনী) কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে তিনি দন্তে দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া, চিত্তের দ্বারা চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করিলেন—যেমন কোন বলবান পুরুষ দুর্বল পুরুষকে শিরে কিংবা ঘাড়ে ধরিয়া অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করে। ইহার দ্বারা তাঁহার বীর্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, কিন্তু তাঁহার দুঃখ বেদনাক্লিষ্ট দেহ অশান্তই থাকিয়া যায়। তথাপি সেই দুঃখবেদনা তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিতে পারে নাই।[২]

১। মধ্যমনিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৬।

২। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

"ইহা নিশ্চয়ই এক প্রকার উগ্রতপ বা হঠযোগ-প্রক্রিয়া। খেচরীবিদ্যার বর্ণনার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। যোগশিখোপনিষদের মতে তালুমূল চন্দ্রের স্থান, যেখানে সুধা বর্ষিত হয় : 'তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রঃ সুধাং বর্ষত্যধোমুখঃ।' যুগকুণ্ডল্যুপনিষদ্, ২ অঃ দ্রঃ; উপনিষদের ভাষায় বুদ্ধবর্ণিত যোগপ্রক্রিয়ার নাম খেচরী মুদ্রা। যোগশিখোপনিষদ্, ৫ম অঃ, ৩৯-৪৩ শ্লোক :

'কণ্ঠং সংকোচয়েৎ কিংচিদ্ বন্ধো জালন্ধরো হ্যয়ম্।
বন্ধয়েৎ খেচরী-মুদ্রাং দৃঢ়চিত্তঃ সমাহিতঃ ॥
কপাল-বিবরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোন্তর্গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী ॥
খেচর্য্যা মুদ্রিতং যেন বিবরং লম্বিকোর্দ্ধতঃ।
ন পীযূষং পতত্যগ্নৌ ন চ বায়ুঃ প্রধাবতি ॥
ন ক্ষুধা ন তৃষ্ণা নিদ্রা নৈবালস্যং প্রজায়তে।
ন চ মৃত্যুর্ভবেত্তস্য যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম্ ॥"

—মধ্যমনিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৬, পাদটীকা।

পরে তিনি মুখে ও নাসিকায় শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করেন। ইহাতে তাঁহার কর্ণরন্ধ্র দিয়া নির্গত বায়ুর অত্যধিক মাত্রায় শব্দ হইতে থাকে—যেমন কামারের গর্গরা বা ভস্ত্রা হইতে নির্গত বায়ু। ইহার দ্বারা তাঁহার বীর্য আরব্ধ হয়, স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, কিন্তু দুঃখ বেদনাক্লিষ্ট দেহ অশান্ত হয়। তথাপি সেই দুঃখবেদনা তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিতে পারে নাই।[১]

ইহার পর তিনি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করেন। ইহাতে তাঁহার শিরে অধিকমাত্রায় বায়ু প্রতিহত হইতে থাকে—যেমন কোন বলবান পুরুষ তীক্ষ্ণ শিখর (=তরবারির অগ্রভাগ) দ্বারা শিরে আঘাত করে। ইহার দ্বারা তাঁহার বীর্য আরব্ধ হয়, স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, কিন্তু দুঃখ-বেদনাক্লিষ্ট দেহ অশান্ত হয়। তথাপি সেই দুঃখবেদনা তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিতে পারে নাই।

এইভাবে তিনি শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ধ্যান চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ফলে তাঁহার শিরোবেদনা উৎপন্ন হয়। পরে বায়ু অধিকমাত্রায় তাঁহার কুক্ষি কর্ত্তন করিতে থাকে—যেমন কোন দক্ষ গোঘাতক কিংবা গোঘাতক-অন্তেবাসী তীক্ষ্ণ গো-কাটা ছুরি দ্বারা গো-কুক্ষি পরিকর্ত্তন করে। ইহার দ্বারা তাহার বীর্য আরব্ধ হয়, স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, কিন্তু দুঃখবেদনাক্লিষ্ট দেহ অশান্ত হয়। তথাপি সেই দুঃখবেদনা তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিতে পারে নাই। ……তাঁহার দেহে অধিকমাত্রায় দাহ উপস্থিত হয়—যেমন দুইজন বলবান পুরুষ কোন এক দুর্বলতর ব্যক্তির দুই বাহুতে ধরিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারে সন্তপ্ত ও সম্পরিতপ্ত করে। ইহার দ্বারা তাহার বীর্য আরব্ধ হয়, স্মৃতি উপস্থাপিত

১। আস্ফানক ধ্যান (পালি—অপ্পাণকং ঝানং), নিরুদ্ধশ্বাস, বস্তুতঃ ইহা কুম্ভকেরই নামান্তর। কামারের গর্গরা বা ভস্ত্রা হইতে নির্গত বায়ুর ন্যায়। যোগশিখোপনিষদে (১ম অঃ, শ্লোক ৯৫-১০০) বর্ণিত হইয়াছে :

মুখেন বায়ুং সংগৃহ্য ঘ্রাণরন্ধ্রেন রেচয়েৎ ॥
শীতলীকরণং চেদং হন্তি পিত্তং ক্ষুধাং তৃষম্।
স্তনয়োরধ ভস্ত্রেব লোহকারস্য বেগতঃ ॥
রেচয়েৎ পূরয়েৎ বায়ুমাশ্রমং দেহগং ধিয়া।
যথা শ্রমো ভবদ্দেহে তথা সূর্য্যেণ পূরয়েৎ ॥
বিশেষেণেব কর্তব্যং ভস্ত্রাখ্যং কুম্ভকং ত্বিদম্ ॥"

হয়, কিন্তু দুঃখবেদনাক্লিষ্ট দেহ অশান্ত হয়। তথাপি সেই দুঃখবেদনা তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিতে পারে নাই।[১]

বোধিসত্ত্ব যখন এইরূপ 'আস্ফানক' ধ্যান-রত তখন মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হইল যে, তিনি জীবিত না মৃত ইহা জানা দুষ্কর হইয়াছিল, কারণ তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস একেবারে রুদ্ধবৎ হইয়াছিল। তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া কোন কোন (অধিষ্ঠাত্রী) দেবতা বলিয়া উঠিলঃ "বুঝি, শ্রমণ গৌতম কালগত হইয়াছেন।" কোন কোন দেবতা বলিলঃ "শ্রমণ গৌতম কালগত হন নাই, তবে কালগত হইবেন।" অপর কোন কোন দেবতা বলিয়া উঠিলঃ "শ্রমণ গৌতম কালগত হন নাই, তিনি কালগত হইবেনও না। তিনি অর্হৎ হইবেন, অর্হতের ধ্যানবিহার এইরূপই বটে।"

ইত্যবসরে কোণ্ডণ্যপ্রমুখ পাঁচজন সন্ন্যাসী লক্ষ্যহীনভাবে গ্রাম, জনপদ ও দেশ-দেশান্তর বিচরণ করিতে করিতে অবশেষে একদিন বোধিসত্ত্বের সাধনভূমিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। অতঃপর তাঁহারা কঠোর সাধনারত বোধিসত্ত্বকে প্রয়োজনীয় সেবাযত্ন ও পরিচর্যা করিতে করিতে "সম্ভবতঃ এখনই ইনি বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন, এখনই ইনি বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন," এই আশায় দীর্ঘ ছয় বৎসর অতিবাহিত করিলেন।[২]

১। দেহদাহ সম্বন্ধে যোগকুণ্ডলী উপনিষদে উক্ত আছেঃ

"প্রাণস্থানং ততো বহ্নিঃ প্রাণাপ্রাণৌ চ সত্বরম্।
মিলিত্বা কুণ্ডলীং যাতি প্রসুপ্তা কুণ্ডলাকৃতি॥
তেনাগ্নিনা চ সংতপ্তা পবনেনৈব চালিতা।
প্রসার্য স্বশরীরং তু সুষুম্না বদনান্তরে॥"

(১ম অঃ, শ্লোক ৬৪-৬৬)।

২। পরবর্তীকালে তাঁহাদের নাম হইয়াছিল "পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু।" তাহাদের মধ্যে কোণ্ডণ্য ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি সিদ্ধার্থের জন্মের সময় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, সিদ্ধার্থ অবশ্যই বুদ্ধ হইবেন। অপর চারিজন হইতেছেনঃ ভদ্রিয়, বাষ্প, মহানাম এবং অশ্বজিৎ। উক্ত গণক আটজন ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোণ্ডণ্য ব্যতীত আর সাতজনের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহাদের ভদ্রিয়াদি চারি পুত্র কোণ্ডণ্যের অনুপ্রেরণায় ভাবীবুদ্ধের দর্শন লাভের জন্য সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের সংবাদ পাইয়া কোণ্ডণ্য প্রমুখ ঐ পাঁচজন সিদ্ধার্থের সন্ধান করিতে করিতে অবশেষে উরুবিল্বে নৈরঞ্জনা নদীতীরে সিদ্ধার্থকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্বও চরম কৃচ্ছ্রসাধনের সংকল্প লইয়া সমস্ত প্রকার আহার পরিত্যাগ করিবার মনস্থ করিলেন। ক্রমশঃ আহার কমাইতে কমাইতে তিনি দিনে একটি মাত্র তণ্ডুল বা তিল বা কুল ভক্ষণ করিতেন।[১] পালি মজ্‌ঝিম-নিকায়ের 'মহাসীহনাদ' সুত্তে[২] ভগবান নিজেই তাঁহার আহার উপচ্ছেদ ও ইহার পরিণামের কথা বর্ণনা করিয়াছেন :

"আমি বিশেষভাবে জানি যে, আমি চতুরঙ্গ সমন্বিত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়াছি; আমি তপস্বী হইয়াছি,—পরম তপস্বী; আমি রুক্ষ হইয়াছি, পরমরুক্ষ (কঠোর সাধক); জুগুপ্সী হইয়াছি,—পরমজুগুপ্সী; প্রবিবিক্ত হইয়াছি—পরমপ্রবিবিক্ত (পরমকেবলী)।

প্রথম, আমার তপস্বীতার স্বরূপ এই : আমি অচেলক (নগ্ন প্রব্রজিত), মুক্তাচারী, হস্তাবলেহী হইয়াছি। 'ভদন্ত! আসুন ভিক্ষা গ্রহণ করুন' বলিলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি নাই। আমার জন্য ভিক্ষান্ন প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া জানাইলে তাহা গ্রহণ করি নাই। কোনও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি নাই। কুম্ভীমুখ (পাত্রাভ্যন্তর) হইতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই।

কলোপিমুখ (কটোরাভ্যন্তর) হইতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই পাছে তাহা চামচের আঘাতে ব্যথা পায়। উনান মধ্যে রাখিয়া কেহ ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করি নাই পাছে সে উনানে পড়িয়া যায়। মুষল মধ্যে রাখিয়া কেহ ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করি নাই। যেখানে দুজনে ভোজন করিতেছে তন্মধ্যে একজনকে ভোজন ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা দিতে হইলে ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই পাছে তাহার আহার নষ্ট হয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষা দিলে তাহা

ললিতবিস্তরের মতে (১৭শ অধ্যায়) উক্ত পাঁচজন রুদ্রক রামপুত্রের শিষ্য ছিলেন। সিদ্ধার্থ যখন রুদ্রককে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, ঐ পাঁচ জনও সিদ্ধার্থকে অনুসরণ করিয়াছিলেন।

তিব্বতী মতে : সিদ্ধার্থ রুদ্রক রামপুত্রের আশ্রমে আছেন শুনিয়া শুদ্ধোদন রাজা সিদ্ধার্থের পরিচর্যার জন্য তিনশত অনুচর পাঠাইয়াছিলেন এবং সুপ্রবুদ্ধ দুইশত অনুচর পাঠাইয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ উক্ত পাঁচশত হইতে পাঁচজনকে বাছিয়া লইয়াছিলেন—তাঁহারাই পরবর্তীকালে পঞ্চবর্গীয় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।—**Rockhil.** পৃঃ ২৮।

১। জাতকনিদান কথা, পৃঃ ৬৭

২। সুত্ত নং ১২

গ্রহণ করি নাই পাছে গর্ভস্থ সন্তান কষ্ট পায়। শিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময় পাছে শিশুর কষ্ট হয় সেজন্য ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। সংকাজের সময়[১] ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। যেখানে আহার পাইবে আশায় কুকুর দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে আহার উদ্দেশে মক্ষিকা একত্র সঞ্চরণ করে, সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। মৎস্য-মাংস আহার করি নাই, সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করি নাই। মাত্র একগৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন একগ্রাস ভোজন করিয়াছি, দুইগৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন মাত্র দুইগ্রাস ভোজন করিয়াছি……সপ্তগৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন মাত্র সাতগ্রাস ভোজন করিয়াছি। মাত্র একদত্তির (একবার প্রদত্ত পরিমিতদানে) দিন যাপন করিয়াছি, মাত্র দুই দত্তিতে দিন যাপন করিয়াছি…মাত্র সাত দত্তিতে দিন যাপন করিয়াছি, একদিন অন্তর, দুদিন অন্তর, তিনদিন অন্তর…সপ্তাহ অন্তর আহার করিয়াছি। এইরূপে এমন কি অর্দ্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজনে নিরত হইয়া অবস্থান করিয়াছি। শাকভোজী, শ্যামাকভোজী, নীবারভোজী, দর্দুরভোজী[২] (পরিত্যক্ত শাকসব্জির খোসা ভোজী), শৈবালভোজী, কণভোজী, আচামভোজী, পিণ্যাক-ভোজী[৩], তৃণভোজী, গোময়ভোজী, ফলমূলাহার কিংবা ভূপতিত ফলভোজী হইয়া দিনযাপন করিয়াছি। আমি শাণবাকচেল ধারণ করিয়াছি, মশানলব্ধ বস্ত্র ধারণ করিয়াছি, শবাচ্ছাদন ধারণ করিয়াছি, পাংশুকূল (পরিত্যক্ত নক্তক) ধারণ করিয়াছি, তিরীট (বল্কল) ধারণ করিয়াছি, ফলকচীর (দারুচীবর) ধারণ করিয়াছি কেশকম্বল ধারণ করিয়াছি, কেশশ্মশ্রুমুণ্ডন কার্য্যে নিরত হইয়াছি, উৎকুটিক[৪] হইয়া উৎভ্রষ্টিক[৫] হইয়া আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎকুটিক সাধনে নিরত হইয়াছি। কন্টকশায়ী হইয়া কন্টকশয্যায় শয়ন

১। দুর্ভিক্ষাদির সময় যখন স্বস্ব সম্প্রদায়ের সাধুগণের ভোজনের জন্য লোক রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে (প-সু)

২। বাং দর্দ্দুর অর্থে ভেক্, ব্যাঙ। এস্থলে দর্দ্দুর অর্থে শাক্, আলু প্রভৃতির খোসা।

৩। পিণ্যাক অর্থে তিলকল্ক।

৪। ইহা এক প্রকার আসনের নাম। পায়ের গোড়ালীর উপর ভর রাখিয়া সারা দিনরাত্রি উপবিষ্ট থাকা।

৫। উর্দ্ধস্থিত বা দণ্ডায়মান অবস্থায় দিনরাত্রি থাকা।

করিয়াছি। দিবসে তিনবেলা (উদক-অবতরণ) কার্যে[১] নিরত হইয়াছি। এইরূপে বহুপ্রকার বহুবিধ কায়তাপন, পরিতাপন অভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া বিচরণ করিয়াছি।

ইহাই আমার পক্ষে পূর্বতপস্বিতা।

ইহাই আমার পক্ষে রুক্ষতা (কঠোর সাধন), বহু বৎসর ধরিয়া আমার দেহে ধূলোবালি সঞ্চিত হইয়া পাট বাঁধিয়াছে। যেমন বহুবর্ষ ধরিয়া তিন্দুকস্থাণু রাশীকৃত ও পাট-পাট হয় তেমনভাবেই বহুবর্ষ ধরিয়া আমার সঙ্গে রজঃমল সঞ্চিত হইয়া পাট বাঁধিয়াছে। আমার তখনও মনে হয় নাই যে, আমি এই রজঃমল হস্তদ্বারা পরিমার্জিত করিব, অপর কেহ আমার অঙ্গের এই রজঃমল হস্তদ্বারা পরিমার্জিত করিবে তাহাও আমার মনে উদিত হয় নাই। ইহাই আমার পক্ষে পূর্বরুক্ষতা বা কঠোরসাধন।

ইহাই আমার পক্ষে জুগুপ্সুতা। আমি স্মৃতিমান হইয়া সাবধানে চলাফেরা করিয়াছি, যাহাতে বিপাকে পড়িয়া আমার দ্বারা ক্ষুদ্র প্রাণীও আঘাত না পায়। সামান্য জলবিন্দুতেও আমার দয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই আমার পক্ষে পূর্বজুগুপ্সতা (পাপে ঘৃণা)।

ইহাই আমার পক্ষে প্রবিবিক্ততা (বিবেকবৈরাগ্যসাধন), আমি কোন এক অরণ্যায়তনে প্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিয়াছি। যখনই কোন গোপবালককে, পশুপালককে, তৃণাহরণকারীকে, কাষ্ঠাহরণকারীকে, অথবা বনে ফলমূল-সন্ধানকারীকে (বা বনকর্মীকে) দেখিয়াছি, আমি বন হইতে বনে গহন হইতে গহনে, নিম্ন হইতে নিম্নস্থলে, উচ্চ হইতে উচ্চস্থলে গিয়া পড়িয়াছি, যাহাতে তাহারা আমাকে দেখিতে না পায়, আমিও তাহাদিগকে দেখিতে না পাই। যেমন অরণ্যচারী মৃগ মানুষকে দেখিয়া বন হইতে বনে, গহন হইতে গহনে, নিম্ন হইতে নিম্নস্থলে, উচ্চ হইতে উচ্চস্থলে ছুটিয়া যায়, তেমন ভাবেই যখনই আমি কোন গোপবালককে, পশুপালককে, তৃণাহরণকারীকে··· গিয়া পড়িয়াছি, যাহাতে তাহারা আমাকে দেখিতে না পায় আমিও তাহাদিগকে দেখিতে না পাই।[২]

যখন গোষ্ঠ হইতে গাভীসকল চলিয়া গিয়াছে, গোপবালকগণও চলিয়া

১। জলে নামা, তীর্থস্থলে পাপধৌত করিবার জন্য ডুবা-উঠা করা (প-সূ)।

২। জৈন আয়ারংগ সুত্তে, ওহাণ সুত্তে মহাবীরও এইরূপে নিজ পূর্ব সাধনা বর্ণনা করিয়াছিলেন।

গিয়াছে, তখন হামাগুড়ি দিয়া তথায় যাইয়া স্তন্যপায়ী তরুণ বাছুরের গোময় আমি আহার করিয়াছি। ভূপতিত হইবার পূর্বেই স্বমলমূত্র গ্রহণ করিয়া আহার করিয়াছি। ইহাই আমার পক্ষে পূর্ব্বমহাবিকটভোজন।

কখনও বা অপর কোন এক ভীষণ বনখণ্ডে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিয়াছি। সেই ভীষণ বনের ভীষণতা এই যে, যে কেহ অবীতরাগ হইয়া তাহাতে প্রবেশ করে, বহুল পরিমাণে তাহার রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।

শীত ও হেমন্ত ঋতুতে, হিমপাত সময়ে, অন্তর-অষ্টকায়[১] যে সকল বিভীষিকাপূর্ণ রাত্রি সে সকল রাত্রিতে সারারাত্রি উন্মুক্ত আকাশতলে এবং সারাদিন বনখণ্ডে বিচরণ করিয়াছি। গ্রীষ্ম ঋতুর শেষমাসে দিনে উন্মুক্ত আকাশেতে এবং রাত্রিতে বনখণ্ডে বিচরণ করিয়াছি। সেই সময়ে আমার অন্তরে এই অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্য্য ভাবোদ্দীপক গাথা স্ফূর্ত্ত হইয়াছিল।

তপ্ত[২] সিক্ত[৩], একা আমি ভীষণ সে বনে,
নগ্ন[৪], অচেলক মুনি আসীন আসনে
অগ্নি বিনা. মৌন ধ্যায়ী[৫] লক্ষ্যের সাধনে ॥

আমি শ্মশানে শবাস্থিকে উপাধান করিয়া শয়ন করিয়াছি। এমনও ঘটিয়াছে যে, গোপবালকগণ আমার নিকট আসিয়া অঙ্গে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়াছে, কর্ণকুহরে শলাকা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। অথচ আমি বিশেষ-ভাবে জানি কখনও তাহাদের প্রতি আমি পাপচিত্ত উৎপাদন করি নাই।

কতিপয় শ্রমণব্রাহ্মণ এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন ঃ—আহার সংযমে আত্মশুদ্ধি হয়, কুল (বদরী) মাত্র আহারে জীবন যাপন করিব, একথা বলিয়া

১। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ ও ধর্মপালের মতে হেমন্ত ঋতুর মধ্যে মাঘ মাসের চারি দিন এবং ফাল্গুনের প্রথম চারি দিন, এই আট দিন লইয়া অন্তর-অষ্টক। কিন্তু আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (২-৪-১) মতে হেমন্ত ও শীত ঋতুর চারি কৃষ্ণপক্ষের প্রথম অষ্টতিথি লইয়াই অষ্টকা।

২। তপ্ত—রৌদ্রতপ্ত। (প-সূ)।

৩। সিক্ত—হিমসিক্ত (প-সূ)।

৪। নগ্ন ও অচেলক একার্থবোধক। এই সুত্তে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে যে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দিয়াছেন। যাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনি নগ্ন অচেলক বা আজীবকের ভাবেই সাধনা করিয়াছিলেন।

৫। গাথাগুলি লোমহংস জাতকেও অবিকল দৃষ্ট হয়।

তাঁহারা কুল ভক্ষণ করেন, কুলোদক পান করেন, বহুপ্রকারে বহুকুলে প্রস্তুত খাদ্য ভক্ষণ করেন। আমি বিশেষভাবে জানি যে, আমি দিনে মাত্র একটি কুলে আহার শেষ করিয়াছি। দিনে মাত্র একটি কুলে আহার শেষ করিতে গিয়া আমার দেহ অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষীণ হইয়াছিল, যেমন কাললতা সন্ধিস্থানে মিলাইয়া মধ্যভাগে উন্নত অবনত হয় তেমন ভাবেই সেই অল্পাহার নিমিত্ত আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুরবস্থা হইয়াছিল, উষ্ট্রপদের সংযোগস্থলের ন্যায় আমার গুহ্যদ্বার অবিশদ গর্ত্তসদৃশ হইয়াছিল। সেই অল্পাহারহেতু আমার পৃষ্ঠকণ্টক যষ্ঠিতে বেষ্টিত সুত্রাবলীর ন্যায় দেখিতে উন্নত অবনত হইয়াছিল। যেমন জীর্ণগৃহের বরগাগুলি উৎলগ্ন বিলগ্ন (এলোমেলো) হয় তেমন অল্পাহারহেতু আমার বক্ষপঞ্জরগুলি উৎলগ্ন বিলগ্ন হইয়াছিল। যেমন গভীর উদপানে (কূপে) উদকতারকা (উদকচন্দ্র, প্রতিবিম্ব) গভীর জলে প্রবিষ্ট হয়, তেমন সেই অল্পাহারহেতু অক্ষিকূপে অক্ষিতারকা গভীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। যেমন তিক্ত অলাবু (করলা) কচি অবস্থায় ছিন্ন হইলে বাতাতপস্পর্শে সহসা সংম্লান হয় তেমন অল্পাহারহেতু আমার শিরশ্চর্ম বাতাতপস্পর্শে ম্লান হইয়াছিল। সেই অল্পাহারহেতু আমার উদরচর্ম এমনভাবে পৃষ্ঠকণ্টকে লীন হইয়াছিল যে, উদরচর্ম্মে হস্তস্পর্শ করিলে পৃষ্ঠকণ্টক ধরিয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে, পৃষ্ঠকণ্টক স্পর্শ করিলে উদরচর্ম স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে। মলমূত্র ত্যাগ করিতে গিয়া সেইস্থানেই কুব্জ হইয়া ভূপতিত হইয়া পড়িয়াছি। সেই অল্পাহারহেতু দেহ আশ্বস্ত করিতে গিয়া হস্ত দ্বারা গাত্রে হাত বুলাইয়াছি, গাত্রে হাত বুলাইতে গিয়া পচিতমূল লোমসমূহ অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। তখন লোকেরা আমাকে দেখিয়া বলিত—"শ্রমণ গৌতম একেবারে কালো হইয়া গিয়াছেন।" কেহ কেহ বলিত—"শ্রমণ গৌতম কালো হন নাই, তিনি পাকা শ্যাম হইয়াছেন।" কেহ কেহ বলিয়া উঠিত ঃ—"শ্রমণ গৌতম কালোও হন নাই, পাকা শ্যামও হন নাই"। সেই অল্পাহারহেতু আমার পরিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত দেহের বর্ণ অপকৃষ্ট হয়। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল ঃ "অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সাধনাজনিত দুঃখ, তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, ইহাই তাহার সেরা, ইহার অধিক আর কোনও বেদনা হইতে পারে না। অনাগতে যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ সাধনাজনিত দুঃখ, তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর বেদনা অনুভব করিবেন, ইহাই তাহার সেরা, ইহার

অধিক কোনও বেদনা হইতে পারে না। বর্ত্তমানেও যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ সাধনাজনিত দুঃখ, তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর বেদনা অনুভব করেন, ইহাই তাহার সেরা, ইহার অধিক আর কোনও বেদনা হইতে পারে না। কিন্তু আমি এই দুষ্করচর্য্যার দ্বারা লোকাতীত ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানদর্শন লাভ করিতে পারি নাই, তবে কি বোধি লাভের অন্য কোনও পন্থা নাই ?"

আহারের প্রতি অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে বোধিসত্ত্বের শরীর কঙ্কালসার হইল, কাঞ্চনবর্ণদেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহে রূপান্তরিত হইল এবং মহাপুরুষের বত্রিশটি মাঙ্গল্য লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল। তবে দেবতারা তখন তাঁহার দেহে লোমকূপ দিয়া জীবনী শক্তিধারক ওজ পরিবেশন করিতেন।

তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় চংক্রমণ (পায়চারী) করিতে করিতে অত্যধিক দুর্বলতা হেতু একবার চংক্রমণ গৃহে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন, তাহা দর্শন করিয়া কতিপয় দেবতা বলিলেন—'শ্রমণ গৌতমের মৃত্যু হইয়াছে' আবার কোন কোন দেবতা বলিয়াছিলেন—'ইহাই অর্হত্ত্বলাভের শেষ অবস্থা।'

তন্মধ্যে যে সব দেবতা সিদ্ধার্থের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন—তাঁহারা মহারাজ শুদ্ধোদনের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন—'মহারাজ আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।'

রাজা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর আমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, নাকি লাভ না করিয়াই মৃত্যু হইয়াছে ?"

প্রত্যুত্তরে দেবতারা বলিলেন—"মহারাজ, তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। শারীরিক দুর্বলতায় কৃচ্ছ্রসাধনভূমিতে পতিত হইয়াই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন—"ইহা আমি বিশ্বাস করি না। বোধিজ্ঞান লাভ না করিয়া আমার পুত্রের মৃত্যু হইতে পারে না।" এই বলিয়া তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন।

দৈবপ্রদত্ত সেই সংবাদ রাজার অবিশ্বাসের প্রধান হেতু হইল—ঋষি কালদেবলের শিশু সিদ্ধার্থকে প্রণাম এবং হলকর্ষণ উৎসবে জম্বুবৃক্ষের তলায় সিদ্ধার্থের অলৌকিক ঋদ্ধি দর্শন।

বোধিসত্ত্ব সংজ্ঞালাভ করিয়া সুস্থ হইয়া উঠিলে সেই দেবতারা পুনরায়

গিয়া রাজা শুদ্ধোদনকে নিবেদন করিলেন—"মহারাজ, আপনার পুত্র সুস্থই আছেন।"

তাহা শুনিয়া রাজা বলিয়াছিলেন—"আমি পূর্বেও জানিতাম যে আমার পুত্রের মৃত্যু হয় নাই।"

সেই মহান পুরুষের দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল দুষ্কর তপস্যার কথা অন্তরীক্ষ হইতে ঘন্টাধ্বনির মতই চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। অবশেষে তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা বোধিমার্গ লাভ করা সম্ভব নয়—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যখন গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিকর খাদ্য আহারে প্রবৃত্ত হইলেন—অতঃপর তাঁহার দেহে বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণসমূহ পূর্বের মত স্বাভাবিক অবস্থায় পরিস্ফুট হইল, দেহের বর্ণ পুনরায় তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তাহা দেখিয়া পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুরা ভাবিতে লাগিলেন—"শ্রমণ গোতম দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল কঠোর তপস্যা করিয়াও সর্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলেন না, আর এখন গ্রামে গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিকর খাদ্যে দেহকে পরিপুষ্ট করিয়া তিনি কী-ই বা করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ তিনি এখন তপঃভ্রষ্ট হইয়াছেন। ইঁহার নিকট বিশেষ কিছু প্রত্যাশার অর্থ শিশির বিন্দুতে শির ধৌত করারপ্রচেষ্টারই সামিল। ইঁহার দ্বারা আমাদের কী-ই বা লাভ হইবে।" এই ভাবিয়া তাঁহারা স্ব স্ব পাত্রচীবর লইয়া সেই মহান পুরুষকে তথায় একাকী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। চলিতে চলিতে তাঁহারা আটান্ন যোজন পথ অতিক্রম করিয়া ঋষিপতন নামে এক বনসণ্ডে আসিয়া পৌঁছিলেন।

অধ্যায় চৌদ্দ

সুজাতার পায়সান্ন দান

সেই সময় উরুবিল্বে (বর্তমান গয়ায়) সেনানী নামে এক গ্রাম ছিল। তখন ঐ গ্রামের শ্রেষ্ঠীর গৃহে সুজাতা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহযোগ্যা হইলে শ্রেষ্ঠীকন্যা এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষমূলে এই

বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"যদি আমি সম মর্য্যাদাসম্পন্ন পরিবারে পতিলাভ করি এবং আমার প্রথম গর্ভে পুত্র সন্তান লাভ হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর লক্ষ কার্ষাপণ ব্যয়ে আমি তোমায় অর্ঘ্য দান করিব।" যথাকালে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছিল।

স্বকীয় মানস অনুসারে সুজাতা সেই মহানপুরুষের দুষ্কর সাধনার ৬ষ্ঠ বৎসর পরিপূর্ণে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে পূজা নিবেদনের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথম হইতে তিনি সহস্র দুগ্ধবতী গাভীকে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত যষ্টি মধুবনে চড়াইয়া আনাইলেন। পরদিন সেই সহস্র গাভীকে দোহন করিয়া তাহা পঞ্চশত গাভীকে পান করাইলেন এবং সেই পঞ্চশত গাভীর দুগ্ধ পুনরায় আড়াইশ গাভীকে পান করাইলেন। এইরূপে দুগ্ধের ঘনতা, মধুরতা ও পুষ্টিকারিতা বর্ধিত করার উদ্দেশ্য ক্রমান্বয়ে গাভী হইতে গাভীতে দুগ্ধ পরিবর্তনের দ্বারা ষোলটি গাভীর দুগ্ধ আটটি গাভীকে পান করান পর্যন্ত দুগ্ধের উপযোগিতা পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রেষ্ঠী দুহিতা সুজাতা পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমার দিনের প্রাতঃকালে বনস্পতিকে অর্ঘ্যদানের সংকল্প করিয়া সেদিন অতি প্রত্যুষ সময়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া সেই অষ্টগাভীকে দোহন করাইলেন। দোহনকালে গোবৎসগুলি মাতৃস্তনের কাছেও ঘেঁষিল না এবং দোহনের নিমিত্ত আনীত নতুন পাত্রসমূহ স্তনমূলে স্থাপন করিবামাত্র স্তন হইতে স্বতঃতই ক্ষীরধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। সেই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সুজাতা স্বহস্তে ক্ষীরসমূহ অন্য একটি নতুন পাত্রে ঢালিয়া স্বয়ং অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া পায়সান্ন পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। রন্ধনের সময় তাহাতে বড় বড় বুদ্‌বুদ্ সমুত্থিত হইয়া বরাবর দক্ষিণাবর্তে সঞ্চয় করিতে লাগিল। অথচ বিন্দুমাত্র ক্ষীরও পাত্র হইতে বাহিরে পড়িল না, অথবা অগ্নি হইতে সামান্যমাত্র ধূমও উত্থিত হইল না। সেই সময় চারি লোকপাল দেবতা তথায় আগমন করিয়া উনানের চতুর্দিকে অগ্নিরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। উপরিভাগে মহাব্রহ্মা শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া এবং দেবরাজ ইন্দ্র সম পরিমাণে জ্বালানি কাষ্ঠ পরিবেশনে নিযুক্ত রহিলেন। আর অন্যান্য দেবতারাও দিব্যশক্তি প্রভাবে দণ্ড মৌচাক নিংড়াইয়া মধু সংগ্রহের ন্যায় দুই সহস্র দ্বীপ বেষ্টিত চারি মহাদ্বীপের উৎকৃষ্ট ওজসমূহ আহরণ করিয়া সেই পায়স পাত্রে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। অন্য সময় দেবতারা সেই মহান পুরুষের ভোজনকালে প্রতি গ্রাসের সহিত

ওজ মিশাইয়া থাকেন। কিন্তু সিদ্ধার্থের পরিনির্বাণ দিবসে উনুনস্থ পক্কমান পাত্রের মধ্যেই তাহা নিক্ষেপ করেন।

সুজাতা স্বতঃ প্রকাশিত বহুবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া পূর্ণা নামী দাসীকে বলিলেন—"মা পূর্ণা, অদ্য আমাদের দেবতা অত্যন্ত প্রসন্ন বলিলাই প্রতীয়মান হইতেছে। এতকাল যাবৎ আমরা এইরূপ আশ্চর্য ঘটনা আর কোনদিন দেখি নাই। তুমি যাও শীঘ্রই পূজার বেদী পরিষ্কার করিয়া আস।" তাঁহার আদেশে দাসী সহসা বৃক্ষতলায় আগমন করিল।

বোধিসত্ত্বও সেই রাত্রে পঞ্চবিধ মহাস্বপ্ন[১] দর্শন করিয়া—"আমি আজ নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইতে পারিব," এই আত্মবিশ্বাসে বৃক্ষমূলে হইয়া নিশাঅবসানে স্নানকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সেই বটবৃক্ষতলায় আসিয়া ভিক্ষাকালের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অতুলনীয় প্রভায় সেই বিশাল বনস্পতি আলোকিত হইয়া গিয়াছে।

১। পঞ্চবিধ মহাস্বপ্ন :—

১। বিশাল পৃথিবী যেন তাঁহার শয্যা। মেরু পর্ব্বত যেন তাঁহার উপাধান। পূর্বদিকের সমুদ্র তাঁহার বামহস্ত ধারণ করিয়াছে। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত পশ্চিম সমুদ্রের উপর ন্যস্ত। তাঁহার পদদ্বয় দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে বিস্তৃত।

২। তাঁহার নাভিপ্রদেশ হইতে একটি বৃক্ষ উঠিয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে।

৩। কৃষ্ণশিরযুক্ত শ্বেত পিপীলিকাসমূহ তাঁহার সর্বাঙ্গ এবং জানুদেশ পর্য্যন্ত আবৃত করিয়াছে।

৪। চতুর্দিক হইতে চারিটি পাখী তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। ইহাদের বর্ণ বিবিধ, কিন্তু তাঁহার পাদোপরি পতিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের বর্ণ শ্বেত হইয়াছে।

৫। বিশাল একটি পাহাড় অশুচি দ্রব্যে পরিপূর্ণ তিনি তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু কোনও অশুচি দ্রব্য তাহার গায়ে লাগিতেছে না।

এই পঞ্চবিধ স্বপ্নের মধ্যে প্রথমটি ইঙ্গিত বহন করিয়াছিল যে তিনি অবশ্যই 'বুদ্ধ' হইবেন।

দ্বিতীয়টির ইঙ্গিত হইতেছে, তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গ আবিষ্কার করিয়া বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন।

তৃতীয়টির ইঙ্গিত হইতেছে বহু গৃহী তাঁহার নিকট সন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইবেন।

চতুর্থটির ইঙ্গিত হইতেছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের বহু ব্যক্তি

অতঃপর পূর্ণা দাসী তথায় গিয়া দেখিল পূর্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া বোধিসত্ত্ব বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন। তাঁহার দেহ-নিঃসৃত রশ্মিচ্ছটায় বনস্পতির আপাদমস্তক সোনার মত উজ্জ্বল দেখিয়া পূর্ণা চিন্তা করিল—"অদ্য আমাদের দেবতা স্বহস্তে পূজা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া মূলদেশেই বসিয়া আছেন।" এই ভাবিয়া সমুৎফুল্ল হৃদয়ে তথা হইতে সহসা প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রেষ্ঠীকন্যাকে এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিল। এই সংবাদে সুজাতা অত্যধিক আনন্দিতা হইয়া পূর্ণা দাসীকে স্বীয় আত্মজার মত উপযুক্ত অলংকারে সজ্জিতা করিয়া কহিল—"মা পূর্ণা, অদ্য হইতে তুমি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাপদে প্রতিষ্ঠিতা হইলে।"

কথিত আছে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির দিনে বোধিসত্ত্বগণ লক্ষ টাকা দামের স্বর্ণময় পাত্র লাভ করিয়া থাকেন। সেদিন শ্রেষ্ঠিকন্যা সুজাতার চিত্তেও সোনার পাত্রে অর্ঘ্য-দানের ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। অতএব তিনি লক্ষমুদ্রা মূল্যের একখানি সুবর্ণপাত্র বাহির করাইলেন এবং পায়স সমূহ তাহাতে ঢালিয়া লইবার ইচ্ছায় মূল পায়স পাত্রটি যখনই উপুড় করিলেন, তখন পদ্মপত্র হইতে জলবিন্দুর মত সমস্ত পায়স নিঃশেষে পদ্মপত্রে পতিত হইল। পাত্রটি পায়সে পরিপূর্ণ হইল। তখন শ্রেষ্ঠিকন্যা ঐ পাত্রটিকে অপর একখানি স্বর্ণময় আবরণী দ্বারা আবৃত করিয়া তাহা আবার বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। তৎপর সর্ববিধ আভরণে নিজেও অলংকৃত হইয়া পায়স-পূর্ণ পাত্রটি স্বয়ং মাথায় বহন করিয়া অত্যন্ত আড়ম্বর সহকারে সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে আগমন করিলেন। শ্রেষ্ঠিকন্যা বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বকে দেখিবামাত্রই বৃক্ষদেবতা চিন্তা করিয়া বিপুল আনন্দে শ্রদ্ধানত মস্তকে প্রণাম করিতে করিতে আগাইয়া আসিলেন। পরে শির

তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মুক্তিলাভ করিবে।

পঞ্চম স্বপ্নের ইঙ্গিত হইতেছে, তিনি পৃথিবীতে বহু পূজা, সম্মান, সৎকার লাভ করিবেন। কিন্তু তিনি তাহাতে আসক্ত হইবেন না।

—মহাস্বপিনসুত্ত, অঙ্গুত্তরনিকায়, পঞ্চমনিপাত ৪. ৫. ৬

—অভিনিষ্ক্রমণ সূত্রেও (Beal, পৃ ১২৮) এই পঞ্চস্বপ্নের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তবে সামান্য বৈসাদৃশ্য আছে। ৩নং স্বপ্নে আছে চারিটি শ্বেতবর্ণের গাভী (যাহাদের পা জানুদেশ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণের) আসিয়া বোধিসত্ত্বের পদ লেহন করিতেছে।

হইতে স্বর্ণ-পাত্রটি ভূমিতে রাখিয়া আবরণ-মুক্ত করিলেন এবং সুবর্ণভৃঙ্গারে সুবাসিত পানীয় জল লইয়া তিনি বোধিসত্ত্বের সম্মুখে দান দেবার ভঙ্গিতে প্রণতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কুম্ভকার-মহাব্রহ্মাপ্রদত্ত মাটির পাত্রটি এতদিন বোধিসত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। কিন্তু তিনি এখন তাহা দেখিতে পাইলেন না। হঠাৎ তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। স্বীয় পাত্র না পাইয়া তিনি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া শুধু পানীয় জল গ্রহণ করিলেন। অবশেষে শ্রেষ্ঠিকন্যা সপাত্র মধুর পায়সান্নসমূহ সেই মহান পুরুষের হাতে তুলিয়া দিলেন।

অতঃপর যখন সেই মহান পুরুষ শ্রেষ্ঠিকন্যার দিকে তাকাইলেন তখন তিনি বোধিসত্ত্বকে সশ্রদ্ধ অভিবাদনান্তে বিনম্র বচনে কহিলেন—"দেব, সপাত্র এই পায়সান্ন ও সুগন্ধ পানীয় আপনাকে দান করিলাম। এই দান গ্রহণ করিয়া আপনি যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারেন। আজ, আমার যেমন এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, সেইরূপ এই নির্জলা পায়সান্ন ভক্ষণ করিয়া আপনার মনস্কামনাও সিদ্ধ হউক।" এই প্রার্থনা করিয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা লক্ষমুদ্রা মূল্যের সেই স্বর্ণপাত্র পুরাতন মৃত্তিকাভান্ডের মতই পরিত্যাগ করিয়া নিরাসক্ত চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

অবশেষে বোধিসত্ত্ব ন্যগ্রোধমূল হইতে উঠিয়া পাত্রহস্তে বৃক্ষের চতুর্দিকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া অবশেষে নৈরঞ্জনা নদীতীরে আগমন করিলেন। সেই নদীতে পূর্ব-পূর্ব শত-সহস্র বোধিসত্ত্বদের সম্বোধি-দিবসে অবগাহনের নিমিত্ত এক স্নানতীর্থ বিদ্যমান ছিল, তিনি তথায় পাত্রটি রাখিয়া নদীতে নামিয়া অবগাহন করিলেন। তৎপর লক্ষ লক্ষ অতীত বুদ্ধগণের চিরাচরিত প্রথানুসারে কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া পূর্বমুখী উপনিবেশ করিলেন, এবং এক বীজবিশিষ্ট পক্ক তালের সমপরিমাণ ঊনপঞ্চাশ কবলে বিভক্ত করিয়া পাত্রস্থ সমস্ত মধুর পায়স নিঃশেষে ভোজন করিলেন।

[বুদ্ধত্ব লাভের পর সপ্ত সপ্তাহকাল বোধিমন্ডপে অবস্থানকালেই ইহা ছিল তাঁহার ঊনপঞ্চাশ দিনের আহার। এই অন্তর্বর্ত্তী কালের মধ্যে তিনি আর কোনও প্রকার আহার্য বস্তু গ্রহণ, অবগাহন, মুখ প্রক্ষালন কিম্বা শৌচক্রিয়াদি কিছুই সম্পাদন করেন নাই। অবিচ্ছিন্ন ধ্যান-সুখ মার্গ-মুখ ও ফল-সুখেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।]

ভোজন সমাপনান্তে বোধিসত্ত্ব মহামূল্য সুবর্ণপাত্রটি হস্তে রাখিয়া

সত্যক্রিয়া করিলেন—'যদি আমি অদ্য সত্যই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে এই পাত্র স্রোতের প্রতিকূলে ধাবিত হইবে, আর যদি না পারি অনুকূল স্রোতেই ধাবিত হইবে।' এই বলিয়া তিনি পাত্রটি নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন।

ভাসমান পাত্রটি প্রথমে খরস্রোতা তটিনীর স্রোতোধারা ভেদ করিয়া মধ্যভাগে পৌঁছিল। এবং পর মুহূর্তে প্রবল শক্তিশালী তুরঙ্গের মত ক্ষিপ্রবেগে নদীস্রোতের আশী হস্ত পর্ব্বত ধাবিত হইয়া নদীর এক কুণ্ডলাবর্তে নিমজ্জিত হইয়া গেল। সেই নদীর গভীরতম তলদেশে নাগরাজ কালের ভবনে সুরক্ষিত বর্তমান কালের পূর্ববর্তী তিন বুদ্ধের তিনটি পাত্রের সহিত তাহা মিলিত হইল। সংঘর্ষণজনিত শব্দে স্বীয় আগমন সঙ্কেত ঘোষণা করিয়া সর্বনিম্নে প্রতিষ্ঠিত হইল। নাগরাজ কাল সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'গতকল্য একজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। পুনরায় অদ্য অপর একজন বুদ্ধের আবির্ভাব।' এই বলিয়া শত শত প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। এই বিশাল পৃথিবীর মৃত্তিকা-রাশি ঊর্দ্ধদিকে একযোজন ত্রি-গব্যূতি[১] প্রমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্তির সুদীর্ঘ কালপ্রবাহ তাঁহার নিকট গতকল্য হইতে অদ্য সদৃশ সংক্ষিপ্ত প্রতীয়মান হইয়াছিল।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব সেদিন নদীতীরে পুষ্পিত শালোদ্যানে দিবাভাগ ক্ষেপন করিলেন। সন্ধ্যাকালে কুসুম সমূহের বৃন্তচ্যুতি আসন্ন হইয়া আসিলে তিনি অষ্ট—উসভ বিস্তৃত দৈবনির্মিত সরণী বাহিয়া প্রবল পরাক্রমশীল সিংহলীলায় বোধিমণ্ডপাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন নাগ, যক্ষ ও সুপর্ণগণ তাঁহাকে দিব্য কুসুমের দ্বারা পূজা করিতেছিলেন, দিব্য সঙ্গীতে অন্তরীক্ষ ঝঙ্কারিত হইতে লাগিল এবং দশ সহস্র চক্রবাল অনুরূপ নিয়মে পূজা ও স্তবগানে মুখরিত হইতেছিল।

সেই সময় সোখিয় নামে একজন তৃণ সংগ্রহকারী মাথায় তৃণের বোঝা লইয়া বোধিসত্ত্বের একই রাস্তার বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। পথিমধ্যে দুইজনের সাক্ষাৎ ঘটিল, মহাপুরুষের মাঙ্গল্য লক্ষণে পরিপূর্ণ বোধিসত্ত্বের অবয়ব লক্ষ্য করিয়া সোত্থিয় পরম শ্রদ্ধার সহিত সেই মহান

১। গব্যূতি—এক যোজনের চতুর্থাংশ বা দুই মাইলের কিছু কম।

পুরুষের হস্তে আটমুষ্টি তৃণ দান করিল। বোধিসত্ত্ব তৃণগুচ্ছসমূহ লইয়া বোধিমণ্ডপে আরোহণ করিয়া যখন দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তরমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন—সেই মুহূর্তে তাঁহার মনে হইল যেন দক্ষিণ দিগন্ত নমিত হইয়া নিম্নে অবীচি নরকে যুক্ত হইতেছে, এবং উত্তরদিগন্ত ঊর্দ্ধগামী হইয়া ভবাগ্র স্পর্শ করিতেছে। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন—ইহা সম্বোধিলাভের স্থান হইতে পারে না, এই চিন্তা করিয়া তিনি পুনঃ মণ্ডপ প্রদক্ষিণান্তে পশ্চিম পার্শ্বে পূর্বমুখী দণ্ডায়মান হইলে পশ্চিম দিগন্ত অবনমিত হইয়া অবীচি নরকে এবং পূর্বদিগন্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া ভবাগ্রে পৌঁছার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। বোধিসত্ত্ব ইহাও সম্বোধি লাভের স্থান হইতে পারে না ভাবিয়া পুনরায় উত্তরদিকে গিয়া দক্ষিণমুখী দণ্ডায়মান হইলেন। তখনও উত্তর দিগন্ত নমিত হইয়া অবীচি নরক ও দক্ষিণদিগন্ত ঊর্দ্ধগামী হইয়া ভবাগ্র স্পর্শ করার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তিনি বোধিমণ্ডপের যে পার্শ্বেই দাঁড়াইলেন নাভিদেশে প্রতিষ্ঠিত নেমি সঞ্চালনে ঘূর্ণায়মান এক বিরাট শকট-চক্রের ন্যায় এই মহাপৃথিবী যে উন্নত-অবনত লীলায় ঘুরপাক খাইতেছিল। বোধিসত্ত্ব—'এই দিক সমূহ সম্বোধি লাভের স্থান নয়'—চিন্তা করিয়া পুনরায় একবার বোধিমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিলেন এবং এইবার তিনি পূর্বদিকে পশ্চিম-মুখী হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্বদিকই সকল বোধিসত্ত্বের বোধিপালঙ্ক স্থান। কোন অবস্থাতেই তাহা চালিত বা কম্পিত হয় না। ইহা সমস্ত বোধিসত্ত্বের সম্বোধিলাভের অপরিহার্য অটল ভূমি ও কলুষ-পুঞ্জের ধ্বংস করার যথার্থ স্থান—এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার পর সেই মহান পুরুষ বোধিমন্ডপের উপরিভাগে সেই তৃণসমূহ ছড়াইয়া দিলেন। ফলে তাহার উপর চৌদ্দ হস্ত পরিমিত এক বিস্তৃত আসন রচিত হইল। তৃণসমূহ তথায় এত সূক্ষ্ম নিয়মে বিন্যস্ত হইয়াছিল যে কোনও সুদক্ষ শিল্পী বা লিপিকারের পক্ষেও এত দক্ষতার সহিত তৃণাসন রচনা সম্ভব নয়।

তখন সেই মহান পুরুষ বোধিবৃক্ষকে পশ্চাতে রাখিয়া পূর্বের দিকে মুখ করিয়া দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হইলেন—নিঃশেষে আমার রক্তমাংস সব শুকাইয়া যাউক ; চর্ম, শিরা, এবং অস্থি কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট থাকুক—তবু সম্যক জ্ঞান লাভ না করিয়া এই আসন ভঙ্গ করিব না।[১] এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি

১। "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ জাতু।

অপরাজেয় পালঙ্কে উপবেশন করিলেন। শত অশনি সম্পাতেও তাঁহার এই আসন ভঙ্গ হইবার নহে।

অধ্যায় পনের

মার-বিজয় ও বুদ্ধত্ব লাভ

বোধিসত্ত্বের মারবিজয় সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছু ত্রিপিটকে পাওয়া যায় না। 'মারসেনা', 'মার-পরিসা' 'মারাভিভূ' ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ পাওয়া যায়।[১] তবে খুদ্দকনিকায়ের[২] 'সুত্তনিপাত' গ্রন্থের 'পধান সুত্তে' এবং ললিত-বিস্তরের অষ্টাদশ অধ্যায়ে মারবিজয় সম্বন্ধে কিছুটা জানা যায়ঃ

বুদ্ধ নিজে বলিতেছেন (পধান সুত্ত)—

"নৈরঞ্জনা নদীর সন্নিকটে যখন আমি দুষ্করচর্যার ব্রত লইয়া সর্বশক্তি প্রয়োগে নির্বাণ লাভার্থ ধ্যানরত ছিলাম, তখন মার[৩] করুণ বাক্য বলিতে বলিতে আগমন করিল—'(হে সিদ্ধার্থ) তুমি কৃশ ও বিবর্ণ হইয়াছ, তোমার মৃত্যু আসন্ন, তোমার সহস্রভাগ মৃত্যুর আয়ত্তে, একাংশ জীবনের। তুমি জীবন ধারণ কর। জীবনই শ্রেষ্ঠ। জীবন ধারণ করিলে অনেক পুণ্য সঞ্চয় করতে পারিবে। ব্রহ্মচর্যের পালনে ও যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিদানে তোমার

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং"
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে"—ললিতবিস্তর পৃঃ ৩৬২ (১৯শ অধ্যায় শ্লোক ১৭)

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন ঃ—
"এ আসনে দেহ মম যাক শুকাইয়া।
চর্ম, অস্থি, মাংস যাক প্রলয়ে ডুবিয়া॥
না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্লভ জগতে।
টলিবেনা দেহ মোর এ আসন হতে॥"

বুদ্ধদেব, পৃঃ ৪৬ (৪র্থ সংস্করণ)।

১। দীঘনিকায়, ২য়, পৃঃ ২৬১ ; ৩য়, ২৬০ ; থেরগাথা, শ্লোক ৮৩৯।

২। সুত্রপিটকের পঞ্চম নিকায়।

৩। মারের বহু প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে, যেমন, নমুচি, মৃত্যু, অন্তক, পাপী, প্রমত্তবন্ধু, কৃষ্ণ, কৃষ্ণবন্ধু।

প্রভূত পুণ্য-সঞ্চয় হইবে। এই দুষ্করচর্যায় তোমার কি লাভ? তপস্যার মার্গ কঠিন, দুর্গম, দুরতিক্রম্য'—এই কথা বলিতে বলিতে মার বোধিসত্ত্বের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তখন বোধিসত্ত্ব মারকে বলিলেন—'হে প্রমত্তবন্ধু পাপী, তুমি কেন এখানে আসিয়াছ? আমার বিন্দুমাত্রও পুণ্যের প্রয়োজন নাই……। আমি শ্রদ্ধা, বীর্য ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন; আমি সম্যক্ সংকল্পবদ্ধ; কেন আমাকে জীবন উপভোগ করিতে অনুরোধ করিতেছ? বায়ু নদীর স্রোতকেও শোষণ করে, আমার ন্যায় স্থিরসংকল্পের রক্তও কি উহা শোষণ করিবে না? রক্ত শুষ্ক হইলে পিত্ত এবং শ্লেষ্মাও শুষ্ক হয়। মাংস ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে চিত্ত অধিকতর শান্ত হয়। আমার স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা অধিকতর অটল হয়। এইরূপ সর্বোত্তম অনুভূতির অভিজ্ঞতালব্ধ হইয়া অবস্থানের ফলে আমায় চিত্ত ভোগবিলাসে আকৃষ্ট হয় না। জীবের শুদ্ধত্ব অবলোকন কর।

কাম তোমার প্রথম সেনা; অরতি দ্বিতীয় সেনা; ক্ষুৎ-পিপাসা তৃতীয় সেনা; তৃষ্ণা চতুর্থ সেনা; আলস্য ও তন্দ্রা পঞ্চম সেনা; ভীরুতা ষষ্ঠ; সংশয় সপ্তম; কুহনা ও জড়তা তোমায় অষ্টম সেনা। (এতদ্ব্যতীত) লাভ, যশ, সৎকার, মিথ্যালব্ধ খ্যাতি, আত্মপ্রশংসায় বৃত হইয়া অপরকে ঘৃণা করা —হে মার, আমি ইহাদিগকেই তোমার সেনা বলিয়া মনে করি। ইহারাই তোমার মত কৃষ্ণের যোদ্ধৃবর্গ। যে বীর নহে, যে কাপুরুষ, সে ইহাদিগকে পরাজিত করিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের পরাজয় সাধনে সক্ষম হইলে সুখ লাভ করা যায়।

দেখ, আমি মুঞ্জতৃণের বস্ত্র পরিধান করিয়া আছি। এই জগতে জীবনকে ধিক! পরাজিত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুও আমার শ্রেয়ঃ। ইহজগতে কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা কলুষপঙ্কে নিমজ্জিত, সাধুজনের অবলম্বিত মার্গ তাঁহারা অবগত নহেন।

হে মার, হস্তীবাহনারূঢ় তোমাকে এবং চতুর্দিকে তোমার সেনাদলকে দেখিয়া আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত: আমাকে তুমি স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না। দেবমনুষ্য কর্তৃক অপরাজেয় তোমার সেনাদলকে আমি প্রস্তরাঘাতে মৃৎপাত্রের ন্যায় বিধ্বস্ত করিব। সংকল্পকে বশীকৃত করিয়া, স্মৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমি রাষ্ট্র হইতে রাষ্ট্রান্তরে শিষ্যগণকে ব্যাপকরূপে শিক্ষাদান করিয়া বিচরণ করিব। তাহারা (আমার শিষ্যগণ) অপ্রমত্ত ও দৃঢ়সংকল্প হইয়া

আমার মত নিষ্কাম ব্যক্তির আদেশ পালন করিয়া শোকহীন অবস্থা উপলব্ধি করিবে।'

তখন মার বলিল—'সপ্ত বৎসর ধরিয়া আমি ভগবানের প্রতি পদক্ষেপ অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু স্মৃতিমান সম্বুদ্ধ আমার নিকট দুরধিগম্যই রহিয়া গিয়াছেন।'—এই কথা বলিয়া হতাশ ও দুঃখাভিভূত মার সেই স্থান হইতে অন্তর্ধান করিল।"[১]

জাতকনিদানকথায়[২] মারবিজয় সম্বন্ধে যাহা আছে তাহা নিম্নরূপ ঃ

দেবপুত্র মার চিন্তা করিল—"দেখিতেছি কুমার সিদ্ধার্থ আমার শাসন অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক, তাহা আমি কিছুতেই সহ্য করিব না।" এই সিদ্ধান্ত লইয়া মার দেবপুত্র স্বীয় সেনাবাহিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া সকলকে এই সংবাদ দিল এবং যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সমস্ত সৈন্যদের সঙ্গে লইয়া ঘন ঘন যুদ্ধধ্বনি করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িল। মারের সৈন্যদল মার দেবপুত্রের সম্মুখপানে দ্বাদশ যোজন, দক্ষিণে দ্বাদশ যোজন, বামে দ্বাদশ যোজন এবং পশ্চাতে চক্রবালের সীমানা পর্য্যন্ত এবং ঊর্ধ্বে নব যোজন বিস্তৃত ছিল। যখন সেই মার সৈন্যদল একসঙ্গে রণহুঙ্কার দিয়া উঠিল, তখন মনে হইল যেন পৃথিবীতে লক্ষ যোজনব্যাপী ভূমিকম্প সুরু হইয়াছে।

অতঃপর মার দেবপুত্র তাঁহার ১৫০ যোজন উচ্চ গিরিমেখলা নামক হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক দেহ হইতে সহস্র হস্ত বাহির করিয়া তাহাতে বিভিন্ন রকম অস্ত্র ধারণ করিল। অবশিষ্ট মার সৈন্যদের মধ্যেও কোনও দুইজনের হাতে একরকম অস্ত্র ছিল না। তাহাদের প্রত্যেকের বর্ণ ও চেহারাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। মহাসত্ত্বকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে এই সৈন্যদল প্রলয়ঙ্কর বন্যাস্রোতের মত প্রবল বেগে আসিতেছিল।

তখন দশ সহস্র চক্রবালের দেবগণ বোধিসত্ত্বের স্তবগান করিতে ব্যস্ত ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিজয়োত্তর শঙ্খ বাজাইতেছিলেন। সেই শঙ্খ দৈর্ঘ্যে

১। সুত্তনিপাতের 'পধান সুত্ত' এবং ললিতবিস্তরের 'নৈরঞ্জনা পরিবর্ত' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ে এবং মহাবস্তুতে (২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮-২৪০, শ্লোক ১-২৭) এই বর্ণনার হুবহু সাদৃশ্য আছে। পার্থক্য শুধু ভাষায়—প্রথমটি পালিতে, দ্বিতীয়টি সংস্কৃতে এবং শেষেরটি মিশ্র সংস্কৃতে।

২। জাতকনিদানকথা, পৃঃ ৭০-৭৫। শ্রীমৎ ধর্মপাল ভিক্ষুর "জাতকনিদান-কথা" শীর্ষক অনুবাদ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১০০-১০৭।

একশত বিশ হস্ত। ইহাতে একবার বায়ু পূরিত হইলে চারিমাসকাল অবিচ্ছিন্নভাবে বাজিতে থাকে, তারপর নীরব হয়। মহাকাল নামক নাগরাজ শতাধিক জয়গানে বোধিসত্ত্বের স্তুতি করিতেছিলেন। মহাব্রহ্মা মাথার উপর শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া দন্ডায়মান। কিন্তু যখনই মার সৈন্যদল বোধিমন্ডপের দিকে আগাইয়া আসিল তখন নিজের জায়গায় একজন দেবতাও তিষ্ঠিতে পারিলেন না। যে যেদিকে পারিলেন প্রত্যেকেই পলায়ন করিলেন। কাল নাগরাজ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া পৃথিবীর নীচে পাঁচশত যোজন নিম্নে মঞ্জারিক নামক নাগভবনে উপনীত হইয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িলেন। শক্র তাঁহার বিজয়োত্তর শঙ্খ পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া চক্রবালের প্রান্তসীমায় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহাব্রহ্মা চক্রবাল প্রান্তে তাঁহার শ্বেতচ্ছত্র নিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মসদনে পলাইয়া গেলেন। একজন দেবতাও নিজের জায়গায় থাকিতে সমর্থ হইলেন না। সকলেই সরিয়া পড়িলেন। শুধু সেই মহান পুরুষ তথায় একাকী বসিয়া রহিলেন।

অতঃপর মার নিজের সৈন্যদলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"বন্ধুগণ, শুদ্ধোদন রাজার পুত্র সিদ্ধার্থ কুমারের সমকক্ষ অন্য কোনও পুরুষ বিদ্যমান নাই। আমরা সম্মুখ যুদ্ধে তাহার সঙ্গে সক্ষম হইব না। অতএব আমরা তাহাকে পশ্চাৎ হইতেই আক্রমণ করিব।"

তখন সেই মহান পুরুষ দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে নিজের তিনদিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন—দেবতারা সকলেই পলায়ন করিয়াছেন এবং সর্বত্র শূন্যতা বিরাজ করিতেছে। তারপর উত্তর দিক আচ্ছন্ন করিয়া বন্যাস্রোতের মত মার সৈন্য আসিতেছে দেখিয়া তিনি নিজের মনে বলিতে লাগিলেন—"এই বিরাট সৈন্যদল তাহাদের সর্বশক্তি একক আমার দিকেই প্রয়োগ করিবে। এই স্থানে মাতা-পিতা, ভ্রাতা কিম্বা অন্য কোনও আত্মীয় নাই। কিন্তু যে দশটি পারমী (পারমিতা) জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া পোষ্য আত্মীয়ের মত আমার সঙ্গে রহিয়াছে সেই দশ পারমীকে বর্ম ও শস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া আমি মারের এই বিরাট সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করিব"—এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন এবং দশ পারমীর অনুধ্যান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর মার—ইহা দ্বারা আমি সিদ্ধার্থ কুমারকে বিতাড়িত করিব—মনস্থ করিয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার সৃষ্টি করিল। সেই মুহূর্তেই পূর্ব এবং

অন্যান্য দিকসমূহ হইতে প্রবল বাতাস বহিতে লাগিল। এই বাতাসের অর্ধযোজন, দুই-যোজন এমনকি তিন-যোজন উঁচু পর্বতচূড়া ভেদ করিয়া অরণ্যের বিরাট বিরাট বনস্পতি সমূহ সমূলে উৎপাটন করিয়া চতুর্দিকের গ্রামজনপদসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবার শক্তি ছিল। কিন্তু যখন তাহা বোধিসত্ত্বের সম্মুখে আসিল, তাঁহার পুণ্যতেজে সবশক্তি খর্ব হইয়া গেল। বোধিসত্ত্বের চীবরের ক্ষুদ্রতম অংশটুকু কম্পিত করিবার শক্তিও সেই বাতাসের অবশিষ্ট রহিল না।

'প্রবল বৃষ্টিধারায় বোধিসত্ত্বকে পরাস্ত করিব' এই সংকল্প করিয়া মার মুষল ধারায় বৃষ্টিপাতের সঞ্চার করিল। তাহার অসামান্য ক্ষমতাবলে আকাশে উপর্যুপরি শতসহস্র মেঘের স্তর পুঞ্জীভূত হইয়া প্রবলবেগে বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রবলতম বৃষ্টিধারা পৃথিবীর বুকে শত শত নদী, উপনদী ও শাখানদীর সৃষ্টি করিল। বন্যার জল বনস্পতিসমূহের অগ্রভাগ স্পর্শ করিল। কিন্তু সেই বন্যার স্রোত বোধিসত্ত্বের কাষায়বস্ত্রের বিন্দু পরিমিত স্থানও সিক্ত করিতে পারিল না।

তখন মার বড় বড় শিলা বর্ষণ শুরু করিল, বৃহৎ বৃহৎ পাষাণময় পর্বত-চূড়াসমূহ জ্বলন্ত অবস্থায় ধূম উদ্‌গীরণ করিতে করিতে প্রচণ্ডবেগে আকাশে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু বোধিসত্ত্বের সমীপবর্তী হইয়া সেগুলি স্বর্গীয় পুষ্পগুচ্ছে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

তখন মার অস্ত্রবর্ষণ শুরু করিল। একমুখী ও দ্বিমুখী তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত অস্ত্র, বর্শা ও তীর আদি ধূমায়িত ও জ্বলন্ত অবস্থায় বিদ্যুৎবেগে আকাশে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু সেগুলি বোধিসত্ত্বের নিকট পৌঁছিয়া দিব্যকুসুমে পরিণত হইল।

মার তখন অঙ্গার বর্ষণ শুরু করিল। রক্তবর্ণ কিংশুক পুষ্পের মত জ্বলন্ত কয়লাসমূহ মুহূর্তেই সমস্ত অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু সেই সব বোধিসত্ত্বের পাদমূলে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় কুসুমের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

তারপর মার জ্বলন্ত ভস্মবর্ষণ শুরু করিল। অনতিচূর্ণ অগ্নিবর্ণ ভস্মরাশি আকাশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু বোধিসত্ত্বের চরণে তাহা চন্দনের চূর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়িল।

তারপর মার তপ্ত বালুকণা বর্ষণ শুরু করিল। অতি সূক্ষ্ম বালুকারাশি

ধূমায়িত ও জ্বলন্ত অবস্থায় আকাশ হইতে বোধিসত্ত্বের চরণতলে দিব্য কুসুমের মত পড়িতে লাগিল।

তারপর মার কর্দম বর্ষণ শুরু করিল। ধূমায়িত ও জ্বলন্ত কর্দমসমূহ আকাশ হইতে বোধিসত্ত্বের চরণে দিব্য প্রলেপ হইয়া পড়িতে লাগিল।

অবশেষে মার—'এইভাবে ভয় দেখাইয়া আমি সিদ্ধার্থকে বিতাড়িত করিব' মনস্থ করিয়া অন্ধকার সৃষ্টি করিল। ক্রমে সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে সর্বদিক আবৃত হইয়া গেল। কিন্তু সেই মহাতমোরাশি বোধিসত্ত্বের সম্মুখে আসিয়া সূর্যালোকে ব্যাহত হওয়ার ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এইরূপে মার বায়ু, বর্ষা, পাষাণ, অস্ত্র, অঙ্গার, ভস্ম, বালি, কর্দম-বর্ষণ এবং অন্ধকার জনিত আক্রমণেও যখন বোধিসত্ত্বকে পরাস্ত করিতে অসমর্থ হইল, তখন নিজের অনুচরবর্গকে ধমক দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ দিল—

"তোমরা এখনও দাঁড়াইয়া আছ কেন? ধর এই রাজপুত্রকে হত্যা কর অথবা বিতাড়িত কর।"

আর স্বয়ং মার দেবপুত্র গিরিমেখলা হস্তীর স্কন্ধোপরি দৃঢ়ভাবে উপবেশন করতঃ হস্তে চক্রায়ুধ ধারণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল—

"সিদ্ধার্থ এই আসন হইতে ওঠ, এই আসনে তোমার অধিকার নাই। ইহা আমারই প্রাপ্য।"

মারের এই কথা শ্রবণ করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিতে লাগিলেন—

"মার, তুমি দশ পারমী, দশ উপপারমী ও দশ পরমার্থ পারমী[১] কোনটাই পূর্ণ কর নাই এবং পাঁচটি মহাদান[২] কার্যও তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইহা ছাড়া তুমি জ্ঞানচর্যা, লোকচর্যা[৩] ও বুদ্ধচর্যার একটিও পূর্ণ কর নাই। অতএব এই আসন তোমার প্রাপ্য নহে। ইহাতে সম্পূর্ণ আমারই অধিকার।"

বোধিসত্ত্বের দৃপ্ত ঘোষণায় ক্রোধে আত্মসম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া মার করস্থিত চক্রায়ুধ বোধিসত্ত্বকে প্রবল বেগে ছুঁড়িয়া মারিল। তখন বোধিসত্ত্ব

১। বাহ্যিক বস্তুদানকে উপপারমী, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দানকে পারমী এবং জীবন দান করাকে পরমার্থ পারমী বলা হয়।

২। রাজ্য দান, স্ত্রী দান, পুত্র দান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ও জীবন দান।

৩। জ্ঞানের সাধনা, বিশ্ব-কল্যাণের সাধনা ও বুদ্ধত্ব লাভের সাধনা।

দশবিধ পারমীর অনুধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। অতএব তাহা তাঁহার শিরোপরি চন্দ্রাতপ রচনা করিল।

সেই সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বিশিষ্ট চক্রায়ুধ অন্য সময়ে এই রকম সক্রোধে নিক্ষিপ্ত হইলে ঘন পাষাণময় স্তম্ভও নব উদ্ভূত কোমল বংশলতার ন্যায় মুহূর্তে দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইত। কিন্তু এখন তাহা মাল্যবিতানের ন্যায় উর্দ্ধস্থিত দেখিয়া অবশিষ্ট মার সৈন্যরা সিদ্ধার্থকে আসনচ্যুত করিয়া বিতাড়িত করিবার সংকল্প লইয়া বিরাট বিবাট পর্বতচূড়া সমূহ বোধিসত্ত্বের দিকে ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। তখনও বোধিসত্ত্ব দশ পারমীর অনুধ্যান করিতেছিলেন। ফলে তাহাও পুষ্পগুচ্ছে রূপান্তরিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

এই সময় দেবতারা চক্রবালের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া গ্রীবা প্রসারণ পূর্বক মর্মবেদনায় শিরসঞ্চালন করিতে করিতে আক্ষেপের সুরে বলিতে লাগিলেন—অহো! সব ধ্বংস হইল—সুকুমার সিদ্ধার্থের শ্রীমণ্ডিত দেহ আজ নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যাইবে। নিজেকে রক্ষার জন্য তিনি কি উপায় অবলম্বন করিবেন! এই বলিয়া বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার সেই প্রলয়ংকর সংগ্রাম দেখিতেছিলেন।

অতঃপর সেই মহান পুরুষ—"পারমীপূর্ণ বোধিসত্ত্বগণের সম্বোধিলাভ দিবসে চিরপ্রাপ্ত আসন আমারই প্রাপ্য"—এই বলিয়া মারকে জিজ্ঞাসা করিল—

"মার, তুমি যে মহাদান দিয়াছ, কেহ কি তাহার সাক্ষ্য দিবে" ?

মার বলিল—"ইহারা সকলেই আমার সাক্ষী—এই বলিয়া যখন মার দেবপুত্র নিজের সৈন্যদলের দিকে হস্ত প্রসারিত করিল, তখন সকলেই "আমি সাক্ষী" বলিয়া ভূমিকম্পের মত প্রচণ্ড শব্দে গর্জিয়া উঠিল।

তখন মার বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিল—"সিদ্ধার্থ, তুমি যে দান দিয়াছ তাহার সাক্ষী কে ?"

প্রত্যুত্তরে বোধিসত্ত্ব বলিলেন—"তোমার সাক্ষীরা সব প্রাণবান। কিন্তু আমার কাছে এখন কোনও জীবন্ত সাক্ষী নাই। তবে যাহাই হউক, অন্যান্য জন্মে আমি যে সব দানকার্য সম্পাদন করিয়াছি, তাহা বাদ দিলেও শুধু বেশ্বান্তর জন্মে সপ্তবার যে মহাদান দিয়াছি—এই নির্জীব জড় পৃথিবী তাহার সাক্ষী দিবে।" এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব কাষায় বস্ত্রের অন্তরাল

হইতে বহিষ্কৃত দক্ষিণ হস্তে ভূমি স্পর্শ করিয়া এই সত্যক্রিয়া করিলেন— "বেশ্বান্তর জন্মে আমি যে সাতবার মহাদান দিয়াছি—তুমি কি সেই দানের সাক্ষী, নাকি সাক্ষী নও ?"

তখন বিশাল ধরণী, 'আমি তোমার সাক্ষী' 'আমি তোমার সাক্ষী' বলিয়া শত সহস্র লক্ষগুণ চিৎকারে ভয়ংকরভাবে গর্জন করিয়া উঠিল, মনে হইল পৃথিবী মার সৈন্যদের ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যেই যেন এমন ভীষণ গর্জন করিল।

তারপর সেই মহান পুরুষ নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন— সিদ্ধার্থ, তুমি সর্বোত্তম মহাদান দিয়াছ—এই বলিয়া তিনি যখন বেশ্বান্তর জন্মে প্রদত্ত মহাদান যজ্ঞের বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তখন ১৫০ যোজন উঁচু মারের গিরিমেখলা হস্তি নতজানু হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মার সৈন্যগণ চতুর্দিকে পলায়ন করিল। তাহাদের মধ্যে তখনও কোনও দুইজন এক রাস্তায় যাইতে সক্ষম হইল না। মাথার ভূষণ গায়ের আচ্ছাদন সব ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল পলাইয়া গেল।

মার সৈন্যদের পলায়ন করিতে দেখিয়া দেবতারা বলিতে লাগিলেন— মারের পরাজয় হইয়াছে এবং সিদ্ধার্থকুমার জয়লাভ করিয়াছেন। চলুন, আমরা তাঁহার বিজয়োৎসব পালন করিব। এই বলিয়া নাগ সুপর্ণ ও দেব-ব্রহ্মাগণ সুগন্ধ মাল্য হস্তে পরস্পরকে আহবান করিয়া সেই মহান পুরুষের নিকট বোধিপালঙ্ক স্থানে সম্মিলিত হইলেন এবং সকলেই মিলিত কণ্ঠে বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। দশ হাজার চক্রবালের অন্যান্য দেবতারাও সুগন্ধমাল্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা পূজা করিলেন ও বহুবিধ প্রশস্তি করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জয়োল্লাসে বোধিতলে হৃষ্ট নাগগণ
বুদ্ধের বিজয় গীতি গাহে অনুক্ষণ
পাপী মার পরাজিত জয় ভগবন্।
বোধিতলে নভোচারী করে জয়োল্লাস
পাপী মার পরাভূত বুদ্ধত্ব প্রকাশ
জয় ভগবান্ রবে ধ্বনিত আকাশ
বোধিতলে জয়ধ্বনি করে ব্রহ্মাগণ
বুদ্ধের বিজয় গাথা গাহে অনুক্ষণ।

পাপী মার পরাজিত জয় ভগবান্।
বোধিতলে জয়োল্লাস করে দেবগণ
জয় বুদ্ধ জয় বলি গাহে সর্বক্ষণ
পাপী মার পরাভূত জয় ভগবন্।

সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই বোধিসত্ত্ব মারকে পরাজিত করিলেন"।[১]

বুদ্ধচরিত কাব্যের মতে (ত্রয়োদশ সর্গ) মারবিজয় নিম্নরূপ ঃ[২]

রাজর্ষি বংশোদ্ভূত মহর্ষি বোধিসত্ত্ব পরমজ্ঞান লাভ করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বোধিদ্রুম মূলে আসীন হইলে সংসারের সকল লোকই হর্ষ প্রকাশ করিল; কিন্তু সদ্ধর্ম্মের শত্রু মার ভীত হইল। লোকে যাহাকে কামদেব, চিত্রায়ুধ এবং পুষ্পশর নামে অভিহিত করে পণ্ডিতগণ তাহাকেই কামরাজ্যের অধিপতি মুক্তির বিদ্বেষী মার নামে অভিহিত করেন। বিভ্রম, হর্ষ ও দর্প নামক তিনপুত্র এবং রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা নাম্নী তিন কন্যা[৩] মারের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হে পিতঃ, আপনি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন কেন?" তখন মার উক্ত পুত্র ও কন্যাদিগকে বলিল ঃ—শাক্যমুনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞারূপ বর্ম্ম, প্রজ্ঞারূপ আয়ুধ এবং বুদ্ধিরূপ বাণ ধারণ পূর্বক আমার সমগ্র রাজ্য বিজয় করিবেন বলিয়া বোধিদ্রুমমূলে আসীন আছেন। সেই হেতু আমার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছে। যদি উনি আমাকে পরাজিত করিয়া সংসারে মোক্ষ ধর্ম প্রচার করেন, তাহা হইলে আজ আমি সমগ্র রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইলাম এবং আজ হইতে কন্দর্পের বৃত্তি লোপ পাইল। অতএব যে কাল পর্য্যন্ত শাক্যমুনি দিব্যচক্ষুঃ লাভ না করেন এবং যে কাল পর্য্যন্ত তিনি আমার রাজ্যে অবস্থান করেন সেই সময়ের মধ্যে আমি তাঁহাকে উচ্ছিন্ন করিব। যেমন নদীর বেগ বৰ্দ্ধিত হইয়া সেতু ভেদ করে, আমিও সেইরূপ উহাকে ভেদ করিব।

তদনন্তর লোকহৃদয়ের আস্বাদনকারী মার পুষ্পময় ধনুঃ ও মোহোৎপাদক পঞ্চবাণ গ্রহণ করিয়া নিজপুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে বোধিদ্রুমমূলে উপস্থিত

১। সাঞ্চী, নাগার্জুনকোণ্ডা এবং গান্ধার শিল্পে মারবিজয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

২। বুদ্ধচরিত, ১৩শ সর্গ; সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বুদ্ধদেব, পৃঃ ৯০-৯৪।

৩। অন্যত্র ঃ তৃষ্ণা, অরতি ও রগা—জাতকনিদানকথা, পৃঃ ৭৮।
ললিতবিস্তরে রতি, অরতি ও তৃষ্ণা, ২৪শ অধ্যায়, পৃঃ ৪৮৯।
মহাবস্তুতে তন্ত্রী, অরতি ও রতি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৬।

হইল। অনন্তর মার ধনুর অগ্রভাগে বাম হস্ত সংস্থাপন করিয়া প্রশান্তচিত্তে যোগাসনে আসীন এবং ভবসাগরের পারগমনেচ্ছু বোধিসত্ত্বের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। তাহার পুত্র কন্যা এবং অসংখ্য সৈন্যও একত্র সমবেত হইয়া বিবিধ উপায়ে বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করিল। মার-সেনার সহিত বোধিসত্ত্বের তুমুল সংগ্রামে সম্মুখযুদ্ধে মার পরাজিত হইয়াছিল।

বুদ্ধচরিত কাব্যের পঞ্চদশ সর্গে বর্ণিত আছে যে মার সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হইয়া অতি বিষণ্ণ অন্তঃকরণে স্বগৃহে প্রতিগমন করিয়াছিল। তদনন্তর রতি, তৃষ্ণা ও প্রীতি নামধরা তিন কন্যা মারকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল "হে পিতঃ, আপনি চিন্তিত হইবেন না ; আমরা কৌশলপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বকে আপনার অধীন করিয়া দিতেছি।" অনন্তর উহারা যুবতীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিল।

ইন্দুবদনা ও মোহরূপ অলঙ্কারে বিভূষিতা রতি সংসারের নানা প্রকার সুখের কথা বলিয়া বোধিসত্ত্বকে বিমোহিত করিতে লাগিল। সে বলিল—হে বোধিসত্ত্ব, তুমি সাম্রাজ্য সুখ ত্যাগ করিয়া কেন দীনভাবে কালযাপন করিতেছ? সম্পৎসমূহ ত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ হয়, ইহা কাহার নিকট শুনিয়াছ? তুমি আমাদিগের আলয়ে আগমন কর। যদি তুমি বিপথগামী না হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাদের নিকট আইস। নিদ্রালু লোক যেমন কাহারও কথা শুনিতে পায় না, ধ্যানমগ্ন বোধিসত্ত্বও সেইরূপ রতির বাক্য শুনিতে পাইলেন না।

রতির বাক্য শেষ না হইতেই তৃষ্ণা ও প্রীতি আসিয়া বোধিসত্ত্বকে নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। অনন্তর উহারা বৃদ্ধার রূপ ধারণপূর্বক বোধিসত্ত্বের নিকট আসিল এবং নানা উপদেশ বাক্য বলিতে লাগিল।

পরাজিতা রতি, তৃষ্ণা ও প্রীতি বোধিসত্ত্বের সমীপে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বিজ্ঞাপন করিয়াছিল ঃ—

প্রব্রজ্যাং দেহি ভগবন্ ভবচ্ছরণমাগতাঃ।
বার্ত্তামাকর্ণ্য ভবতাং আয়াতাঃ কাঞ্চনাৎ পুরাৎ
গার্হস্থ্যং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য নমুচেরাত্মজা বয়ম্ ॥
পংচশতানাং ভ্রাতৃণাং শিক্ষাসংবরণোৎসুকাঃ।
যথা ত্বমসি বৈরাগ্যো বয়ং চ ভর্ত্তৃবর্জ্জিতাঃ ॥

হে ভগবন্, আমরা আপনার আশ্রয়ে আগমন করিয়াছি। আপনি আমাদিগকে প্রব্রজ্যা ধর্ম প্রদান করুন। আপনার কথা শুনিয়া আমরা গার্হস্থ্য ধর্ম ত্যাগ করিয়া সুবর্ণপুর হইতে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আমরা কন্দর্পের দুহিতা। আমাদের পাঁচশত ভ্রাতা, তাহারাও সদ্ধর্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়াছে। আপনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন; অতএব আমরা সকলেই আজ স্বামী-পরিত্যক্তা হইলাম।

নির্লজ্জ মারও যথাসাধ্য সর্বশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বোধিসত্ত্ব কন্দর্পের বিজয়সাধন করিয়া মহাপ্রীত্যাহার-ব্যূহ নামক সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

ললিতবিস্তর গ্রন্থেও[১] মারবিজয় সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। ললিত-বিস্তরে দৃষ্ট হয়, মারপুত্রগণের মধ্যে যাহারা বোধিসত্ত্বের প্রতি অভিপ্রসন্ন, তাহারা মারের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। আর যাহারা বোধি-সত্ত্বের প্রতি বিমুখ ও মারের পক্ষাবলম্বী, তাহারা মারের বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। তদনন্তর মারসৈন্যগণ বোধিসত্ত্বের তপোভঙ্গের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হয়। বোধিসত্ত্বও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া তপশ্চর্য্যা হইতে বিরত হইবেন না, এই হেতু উভয়পক্ষে তুমুল সমর সংঘটিত হয়।

যুদ্ধকালে দক্ষিণ দিকস্থিত সার্থবাহ নামক মারপুত্র স্বীয় পিতাকে বলিয়াছিল ঃ—

সুপ্তং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি পন্নগেন্দ্রং
সুপ্তং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি যো গজেন্দ্রম্
সুপ্তং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি যো মৃগেন্দ্রং।
সুপ্তং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি সো নরেন্দ্রম।[২]

যে ব্যক্তি পর্ণগেন্দ্র বা গজেন্দ্র বা মৃগেন্দ্রকে জাগরিত করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তিই কেবল ধ্যাননিমগ্ন বোধিসত্ত্বকে ধ্যানভ্রষ্ট করিতে অভিলাষ করে।

তখন মারের বামপার্শ্ব হইতে দুর্ম্মতি নামক মারপুত্র বলিল ঃ—

১। ললিতবিস্তর ২১শ পরিবর্ত পৃঃ ৩৭৫-৪৩৮; সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বুদ্ধদেব পৃঃ ৯৪-১০৬।

২। ললিতবিস্তর ২১।২৫।

সম্প্রেক্ষণেন হৃদয়ান্যভিসংস্ফুটন্তি
লোকেষু সারমহতামপি পাদপানাম্।
কা শক্তিরস্তি মম দৃষ্টিহতস্য তস্য
সঞ্জীবিতুং জগতি মৃত্যুহতস্য বাস্তু ॥[১]

এই সংসারে আমার দৃষ্টিতে সারবান্ বৃক্ষসমূহেরও অভ্যন্তরভাগ বিদীর্ণ হয়। যে আমার দৃষ্টিতে আহত হইয়াছে, জগতে এমন কে আছেন যিনি তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন ?

দক্ষিণে পুত্র মধুরনির্ঘোষ বলিল ঃ—

যঃ সাগরং তরিতুমিচ্ছতি বৈ ভুজাভ্যাম্
তোয়ঞ্চ তস্য পিবিতুং মনুজেষ্বসন্তু।
শক্যং ভবেদিহমতস্তু বদামি সত্যং
যস্তস্য বক্ত্রমভিতোপ্যমলং নিরীক্ষেৎ ॥[২]

যিনি ভুজদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, অথবা যিনি সমুদ্রের উপর তোয় নিঃশেষরূপে পান করিতে অভিলাষ করেন তিনিই কেবল বোধিসত্ত্বের নির্মল মুখমণ্ডল সর্বতোভাবে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন।

বামদিকে পুত্র শতবাহু মারকে সম্বোধন করিয়া বলিল ঃ—

মমেহ দেহেস্মি শতং ভুজানাং
ক্ষিপামি চৈকেন শতং শরাণাম্।
ভিনদ্মি কায়ং শ্রমণস্য তাত
সুখী ভব ত্বং ব্রজ মা বিলম্বম্ ॥[৩]

আমার এই দেহে শতবাহু বিদ্যমান আছে এবং প্রত্যেক বাহু দ্বারা আমি শতসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করি, হে পিতঃ, আমি বোধিসত্ত্বের দেহভেদ করিব। আপনি সুখী হউন, বিলম্ব করিবেন না।

দক্ষিণদিকে পুত্র সুবুদ্ধি বলিল ঃ—

শতং ভুজানাং যদি কো বিশেষো
ভুজা কিমর্থং ন ভবন্তি রোমাঃ।

১। ললিতবিস্তর ২১।২৬, ২। ঐ, ২১।২৮ ৩। ঐ, ২১।২৯।

ভুজৈকমেকেন চ তথৈব শরা-
স্তৈশ্চাপি কুর্য্যান্নহি তস্য কিং চ ॥[১]

তোমার শত বাহুই থাকুক অথবা শরীরে যত রোম আছে তাবৎসংখ্যক বাহুই থাকুক, তাহাতে কি ? তুমি প্রত্যেক বাহুদ্বারা বাণসমূহ নিক্ষেপ কর, তাহাতেই বা কি ? উহাতে বোধিসত্ত্বের কোনই ক্ষতি হইবে না।

অনন্তর বামদিকে পুত্র উগ্রতেজা বলিল, আমি বোধিসত্ত্বের শরীরে প্রবেশ করিব ; দাবাগ্নি যেমন শুষ্কবৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করে, ঐরূপে দগ্ধ করিব। তৎক্ষণাৎ সুনেত্র নামক সৈন্য দক্ষিণদিক হইতে বলিয়া উঠিল, তুমি সুমেরু পর্বতকে দগ্ধ করিতে পার, সমগ্র মেদিনী তোমার তেজে ভস্মীভূত হইতে পারে, কিন্তু বোধিসত্ত্বের শরীর দগ্ধ করা তোমার সাধ্য নহে ; উঁহার বুদ্ধি ও প্রতিজ্ঞা বজ্রের ন্যায় স্থির। বামদিকে দীর্ঘবাহু গর্ব্বিতভাবে বলিল, হে তাত, আমি আপনার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতিকে উহাদের আলয় হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারি ; অবলীলাক্রমে সমুদ্র-চতুষ্টয়কে জলশূন্য করিতে পারি ও সেই বোধিসত্ত্বকে সমুদ্রের পরপারে নিক্ষেপ করিতে পারি। হে পিতঃ, আপনার সৈন্যসকল অপেক্ষা করুক ; আপনি শোকার্ত হইবেন না। আমি এই হস্তে সেই বোধিবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া দশ দিকে নিক্ষেপ করিতেছি।

দক্ষিণদিকে প্রসাদ প্রতিলব্ধ নামক সৈনিক বলিল—হে দীর্ঘবাহু, তুমি মদগর্ব্বিত হইয়া দেবাসুর গন্ধর্ব্ব পরিবৃত সাগর সহিত পর্ব্বতমালা পরিশোভিত মহীমণ্ডলকে বিধ্বস্ত করিতে পার, কিন্তু তোমার অবগত হওয়া উচিত যে তোমার ন্যায় সহস্র ব্যক্তিকে সেই বোধিসত্ত্ব গঙ্গাবালুকার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করেন ; সেই ধীমান্ বোধিসত্ত্বের একটি কেশও সংচালিত করার ক্ষমতা তোমার নেই। এইরূপে বামদিক হইতে অসংখ্য মার-সৈন্য বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করিল ; ঐ সকল সৈন্যর মধ্যে ভয়ঙ্কর, অবতার-প্রেমী, অনুপশান্ত, বৃত্তিলোল, পতজব, ব্রহ্মমতি, সর্বচণ্ডাল, দুশ্চিন্তত-চিন্তী প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু বোধিসত্ত্বের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তাঁহার দক্ষিণদিক হইতে একাগ্রমতি, পুণ্যালঙ্কৃত, স্বর্গকাম, সিদ্ধার্থ, ধর্মরতি, অচলমতি, সিংহমতি, সিংহনাদী, সুচিন্তিতার্থ প্রভৃতি কয়েকজন সবল

১। ললিতবিস্তর ২১।৩০।

সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিল। ঐ কয়েকজন সৈনিকের সহকারিতায় বোধিসত্ত্ব মারপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। সিদ্ধার্থ নামক সৈনিক বোধিসত্ত্বকে সাহায্য করিতে যাইয়া মারপক্ষকে সতেজে বলিয়াছিল ঃ—

বিষাণমুগ্রং ত্রিভবেহ যশ্চ
রাগশ্চ দোষশ্চ তথৈব মোহঃ।
তে তস্য কায়ে চ তথৈব চিত্তে
নভে যথা পঙ্করজো ন সন্তি" ॥[১]

ত্রিসংসারে যে উগ্রতম বিষ অথবা অত্যুৎকট রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিদ্যমান আছে তাহা বোধিসত্ত্বের শরীরে বা চিত্তে কিছুতেই লিপ্ত হইতে পারে না। দেখুন, আকাশে পঙ্ক বা রজঃ কিছুই স্থান পায় না।

সিংহনাদী নামক সৈন্য মারপক্ষকে স্পষ্টই বলিয়াছিল ঃ—

বহবঃ শৃগালা হি বনান্তরেষু
নন্দন্তি নাদান্ ন সন্তীহ সিংহে।
তে সিংহনাদং তু নিশম্য ভীমং
ত্রস্তা পলায়ন্তি দিশো দশাসু" ॥[২]

বহু শৃগাল বনে চিৎকার করিয়া বেড়ায় কিন্তু ভীষণ সিংহনাদ শ্রবণ করিলেই উহারা ভয়ে দশদিকে পলায়মান হয়।

এইরূপে যে কয়েকজন সৈন্য বোধিসত্ত্বের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ছিল তেজস্বী ধীর ও স্থির প্রতিজ্ঞ।

তদনন্তর মার সৈন্যগণ পরাভূত হইয়া সকলেই মারের সমীপে স্বীয় পরাক্রম ও পরাজয়ের বিষয় বর্ণন করিল। মারপক্ষের প্রধান সেনাপতি ভদ্রসেন পাপাত্মা মারকে সম্বোধন করিয়া বলিল—হে মার! ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পালগণ এবং অসুর কিন্নর প্রভৃতি সকলেই আপনার অনুগত। কিন্তু উহারা সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিতেছেন। আপনার পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা প্রজ্ঞাবান ও মেধাশালী তাঁহারাও বোধিসত্ত্বকে আন্তরিক নমস্কার করিতেছেন। বোধিসত্ত্বের শরীরে পুণ্য, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, ক্ষান্তি, বীর্য্য ইত্যাদি বহুবিধ বল বিদ্যমান আছে। সেই অমিতবলশালী বোধি-

১। ললিতবিস্তর, ২১।৫১।
২। ললিতবিস্তর ২১।৬০।

সত্ত্ব মারসেনাকে সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বল করিয়াছেন। হস্তী যেমন পাদদ্বারা ভূমিকে প্রমর্দ্দিত করে, সিংহ যেমন শৃগালসমূহকে ব্যতিব্যস্ত করে, আদিত্য যেমন স্বীয় তেজে খদ্যোত সমূহকে পরাভূত করেন, বোধিসত্ত্বও সেইরূপ মারসেনাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও তাড়িত করিবেন।

প্রধান সেনাপতির মুখে এই কথা শুনিয়া মারের জনৈক পুত্র অতীব ক্রুদ্ধ হইল। সে রোষের বশে আরক্তলোচন হইয়া বলিল ঃ—

একস্য বর্ণাসি অপ্রমেয়াং
প্রভাষসে তস্য ত্বমেককস্য।
একোহি কর্ত্তুং খলু কিং সমর্থো,
মহাবলা পশ্যসি কিং ন ভীমা ॥[১]

আপনি একমাত্র বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধে অসংখ্য কথা বলিতেছেন। এক ব্যক্তির সম্বন্ধে আপনি এত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন। এক ব্যক্তি কি করিতে পারে? আপনি এই মহাবল ভীষণ মারসৈন্যগণকে কি দেখিতে পাইতেছেন না?

তখন দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে একটি সৈন্য বলিয়া উঠিল ঃ—

সূর্যস্য লোকে ন সহায়কৃত্যং
চন্দ্রস্য সিংহস্য চ চক্রবর্ত্তিনঃ।
বোধৌ নিষণ্ণস্য চ নিশ্চিতস্য
ন বোধিসত্ত্বস্য সহায়কৃত্যম্ ॥[২]

এই জগতে সূর্যদেব কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন না। চন্দ্র, সিংহ ও রাজচক্রবর্তীরও কোন সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয় না। বুদ্ধত্ব লাভ করিবার জন্য যিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই স্থিরযোগী বোধিসত্ত্বেরও কোন সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয় না।

প্রবল সমরের অবসানে পাপাত্মা মার খড়্গ, ধনু, কুঠার, মুষল, গদা চক্র, বজ্র, মুদ্গর ইত্যাদি নানাবিধ অস্ত্র লইয়া বোধিসত্ত্বের শরীরে ও হৃদয়ে নিক্ষেপ করিতে অভিলাষ করিল। কিন্তু বোধিসত্ত্বের শরীরে ও হৃদয়ে কোথাও ঐ সকল অস্ত্র বিদ্ধ হইল না। মার পরাজিত হইয়া দুঃখিত লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইল। সে পুরোভাগে গমন করিতে পারিল না। পশ্চাদ্-

---

১। ললিতবিস্তর, ২১।৮৫ ২। ঐ, ২১।৮৬।

ভাগে নিবৃত্ত হইল না এবং পার্শ্বদিকেও পলায়ন করিতে পারিল না। তখন পশ্চাম্মুখ হইয়া স্বীয় সৈন্যগণকে বলিল, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া কিছুকাল অবস্থান কর, আমি দেখিব যদি অনুনয় করিয়া বোধিসত্ত্বকে যোগাসন হইতে উত্থাপন করিতে পারি। এরূপ ব্যক্তিকে সহসা বিনাশ করিতে পারা যায় না।

অনন্তর মার স্বীয় দুহিতা অপ্সরাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে দুহিতৃগণ, তোমরা বোধিসত্ত্বের সমীপে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর তিনি সরাগ কি বীতরাগ, তিনি মূর্খ কি প্রাজ্ঞ, তিনি দীন কি ধীর। অপ্সরাগণ বোধিসত্ত্বের সমীপে গমন করিয়া দ্বাত্রিংশৎ প্রকার স্ত্রীমায়া প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহারা বিম্বফলোপম ওষ্ঠ, অর্দ্ধবিহসিত দন্তাবলী, অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন ইত্যাদি প্রদর্শন পূর্বক বোধিসত্ত্বের মুখমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব তখন অনুপম (স্থৈর্য) অবলম্বন করিয়া প্রশান্তভাবে যোগাসনে আসীন থাকিলেন। তাঁহার মুখ রাহুবিনির্মুক্ত চন্দ্রমন্ডলের ন্যায় শুদ্ধ ও বিমল, উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী, সুবর্ণময় যূপের ন্যায় উজ্জ্বল, বিকশিত সহস্রপত্রের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট, ঘৃতাভিষিক্ত অনলের ন্যায় দীপ্তিময়, সুমেরু পর্বতের ন্যায় স্থির, চক্রবাল পর্বতের ন্যায় উন্নত এবং তিনি গুপ্তেন্দ্রিয় হস্তির ন্যায় শান্তভাবে দৃষ্ট হইলেন।

মার দুহিতৃগণ নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে অনেক কথা বলিল কিন্তু তাঁহাকে যোগাসন হইতে উত্তোলিত করিতে পারিল না। তাহারা অনেক প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহাতেও বোধিসত্ত্বের চিত্ত বিচলিত হইল না। তখন মার দুহিতৃগণ মারকে বলিল—

শ্লক্ষ্ণা মধুরং চ ভাষতে ন চ রক্তো
গুরু গুহ্যং চ নিরীক্ষতে ন চ দুষ্টঃ।
ঈর্যাং চ প্রেক্ষতে ন চ মূঢ়কায়ঃ
সর্ব্বে পণেতি আশয়ো সুগম্ভীরঃ ॥
নিঃসংশয়েন বিদিতাঃ পৃথু ইন্দ্রিদোষাঃ
কামৈর্বিমুক্তমনসো ন চ রাগরক্তঃ।
নৈবাস্ত্যসৌ দিবি ভুবীহ নরঃ সুরো বা
যস্তস্য চিত্তচরিতং পরিজানয়েয়া ॥
যা ইন্দ্রিমায় উপদর্শিত তত্র তাত

প্রচলীষু তস্য হৃদয়ং ভবিয়ঃ সরাগঃ।
তন্দৃষ্ট একমপি কম্পিতু নাস্য চিত্তং
শৈলেন্দ্ররাজ ইব তিষ্ঠতি সোঽপ্রকম্পঃ ॥[১]
নিঃসংশয়েন বিনিহত্য স মারসৈন্যং
পূর্ব্বং জিনানুমত প্রাপ্স্যতি অগ্রবোধি।
তাতা ন রোচতি হি মনোঽপি রণে বিবাদে
বলবৎসু বিগ্রহু সুকৃচ্ছ্রু অয়ং প্রয়োগঃ।[২]

(হে পিতঃ, এই বোধিসত্ত্ব ধীর ও মধুরভাবে কথা বলেন, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত হন না। স্থির ও গূঢ়ভাবে নিরীক্ষণ করেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত দূষিত নহে। ঈর্ষ্যা সহ অবলোকন করেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত বিমুগ্ধ হয় না। তাঁহার অন্তঃকরণ গম্ভীর এবং তাঁহার মনের ভাব বহিঃপ্রকাশিত হয় না। নিশ্চয়ই তিনি জানেন যে স্ত্রী সঙ্গে বহু দোষ ঘটে। তাঁহার চিত্ত কামসমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিনির্মুক্ত এবং তিনি কিছুতেই আসক্ত হন না। স্বর্গে বা পৃথিবীতে এমন কোন দেব বা মনুষ্য নাই যিনি তাঁহার চিত্তবৃত্তির অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন। হে তাত, আমরা তাঁহার সমীপে নানাপ্রকার স্ত্রীমায়া প্রদর্শন করিয়াছিলাম এবং ভাবিয়াছিলাম, তাঁহার হৃদয়ে আসক্তির উদ্রেক হইবে ও তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন। কিন্তু পিতঃ সেই সকল দেখিয়া বোধি-সত্ত্বের চিত্ত বিন্দুমাত্র কম্পিত হইল না; তিনি পর্বতরাজের ন্যায় স্থির থাকিলেন। নিশ্চয়ই তিনি মারসৈন্যগণকে নিহত করিয়া জ্ঞানিগণের অনুমোদিত বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। হে তাত, সেই বোধিসত্ত্বের সহিত বিবাদ করিতে আমাদের মনে রুচি হয় না। বস্তুতঃ প্রবল লোকের সঙ্গে বিরোধ দুঃখে পর্য্যবসিত হয়।)

পরিশেষে তাহারা মারকে বলিল ঃ—

শ্রেয়ো ভবেৎ প্রতিনিবর্ত্তিতুমদ্য তাত।[৩]

হে তাত, অদ্য প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই আমাদের শ্রেয় হইবে।

সেই সময়ে শ্রীবৃদ্ধি, তপা, শ্রেয়সী, বিদুঃ, ওজঃ, বলা, সত্যবাদিনী,

১। ললিতবিস্তর ২১।১৩১-১৩৩।
২। ললিতবিস্তর ২১।১৩৫।
৩। ললিতবিস্তর ২১।১৩৭।

সমঙ্গিনী এই আটটি বোধিবৃক্ষদেবতা বোধিসত্ত্বের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তাঁহার আধ্যাত্মিক তেজস্বিতা দেখিয়া পরম আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। মার তাঁহার কন্যাগণের কথা না শুনিয়া তখনও বোধিসত্ত্বকে বলিল ঃ—

কামেশ্বরোঽস্মি বসিতা ইহ সর্বলোকে
দেবাশ্চ দানবগণা মনুজাশ্চ তীর্য্যা,
ব্যাপ্তা ময়া মম বশেন চ যান্তি সর্বে
উত্তিষ্ঠ মহ্য বিষয়স্থ বচং কুরুস্ব ॥[১]

আমি কামরাজ্যের অধিপতি, ইহ সংসারে দেব দানব মনুষ্য, তির্য্যক সকলেই আমার বশীভূত। আমি সংসার ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি। সংসারে সকল পদার্থই আমার বশে চলিতেছে। অতএব হে বোধিসত্ত্ব, তুমি যোগাসন ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও এবং আমার কথানুসারে তোমার মনকে বিষয়ভোগে রত কর।

বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন ঃ—

কামেশ্বরোঽসি যদি ব্যক্তমনীশ্বরোঽসি
ধর্ম্মেশ্বরোঽহমপি পশ্যসি তত্ত্বতো মাম্।
কামেশ্বরোঽসি যদি দুর্গতি ন প্রযাসি
প্রাপ্স্যামি বোধি চ সমস্যতু পশ্যতস্তে ॥[২]

হে মার, তুমি কামনাসমূহের অধিপতি, তোমার আত্মসংযম নাই; সুতরাং কোনও বিষয়ের উপরেই তোমার প্রভুত্ব নাই। হে কামেশ্বর, তুমি যদি দুর্গতিপ্রাপ্ত না হও, তাহা হইলে দেখিবে আমি তোমার সম্মুখে বুদ্ধত্ব লাভ করিব।

এইরূপে মার সৈন্যগণ, মারপুত্রগণ, মারদুহিতৃগণ এবং মার স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল।[৩]

১। ললিতবিস্তর ২১।১৬৫

২। ললিতবিস্তর ২১।১৬৬।

৩। বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত মারবিজয়ের সহিত কুমারসম্ভব ও শিবপুরাণে বর্ণিত কন্দর্পজয়ের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। বলা বাহুল্য কুমারসম্ভব ও শিবপুরাণ উভয়ই ললিতবিস্তর ও পালিগ্রন্থ সমূহের পরবর্ত্তী। বোধিসত্ত্ব মারের সহিত যুদ্ধ ও তর্ক করিতে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শিব বৃথা তর্ক বা

তখন মার অনুতাপ প্রকাশ করিয়া বলিল ঃ—

"দুঃখং ভয়ং ব্যসনশোকবিনাশংশ্চ
ধিক্কারশব্দমবমানগতঞ্চ দৈন্যম্ ।
প্রাপ্তোঽস্মি অদ্য অপরাধ্য সুশুদ্ধসত্ত্বে
অশ্রুত্ব বাক্য মধুরং হিতমাত্মজানাম্ ॥"[১]

শুদ্ধসত্ত্ব বোধিসত্ত্বের অনিষ্ট সাধন করিতে যাইয়া আজ আমি দুঃখ, ভয়, ব্যসন, শোক, অপমান, দৈন্য, ধিক্কার ইত্যাদি বহুপরিমাণে প্রাপ্ত হইলাম। আমার নিজের কন্যাগণের হিতকর ও মধুর বাক্য না শুনিয়া আজ আমার এই ফললাভ হইল।

পূর্বোক্ত তপা, ওজঃ, শ্রেয়সী প্রভৃতি দেবগণ তখন মারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—

"ভয়ঞ্চ দুঃখং ব্যসনঞ্চ দৈন্যং
ধিক্কারশব্দং বধবন্ধনঞ্চ ।
দোষাননেকান্ লভতে হ্যবিদ্বান্
নিরপরাধেষ্বপ্যপরাধ্যতে যঃ ॥"[২]

হে মার, যে ব্যক্তি নিরপরাধ লোকের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিতে অভিলাষ করে, সেই অজ্ঞানী ব্যক্তি ভয়, দুঃখ, ব্যসন, দৈন্য, ধিক্কার, বধ, বন্ধন ইত্যাদি অনেক প্রকার যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে সূর্য্যাস্তের পূর্বেই সসৈন্য মারকে পরাভূত করিয়া পরম শান্তিলাভ করিলেন। তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইল এবং তাহাতে রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিন্দুমাত্রও বিদ্যমান থাকিল না। তিনি নিরুপদ্রবচিত্তে ধ্যানসুখ[৩] ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি কাম্যবস্তু ও অকুশল হইতে

যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া একেবারেই ক্ষণকাল মধ্যে কন্দর্পকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, যথা—

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি ।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥ কুমারসম্ভব (৩-৭২)

১। ললিতবিস্তর ২১।১৯৭।
২। ঐ ২১।১৯৮।
১। বুদ্ধচরিতে ইহাকে 'মহাপ্রীত্যাহারব্যূহ'—সমাধি বলা হইয়াছে। ললিতবিস্তরে ইহাকে 'প্রীত্যাহারব্যূহ' সমাধি বলা হইয়াছে, ২৪শ অধ্যায়, পৃঃ ৪৭৯।

বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে অবস্থান করেন। এইরূপে উৎপন্ন সুখবেদনাও তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই। তিনি অতঃপর বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে অবস্থান করেন। এইরূপে উৎপন্ন সুখবেদনাও তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই। অতঃপর তিনি প্রীতি-বিমুক্ত হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করত তৃতীয় ধ্যান লাভ করিরা উহাতে অবস্থান করেন। এইরূপে উৎপন্ন সুখবেদনাও তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই। অতঃপর তিনি সর্বদৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বেই সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন।

এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিরঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও নিষ্কম্প অবস্থায় তিনি **জাতিস্মর জ্ঞানাভিমুখে** চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি শত সহস্র জন্ম ; বহু সংবর্ত্ত-কল্পে,[১] বহু বিবর্ত্ত-কল্পে,[২] এমনকি বহু সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত-কল্পে ঐ স্থানে তিনি ছিলেন, ঐ ছিল তাঁহার নাম, ঐ গোত্র, ঐ জাতিবর্ণ, ঐ আহার, ঐ সুখ-দুঃখ অনুভব, ঐ পরমায়ু ; তথা হইতে চ্যুত হইয়া তত্র (ঐ যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছেন ; তথায় তাঁহার ছিল ঐ নাম, ঐ গোত্র, ঐ জাতিবর্ণ ; তথা হইতে চ্যুত হইয়া তিনি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছেন। এইভাবে আকার ও উদ্দেশ স্বরূপ ও গতি সহ নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম তিনি অনুস্মরণ করেন। অপ্রমত্ত, আতাপী (বীর্যবান) ও সাধনা-তৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, **রাত্রির প্রথম যামে** তেমন ভাবেই তাঁহার এই প্রথম বিদ্যা (**জাতিস্মরজ্ঞান**) আয়ত্ত হয়,

১। সংবর্ত্ত-কল্প—কল্পের ধ্বংস
২। বিবর্ত্ত-কল্প—কল্পের পুনরুৎপত্তি

অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, অন্ধকার বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়। কিন্তু এইরূপে উৎপন্ন সুখবেদনাও তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই।

এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিরঞ্জন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও নিষ্কম্প অবস্থায় **সত্ত্বগণের** (অপরাপর জীবগণের) **চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানাভিমুখে** তিনি চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় দিব্যচক্ষুতে, বিশুদ্ধ, লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে তিনি দেখিতে পাইলেন—সত্ত্বগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন—হীনোৎকৃষ্ট জাতীয় উত্তম-অধম-বর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে :—এই সকল জীব কায়-দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, বাক্-দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, মনদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্য্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি-প্রণোদিত ধর্ম-পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর, অপার দুর্গতিতে, বিনি-পাত-নরকে উৎপন্ন হইতেছে। অথবা এই সকল মহানুভব জীব কায়-সুচরিত্র-সমন্বিত, বাক্-সুচরিত্র-সমন্বিত, মনসুচরিত্র-সমন্বিত আর্য্যগণের অনিন্দুক সম্যক্‌দৃষ্টি-সম্পন্ন এবং সম্যকদৃষ্টি-প্রণোদিত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর, সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইতেছে। এইভাবে দিব্যচক্ষুতে, বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পান—সত্ত্বগণ (অপরাপর জীবগণ) এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অন্য যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন—হীনোৎকৃষ্ট জাতীয় উত্তম-অধম-বর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। অপ্রমত্ত, আতাপী (বীর্যবান) ও সাধনা-তৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, তেমনভাবেই **রাত্রির মধ্যম যামে** তাঁহার এই দ্বিতীয় বিদ্যা (**জীবের গতি-পরম্পরা জ্ঞান, কর্মফল জ্ঞান**) আয়ত্ত হয় ; অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, অন্ধকার বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়। এইরূপে উৎপন্ন সুখবেদনাও তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই।

এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিরঞ্জন, উপক্লেশবিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও নিষ্কম্প অবস্থায় **আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে** তাঁহার চিত্ত নমিত হয়। তদবস্থায় উন্নত জ্ঞানে তিনি জানিতে পারেন—ইহা 'দুঃখ'-আর্য্যসত্য, ইহা 'দুঃখ-সমুদয়' আর্য্যসত্য, ইহা

'দুঃখ-নিরোধ'আর্য্যসত্য, ইহা 'দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদ্' আর্য্যসত্য। এই সকল আসব, ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ্। তদবস্থায় এইরূপে 'আর্য্যসত্য' জানিবার ও দেখিবার ফলে কামাসব হইতে তাঁহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে তাঁহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতেও তাঁহার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত চিত্তে 'বিমুক্ত হইয়াছি' এই জ্ঞান উদিত হয়; উন্নত জ্ঞানে জানিতে পারেন—চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যাহা কিছু করিবার ছিল তাহা করা হইয়াছে, অতঃপর অত্র (এই জগতে) আর আসিতে হইবে না। **রাত্রির অন্তিম যামে** তাঁহার এই তৃতীয় বিদ্যা (=**আসবক্ষয় জ্ঞান**) অধিগত হয়, অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, অন্ধকার বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়।

তদনন্তর তিনি বাহ্য ও আভ্যন্তর জগতের ক্রিয়াপ্রবাহের মধ্যে কিরূপ অবিচ্ছিন্ন কার্য্যকারণভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্যকারণভাবের অখণ্ড নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই অনাদি সংসারের বাহ্য বস্তুসমূহ উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ লাভ করিতেছে। আধ্যাত্মিক জগতেও কুশল এবং অকুশল চৈতসিকবৃত্তি সমূহ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া উৎপত্তি ও নিরোধ লাভ করিতেছে। এইরূপে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম-সমূহের বশে সমগ্র সংসার ঘটীযন্ত্রের ন্যায় অবিরত আবর্ত্তন করিতেছে।

জগতে কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন ঃ

> "ইমস্মিং সতি ইদং হোতি,
> ইমস্‌সুপ্পাদা ইদং উপ্‌পজ্জতি ॥"[১]

—অর্থাৎ ইহা বিদ্যমান থাকিলে তাহা উৎপন্ন হয়, ইহার উৎপত্তিতে তাহা উৎপন্ন হয়।

অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, ও

১ উদান, ১ম বোধিসুত্ত; মজ্ঝিমনিকায় মহাতণ্হক্খয়সুত্ত(সুত্ত নং ৩৮)।

জাতি হইতে জরামরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। এইভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

পরক্ষণেই তিনি উপলব্ধি করিলেন ঃ

"ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি।

ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি ॥"[১]

অর্থাৎ ইহা বিদ্যমান না থাকিলে তাহা হয় না, ইহার নিরোধে তাহা নিরুদ্ধ হয়।

অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়; সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয়; বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ নিরুদ্ধ হয়; নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তন নিরুদ্ধ হয়; ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শ নিরুদ্ধ হয়; স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরুদ্ধ হয়; বেদনার নিরোধে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়; তৃষ্ণার নিরোধে উপাদান নিরুদ্ধ হয়; উপাদানের নিরোধে ভব নিরুদ্ধ হয়; ভবের নিরোধে জাতি (=জন্ম) নিরুদ্ধ হয়; জাতির নিরোধে জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস ইত্যাদি নিরুদ্ধ হয়।—এইভাবে সমস্ত দুখস্কন্ধ নিরুদ্ধ হয়।

এইভাবে যখন তিনি কার্যকারণনীতি (দ্বাদশ আকারবিশিষ্ট প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি) আদি হইতে অন্তে, আবার অন্ত হইতে আদিতে বারবার পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন—তখন আসমুদ্র দশ সহস্র চক্রবাল দ্বাদশ বার প্রকম্পিত হইল। যখন সেই মহান্ পুরুষ দশ সহস্র সৌর জগৎ ধ্বনিত করিয়া অরুণোদয়কালে পরম সম্বোধিজ্ঞান অধিগত হইলেন, তখন চক্রবাল সমূহ অপরূপ শোভা ধারণ করিল। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হইলেন, সম্বুদ্ধ হইলেন, সম্যক সম্বুদ্ধ হইলেন। বুদ্ধের শ্রীমুখ হইতে প্রথম উদানগাথা নিঃসৃত হইল ঃ

"অনেকজাতি-সংসারং
সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো
দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং ॥

১। উদান, ২য় বোধিসুত্ত ; মজ্ঝিমনিকায়, মহাতণ্হক্খয়সুত্ত (সুত্ত নং ৩৮।)

গহকারক। দিট্‌ঠোহসি
পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা
গহকূটং বিসংখিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং
তণ্‌হানং খয়মজ্ঝগা ॥"[1]

"জন্মজন্মান্তর পথে, ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক ! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর ;
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কারবিগতচিত্ত, তৃষ্ণা আদি পাইয়াছে ক্ষয় ॥"[2]

বোধিসত্ত্ব যখন বুদ্ধ হইলেন তখন তাঁহার বয়স পরিপূর্ণ পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর (খৃঃ পূঃ ৫৮৯ বা ৫২৮)।

অধ্যায় ষোল

বুদ্ধত্ব লাভের পরে প্রথম সপ্ত সপ্তাহ[3]

তখন বুদ্ধ ভগবান সবে মাত্র বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া উরুবেলায়[4] অবস্থান

১। ধম্মপদ, শ্লোক ১৫৩-১৫৪ ; জাতকনিদানকথা,
জাতক, ১ম খণ্ড ॥ পৃঃ ৭৬।

২। বুদ্ধদেব, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৭।

৩। মহাবগ্‌গ (বিনয় পিটক) ১ম খণ্ড, মহাস্কন্ধক,
বঙ্গানুবাদ : প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, কলিকাতা, ১৯৩৭ ; পৃঃ ১-১৬।
জাতক নিদান কথা, বঙ্গানুবাদ, শ্রীমৎ ধর্মপাল মহাস্থবির, জাতক নিদান, পৃঃ ১০৮—১১৪ ; উদান, বোধিবগ্‌গ।

৪। উরুবেলা অর্থে মহাবেলা, বৃহৎ বালুকারাশি অথবা উরু অর্থ বালুকা, বেলা অর্থ মর্য্যাদা (সীমা), বেলাতিক্রম করিয়া স্তূপাকার উরু (বালুকা)। অতীত-কালে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে দশ সহস্র কুলপুত্র তাপস প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতেন। এক দিবস তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া এরূপ

করিতেছিলেন, নৈরঞ্জনা নদীতীরে বোধিবৃক্ষমূলে[১]। অনন্তর ভগবান বোধি-তরুমূলে সপ্তাহকাল একাসনে ধ্যান পদ্মাসনে বিমুক্তি সুখ অনুভব করিতে-ছিলেন। ভগবান রাত্রির প্রথমযামে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব অনুলোম-প্রতিলোম-ভাবে, উৎপত্তি ও নিরোধ বশে, স্বমনে আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিলেন ঃ

"অবিদ্যা প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রত্যয় হইতে নামরূপ, নামরূপ প্রত্যয় হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন প্রত্যয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ প্রত্যয় হইতে বেদনা, বেদনা প্রত্যয় হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা প্রত্যয় হইতে উপাদান, উপাদান প্রত্যয় হইতে ভব, ভব প্রত্যয় হইতে জন্ম, জন্ম প্রত্যয় হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য উৎপন্ন হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় (উৎপত্তি) হয়।

নিঃশেষে সেই অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরোধ, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ, বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ, নামরূপ নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ, ষড়ায়তন নিরোধে স্পর্শ নিরোধ, স্পর্শ নিরোধে বেদনা নিরোধ, বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ, তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ, ভব নিরোধে জন্ম নিরোধ, জন্ম নিরোধে জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের নিরোধ হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।"

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন ঃ কায়িক এবং বাচনিক অপরাধ সকলের গোচরীভূত হয়, কিন্তু মানসিক অপরাধ অপরের নিকট দুর্জ্ঞেয়। যিনি কাম-বিতর্ক (কাম বিষয়ে চিন্তা) ব্যাপাদ বিতর্ক (পরের অহিত কামনা) এবং বিহিংসা-বিতর্ক (পরপীড়নেচ্ছা) চিন্তা করিবেন তিনি নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়া পাত্রে করিয়া বালুকা আহরণ করিয়া এইস্থানে আকীর্ণ করুন। ইহা তাঁহার পক্ষে দণ্ডকর্ম্ম (শাস্তি) হইবে। সেই হইতে যাঁহাদের মনে তাদৃশ বিতর্ক জাগিত তাঁহারা তথায় পাত্রে করিয়া বালুকা আকীর্ণ করিতেন। এরূপে তথায় ক্রমে ক্রমে প্রভূত বালুকারাশি সঞ্চিত হইয়াছিল। পরে জনসাধারণ তাহা চৈত্যস্থানে পরিণত করিয়াছিলেন। কালক্রমে এইস্থান উরুবেলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।—সম-পাসা।

১। বোধি অর্থ চতুর্মার্গ সম্বন্ধে জ্ঞান। ভগবান বুদ্ধ ঐ বৃক্ষমূলে বোধি-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা বোধিবৃক্ষ নামে অভিহিত হয়—সম-পাসা।

এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া ভগবান সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান গাথা উচ্চারণ করিলেন ঃ—

"সমুদিত যবে ধর্ম্ম, জ্ঞানের বিষয়,
বীর্য্যবান, ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়,
দূরে যায় সর্ব্ব শঙ্কা,—সকল সংশয়,
জানে যাহে হেতু বশে ধর্ম্ম সমুদয়।"[১]

ভগবান পুনরায় রাত্রির মধ্যম যামে প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্ব অনুলোম-প্রতিলোমভাবে, উৎপত্তি ও নিরোধ বশে, স্বমনে আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিলেন ঃ—

অবিদ্যা প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রত্যয় হইতে নামরূপ ইত্যাদি।—এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় (উৎপত্তি) হয়।

নিঃশেষে সেই অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরোধ, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ, বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ, ইত্যাদি।—এইরূপে সমগ্র দুঃখ-স্কন্ধের নিরোধ হয়।

এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া ভগবান সেই শুভক্ষণে আবেগ পূর্ণ এই উদান গাথা উচ্চারণ করিলেন ঃ—

"সমুদিত যবে ধর্ম্ম, জ্ঞানের বিষয়,
বীর্য্যবান, ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়,
দূরে যায় সর্ব্ব শঙ্কা, সকল সংশয়,
জানে যাহে হেতু ক্ষয়ে প্রত্যয়ের ক্ষয়।"

ভগবান পুনরায় রাত্রির শেষ যামে প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্ব অনুলোম প্রতিলোম ভাবে, উৎপত্তি ও নিরোধ বশে, স্বমনে আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিলেন ঃ—

অবিদ্যা প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রত্যয় হইতে নামরূপ ইত্যাদি। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় (উৎপত্তি) হয়।

নিঃশেষে সেই অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরোধ, সংস্কার নিরোধে

১। পদ্যানুবাদগুলি ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া হইতে গৃহীত হইয়াছে।

বিজ্ঞান নিরোধ, বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ ইত্যাদি। এইরূপেই সমগ্র দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া ভগবান সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান গাথা উচ্চারণ করিলেন ঃ—

"সমুদিত যবে ধর্ম্ম জ্ঞানের বিষয়,
বীর্য্যবান, ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়,
রহে বীর মারসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া,
অংশুমালী যথা অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিয়া"।[১]

পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের পরমানন্দে প্রথম উদাত্তবাণী উচ্চারণ করিয়া বোধি-মণ্ডপে সমাসীন ভগবান বুদ্ধের মনে তখন এই চিন্তার উদয় হইল—আমি চারি অসংখ্যেয় এবং একলক্ষ কল্পেরও অধিককাল পর্য্যন্ত জন্মে জন্মে এই আসনের অধিকারী হইবার জন্য সাধনা করিয়া আসিয়াছি। এই আসন লাভের উদ্দেশ্যেই আমি এতকাল যাবৎ আমার গ্রীবামূল সহ অলঙ্কৃত মস্তক ছিন্ন করিয়া দান দিয়াছি, কাজলপরা আঁখিযুগল ও শরীরের মাংস উৎপাটন করিয়া প্রার্থিজনকে সম্প্রদান করিয়াছি এবং জালিয় কুমারের ন্যায় সুকুমার পুত্র, কৃষ্ণাজিনের ন্যায় কোমলমতি শিশুকন্যা ও মাদ্রীদেবীর ন্যায় পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে দাসত্ব জীবন যাপনের জন্য অন্যের নিকট সঁপিয়া দিতেও দ্বিধা বোধ করি নাই। সত্যই ইহা আমার চির আকাঙ্খিত জয়পালঙ্ক। এই আসনে বসিয়াই আমার মহান সঙ্কল্প পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অতএব এত সহসা আমি এই আসন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইব না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তথাগত বহু লক্ষকোটি সমাপত্তি ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সপ্তাহকাল সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন। সেই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—অতঃপর ভগবান বিমুক্তির সুখ উপভোগ করিতে করিতে সপ্তাহকাল একাসনেই বসিয়া রহিলেন। তাহা

১। ভগবান বৈশাখী পূর্ণিমা রজনীর প্রথম যামে পূর্বনিবাসানুস্মৃতি (জাতিস্মর) জ্ঞান লাভ করিলেন, মধ্যমযামে দিব্যনেত্র লাভ করিলেন এবং অন্তিমযামে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব অনুলোম প্রতিলোমভাবে স্বমনে আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিয়া অরুণোদয়ের সময় সম্যক্ সম্বোধি (সর্বজ্ঞতা) লাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অরুণোদয় হইল। ভগবান সেই আসনেই অতিবাহিত করিয়া প্রতিপদ রাত্রির ত্রিবিধযামে এরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া আবেগপূর্ণ এই উদান গাথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

দর্শন করিয়া কতিপয় দেবতার চিত্তে এইরূপ সন্দেহের উদ্রেক হইল—সম্ভবতঃ সিদ্ধার্থের কর্তব্য আজও সমাপ্ত হয় নাই, তিনি আসনের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাহা অবগত হইয়া শাস্তা দেবগণের সন্দেহ দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে আকাশে উত্থিত হইয়া যমক ঋদ্ধি[১] প্রদর্শন করিলেন। শাস্তা এই প্রকারে ঋদ্ধি প্রদর্শনের দ্বারা দেবতাদের সন্দেহ অপনোদন করিয়া বজ্রাসনের অনতিদূরে পূর্বোত্তর কোণে স্থিত হইয়া চিন্তা করিলেন—আমি এই আসনেই সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অধিগত হইয়াছি, ইহা আমার চারি অসংখ্যেয় এবং লক্ষকল্প ব্যাপী সঞ্চিত পারমীর সাধনভূমি। অতএব তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত অনিমেষ নেত্রে সপ্তাহকাল সেই আসনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবান তথাগত অপলক নেত্রে এই আসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ স্থান 'অনিমেষ চৈত্য' নামে পরিচিত হইয়াছে।

অতঃপর অনিমেষ চৈত্য ও বোধিপালঙ্কের মধ্য স্থলে পূর্ব-পশ্চিম কোণায় তিনি চংক্রমণ স্থান নির্দিষ্ট করিয়া তথায় পায়চারি করিতে করিতে সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া দিলেন। ইহা 'রত্নচংক্রমণ' নামে অভিহিত হইল। চতুর্থ সপ্তাহে দেবতারা তাঁহার জন্য বোধিবৃক্ষের পশ্চিমোত্তর অংশে 'রত্নঘর' নির্মাণ করিলেন। তথায় সমাসীন হইয়া ভগবান বুদ্ধ গম্ভীর অর্থপূর্ণ অভিধর্ম এবং অনন্ত ন্যায়বিশিষ্ট 'পট্ঠান নীতি' গভীরভাবে চিন্তা করিতে করিতে এক সপ্তাহ কাটাইয়া দিলেন।

এইরূপে বুদ্ধ তথাগত চারি সপ্তাহ বোধিবৃক্ষের সমীপবর্তী স্থান সমূহে কাটাইয়া পঞ্চম সপ্তাহে তথা হইতে অজপাল ন্যগ্রোধমূলে[২] উপনীত হইলেন। তথায়ও তিনি লব্ধ ধর্মের গভীরে নিমগ্ন হইয়া বিমুক্তি সুখ উপভোগ করিতে করিতে পুনরায় সমাহিত হইলেন।

তখন মার দেবপুত্র আসিয়া চিন্তা করিল—এতদিন যাবৎ আমি বোধিসত্ত্বের সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটাইবার উদ্দেশ্যে পিছু পিছু অনুধাবন করিয়াও

১। নাভিদেশ হইতে দেহের উর্দ্ধভাগে প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া এবং নিম্নভাগে প্রবলবেগে জলধারা প্রবাহিত হওয়া। এই যমক ঋদ্ধি কপিলবস্তুর ন্যগ্রোধারামে জ্ঞাতি সম্মেলনে, পাটলিপুত্রবাসী উপাসকগণের সম্মুখে এবং গণ্ডম্ব বৃক্ষমূলেও একই নিয়মে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

১। এই ন্যগ্রোধ তরুছায়ায় অজপালকগণ বিশ্রাম করিত বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল 'অজপাল ন্যগ্রোধ'।

তাঁহার কোন প্রকার স্খলিত ভাব দেখিতে পাইলাম না। এইবার সত্যই তিনি আমার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রশস্ত রাজপথে উপবেশন করিয়া ষোলটি বিষয় চিন্তা করিল এবং সেই অনুসারে ভূমিতে নিম্নোক্ত ষোলটি রেখা অঙ্কিত করিতেছিল—

আমি তাঁহার ন্যায় দানপারমী পূর্ণ করি নাই, সেই হেতু আমি তাঁহার মত মহান হইয়া জন্মিতে পারি নাই। এই বলিয়া প্রথম রেখা আঁকিল।

আমি তাঁহার ন্যায় শীলপারমী, নৈষ্ক্রম্য পারমী, প্রজ্ঞা পারমী, বীর্য পারমী, ক্ষান্তি পারমী, সত্য পারমী, অধিষ্ঠান পারমী, মৈত্রী পারমী ও উপেক্ষা পারমী পূর্ণ করি নাই। সেই হেতু তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি নাই। এই বলিয়া মার দেবপুত্র ভূমিতে আরো নয়টি দাগ কাটিল।

আমি তাঁহার ন্যায় অসাধারণ ইন্দ্রিয় বৈচিত্র্যজ্ঞান লাভের হেতুসংযুক্ত দশবিধ পারমী পূর্ণ করি নাই, সেই হেতু তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি নাই। এই বলিয়া একাদশতম দাগ কাটিল।

আমি তাঁহার ন্যায় অসাধারণ আশয়ানুশয় জ্ঞান, মহাকরুণা সমাপত্তি জ্ঞান, যমক ঋদ্ধি জ্ঞান, রহস্যভেদ জ্ঞান ও সর্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভের হেতুসংযুক্ত দশ পারমী পূর্ণ করি নাই। সেই হেতু তাঁহার ন্যায় মহৎ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি নাই। এই বলিয়া আরো পাঁচটি দাগ কাটিল। এইরূপে মার দেবপুত্র প্রশস্ত রাজপথে উপবেশন করিয়া ষোল প্রকার অর্থযুক্ত ষোলটি রেখা অঙ্কিত করিতেছিল। এমন সময় তৃষ্ণা, অরতি ও রগা এই তিনজন মারতনয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে…'আমাদের পিতৃদেবকে দেখিতেছি না কেন! তিনি কোথায় গেলেন'…অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহাকে মর্মাহত চিত্তে রাজপথে বসিয়া ভূমিতে দাগ কাটিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

'পিতঃ, তোমার বদনমণ্ডল এতই দুঃখগ্রস্ত এবং মর্মাহত দেখাইতেছে কেন?'

'মা, এই মহাশ্রমণ এখন সম্পূর্ণরূপেই আমার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। এতকাল নানা চেষ্টা করিয়াও আমি তাঁহার পতন ঘটাইতে পারিলাম না, সেই কারণেই আমি এতই মর্মাহত হইয়াছি।'

'পিতঃ, যদি তাহাই হয় চিন্তার কোন কারণ নাই, আমরা তাঁহাকে নিজের বশে আনিয়া সঙ্গে করিয়াই লইয়া আসিব।'

'না মা, তোমাদের পক্ষে তাহা অসম্ভব। তাঁহাকে কেহই বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারিবে না। সেই মহান পুরুষ অকম্পিত শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত।'

'পিতঃ, আমরা নারী জাতি, এখনই তাঁহাকে মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নিয়া আসিব। তুমি নিশ্চিন্ত হও।' এই বলিয়া মার কন্যাগণ পিতার নিকট বিদায় লইয়া অজপাল নাগ্রোধমূলে ভগবান বুদ্ধের সমীপে উপনীত হইয়া নিবেদন করিল—'হে শ্রমণ, আমরা তোমার পদসেবা করিতে ইচ্ছুক।'

কিন্তু তাহাদের কথায় ভগবান বুদ্ধ মোটেই কর্ণপাত করিলেন না। এমনকি তাহাদের দিকে একবার চোখ তুলিয়া তাকাইতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তখন বিমুক্তচিত্ত সেই মহানপুরুষ তৃষ্ণাক্ষয়জনিত বিবেক-সুখ উপভোগ করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন।

এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে মার কন্যাগণ পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিতে লাগিল—'সাধারণত পুরুষ মানুষের প্রেমের অভিরুচিতে বিভিন্ন রকমের পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন পুরুষ কুমারীদের প্রতি সহজে আসক্ত হয়, কেহ কেহ ষোড়শবর্ষীয়া তরুণীদের প্রতি, কেহ কেহ মধ্যম বয়স্কা নারীদের প্রতি, আবার কেহ কেহ প্রবীণাদের প্রতি সহজে আসক্ত হইতে দেখা যায়। যাহাই হউক, চল আমরা নানা বয়সের নারীদেহ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করি।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা কুমারী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বয়সের শত শত নারীদেহ সৃষ্টি করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কুমারী, কেহ পূর্ণ যৌবনা কিন্তু মাতৃত্বের অধিকারিণী হয় নাই, কেহ মাত্র এক সন্তানের জননী, কেহ দুই সন্তানের, কেহ প্রৌঢ়া আবার কেহ প্রবীণা মহিলার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তাহারা বয়স অনুসারে দলে দলে পৃথক-ভাবে ভগবানকে ছয়বার পর্যন্ত এইরূপে প্রেম নিবেদন করিল—'হে শ্রমণ, আমরা তোমার চরণসেবা করিতে চাই।' এইবারও তিনি তাহাদের কথায় কিছুতেই মনোনিবেশ করিলেন না, যেহেতু তিনি যে অপাপবিদ্ধ তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত।

সেই ভুবনমোহিনী কামিনীগণকে লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধ শুধু এই কথাই বলিয়াছিলেন— 'তোমরা এস্থান হইতে শীঘ্রই সরিয়া পড়, কিসের আশায় তোমাদের এই প্রচেষ্টা? কামনা বাসনাযুক্ত পুরুষের সম্মুখেই তোমাদের এই প্রলোভন শোভা পায়। তথাগতের লোভ, দ্বেষ, মোহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া

গিয়াছে।' অতঃপর তিনি আপনার তৃষ্ণা বিমুক্তির ইঙ্গিতসূচক দুইটি গাথা বলিলেন—

শ্রেষ্ঠ বিজয়ী রূপে যাঁর পরিচয়
যাঁর বিজয়ের নাহি কোন লোকে ক্ষয়
অনন্তগোচর সেই বুদ্ধ ভগবান
কোন্ পথে তারে তুমি করাবে প্রয়াণ।
সর্ব-তৃষ্ণা-বিষ-মুক্ত যেবা অকিঞ্চন
কোন আকর্ষণে যাঁর নাহি টলে মন
অনন্তগোচর সেই বুদ্ধ ভগবান
কোন্ পথে তাঁরে তুমি করাবে প্রয়াণ।

গাথা দুইটি বলিবার পর বুদ্ধ তাহাদিগকে অনেক ধর্মোপদেশ দান করিলেন। বুদ্ধের অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিয়া মারকন্যাগণ ভাবিল—'আমাদের পিতৃদেব সত্যই বলিয়াছেন—জগতে যাঁহারা অর্হৎ সুগত, প্রলোভনের দ্বারা তাঁহাদের পতন ঘটানো সম্ভব নয়।' এই বলিয়া তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল।

পালি বিনয়পিটকের মহাবগ্‌গ গ্রন্থানুসারে ভগবান যখন অজপাল ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ ছিলেন তখন 'হুহুঙ্ক' জাতীয় জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া তিনি প্রীত্যালাপচ্ছলে ভগবানের সহিত কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে কহিলেনঃ—"হে গৌতম! কিসে ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ করণীয় ধর্ম্ম কি-কি?"

ভগবান ইহা বিদিত হইয়া সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেনঃ—

("বাহিত সকল পাপ ব্রাহ্মণ সে জন,
নাহি 'হুহুঙ্কার' মুখে সংযত জীবন,
নিষ্কষায়, নাহি মল, স্বভাব নির্ম্মল,
বেদান্তগ, ব্রহ্মচর্য্য হয়েছে সফল,
ন্যায় ধর্ম্মে ব্রহ্মবাদ বলে সে ব্রাহ্মণ,
জগতে কোথাও যার নাহিক স্খলন।")

ভগবান সপ্তাহ গতে সেই সমাধি হইতে উঠিয়া 'মুচলিন্দ'[১] তরু-মূলে উপস্থিত হইলেন এবং তথায়ও সপ্তাহকাল একাসনে, ধ্যানপদ্মাসনে, বিমুক্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন। সেই সময় মহা অকালমেঘ উত্থিত হইল। সপ্তাহ ব্যাপিয়া বৃষ্টি-বাদল, শীতল হাওয়া ও দুর্দ্দিন[২]। মুচলিন্দ (মুচকুন্দ) নাগরাজ স্বীয় ভবন হইতে বাহির হইলেন এবং ভগবানের দেহ স্বীয় সপ্ত দেহকুণ্ডলে বেষ্টিত করিয়া, ভগবানের শিরোপরি ফণা বিস্তৃত করিয়া রহিলেন,—উদ্দেশ্য যাহাতে ভগবান শীতোষ্ণক্লিষ্ট অথবা দংশ, মশক, বাতাতপ ও সরীসৃপ দ্বারা স্পৃষ্ট না হন।[৩] সপ্তাহ গতে মুচলিন্দ নাগরাজ আকাশ মেঘ-মুক্ত দেখিয়া, ভগবানের দেহ হইতে স্বীয় দেহ বেষ্টন অপসারিত করিয়া, নাগবেশ পরিহার পূর্ব্বক মানবরূপ ধারণ করিয়া ভগবানের পুরোভাগে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানকে প্রণতি জ্ঞাপনের ভাবে দাঁড়াইলেন। ভগবান তাহা বিদিত হইয়া সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন ঃ—

("বিবেক-বৈরাগ্য সুখে তুষ্ট যার মন,
বহুশ্রুত ধর্ম্মে, লভে জ্ঞান-দরশন।
অহিংসা অক্রোধ সুখ, কাম-অতিক্রম।
'অস্মি', 'আছি', 'আমি', এই মান-অভিমান,
অস্মিতার জয়ে সুখ পরম মহান্।")

সেখান হইতে তিনি রাজায়তন বৃক্ষমূলে উপনীত হইয়া তথায়ও সপ্তাহ কাল বিমুক্তি সুখে ধ্যানমগ্ন হইলেন। এইরূপে পূর্ণজ্ঞান লাভের পর তাঁহার সপ্ত সপ্তাহ পূর্ণ হইল।

[ললিতবিস্তরের[৪] মতে বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভের পরে প্রথম সপ্তাহ বোধিবৃক্ষ-

---

১। সংস্কৃতে 'মুচ (চু) কুন্দ', The tree Barringtonia Acutangula.

২। গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তিম মাসে এই মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল। এই সময়ের বৃষ্টি সপ্তাহ পর্য্যন্ত অবিরল ধারায় বর্ষিত হইয়াছিল। এই সপ্তাহব্যাপী বৃষ্টিজল মিশ্রিত শীতল বায়ু চতুর্দিকে প্রবাহিত হওয়ায় দুর্দিন নামে উক্ত হইয়াছে।
—সম-পাসা।

৩। মুচলিন্দ নাগরাজ কর্তৃক বুদ্ধকে রক্ষা করার দৃশ্য নাগার্জুন কোণ্ডায় আছে। ফাহিয়ান (৩১শ অধ্যায়) এবং হিউয়েন্ সাঙ (২য় খণ্ড, ৮ম অধ্যায়, পৃঃ, ১২৮) এই স্থলে একটি স্তুপ দেখিয়াছিলেন।

৪। ললিত বিস্তর, ২৪শ অধ্যায়, পৃঃ ৩১৩—৩২৬।

মূলেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহ ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র-লোকধাতুকে ধারণ করিয়া দীর্ঘ চংক্রমণ করিলেন। তৃতীয় সপ্তাহে অনিমেষ নেত্রে বোধিবৃক্ষের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কৃতজ্ঞতাবশতঃ মনে মনে বোধিবৃক্ষের পূজা করিলেন। চতুর্থ সপ্তাহে বুদ্ধ পূর্বসমুদ্র এবং পশ্চিম সমুদ্র ধারণ করিয়া হ্রস্ব চংক্রমণ করিলেন। ঠিক এই সময় পাপী মার বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল[১]—

"ভগবান্, আপনি পরিনির্বাণ লাভ করুন। ভগবন্, আপনি পরিনির্বাণ লাভ করুন। এখনই ভগবানের পরিনির্বাণের সময়।"

ভগবান বলিলেন—"হে পাপী, আমি ততদিন নির্বাণলাভ কবিব না যতদিন আমার স্থবির ভিক্ষুগণ দান্ত, ব্যক্ত, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মানুধর্ম-প্রতিপন্ন হইবে এবং পরপ্রবাদীদের ধর্মোপায়ে পরাজিত ও প্রসন্ন করিয়া প্রাতিহার্য্য সহ ধর্মোপদেশ প্রদানে সক্ষম না হইবে। আমি ততদিন নির্বাণ লাভ করিব না যতদিন আমার দ্বারা বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের বংশ প্রতিষ্ঠাপিত না হইবে।...." এই কথা শুনিয়া মার দুঃখী দুর্মনা ও বিপ্রতিসারী হইয়া অধোমুখে কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা মাটীতে দাগ কাটিতে লাগিল। অনন্তর মারের তিন কন্যা (রতি, অরতি ও তৃষ্ণা) আসিয়া নানাভাবে প্রলোভিত করিয়া বুদ্ধকে বিচলিত করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইল।

পঞ্চম সপ্তাহে বুদ্ধ মুচিলিন্দ বৃক্ষমূলে, ষষ্ঠ সপ্তাহ অজপাল ন্যগ্রোধমূলে এবং সপ্তম সপ্তাহ তারায়ণমূলে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং তখনই উত্তরাপথক দুই ভাই ত্রপুষ এবং ভল্লিক বুদ্ধের সাক্ষাত পাইয়া তাঁহাকে সক্তু ও মধু দান করিয়াছিলেন।]

এই দীর্ঘকালের মধ্যে তথাগত মুখ প্রক্ষালন, অবগাহন কিম্বা আহার্য গ্রহণ কোন কৃত্যই সম্পাদন করেন নাই, ধ্যানসুখ, মার্গসুখ ও ফলসুখেই অতিবাহিত করিয়াছেন।

অতঃপর সপ্ত সপ্তাহের শেষে বা ঊনপঞ্চাশ দিবসের পর তাঁহার চিত্তে মুখ

১। তবে সংযুক্তনিকায়ের মার-সংযুক্ত (১ম ও ৩য় বর্গ) এবং জাতকনিদান অনুসারে ভগবান যখন অজপাল-ন্যগ্রোধ মূলে ধ্যানস্থ ছিলেন তখন মার আবার বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল এবং মারকন্যাগণও বুদ্ধকে বিচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

প্রক্ষালন করার ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে দেবরাজ ইন্দ্র হরীতকী ঔষধি আনিয়া তাঁহাকে দান করিলেন। শাস্তা সেই ঔষধ সেবন করিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে নাগলতার দন্তকাষ্ঠ ও মুখ ধুইবার জল আনিয়া দিলেন। সেই দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দাঁত মাজিয়া তিনি অনবতপ্ত সরোবর হইতে আনীত জলে উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করিয়া রাজায়তন বৃক্ষমূলেই বসিয়া রহিলেন।

সেই সময় ত্রপুষ এবং ভল্লিক নামক দুইজন বণিক পণ্য বোঝাই পঞ্চশত শকট সঙ্গে লইয়া উৎকল[১] জনপদ হইতে মধ্যপ্রদেশে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের পরলোকগত জ্ঞাতি দেবগণ দৈবশক্তি বলে পথিমধ্যে তাঁহাদের গাড়ী সমূহ আটক করিয়া ফেলিলেন এবং সদ্য সম্বোধিপ্রাপ্ত শাস্তাকে আহার্য দান করিবার জন্য বণিকদ্বয়কে সমুৎসাহিত করিলেন। দেবগণের উপদেশে বণিকদ্বয় মন্থ[২] এবং মধুপিণ্ড[৩] নামক দ্বিবিধ আহার্য লইয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'প্রভো, অনুকম্পাবশতঃ আমাদের চিরস্থায়ী হিতসুখের নিমিত্ত আপনি এই দান গ্রহণ করুন।'[৪]

তখন বুদ্ধ শ্রেষ্ঠিকন্যা সুজাতার পায়স গ্রহণ দিবসে নৈরঞ্জনা নদীগর্ভে ভিক্ষাপাত্রের অন্তর্ধানের কথা স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'তথাগতগণ হস্তদ্বারা আহার্য গ্রহণ করেন না। এখন আমি কিসে এই দান গ্রহণ করিব।' তখন তাঁহার চিত্তদ্বন্দ্ব অবগত হইয়া চারি দিকপাল মহারাজা চারিটি ইন্দ্র-নীলমণিময় পাত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ সেই পাত্রগুলি গ্রহণ করিলেন না, সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাহা দেখিয়া দিকপালগণ পুনরায় চারিটি কৃষ্ণমুগবর্ণ শিলাময় পাত্র উপস্থাপিত করিলেন।[৫] তাঁহাদের সকলের প্রতি সম অনুকম্পা প্রদর্শনার্থে ভগবান উক্ত চারিটি পাত্রই গ্রহণ করিয়া উপর্যুপরি স্থাপন করিলেন এবং 'পাত্রগুলি একটি পাত্রে পরিণত হউক'—চিত্তে এই ইচ্ছা উৎপাদন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছানু-সারে চারিটি পাত্র মিলিয়া মধ্যম আকার বিশিষ্ট একটি পাত্রে পরিণত হইল।

১। বর্তমান উড়িষ্যা।
২। ভাজা যব ও ছোলা প্রভৃতির গুঁড়া।
৩। চর্বি, মধু ও গুড় সংমিশ্রিত মন্থের লাড়ু।
৪। এই দৃশ্য নাগার্জুনকোণ্ডায় দৃষ্ট হয়।
৫। চারিটি শিলাময় পাত্র প্রদানের দৃশ্য গান্ধার শিল্পে দৃষ্ট হয়।

কেবলমাত্র পাত্রটির চতুপার্শ্বে উপর হইতে নিম্নে চারিটি সুস্পষ্ট রেখা পাত্রগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছিল। তখন ভগবান সেই অভিনব শিলাময় পাত্রটিতে মন্থ এবং মধুপিণ্ড গ্রহণ করিলেন এবং আহারান্তে দানফল ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া বণিকদ্বয় বুদ্ধ ও ধর্মের শরণ গ্রহণ করিয়া 'দ্বিবাচিক'[১] উপাসকে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাদের একজন বুদ্ধকে বলিলেন—'প্রভো, অনুগ্রহ পূর্বক পূজার জন্য আপনার কোন একটা নিদর্শন আমাদের প্রদান করুন।' তাঁহাদের অনুরোধে শাস্তা শিরে দক্ষিণ-হস্ত সঞ্চালিত করিয়া কয়েকগাছি কেশধাতু তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহারা সেই কেশধাতু সমূহ মধ্যভাগে স্থাপন করিয়া এক মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

অবশেষে ভগবান বুদ্ধ রাজায়তন বৃক্ষমূল হইতে উঠিয়া পুনরায় অজপাল ন্যগ্রোধমূলে উপনীত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তথায় উপবেশন করিয়া তিনি আপনার সাধনালব্ধ ধর্মের গভীরতার বিষয় চিন্তা করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'আমি কঠোর তপস্যার দ্বারা যে ধর্ম অধিগত হইয়াছি, তাহা একমাত্র জ্ঞানীদের পক্ষেই সহজবোধ্য।' এই ভাবিয়া সাধারণ মানুষের নিকট ধর্মপ্রচার করিবেন কিনা তাঁহার চিত্তে ভীষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন—"আমি গম্ভীর দুর্দ্দর্শ (দুরধিগম্য), দুরনুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম আয়ত্ত করিয়াছি। জনসাধারণ আলয়ারাম, আলয়রত, আলয়সম্মোদিত[২]। তাহাদের পক্ষে 'ইদপ্রত্যয়তা প্রতীত্য-সমুৎপাদ', এই তত্ত্বস্থান দর্শন করা দুষ্কর। তাহাদের পক্ষে সর্ব্বসংস্কার-শমথ, সর্ব্বউপধি-মুক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, রাগবিহীনতা, এই তত্ত্বস্থান দর্শন করা আরও দুষ্কর। যদি আমি ধর্ম্ম উপদেশ করি এবং অপরে তাহা বুঝিতে না পারে, তাহা আমার পক্ষে ক্লেশ ও বিরক্তির কারণ হইবে।" তখন তাঁহার মুখ হইতে অশ্রুতপূর্ব্ব এই আশ্চর্য্য গাথাগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল ঃ—

১। বুদ্ধ ও ধর্মের শরণ—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্মং শরণং গচ্ছামি।'

২। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পঞ্চকামভোগে রক্ষিত, নিরত এবং প্রমুদিত।

("কষ্টে যাহা অধিগত প্রকাশে কি কাজ,
রাগ-দ্বেষ-পরায়ণ মানব-সমাজ,
রাগদ্বেষ-অভিভূত, অজ্ঞান, অবোধ,
এই ধর্ম্ম তাঁহাদের নহে সুখ-বোধ।
স্রোত-প্রতিকূলগামী নিপুণ, গভীর,—
দূরদশ, অতি সূক্ষ্ম, ধর্ম্ম সুগভীর।
কেমনে দেখিবে তাহা রাগাসক্ত জন,
তমস্কন্ধে, অন্ধকারে আবৃত নয়ন।")

এই চিন্তা করিয়া ভগবান অনৌৎসুক্যের প্রতি তাঁহার চিত্ত নমিত করিলেন, ধর্ম্ম-দেশনার প্রতি নহে। তখন 'সহম্পতি' ব্রহ্মা স্বচিত্তে ভগবানের চিত্ত-পরিবিতর্ক জানিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অহো। বিশ্ব যে নাশ হইয়া যাইবে! অহো! জগৎ যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তথাগত অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধের চিত্ত যে ধর্ম্ম-প্রচারের পরিবর্ত্তে অনৌৎসুক্যের প্রতি নমিত হইল।"

ইহা ভাবিয়া 'সহম্পতি'[১] (=সো'হম্পতি', সো'হংস্বামী) ব্রহ্ম যেমন কোন বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমনই ভাবে ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভগবানের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং উত্তরীয় একাংশে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ জানুমণ্ডলে ভূমি স্পর্শ করিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানকে কহিলেন ঃ—

"প্রভু তথাগত! আপনি ধর্ম্ম উপদেশ করুন, সুগত! আপনি ধর্ম্ম উপদেশ করুন। স্বল্পরজঃ-জাতীয় জীব আছে; যাহারা ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে না পারিলে অধঃপতিত হইবে। ধর্ম্মের রসগ্রাহী শ্রোতা অবশ্যই মিলিবে।"[২] (ব্রহ্মা সোহম্পতি এইভাবে তিনবার যাচ্ঞা করিলেন, ভগবান তিনবার প্রত্যাখ্যান করিলেন) ব্রহ্মা সোহম্পতি পুনঃ ইহা বলিলেন। ইহা বলিয়া অতঃপর গাথায় প্রকাশ করিলেন ঃ—

১। "সরাসরে লোপং" সূত্রানুসারে সো—অহং স্থলে স্বরবর্ণ পরে থাকাতে পূর্ব স্বর লোপ পাইয়া 'সহং' হইয়াছে। পতি শব্দের অর্থ স্বামী।

২। ধর্মপ্রচারের জন্য ব্রহ্মার যাচ্ঞায় দৃশ্য গন্ধার এবং নাগার্জুনকোণ্ডা উভয়ত্র দেখা যায়।

"উদিত মগধে পূর্ব্বে ধরম সমল;
নহে সুচিন্তিত তাহা, শুদ্ধ নিরমল।
উদ্ঘাটিত এবে জ্ঞান অমৃতের দ্বার,
জন্ম-জরা-মৃত্যু হ'তে করিতে উদ্ধার।
সমুদিত ধর্ম্ম হেথা শুদ্ধ সুবিমল,
সুচিন্তিত, শুন তাহা, শুভ্র নিরমল।
শৈলে স্থিত যথা কেহ দেখে জনতারে—
পর্ব্বত-শিখর হ'তে নিম্নে চারি ধারে—
সেইরূপ, হে সুমেধ। করি আরোহণ
ধর্ম্মময় প্রাসাদেতে কর বিলোকন
সর্ব্বদর্শি! বীতশোক! শোকাকুল জনে
হের তুমি, চারিধারে রয়েছে কেমনে।
জন্ম-জরা-অভিভূত করিছে ক্রন্দন
অজাতে অজরে তুমি পেয়েছ দর্শন।
উঠ বীর। জয়ী তুমি, বিজিত সংগ্রাম,
ঋণহীন সার্থবাহ তুমি গুণধাম।
বিচরণ কর লোকে তুমি ভগবান,
উপদেশ কর ধর্ম্ম তব সুমহান্,
অবশ্য মিলিবে শ্রোতা বহু জ্ঞানবান,
বুঝিতে পারিবে ধর্ম্ম, হ'বে আগুয়ান।"

অনন্তর ভগবান ব্রহ্মার মনোভাব বিদিত হইয়া সর্ব্ব সত্ত্বের প্রতি কারুণ্য বশতঃ বুদ্ধনেত্রে বিশ্ব বিলোকন করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন জীবের মধ্যে কেহ কেহ স্বল্পরজঃ, কেহ কেহ মহারজঃ, কেহ বা তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কেহ বা মৃদু-ইন্দ্রিয়, কেহ বা সুআকার বিশিষ্ট, কেহ বা কদাকার, কেহ বা সুবোধ, কেহ বা অবোধ, কেহ কেহ পরলোক ও পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে, কেহ বা পরলোক ও পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে না। যেমন উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীকের মধ্যে কোন কোন উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক জলে উৎপন্ন হইয়া, জলে সংবর্দ্ধিত হইয়া, জলাভ্যন্তরেই পোষিত হয়, কোন কোনটি জলে উৎপন্ন ও সংবর্দ্ধিত হইয়া জলসীমায় স্থিত থাকে, আবার কোন কোনটা জলে উৎপন্ন ও সংবর্দ্ধিত হইয়া, জল হইতে অভ্যুত্থিত

হইয়া, জলের সহিত লিপ্ত না হইয়া অবস্থিত থাকে, তেমনই ভাবে ভগবান বুদ্ধ বিশ্ব বিলোকন করিয়া দেখিতে পাইলেন—জীবগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বল্পরজঃ, কেহ কেহ মহারজঃ, কেহ বা তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কেহ বা মৃদুইন্দ্রিয়, কেহ বা সুআকারবিশিষ্ট, কেহ বা কদাকার, কেহ বা সুবোধ, কেহ বা অবোধ, কেহ কেহ পরলোক ও পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে, কেহ বা পরলোক ও পাপভয়দর্শী নহে। তাহা দেখিয়া ভগবান 'সহম্পতি' ব্রহ্মাকে গাথাযোগে কহিলেন ঃ—

"উদ্‌ঘাটিত জ্ঞান তবে অমৃতের দ্বার,
জন্ম-জরা-মৃত্যু হ'তে করিতে উদ্ধার।
শ্রোতা যারা, শুনিবারে ব্যাকুল যাহারা,
শ্রদ্ধা প্রকাশিয়া ধর্ম্ম শুনুক তাহারা।
কষ্ট জানি করি নাই, ব্রহ্মা! অস্বীকার
প্রচারিতে ধর্ম্ম যাহা অভ্যস্ত আমার,—
বিশ্বের মনুজ-মাঝে করিতে প্রচার,
ধর্ম্ম সুপ্রণীত যাহা অমৃতের দ্বার।"

'ভগবান ধর্ম্ম প্রচার করিবেন বলিয়া আমাকে সম্মতি দিতেছেন' জানিয়া ব্রহ্মা সহম্পতি ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

অধ্যায়—সতের

ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন[১]

ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"আমি সর্ব্বপ্রথম কাহার নিকট এই ধর্ম্ম উপদেশ করিব, কে-ই বা তাহা বুঝিতে পারিবে?" পরক্ষণে তাঁহার মনে হইল, "কেন অরাড় কালাম ত দক্ষ, মেধাবী সুপণ্ডিত, দীর্ঘ-কাল ব্যাপিয়া সাধনায় রত এবং তাঁহার স্বভাব নির্ম্মল। অতএব আমি সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই নিকট ধর্ম্ম উপদেশ করিব, তিনি নিশ্চয় তাহা সত্বর বুঝিতে পারিবেন।"

১। মহাবগ্‌গ, ১ম খণ্ড, মহাখন্ধক। প্রজ্ঞানন্দ স্থবিরের অনুবাদ 'মহাবর্গ' হইতে সংকলিত হইয়াছে। পৃঃ ৮-১৩।

তখন নেপথ্যে জনৈক দেবতা ভগবানকে জানাইলেন—"প্রভো। সপ্তাহ-কাল হইল অরাড় কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন।" ভগবানেরও জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইল,—"সপ্তাহ পূর্ব্বে অরাড় কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন।" ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল, "অরাড় কালাম মহাজ্ঞানী ছিলেন, যদি তিনি এই ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি সত্বর বুঝিতে পারিতেন।" অতঃপর তাঁহার মনে এই চি[illegible] উদিত হইল, "আমি কাহার নিকট সর্ব্বপ্রথম এই ধর্ম্ম উপদেশ করিব, কে এই ধর্ম্ম সত্বর বুঝিতে পারিবে?" তখন তাঁহার মনে হইল, "রুদ্রক রামপুত্র ত দক্ষ, মেধাবী, সুপণ্ডিত, দীর্ঘকাল সাধনায় রত এবং স্বভাবে নির্ম্মল। অতএব আমি তাঁহারই নিকট সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম উপদেশ করিব, তিনি এই ধর্ম্ম সত্বর বুঝিতে পারিবেন।" তখন নেপথ্যে জনৈক দেবতা তাঁহাকে জানাইলেন, "প্রভো! গতরাত্রে রুদ্রক রামপুত্র কালগত হইয়াছেন।" ভগবানেরও জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইল, "সত্যই রুদ্রক রামপুদ্র গতরাত্রে কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন।" তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল, "রুদ্রক রামপুত্র মহাজ্ঞানী ছিলেন। যদি তিনি এই ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি ইহা সত্বর বুঝিতে পারিতেন।"

পুনরায় তাঁহার মনে হইল,—"আমি কাহার নিকট সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম উপদেশ করিব, কে-ই বা এই ধর্ম্ম সত্বর বুঝিতে পারিবে?" তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল,—"পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ আমার বহু উপকারী। যখন আমি সাধনা-তৎপর ছিলাম তখন তাহারা নিকটে উপস্থিত থাকিয়া আমার পরিচর্য্যা করিয়াছিল, আমি সর্ব্বপ্রথম তাহাদের নিকট ধর্ম্ম উপদেশ করিব।" অতঃপর তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল,—"এখন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ কোথায় অবস্থান করিতেছে?" ভগবান দিব্য নেত্রে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ বারাণসীর সন্নিধানে ঋষিপত্তন-মৃগদাবে অবস্থান করিতেছে।

ভগবান উরুবেলায় যথারুচি অবস্থান করিয়া বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উপক নামক আজীবক দেখিতে পাইল যে ভগবান দীর্ঘপথযাত্রী হইয়া গয়া ও বোধিদ্রুমের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপনীত হইয়াছেন। ভগবানকে দেখিয়া উপক কহিলেন—"এই যে দেখিতেছি তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম সুবিমল হইয়াছে, তোমার দেহকান্তি যে পরিশুদ্ধ এবং সুপরিস্কৃত হইয়াছে। বন্ধো!

তুমি কাহার উদ্দেশে প্রব্রজিত হইয়াছ? কে বা তোমার শাস্তা? কোন্ ধর্ম্মেই বা তোমার রুচি?" তদুত্তরে ভগবান উপক আজীবককে গাথাযোগে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ—

"সকলের বিভূ আমি, সর্ব্ববিদ্ হয়েছি এখন,
কোন ধর্ম্মে নাহি লিপ্ত, ছিন্ন মম সকল বন্ধন।
সর্ব্বঞ্জহ সর্ব্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত-মানস,
বল তবে আজীবক! কারে আমি করিব উদ্দেশ,
স্বয়ম্ভু হইয়া নিজে গুরুরূপে করিব নির্দ্দেশ?
আচার্য্য নাহিক মোর, নাহি গুরু, নাহি উপাধ্যায়,
সদৃশ যে কেহ নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী মম এ ধরায়।
আব্রহ্মভুবন-মাঝে কোথা আছে হেন কোন জন,
প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী, যুঝিবারে লোকাতীত রণ।
অর্হৎ আমি যে বিশ্বে, আমি হই শাস্তা অনুত্তর,
সম্যক্ সম্বুদ্ধ আমি, শীতিভূত, নির্বৃত অন্তর।
ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিতে চলিয়াছি কাশীর নগর,
অন্ধবিশ্বে বাজাইয়া অমৃতদুন্দুভি নিরন্তর।"

"বন্ধো। তুমি যেভাবে তোমার পরিচয় দিতেছ তাহাতে তুমি কি অনন্তজিন হইবার যোগ্য?"

ভগবান বলিলেন ঃ—

"জিন যাঁরা জয়ী তাঁরা, জিত-অরি যাঁরা রিপুঞ্জয়,
মাদৃশ যে জিন তাঁরা, সিদ্ধ,—করি আসবের ক্ষয়।
আছে যত পাপ ধর্ম্ম, সব আমি করিয়াছি জয়,
তাইত, উপক! তোমা দিই আমি জিন-পরিচয়।"

ভগবান একথা বলিলে 'বন্ধো! তাহা হইবে' বলিয়া উপক আজীবক মাথা নাড়িয়া উন্মার্গ অবলম্বনে প্রস্থান করিল।

বারাণসীতে

ভগবান ক্রমাগত পর্য্যটন করিতে করিতে বারাণসী-সন্নিধানে ঋষিপত্তন-মৃগদাবে উপনীত হইলেন যেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ অবস্থান করিতে-ছিলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ দূরে হইতেই দেখিতে পাইলেন যে ভগবান

আসিতেছেন। তিনি আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে সতর্ক করিয়া রাখিলেন—"এই যে সাধনাভ্রষ্ট, বাহুল্যে প্রবৃত্ত শ্রমণ গৌতম আসিতেছেন। তাঁহাকে অভিবাদন করা হইবে না, তাঁহার সম্মানার্থে গাত্রোত্থান করা হইবে না এবং তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র-চীবর গ্রহণ করা হইবে না, কেবলমাত্র আসন প্রস্তুত করিয়া রাখা হইবে। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তাহাতে উপবেশন করিতে পারিবেন।"

কিন্তু যেইমাত্র ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকটবর্ত্তী হইলেন তখন তাঁহারা কেহই স্ব-স্ব প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইয়া একজন তাঁহার পাত্র-চীবর গ্রহণ করিলেন, একজন আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন, একজন পাদোদক, পাদপীঠ ও পিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভগবান পাদ প্রক্ষালন করিলেন। তখন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানকে স্বনামে বন্ধু সম্বোধন করিয়া তাঁহার সহিত দোসরভাবে আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে কহিলেন—"হে ভিক্ষুগণ! স্বনামে বন্ধু সম্বোধন করিয়া তথাগতের সহিত আচরণ করিও না। তিনি যে অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। হে ভিক্ষুগণ! অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্ম্ম উপদেশ করিতেছি। তোমরা যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যেইজন্য কুলপুত্রগণ সম্যক্‌ভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্ম্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে।"

তদুত্তরে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেনঃ—"সে কি গৌতম! তুমি সেই কঠোর বিহার, কঠোর পন্থা, সেই দুষ্করচর্য্যা দ্বারা অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিলে না, আর্য্যজ্ঞান দর্শন লাভ ত দূরের কথা, আর এখন সাধনাভ্রষ্ট এবং বাহুল্যে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি কি বলিতে চাও যে তুমি আর্য্য জ্ঞানদর্শন সহ অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম আয়ত্ত করিয়াছ?" তদুত্তরে ভগবান কহিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ, তথাগত সাধনাভ্রষ্ট এবং বাহুল্যে প্রবৃত্ত নহেন, তিনি যে অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। তোমরা অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্ম্মোপদেশ দিতেছি। তোমরা যেভাবে উপদিষ্ট

হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যেইজন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয় সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্ম্মে স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে।"

পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার একই উক্তি করিলে ভগবান তাঁহাদিগকে কহিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ। তোমরা কি জান যে আমি পূর্ব্বে নিজ সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়াছি?"

"না, প্রভু, আপনি বলেন নাই।"

"হে ভিক্ষুগণ। তথাগত অর্হৎ সম্যক্সম্বুদ্ধ। তোমরা অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছি। তোমরা যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যেইজন্য কুলপুত্রগণ সম্যক্ভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয় সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্ম্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে।"

ইহাতে ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে বিষয়টি জানাইতে সমর্থ হইলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানের উপদেশ শ্রবণেচ্ছু হইলেন, অবহিত হইলেন এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য চিত্ত উপস্থাপিত করিলেন।[১]

ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ঃ[২]—"হে ভিক্ষুগণ। প্রব্রজিত এই দুই অন্ত অনুশীলন করিবে না ঃ **প্রথম**, কামে কামসুখোদ্রেকের প্রতি আনুরক্তি, যাহা হীন, গ্রাম্য, ইতরসাধারণের সেব্য, অনার্য্যজনোচিত ও অনর্থযুক্ত; **দ্বিতীয়**, আত্মনিগ্রহে আনুরক্তি, যাহা দুঃখদায়ক, অনুৎকৃষ্ট ও অনর্থযুক্ত। হে ভিক্ষুগণ। এই দুই অন্তের অনুগামী না হইয়া তথাগত মধ্যম প্রতিপদ (মধ্যপন্থা) অভিসম্বোধিজ্ঞানে লাভ করিয়াছেন যাহা চক্ষুকরণী ও জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা,

---

১। যেস্থানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন সেখানে একটি স্তূপ ছিল এবং যেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ সর্বপ্রথম বুদ্ধবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন সেখানে আর একটি স্তূপ ছিল বলিয়া ফাহিয়ান (৩৫-তম অধ্যায়) এবং হিউয়েন সাঙ্ (২য় খণ্ড, ৭ম অধ্যায়, পৃঃ ৪৬) দেখিয়াছেন।

২। খৃঃ পূঃ ৫৮৯ বা ৫২৮ এর আষাঢ়ী পূর্ণিমার ঘটনা। বুদ্ধের বয়স তখন ৩৫ বৎসর ৩ মাস।

সম্বোধি ও নির্ব্বাণের অভিমুখে সংবর্ত্তিত হয়। সেই মধ্যম প্রতিপদ কি, যাহা তথাগত অভিসম্বোধিজ্ঞান দ্বারা লাভ করিয়াছেন, যাহা চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞ, সম্বোধি ও নির্ব্বাণ অভিমুখে সংবর্ত্তিত হয়? আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সেই মধ্যম প্রতিপদ। অষ্টাঙ্গ যথা :—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। হে ভিক্ষুগণ! ইহাই সেই মধ্যম প্রতিপদ যাহা তথাগত অভিসম্বোধিজ্ঞানে লাভ করিয়াছেন, যাহা চক্ষুকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞ, সম্বোধি ও নির্ব্বাণ অভিমুখে সংবর্ত্তিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ! জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয়সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ। সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ। ইহাই 'দুঃখ' আর্য্য সত্য।

হে ভিক্ষুগণ! পুনর্ভবসাধিকা নন্দিরাগ-সহগতা এবং তত্র তত্র গমনাভিলাষিণী এই যে তৃষ্ণা—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা—ইহাই 'দুঃখসমুদয়' আর্য্য সত্য।

হে ভিক্ষুগণ! যাহা নিঃশেষে সেই তৃষ্ণার বিরাগ, সেই তৃষ্ণার নিরোধ, ত্যাগ ও বিসর্জ্জন এবং তাহা হইতে অনালয় মুক্তি—তাহাই 'দুঃখ নিরোধ' আর্য্য সত্য।

হে ভিক্ষুগণ! আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গই 'দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ' আর্য্য সত্য। অষ্টাঙ্গ যথা :—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি।

হে ভিক্ষুগণ! অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে 'ইহা দুঃখ আর্য্য সত্য'—আমার এইরূপ সদ্দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এইরূপ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হয়। সেই দুঃখ পরিজ্ঞেয় এবং আমা কর্ত্তৃক তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছে, —অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে আমার এই সদ্দৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোকে উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ সমুদয় আর্য্য সত্য'—অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে আমার এইরূপ সদ্দৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে। সেই দুঃখ সমুদয় পরিত্যাজ্য এবং তাহা আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত

১। পরিচালিত করে।

হইয়াছে,—অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে আমার এই সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ। 'ইহা দুঃখ নিরোধ আর্য্য সত্য'—অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে আমার এইরূপ সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে। সেই দুঃখ নিরোধ সাক্ষাৎকরণীয় এবং তাহা আমা কর্ত্তৃক সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে, —অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে আমার এই সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! ইহা 'দুঃখ-নিরোধ-গামী প্রতিপদ আর্য্য-সত্য', —অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে আমার এইরূপ সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে। সেই দুঃখ-নিরোধ-গামী প্রতিপদ বর্দ্ধনীয় এবং তাহা আমা কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়াছে,—অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে আমার এই সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! যদবধি এই চতুরার্য্য সত্যে এই ত্রিপরিবর্ত্ত, দ্বাদশাকার-বিশিষ্ট যথার্থ জ্ঞানদর্শন সুবিশুদ্ধ হয় নাই তদবধি কি দেবলোকে, কি মারলোকে, কি ব্রহ্মলোকে, কি শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে অনুত্তর সম্যক্‌সম্বোধি লাভ করিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করি নাই।

হে ভিক্ষুগণ! যখন চতুরার্য্য সত্যে এই ত্রিপরিবর্ত্ত (সত্যজ্ঞান, কৃত্যজ্ঞান, কৃতজ্ঞান) দ্বাদশাকারবিশিষ্ট যথার্থজ্ঞান সুবিশুদ্ধ হয় তখনই আমি দেবলোকে, মারলোকে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে অনুত্তর সম্যক্‌-সম্বোধি লাভ করিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করি। তখন আমার এইরূপ জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়ঃ 'আমার বিমুক্তি অচলা, এই আমার শেষ জন্ম, এখন আর পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা নাই।'

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। এই বিবৃতি প্রদানকালে আয়ুষ্মান কৌণ্ডিণ্যের বিরজ বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হয়ঃ 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী (উৎপত্তিশীল) তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী' (বিনাশশীল)। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানের বাক্য সাদরে অনুমোদন করিলেন।

ভগবান কর্ত্তৃক ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইলে ভৌম্য (পৃথিবীস্থ) দেবগণ ঘোষণা করিলেনঃ—"বারাণসীর উপকণ্ঠে ঋষিপত্তন—মৃগদাবে ভগবান যেই

অনুত্তর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার কিংবা ব্রহ্ম, অথবা জগতে অপর কাহারও দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে না।"

ভৌম্য দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া চতুর্ম্মহারাজিক দেবগণ, চতুর্ম্মহারাজিক দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া যাম দেবগণ, যাম দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তুষিত দেবগণ, তুষিত দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া নির্ম্মাণরতি দেবগণ, নির্ম্মাণরতি দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী দেবগণ এবং পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মকায়িক দেবগণ একইরূপ ঘোষণা করিলেন।

এইরূপে সেইক্ষণে, সেই মুহূর্তে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ঘোষণা অভ্যুত্থিত হইল, দশসহস্র চক্রবাল কম্পিত, সংকম্পিত এবং সংবেপথুমান হইল, জগতে দেবগণের দেবমহিমা অতিক্রম করিয়া অপরিমিত উদার (বিপুল) দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইল।[১]

তখন ভগবান উদাত্তস্বরে ব্যক্ত করিলেন:—"কৌণ্ডিণ্য সত্য জ্ঞাত হইয়াছে, কৌণ্ডিণ্য সত্য জ্ঞাত হইয়াছে।" এই হেতু আয়ুষ্মান কৌণ্ডিণ্য "জ্ঞাতকৌণ্ডিণ্য" নামে অভিহিত হইলেন।

তখন আয়ুষ্মান জ্ঞাতকৌণ্ডিণ্য ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন:— "প্রভো! আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

ভগবান বলিলেন:—"হে ভিক্ষু, এস, সু-আখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর সম্যক্‌ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই আয়ুষ্মান কৌণ্ডিণ্যের উপসম্পদা লাভ হইল।

অতঃপর ভগবান অবশিষ্ট ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ ও ধর্ম্মের অনুশাসন প্রদান করিলেন। ভগবান ধর্ম প্রসঙ্গে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিলে আয়ুষ্মান বাষ্প ও আয়ুষ্মান ভদ্রিয়ের বিরজ ও বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল, 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।' তাঁহারা ধর্ম্ম

১। ধর্মচক্র প্রবর্তনের দৃশ্য সাঁচী, গন্ধার এবং সারনাথ শিল্পে দৃষ্ট হয়।

প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার (বুদ্ধের) শাসনে আত্ম-প্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো। আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

ভগবান বলিলেনঃ—"ভিক্ষুগণ। এস, সু-আখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর, সম্যক ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই আয়ুষ্মান বাষ্প ও আয়ুষ্মান ভদ্রিয়ের উপসম্পদা লাভ হইল।

ভগবান ভিক্ষুদের আহরিত ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া অবশিষ্ট ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্ম, উপদেশ ও ধর্ম্মের অনুশাসন প্রদান করিলেন। তিন ভিক্ষু ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তাহাতে ছয়জন দিন যাপন করিতেন। ভগবান ধর্ম্মপ্রসঙ্গে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিলে আয়ুষ্মান মহানাম ও আয়ুষ্মান অশ্বজিতের বিরজ, বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল, 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্ত নিরোধধর্ম্মী।' তাঁহারা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত, শাস্তার শাসনে আত্ম-প্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো। আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

ভগবান বলিলেন—"ভিক্ষুগণ। এস, সু-আখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, সম্যক প্রকারে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই আয়ুষ্মান মহানাম ও আয়ুষ্মান অশ্বজিতের উপসম্পদা লাভ হইল।

অতঃপর ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন[১]—"হে ভিক্ষুগণ। রূপ অনাত্মা, আত্মা নহে। যদি রূপ আত্মা হইত তবে তাহা পীড়ার কারণ হইত না এবং রূপে এইরূপ অধিকার লাভ করা যাইত—'আমার রূপ এইরূপ হউক', 'আমার রূপ এইরূপ না হউক।' যেহেতু রূপ আত্মা নহে তদ্ধেতু রূপ পীড়ার কারণ হইয়া থাকে এবং 'আমার রূপ এইরূপ হউক', 'এইরূপ না হউক' এই অধিকার লাভ হয় না।"

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

১। অনত্তলক্খণ সুত্ত, মহাবগ্গ, ১ম খণ্ড, মহাক্খন্ধক।

"হে ভিক্ষুগণ। তোমরা কি মনে কর—রূপ নিত্য কিংবা অনিত্য?"

"অনিত্য।"

"যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ কিংবা সুখ?"

"দুঃখ।"

"যাহা অনিত্য ও বিপরিণামী (পরিবর্ত্তনশীল) তাহা কি তোমরা এইরূপ দেখিতে পার—'ইহা আমার', 'ইহাই আমার আত্মা' (নিজস্ব বস্তু)?"

"না, প্রভু। আমরা সেরূপ দেখিতে পারি না।"

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

"হে ভিক্ষুগণ। তদ্ধেতু যাহা কিছু রূপ (রূপনামধেয়) অতীত, অনাগত, প্রত্যুৎপন্ন বা আসন্ন, অধ্যাত্ম অথবা বাহ্য, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, হীন কিংবা উৎকৃষ্ট, যাহা দূরে অথবা যাহা নিকটে, এই যে সর্ব্বরূপ তাহা আমার নহে, তাহা আমি নহি, তাহা আমার আত্মা নহে—বিষয়টি এইরূপে যথাযথ ভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দেখিতে হইবে।"

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

এইরূপে বিষয়টি দেখিলে শ্রুতবান আর্য্যশ্রাবক রূপে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয়, সংজ্ঞায় নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয়, সংস্কারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয় এবং বিজ্ঞানে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয়, নির্ব্বেদহেতু বীতরাগ হয়, বিরাগহেতু বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া জ্ঞান হয়, 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে', 'ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে', 'করণীয় কার্য্য কৃত হইয়াছে', অতঃপর 'অত্র পুনরাগমন হইবে না' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন।

এই বিবৃতি উচ্চারিত হইলে অনাসক্তি হেতু পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের চিত্ত আস্রব হইতে বিমুক্ত হইল।

সেই সময়ে জগতে মাত্র ছয়জন অর্হৎ হইয়াছিলেন (অর্থাৎ বুদ্ধ এবং পঞ্চ শিষ্য)।

যশ ও তাহার সহায়দের দীক্ষা[1]

সেই সময় বারাণসীতে যশ নামে উচ্চকুল-জাত সুকুমার শ্রেষ্ঠী-পুত্র ছিলেন। তাঁহার তিনটি প্রাসাদ ছিল, একটি হেমন্তের উপযোগী, একটি গ্রীষ্মের উপযোগী, একটি বর্ষার উপযোগী। তিনি বর্ষার উপযোগী প্রাসাদে বর্ষার চারিমাস নিষ্পুরুষতুর্য্যে (নটী প্রভৃতি দ্বারা) পরিসেবিত হইয়া কখনও প্রাসাদ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতেন না। তিনি একদিন পঞ্চ কামগুণে সমর্পিত, সমঙ্গীভূত (তন্ময়) এবং নারী-পরিসেবিত হইয়া সকলের পূর্ব্বেই নিদ্রিত হইলেন। পরিজনগণও পরে নিদ্রিত হইল। সর্ব্ব-রাত্রি তৈল প্রদীপ জ্বলিতেছিল। অনন্তর কুলপুত্র যশ সকলের পূর্ব্বে জাগিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার পরিজনগণ নিদ্রা যাইতেছেঃ কাহারও কক্ষে বীণা, কাহারও কক্ষে মৃদঙ্গ, কাহারও কক্ষে 'আলম্বর', কাহারও বিকীর্ণ কেশ, কাহারও মুখে লালা নিঃসৃত, কেহ বা প্রলাপ বকিতেছে, মনে হইল যেন হাতের কাছে শ্মশান। তাহা দেখিয়া পাপে আদীনব প্রাদুর্ভূত হইল এবং নির্ব্বেদে চিত্ত সংস্থিত হইল। তখন কুলপুত্র যশ এই উদান (ভাবোক্তি) ব্যক্ত করিলেন—'এই যে বড় উপদ্রব। এই যে বড় উৎপাত॥'

কুলপুত্র যশ স্বর্ণ-পাদুকা পরিয়া গৃহদ্বারে আসিলেন, অদৃশ্যভাবে অমনুষ্যগণ (দেবগণ) দ্বারমুক্ত করিয়া দিলেন, যাহাতে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইবার পক্ষে কেহ কুলপুত্র যশের অন্তরায় ঘটাইতে না পারে। অনন্তর কুলপুত্র যশ নগরদ্বারে উপনীত হইলেন, অমনুষ্যগণ সেইস্থানেও দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন, যাহাতে কেহ কুলপুত্র যশের প্রব্রজিত হইবার পথে অন্তরায় ঘটাইতে না পারে। কুলপুত্র যশ ঋষিপত্তন-মৃগদাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে ভগবান রাত্রি শেষে, অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত স্থানে পদচারণ করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে কুলপুত্র যশ তাঁহার দিকে আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া চঙ্ক্রমণ (পদচারণ) হইতে নামিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন

১। বিনয়পিটক, ১ম খণ্ড, মহাবগ্‌গ, মহাস্কন্ধক। প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, মহাবর্গ, পৃঃ ১৬-২২।

২। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

করিলেন। কুলপুত্র যশ ভগবানের অদূরে থাকিয়া এই উদান (খেদোক্তি) ব্যক্ত করিলেন ঃ—'এই যে বড় উপদ্রব। এই যে বড় উৎপাত ।।'

ভগবান কহিলেন—"যশ, এইস্থান যে উপদ্রবরহিত ও উৎপাতশূন্য। এস যশ, তুমি বস, আমি তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করি।" 'এইস্থান উপদ্রবরহিত ও উৎপাতশূন্য'—ইহা শুনিয়া কুলপুত্র যশ হৃষ্ট ও উদগ্রচিত্ত (প্রফুল্ল) হইয়া স্বর্ণপাদুকা খুলিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট কুলপুত্র যশের নিকট ভগবান আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা—দান কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব (উপদ্রব), অবকার (জঞ্জাল) ও সংক্লেশ (মালিন্য) এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা (প্রত্যাশিত সুখ ফল) প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন যে যশের চিত্ত কল্য (সুস্থ), মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র (প্রফুল্ল) ও প্রসন্ন হইয়াছে, তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্ম্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন—যথা, দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় ; যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যক্‌ভাবে রঙ্ প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই ভাবে কুলপুত্র যশের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—"যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।"

যশের পিতার দীক্ষা ঃ—

কুলপুত্র যশের মাতা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া যশকে দেখিতে না পাইয়া গৃহপতির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—"গৃহপতি। তোমার পুত্র যশকে ত দেখিতেছি না।"

শ্রেষ্ঠী চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী দূত পাঠাইয়া স্বয়ং ঋষিপত্তন-মৃগদাবে গমন করিলেন। তিনি স্বর্ণপাদুকার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন, চিহ্ন দেখিয়া উহারই অনুগমন করিলেন। ভগবান দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন শ্রেষ্ঠী তাঁহার দিকে আসিতেছেন, তিনি আসিতেছেন দেখিয়া ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল, 'আমি এমন এক ঋদ্ধিমায়া উৎপাদন করিব যাহাতে শ্রেষ্ঠী এইস্থানে উপবিষ্ট হইয়া এইস্থানে উপবিষ্ট কুলপুত্র যশকে দেখিতে পাইবেন না।' এই ভাবিয়া ভগবান সেইরূপে ঋদ্ধিমায়া সৃষ্টি করিলেন।

শ্রেষ্ঠী ধীরপদে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো। আপনি কুলপুত্র যশকে দেখিয়াছেন কি ?"

"গৃহপতি! তাহা জানিতে চাহিলে আপনি উপবেশন করুন। উপবেশন করিয়া আপনি অল্প সময়ের মধ্যে এখানে উপবিষ্ট কুলপুত্র যশকে দেখিতে পাইবেন।" 'সেখানে উপবিষ্ট হইয়া, সেখানে উপবিষ্ট পুত্রকে দেখিতে পাইবেন' জানিয়া, শ্রেষ্ঠী হৃষ্ট এবং উদগ্রচিত্ত হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান একান্তে উপবিষ্ট শ্রেষ্ঠীকে দান-কথা, শীল-কথা ক্রমে আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন।······শ্রেষ্ঠী গৃহপতি শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! অতি সুন্দর, অতি মনোহর। যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য-বস্তুসমূহ) দেখিতে পায়, তেমনই ভাবে ভগবান বহু পর্য্যায়ে (বিবিধ উপায়ে) ধর্ম্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো! আমি ভগবানের শরণাগত হইতেছি, ধর্ম্ম এবং ভিক্ষু-সংঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাকে উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

ইনিই জগতে সর্ব্বপ্রথম 'ত্রিবাচিক'[১] উপাসক হইয়াছিলেন।

যখন ভগবান কুলপুত্র যশের পিতার নিকট ধর্মদেশনা করিতেছিলেন তখন যথাদৃষ্ট ও যথাবিদিত জ্ঞানভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ফলে কুলপুত্র যশের চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আস্রব হইতে বিমুক্ত হইল। তখন ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"যখন আমি কুলপুত্র যশের পিতার নিকট ধর্ম্মদেশনা করিতেছিলাম, তখন যথাদৃষ্ট এবং যথাবিদিত জ্ঞানভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ফলে যশের চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আস্রব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এখন কুলপুত্র যশের পক্ষে হীনস্তরে আবর্ত্তিত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় আগারভুক্ত থাকিয়া কাম

১। বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। (পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর উপসম্পদা লাভের দ্বারা সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পাঁচজনের কম হইলে সংঘ হয় না)

—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

উপভোগ করা সম্ভব নহে। অতএব আমি এখন সেই ঋদ্ধিমায়া স্থগিত করিব।" এই ভাবিয়া ভগবান সেই ঋদ্ধিমায়া স্থগিত করিলেন।

শ্রেষ্ঠী গৃহপতি সেইস্থানে উপবিষ্ট পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তিনি কুলপুত্র যশকে কহিলেন—"বৎস! তোমার মাতা শোকাকুলা হইয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতেছে, তুমি তোমার মাতার জীবন দান কর।" তখন যশ ভগবানের মুখপানে চাহিলেন। ভগবান শ্রেষ্ঠীকে কহিলেন—"গৃহপতি! কুলপুত্র যশ শৈক্ষ্যের (শিশিক্ষুর) জ্ঞানে, শৈক্ষ্যের দর্শনে ধর্ম্ম দর্শন করিয়াছে, যেমন স্বয়ং তাহা আপনি দর্শন করিয়াছেন। যথাদৃষ্ট ও যথাবিদিত জ্ঞান-ভূমি দর্শন করিবার ফলে তাহার চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আস্রব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। আপনি কি মনে করেন যে, আর তাহার পক্ষে হীনস্তরে আবর্ত্তিত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় আগারভুক্ত থাকিয়া কাম উপভোগ করা সম্ভব?"

"না, প্রভু। তাহা আর সম্ভব নহে।"

"প্রভো। কুলপুত্র যশের পক্ষে মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, তাহার চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আস্রব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। প্রভো। কুলপুত্র যশকে আপনার অনুগামী শ্রমণরূপে লইয়া অদ্যই আমার গৃহে অল্প ভোজন করিতে সম্মত হউন। ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর শ্রেষ্ঠী ভগবান সম্মত হইয়াছেন জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া ধীরপদে প্রস্থান করিলেন। শ্রেষ্ঠী প্রস্থান করিলে অনতিবিলম্বে কুলপুত্র যশ ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো। আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?"

ভগবান কহিলেন—"তবে এস ভিক্ষু, ধর্ম্ম সু-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর সম্যক্‌ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।"

তাহাই আয়ুষ্মান যশের উপসম্পদার পক্ষে যথেষ্ট হইল। সেই সময় (তখন পর্য্যন্ত) জগতে মাত্র সাত জন অর্হৎ হইয়াছিলেন।

যশের মাতা, পত্নী ও চারি সহায়ের দীক্ষা

ভগবান পূর্ব্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, যশকে অনুগামী শ্রমণরূপে লইয়া গৃহপতির গৃহে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত

হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান যশের মাতা এবং পূর্ব্ব সম্বন্ধে তাঁহার বিবাহিতা পত্নী ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহাদের নিকট আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা, দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব (উপদ্রব), অবকার (জঞ্জাল) ও সংক্লেশ (মালিন্য) এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা (প্রত্যাশিত সুখদ ফল) প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের চিত্ত কল্য (সুস্থ), মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র ও প্রসন্ন হইয়াছে, তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্ম্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন—যথা, দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যক্‌ভাবে রঙ্ প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই তাঁহাদের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্ম্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল—'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।' তাঁহারা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! অতি সুন্দর। অতি মনোহর। যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে, অথবা অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু-সমূহ) দেখিতে পায়, তেমনই ভাবে ভগবান বহু পর্য্যায়ে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো! আমরা ভগবানের শরণাগতা হইতেছি, ধর্ম্ম এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘের শরণাগতা হইতেছি, আজ হইতে আমরণ আমাদিগকে উপাসিকারূপে অবধারণ করুন।"[১] তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম 'ত্রিবাচিকা[২] উপাসিকা হইয়াছিলেন।

আয়ুষ্মান যশের মাতা, পিতা এবং পূর্ব্ব সম্বন্ধে বিবাহিতা পত্নী ভগবান ও আয়ুষ্মান যশকে স্বহস্তে, আরও দিতে সম্পূর্ণরূপে বারণ না করা পর্য্যন্ত,

১। নারী জাতির মধ্যে ইহারাই সর্বপ্রথম বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

খাদ্য ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভুক্তাবসানে যখন ভগবান ভোজন-পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলেন, তখন তাঁহারা সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান যশের মাতা, পিতা এবং পূর্ব্ব সম্বন্ধে তাঁহার বিবাহিতা পত্নীকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ করিয়া, সন্দৃপ্ত করিয়া, সমুত্তেজিত করিয়া এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

বারাণসীর শ্রেষ্ঠী ও অনুশ্রেষ্ঠীকুলের সন্তান বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিৎ ও গবম্পতি,— আয়ুষ্মান যশের এই চারিজন গৃহী সহায় শুনিতে পাইলেন যে, কুলপুত্র যশ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—সেই ধর্ম্ম-বিনয় এবং সেই প্রব্রজ্যা অবর (নগণ্য) হইতে পারে না যাহাতে কুলপুত্র যশ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া এবং কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন। তাঁহারা আয়ুষ্মান যশের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান যশকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। আয়ুষ্মান যশ তাঁহাদিগকে হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট লইয়া আয়ুষ্মান যশ ভগবানকে কহিলেন—"ইহারা, বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিৎ ও গবম্পতি, আমার চারিজন গৃহী সহায়, যাহারা বারাণসীর শ্রেষ্ঠী ও অনুশ্রেষ্ঠী কুলের সন্তান। ভগবান ইহাদিগকে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করুন।" ভগবান তাঁহাদের নিকট আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের দোষ, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের প্রশংসা প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের চিত্ত সুস্থ, মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র ও প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্ম্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন—যথা, দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যক্‌ভাবে রঙ্‌ প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই তাঁহাদের সেই আসনে বিরজ, বিমল, ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধ-ধর্ম্মী।' তাঁহারা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া,

ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো। আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

ভগবান বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, এস, সু-আখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য পালন কর সম্যক্‌ভাবে দুঃখের অন্ত সাধনের জন্য।" তাহাতেই সেই আয়ুষ্মানগণের উপসম্পদা লাভ হইল। অনন্তর ভগবান তাঁহাদিগকে ধর্ম্মকথায় উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিলেন। তাঁহারা ভগবান কর্তৃক ধর্ম্মকথায় উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইলে অনাসক্তি হেতু তাঁহাদের চিত্ত আস্রব হইতে বিমুক্ত হইল। সেই সময় (তখন পর্য্যন্ত) জগতে মাত্র এগারজন অর্হৎ হইয়াছিলেন।

যশের অপর পঞ্চাশ গৃহী সহায়ের কথা

জনপদবাসী প্রাচীন ও অপ্রাচীন কুলের সন্তান আয়ুষ্মান যশের অপর পঞ্চাশ জন গৃহী সহায় শুনিতে পাইলেন যে, কুলপুত্র যশ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—সেই ধর্ম্মবিনয় এবং প্রব্রজ্যা নগণ্য হইতে পারে না যাহাতে কুলপুত্র যশ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া এবং কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন।······সেই সময় (তখন পর্য্যন্ত) জগতে মাত্র একষাট্টি জন অর্হৎ হইয়াছিলেন।

অধ্যায়—উনিশ

ধর্মপ্রচার আরম্ভ

অনন্তর ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"হে ভিক্ষুগণ! দিব্য এবং মানুষ সর্ব্বপাশ হইতে আমি মুক্ত হইয়াছি, তোমরাও দিব্য এবং মানুষ সর্ব্বপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছ। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা দিকে দিকে বিচরণ কর, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেবতা ও মনুষ্যের অর্থ-হিত-সুখের জন্য, কিন্তু

দুইজন একপথে যাইও না। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা ধর্ম্মদেশনা কর, যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, এবং পর্য্যবসানে বা অন্তে কল্যাণ, এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশিত কর।[১] অল্পরজজাতীয় সত্ত্বগণ আছে যাহারা ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে না পারিলে পরিহীন হইবে, ধর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞাতা অবশ্যই মিলিবে। হে ভিক্ষুগণ! আমিও ধর্ম্মদেশনার জন্য উরুবেলার সেনানীগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিব।"

ত্রিশরণ দানে উপসম্পদা-কথা

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ নানাদিক ও নানা জনপদ হইতে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী বহুলোক আনিতেছিলেন, উদ্দেশ্য ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবেন। তাহাতে ভিক্ষুগণ নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী ব্যক্তিগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। একদিন ভগবান নির্জ্জনে, ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার অবস্থায় তাঁহার চিত্তে এই পরিবিতর্ক উৎপন্ন হইল—"এখন ভিক্ষুগণ নানাদিক ও নানা জনপদ হইতে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী বহুলোক আনিতেছে। উদ্দেশ্য ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবেন। তাহাতে ভিক্ষুগণ নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী ব্যক্তিগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। অতএব আমি ভিক্ষুদিগকে এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিব :—'হে ভিক্ষুগণ! এখন হইতে যেই যেই দিকে যাও সেই সেই দিকে সেই সেই জনপদে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর।"

অনন্তর ভগবান সায়াহ্নে সমাধি হইতে উঠিয়া এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্ম্ম কথা বলিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :—"হে ভিক্ষুগণ। তোমরা এখন হইতে যে যেই দিকে গমন কর সে সেই দিকে সেই সেই জনপদে নিজেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর। এই ভাবেই প্রব্রজ্যা ও

১। "চরথ ভিক্খবে, চারিকং বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানং। মা একেন দ্বে অগমিত্থ। দেসেথ, ভিক্খবে, ধম্মং আদিকল্যাণং, মজ্ঝেকল্যাণং, পরিয়োসানকল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেথ।"—বিনয়পিটক, মহাবগ্গ, মহাস্কন্ধ।

উপসম্পদা প্রদান করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত[১] করাইয়া, কাষায় বস্ত্রে প্রার্থীকে আচ্ছাদিত করিয়া, একাংস আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয় বস্ত্র) পরিহিত করাইয়া, সমবেত ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করাইয়া, উৎকুটিক (পদাগ্রে ভার দিয়া) বসাইয়া, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করাইয়া, তাহাকে বলিবে, 'তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে বল—আমি বুদ্ধের শরণাগত হইতেছি, ধর্ম্মের শরণাগত হইতেছি, সঙ্ঘের শরণাগত হইতেছি।' (দ্বিতীয়, তৃতীয়-বারও এইরূপ)।

হে ভিক্ষুগণ। আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি—তোমরা এই ত্রিশরণ দ্বারা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর।"

ভদ্রবর্গীয় সহায়দের কথা

অনন্তর ভগবান বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ। যোনিশ মনস্কার[২] ও সম্যক্ প্রধান[৩] দ্বারা আমি অনুত্তর বিমুক্তি লাভ করিয়াছি, অনুত্তর বিমুক্তি সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) করিয়াছি। তোমরাও তদ্দ্বারা অনুত্তর বিমুক্তি লাভ কর, অনুত্তর বিমুক্তি সাক্ষাৎকার কর।"

১। যদি উপযুক্ত এবং বিখ্যাত কুলপুত্র প্রব্রজ্যাপ্রার্থী হয় তাহা হইলে স্বীয় কার্য্য স্থগিত রাখিয়া স্বয়ং প্রব্রজ্যা দান করিতে হইবে। 'মৃত্তিকা লইয়া যাইয়া, স্নান করিয়া, কেশ ভিজাইয়া আইস, এইরূপ বলিয়া একাকী পাঠাইতে পারিবে না। প্রব্রজ্যার্থিগণ প্রথম প্রব্রজ্যার জন্য বড় উৎসাহিত হয় কিন্তু যখন কষায় বস্ত্র ও কেশমুণ্ডনের অস্ত্র দেখে তখন ভয়ে পলাইয়া যায়, এই হেতু উপাধ্যায়কে স্বয়ংই প্রব্রজ্যার্থীকে সঙ্গে লইয়া স্নান-ঘাটে যাইতে হইবে। প্রব্রজ্যার্থীর বয়স অত্যল্প না হইলে 'স্নান কর' বলিতে হইবে। তাহার কেশ নিজেই মৃত্তিকা মাখিয়া ধুইতে হইবে। অত্যল্পবয়স্ক বালককে স্বয়ং জলে নামিয়া গোময় ও মৃত্তিকা দ্বারা দেহ রগড়াইয়া স্নান করাইতে হইবে। যদি তাহার নিকট খোস কিংবা পাঁচড়া থাকে তাহা হইলে মাতার ন্যায় ঘৃণা না করিয়া উত্তমরূপে হস্তপদ ও মস্তকাদি সর্বাঙ্গ রগড়াইয়া স্নান করাইতে হইবে। এইরূপ স্নেহ প্রদর্শনে কুলপুত্রগণ আচার্য্য, উপাধ্যায় এবং বুদ্ধশাসনের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে, গৃহিত্ব কামনা করে না।—সম-পাসা।

২। জ্ঞানবশে অনিত্যাদিতে মনোনিবেশ করা।

৩। সম্যক্ বীর্য্য, সম্যক্ প্রচেষ্টা।

তখন পাপাত্মা মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে সম্বোধন করিয়া গাথা যোগে বলিল—

"দিব্য ও মানুষ, ভবে আছে যত পাশ,
মারপাশে বদ্ধ তুমি, বৃথা মুক্তি-আশ।
যে বন্ধনে বদ্ধ তুমি সে মহা বন্ধন,
আমা হতে মুক্ত তুমি হবে না শ্রমণ।"

বুদ্ধ বলিলেন—'দিব্য ও মানুষ ভবে আছে যত পাশ,
মার-পাশমুক্ত আমি, ছিন্ন মারপাশ।
মারের বন্ধন মুক্ত, স্খলিত বন্ধন,
রে অন্তক। হত তুমি, নিহত এখন।"

"ভগবান দেখিতেছি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন, সুগত দেখিতেছি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন" ইহা উপলব্ধি করিয়া পাপাত্মা মার দুঃখী ও দুর্ম্মনা হইয়া তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিল।

ভগবান বারাণসীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া উরুবেলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর ভগবান গমনমার্গ হইতে অবতরণ করিয়া এক বনখণ্ডে উপনীত হইলেন, উপনীত হইয়া ঐ বনখণ্ডে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে ত্রিশ জন ভদ্রবর্গীয় সহায় সস্ত্রীক সেই বনখণ্ডে প্রমোদবিহারে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজনের পত্নী ছিল না, তাঁহার জন্য এক বারাঙ্গনা আনীত হইয়াছিল। যখন তাঁহারা প্রমত্তভাবে প্রমোদবিহারে রত ছিলেন তখন এ বারাঙ্গনা তাঁহাদের বস্ত্রভাণ্ড লইয়া পলায়ন করিল। তাঁহারা তাঁহাদের বন্ধুর সেবার জন্য ঐ স্ত্রীলোকের অন্বেষণে বনখন্ডে বিচরণ করিতে করিতে ভগবানকে এক বৃক্ষ-মূলে সমাসীন দেখিতে পাইলেন, দেখিতে পাইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বলিলেন—"প্রভো! আপনি কি এই স্থানে কোন স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়াছেন?"

"কুমারগণ। স্ত্রীলোকে তোমাদের কি প্রয়োজন?"

"প্রভো। আমরা ত্রিশজন ভদ্রবর্গীয় সহায় সস্ত্রীক এই বনখণ্ডে প্রমোদ-বিহারে আসিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে মাত্র একজনের পত্নী ছিল না, তাহার জন্য এক বারাঙ্গনা আনীত হইয়াছিল। যখন আমরা প্রমত্তভাবে রত ছিলাম তখন সে আমাদের বস্ত্রভাণ্ড লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আমরা

বন্ধুর সেবার জন্য ঐ স্ত্রীলোকের অন্বেষণে এই বনখণ্ডে বিচরণ করিতেছি।”

“কুমারগণ! তোমরা কি মনে কর—তোমাদের পক্ষে এই স্ত্রীলোক অন্বেষণ করা শ্রেয়স্কর কিংবা আত্মানুসন্ধান শ্রেয়স্কর?”

“প্রভো! যাহা আত্মানুসন্ধান তাহাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ।”

“কুমারগণ! তোমরা উপবেশন কর, আমি তোমাদের নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিব।”

“যথা আজ্ঞা, প্রভু!” বলিয়া ভদ্রবর্গীয় সহায়গণ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন, ভগবান তাঁহাদের নিকট আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্ম কথা বলিতে লাগিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের চিত্ত কল্য, মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র ও প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃণ্ট ধর্ম্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন—যথা, দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ, এবং দুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যক্‌ভাবে রঙ্ প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই তাঁহাদের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল, ‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।’ তাঁহারা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।”

ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ। এস, সুআখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর সম্যক্ ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।” তাহাতেই সেই আয়ুষ্মান-গণের উপসম্পদা লাভ হইল।

উরুবেলায় ঋদ্ধি প্রদর্শন[1]

উরুবেল কাশ্যপ-কথা

ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিতে করিতে যথাসময়ে উরুবেলায় উপনীত হইলেন। সেই সময়ে উরুবেলায় তিনজন জটিল বাস করিতেন। তাঁহাদের নাম—উরুবেল-কাশ্যপ, নদী-কাশ্যপ এবং গয়া-কাশ্যপ। তন্মধ্যে উরুবেল-কাশ্যপ পঞ্চশত জটিলের জটাধারী নায়ক, বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ ও প্রমুখ্য ছিলেন। নদী-কাশ্যপ তিনশত জটিলের নায়ক, বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ ও প্রমুখ্য ছিলেন, এবং গয়া-কাশ্যপ দুইশত জটিলের নায়ক, বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ ও প্রমুখ্য ছিলেন। ভগবান জটিল উরুবেলকাশ্যপের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া উরুবেলকাশ্যপকে কহিলেন—"কাশ্যপ! যদি তোমার অসুবিধা না হয় তবে আমি একরাত্রি তোমার অভ্যাগারে (অগ্নিশালায়) বাস করিব।"

"মহাশ্রমণ! আমার কোন অসুবিধা হইবে না, কিন্তু এই স্থানে এক প্রচণ্ড ঋদ্ধিমায়াসম্পন্ন আশীবিষ, ঘোরবিষ নাগরাজ বাস করে, সে যেন তোমাকে ব্যথিত না করে।" দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও ভগবান তাহাই জানাইলেন এবং উরুবেলকাশ্যপও তাহাই উত্তর করিলেন। ভগবান কহিলেন—"নিশ্চয় নাগরাজ আমাকে ব্যথিত করিবে না, অতএব তুমি আমায় তোমার অগ্ন্যাগারে থাকিবার অনুমতি দাও।"

"মহাশ্রমণ। তুমি যথাসুখে থাক।"

১ নং প্রাতিহার্য্য (ঋদ্ধিক্রিয়া)।—ভগবান জটিলের অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করিয়া, তৃণাসন পাতিয়া উহাতে ঋজুকায়ে পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া, পদ্মাসন করিয়া আসীন হইলেন। ভগবান অগ্ন্যাগারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া সেই নাগ দুঃখী দুর্ম্মনা হইয়া নাসিকা হইতে ফোঁস ফোঁস শব্দে ধূম উদ্‌গীরণ করিতে লাগিল। তখন ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—এখন আমি এই নাগের দেহচ্ছবি, চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও অস্থিমজ্জা উপহত না করিয়া স্বতেজে উহার তেজ পর্য্যুদস্ত করিব। এই

১। বিনয়পিটক, ১ম খণ্ড, মহাবগ্‌গ, মহাস্কন্ধ।

ভাবিয়া ভগবান তদনুযায়ী ঋদ্ধিমায়া নির্মাণ করিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। নাগ ম্রক্ষ (ক্রোধ) বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজ্বলিত হইল। ভগবানও তেজধাতু সমাপন্ন হইয়া প্রজ্বলিত হইলেন। উভয়ের জ্যোতি-প্রভাবে সেই অগ্ন্যাগার আদীপ্ত, সম্প্রজ্বলিত, জ্যোতিভূত হইল। তখন জটিলগণ অগ্ন্যাগার পরিবেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"আহা। এই মহানুভব পরম সুন্দর মহাশ্রমণ নাগ দ্বারা ব্যথিত হইতেছেন।"

ভগবান সেই রাত্রিশেষে নাগের দেহচ্ছবি, চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও অস্থিমজ্জা উপহত না করিয়া, স্বতেজে উহার তেজ পর্য্যুদস্ত করিয়া, উহাকে পাত্রে পুরিয়া জটিল উরুবেলকাশ্যপকে দেখাইলেন, "কাশ্যপ, এই তোমার নাগ, যাহার তেজ আমার তেজে পর্য্যুদস্ত হইয়াছে।"

তখন উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা হইল—"মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহাশক্তিশালী এই মহাশ্রমণ, যেহেতু তিনি স্বতেজে এই প্রচণ্ড ঋদ্ধিমায়াসম্পন্ন ঘোরবিষ আশীবিষ নাগরাজের তেজ পর্য্যুদস্ত করিতে পারিয়াছেন। তবে তিনি মাদৃশ অর্হৎ নিশ্চিত নহেন[১]।"

ভগবানের এইরূপ ঋদ্ধি-প্রাতিহার্য্যে (ঋদ্ধি প্রদর্শনে) উরুবেলকাশ্যপ অভিপ্রসন্ন হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"মহাশ্রমণ। এই স্থানেই অবস্থান কর, আমি নিত্য আহার্য্যদানে তোমার সেবা করিব।"

২ নং প্রাতিহার্য্য—ভগবান জটিল উরুবেলকাশ্যপের আশ্রমের অবিদূরে এক বনখণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। চারি লোকপাল মহারাজা অতি মনোহর নিশীথে অতি মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন, দেখিতে যেন চারিদিকে চারি বৃহৎ অগ্নিস্কন্ধ। জটিল উরুবেলকাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"মহাশ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ! তাঁহারা কে যাঁহারা গত মনোহরনিশীথে মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া তোমার

১। এই স্থানে মূলগ্রন্থে কতকগুলি গাথা আছে। তাহা পরে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন। অতএব তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, উপস্থিত হইয়া তোমাকে অভিবাদন করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, দেখিতে যেন চারিদিকে চারি বৃহৎ অগ্নিস্কন্ধ ?"

"কাশ্যপ। তাঁহারা চারি লোকপাল মহারাজা, ধর্ম্মশ্রবণের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন।"

তখন উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন যে চারি লোকপাল মহারাজাই তাঁহার নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

ভগবান উরুবেলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৩ নং প্রাতিহার্য্য—দেবরাজ শক্র অতি মনোহর নিশীথে অতি মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ব্ববর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট। জটিল উরুবেলকাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্হিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"মহাশ্রমণ এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি কে যিনি গত মনোহর নিশীথে মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, উপস্থিত হইয়া তোমাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ, যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ব্ববর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট ?"

"কাশ্যপ ! ইনি দেবরাজ শক্র, ধর্ম্মশ্রবণের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন।"

তখন উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন যে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

ভগবান উরুবেলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৪ নং প্রাতিহার্য্য—ব্রহ্মা সোহম্পতি অতি মনোহর নিশীথে অতি

মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ব্ব বর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট। জটিল উরুবেল-কাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"মহাশ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ! তিনি কে যিনি গত মনোহর নিশীথে মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, উপস্থিত হইয়া তোমাকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ব্ব বর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট?"

"কাশ্যপ! ইনি ব্রহ্মা সোহম্পতি, ধর্ম্ম শ্রবণের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন।"

তখন উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা হইল—"মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন যে ব্রহ্মা সোহম্পতি তাঁহার নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

ভগবান উরুবেলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৫ নং প্রাতিহার্য্য।—সেই সময়ে জটিল উরুবেলকাশ্যপের আশ্রমে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। অঙ্গ-মগধবাসী সকলে খাদ্যভোজ্য লইয়া উরুবেলা অভিমুখে যাত্রা করিতে অভিলাষী হইত। উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"এখন আমার মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছে, অঙ্গ-মগধবাসী সকলে খাদ্যভোজ্য লইয়া যাত্রা করিবে। যদি মহাশ্রমণ এই জনতার মধ্যে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য্য প্রদর্শন করেন তাহাতে তাঁহার লাভসৎকার অত্যধিক বর্দ্ধিত হইবে এবং আমার লাভ সৎকার হ্রাস পাইবে; মহাশ্রমণ আগামীকল্য আহারের জন্য এখানে না আসিলেই যেন ভাল হইত।"

ভগবান স্বচিত্তে জটিল উরুবেলকাশ্যপের চিত্তপরিবির্তক জানিতে পারিয়া, উত্তরকুরু গমন করিয়া তথা হইতে ভিক্ষান্ন আহরণ করিয়া, অনবতপ্ত হ্রদে ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া এস্থানেই দিবা বিহার করিলেন। উরুবেলকাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"মহাশ্রমণ! আহারের সময় উপস্থিত, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে।

মহাশ্রমণ! গতকল্য আগমন হয় নাই কেন? আমরা কিন্তু ভাবিয়াছিলাম মহাশ্রমণ না আসিতেও পারেন, তবে আমরা তোমার খাদ্যভোজ্যের অংশ রাখিয়াছিলাম।''

"কাশ্যপ! তোমার মনে কি এইরূপ চিন্তা উদিত হইয়াছিল না 'এখন আমার মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। অঙ্গ-মগধবাসী সকলে প্রচুর খাদ্যভোজ্য লইয়া যাত্রা করিবে। যদি মহাশ্রমণ এই জনতার মধ্যে ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য্য প্রদর্শন করেন তাহাতে তাঁহার লাভসৎকার বর্দ্ধিত হইবে এবং আমার লাভ-সৎকার হ্রাস পাইবে, মহাশ্রমণ আগামী কল্য আহারের জন্য এখানে না আসিলেই যেন ভাল হইত।' কাশ্যপ আমি স্বচিত্তে তোমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া, উত্তরকুরু গমন করিয়া, তথা হইতে ভিক্ষান্ন আহরণ করিয়া, অনবতপ্ত হ্রদে ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া, ঐ স্থানেই দিবাবিহার করিয়াছিলাম।"

তখন উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন যে তিনি স্বচিত্তে পরচিত্ত জানিতে পারেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

ভগবান উরুবেলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৬ নং প্রাতিহার্য্য—সেই সময়ে ভগবান ধূলাধূসরিত পরিত্যক্ত (পাংশুকূল) বস্ত্র লাভ করিলেন। তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—কোথায় আমি এই পাংশুকূল বস্ত্র ধৌত করিব? তখন দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে ভগবানের চিত্তবিতর্ক জানিতে পারিয়া স্বহস্তে এক পুষ্করিণী খনন করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! এইখানেই আপনি পাংশুকূল বস্ত্র ধৌত করুন।"[১] পুনরায় ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"কিসের উপর আমি এই পাংশুকূল বস্ত্র ধৌত করিব?" দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে ভগবানের চিত্তবির্তক জানিতে পারিয়া সেইস্থানে এক বৃহৎ শিলা স্থাপন করিয়া রাখিলেন এবং ভগবানকে কহিলেন—প্রভো! আপনি ইহার উপর পাংশুকূল বস্ত্র ধৌত করিতে

১। হিউয়েন-সাঙ প্রতিটি স্থানেই একটি করিয়া স্তূপ দেখিয়াছিলেন।
(২য় খণ্ড, ৭ম অধ্যায়, পৃঃ ১২৯)

পারেন।” পুনরায় ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—“আমি কি অবলম্বনে পুষ্করিণীতে অবতরণ করিব?” ককুধবৃক্ষবাসী দেবতা স্বচিত্তে ভগবানের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া বৃক্ষশাখা অবনত করিলেন এবং ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! ইহা অবলম্বন করিয়া আপনি অবতরণ করুন?” পুনরায় ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—“আমি কিসের উপর পাংশুকুল বস্ত্র প্রসারিত করিব? দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে ভগবানের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া বৃহৎ শিলা স্থাপন করিলেন এবং ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! আপনি এই শিলার উপর পাংশুকুল বস্ত্র প্রসারিত করুন।”

সেই রাত্রি অবসানে জটিল উরুবেলকাশ্যপ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাশ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ! যেখানে পূর্বে পুষ্করিণী ছিল না সেখানে পুষ্করিণী, যেখানে পূর্বে শিলা স্থাপিত ছিল না সেখানে শিলা স্থাপিত, পূর্বে যেই ককুধশাখা অবনত ছিল না তাহা এখন অবনত, ইহার কারণ কি?”

…কাশ্যপ! আমি পাংশুকুল বস্ত্র লাভ করিয়াছিলাম। তখন মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—‘কোথায় আমি এই পাংশুকুল বস্ত্র ধৌত করিব?’ দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে আমার চিত্তবিতর্ক জানিতে পারিয়া স্বহস্তে পুষ্করিণী খনন করিয়া আমাকে কহিলেন—‘প্রভো! আপনি এইস্থানেই পাংশুকুল বস্ত্র ধৌত করুন।’ অমনুষ্য দ্বারা খণ্ডিত এই পুষ্করিণী। পুনরায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—‘কিসের উপর আমি এই পাংশুকুল বস্ত্র ধৌত করিব? দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে আমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া সেই স্থানে এক বৃহৎ শিলা স্থাপন করিয়া রাখিলেন এবং আমাকে বলিলেন—‘প্রভো। আপনি ইহার উপর পাংশুকুল বস্ত্র ধৌত করিতে পারেন।’ এই শিলাও অমনুষ্য দ্বারা স্থাপিত। পুনরায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—‘আমি কি অবলম্বনে পুষ্করিণীতে অবতরণ করিব?’ ককুধবৃক্ষবাসী দেবতা স্বচিত্তে আমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া বৃক্ষশাখা অবনত করিলেন এবং আমাকে কহিলেন—‘প্রভো! ইহা অবলম্বন করিয়া আপনি অবতরণ করুন।’ তাই অবনত এই ককুধবৃক্ষ। পুনরায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—‘আমি কিসের উপর পাংশুকুল বস্ত্র প্রসারিত করিব?’

দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে আমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া এক বৃহৎ শিলা স্থাপন করিয়া রাখিলেন এবং আমাকে কহিলেন—'প্রভো ! এইস্থানে পাংশুকুল প্রসারিত করুন।' অমনুষ্য দ্বারা স্থাপিত এই শিলা।"

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে দেবেন্দ্র শক্রও তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

ভগবান উরুবেলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৭ নং প্রাতিহার্য্য। জটিল উরুবেলকাশ্যপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"মহাশ্রমণ ! এখন ভোজনের সময়, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

"কাশ্যপ চল, আমি আসিতেছি"—এই বলিয়া ভগবান জটিলকে পূর্ব্বে বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণে এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে, সেই বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া কাশ্যপের পূর্ব্বেই অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইলেন। জটিল দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান পূর্ব্ব হইতে অগ্ন্যাগারে সমাসীন আছেন। তাঁহাকে সমাসীন দেখিয়া তিনি কহিলেন—"মহাশ্রমণ ! তুমি কোন্ পথে আসিলে ? আমি ত তোমার পূর্ব্বেই যাত্রা করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার পূর্ব্বেই আসিয়া এই অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছ।"

"কাশ্যপ। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণে এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে সেই বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া তোমার পূর্ব্বেই অগ্নিশালায় সমাসীন হইয়াছি। কাশ্যপ ! যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে এই বর্ণসম্পন্ন, রসসম্পন্ন ও গন্ধসম্পন্ন জম্বু ফল খাইতে পার।"

"না, মহাশ্রমণ। তুমি আহরণ করিয়াছ তুমিই ইহা ভোগ কর।"

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তিনি আমাকে পূর্বে বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণে এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে সেই বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া আমার পূর্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

ভগবান জটিল উরুবেলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৮, ৯ ও ১০ নং প্রাতিহার্য।—জটিল উরুবেলকাশ্যপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাশ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।”

“কাশ্যপ। চল, আমি আসিতেছি”—এই বলিয়া ভগবান জটিলকে পূর্বে বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণে এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে তাহার অবিদূরে অবস্থিত আম্র, আমলকী এবং হরীতকী বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া কাশ্যপের পূর্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইলেন। ইত্যাদি (পূর্ববৎ)

১১ নং প্রাতিহার্য্য।—জটিল উরুবেলকাশ্যপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাশ্রমণ। এখন ভোজনের সময়, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।”

“কাশ্যপ। চল, আমি আসিতেছি”—এই বলিয়া ভগবান জটিলকে পূর্বে বিদায় করিয়া, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে গমন করিয়া, পারিজাত পুষ্প সংগ্রহ করিয়া, কাশ্যপের পূর্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইলেন। জটিল দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান পূর্ব্ব হইতে অগ্ন্যাগারে সমাসীন আছেন। তাঁহাকে সমাসীন দেখিয়া তিনি কহিলেন—“মহাশ্রমণ। তুমি কোন্ পথে আসিলে? আমি ত তোমার পূর্ব্বেই যাত্রা করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমার পূর্ব্বেই আসিয়া এই অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছ।”

“কাশ্যপ। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বিদায় করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে গমন করিয়া, পারিজাত পুষ্প সংগ্রহ করিয়া, তোমার পূর্ব্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছি। কাশ্যপ, ইহাই বর্ণসম্পন্ন, গন্ধসম্পন্ন পারিজাত পুষ্প।”

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—“মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তিনি আমাকে পূর্ব্বে বিদায় করিয়া আমার পূর্ব্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।”

১২ নং প্রাতিহার্য্য।—সেই সময়ে জটিলগণ অগ্নির পরিচর্য্যাকল্পে কাষ্ঠ খণ্ডিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহাদের মনে হইল,—নিশ্চয় মহাশ্রমণের ঋদ্ধিমায়া-প্রভাবে আমরা কাষ্ঠ খণ্ডিত করিতে পারিতেছি না।

ভগবান জটিল উরুবেলকাশ্যপকে কহিলেন—"কাশ্যপ। আমি কি কাষ্ঠ খণ্ডিত করিব ?" "মহাশ্রমণ! খণ্ডিত কর দেখি।" ভগবান এক আঘাতেই পঞ্চ শত কাষ্ঠ খণ্ডিত করিলেন।

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাঁহার প্রভাবে কাষ্ঠও খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

১৩ নং প্রাতিহার্য্য।—সেই সময়ে জটিলগণ অগ্নির পরিচর্য্যাকল্পে অগ্নি জ্বালিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—নিশ্চয় মহাশ্রমণের ঋদ্ধিমায়া, যেই জন্য আমরা অগ্নি জ্বালিতে পারিতেছি না। তখন ভগবান জটিল উরুবেলকাশ্যপকে কহিলেন—"কাশ্যপ। অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইবে কি ?" "মহাশ্রমণ। অগ্নি প্রজ্বলিত করা হউক।" একসঙ্গেই পঞ্চ শত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল।

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"মহাশ্রমণ ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন যে তাঁহার প্রভাবে অগ্নিও প্রজ্বলিত হইতেছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

১৪ নং প্রাতিহার্য্য—সেই সময়ে জটিলগণ অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন জটিলদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—নিশ্চয় ইহা মহাশ্রমণের ঋদ্ধিমায়া, সেই জন্য আমরা অগ্নি নির্বাপিত করিতে পারিতেছি না। ভগবান জটিল উরুবেলকাশ্যপকে কহিলেন—"কাশ্যপ অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হইবে কি ?" "মহাশ্রমণ! অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হউক।" একসঙ্গেই পঞ্চশত অগ্নিকুণ্ড নির্ব্বাপিত হইল।

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাঁহার প্রভাবে অগ্নিও নির্ব্বাপিত হইতেছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

১৫ নং প্রাতিহার্য। সেই সময়ে জটিলগণ শীত ও হেমন্ত রাত্রিতে অন্তরাষ্টকে হিমপাত সময়ে[১] নৈরঞ্জনা নদীতে ডুব দিতেন, ভাসিয়া উঠিতেন,

১। বিনয় মতে সংবৎসরে ঋতু তিনটি। তন্মধ্যে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিমাস হেমন্ত ঋতু নামে কথিত। মাঘমাসের শেষ চারিরাত্রি এবং ফাল্গুন মাসের প্রথম চারিরাত্রি 'অন্তরাষ্টক' বলিয়া অভিহিত হয়। এই সময়েই অধিক পরিমাণে হিমপাত হইয়া

এবং পুনঃ পুনঃ ডুবা-উঠা করিতেন। তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে পঞ্চশত মালসা নির্মাণ করিয়া রাখিলেন, যাহাতে জটিলগণ জল হইতে উঠিয়া দেহ উত্তপ্ত করিতে পারিলেন। (পূর্ববৎ)

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাঁহার প্রভাবে এই মালসাসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

১৬ নং প্রাতিহার্য্য।—সেই সময়ে মহা অকালমেঘ উত্থিত হইয়া প্রচুর বারি বর্ষিত হইল, মহাজলস্রোত সঞ্জাত হইল। যেখানে ভগবান অবস্থান করিতেছিলেন তাহা জলে ভরপুর হইল। তখন ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—'আমি চতুর্দ্দিকের জলরাশি অপসারিত করিয়া মধ্যস্থলে 'রেণুহত' (ধূলিযুক্ত) ভূমিতে পাদচারণ করিব।' এই ভাবিয়া ভগবান চতুর্দ্দিক হইতে জলরাশি অপসারিত করিয়া মধ্যে রেণুহত ভূমিতে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।[১] মহাশ্রমণ জলে নিমগ্ন না হউক এই উদ্দেশ্যে জটিল উরুবেলকাশ্যপ নৌকা লইয়া বহুসংখ্যক জটিলসহ যেই স্থানে ভগবান অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান চতুর্দ্দিকের জলরাশি অপসারিত করিয়া মধ্যস্থলে রেণুহত ভূমিতে পাদচারণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনি ভগবানকে কহিলেন— 'তুমিই কি মহাশ্রমণ?" "হাঁ, কাশ্যপ, আমি এই স্থানেই।" ভগবান এই বলিয়া আকাশে উত্থিত হইয়া নৌকায় অবতরণ করিলেন।

তখন উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল "মহাশ্রমণ দিব্যশক্তি ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন, যেহেতু জলও তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

অনন্তর ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—এই মোঘ পুরুষ (মূর্খ)

থাকে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (২.৪.১) মতে: "হেমন্তশিশিরয়োশ্চতুর্ণাম্ অষ্টমীষু অষ্টকাঃ"। "হেমন্ত ও শীত ঋতুর চারি কৃষ্ণপক্ষের প্রথম অষ্ট তিথি লইয়াই অষ্টকা, যাহা পিতৃপুরুষের তর্পণের পক্ষে প্রশস্ত সময়।" B. M. Barua, **Gaya and Buddhagaya p. 243.**

১। হিউয়েন্-সাঙ এখানেও একটি স্তূপ দেখিয়াছিলেন (২য় খণ্ড, ৭ম অধ্যায় পৃঃ ১৩০)

চিরকালই ভাবিবে 'মহাশ্রমণ মহা দিব্যশক্তি ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন বটে, কিন্তু তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।' অতএব আমি এই জটিলের মধ্যে উদ্বেগ সঞ্চার করিব। এই ভাবিয়া তিনি উরুবেলকাশ্যপকে কহিলেন—"কাশ্যপ! তুমি অর্হৎ নও, অর্হত্ত্ব-মার্গারূঢ়ও নও, তোমার সেই প্রতিপদও (পন্থাও) নাই যদ্দ্বারা তুমি অর্হৎ কিংবা অর্হত্ত্ব-মার্গারূঢ় হইতে পার।"

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপ ভগবানের পদে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! আমি আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?"

"কাশ্যপ! তুমি যে পঞ্চশত জটিলের নায়ক, বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ, প্রমুখ্য তাহাদের প্রতিও ফিরিয়া দেখ! তারপর তাহারা যাহা ভাল মনে করে তাহাই করিবে।" তিনি জটিলদের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া জটিলদিগকে কহিলেন—"আমি মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি, তোমরা যাহা ভাল মনে কর তাহা কর।"

"আচার্য্য! আমরা ত পূর্ব্ব হইতেই মহাশ্রমণে অভিপ্রসন্ন (শ্রদ্ধাবান), আপনি যদি তাঁহার অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন তাহা হইলে আমরা সকলেও তাহা করিব।" এই বলিয়া ঐ জটিলগণ কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রী জলে প্রবাহিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন—"প্রভো! আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?"

"ভিক্ষুগণ! এস, ধর্ম্ম সু-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর, সম্যক্‌ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই তাঁহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

জটিল নদী কাশ্যপ দেখিতে পাইলেন—কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নি-হোত্রের সামগ্রী নিচয় জলে ভাসিতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—'আশা করি আমার ভ্রাতার কোন বিপদ হয় নাই।' এই ভাবিয়া তিনি জটিলগণকে পাঠাইয়া দিলেন—যাও, আমার ভ্রাতা কেমন আছেন গিয়া জান। তিনি স্বয়ং তিনশত জটিল সহ আয়ুষ্মান উরুবেলকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—"কাশ্যপ! ইহা কি তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ?"

"হাঁ ভাই, ইহাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।"

তখন ঐ জটিলগণও কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রী নিচয়

জলে ভাসাইয়া দিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন—"প্রভো! আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?"

"ভিক্ষুগণ! এস, ধর্ম্ম সু-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর, সম্যক্ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই তাঁহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

জটিল গয়াকাশ্যপ দেখিতে পাইলেন—কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নি-হোত্রের সামগ্রী নিচয় জলে ভাসিতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"আশা করি আমার ভ্রাতার কোন বিপদ হয় নাই।" এই ভাবিয়া তিনি জটিলগণকে পাঠাইয়া দিলেন—যাও, আমার ভ্রাতা কেমন আছেন গিয়া জান। তিনি স্বয়ং দুইশত জটিলসহ আয়ুষ্মান্ উরুবেল-কাশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—"কাশ্যপ! ইহা কি তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ?"

"হাঁ ভাই, ইহাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।"

তখন ঐ জটিলগণও কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীনিচয় জলে ভাসাইয়া দিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন—"প্রভো! আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?"

"ভিক্ষুগণ! এস, ধর্ম্ম সু-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর, সম্যক্ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই তাঁহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।[১]

আদীপ্ত-পর্য্যায়-দেশনা

ভগবান উরুবেলায় যথারুচি অবস্থান করিয়া গয়াশীর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে এক বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ,—সহস্রসংখ্যক ভিক্ষু, যাঁহারা সকলেই পূর্বে জটিল ছিলেন। ভগবান সহস্র ভিক্ষু সহ গয়ায় গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে ভিক্ষুগণ! সমস্তই জ্বলিতেছে। সমস্ত কি কি? চক্ষু

১। তিন কাশ্যপভ্রাতা যেখানে দীক্ষিত হইয়াছিলেন সেখানে স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া ফাহিয়ান বর্ণনা করিয়াছেন (৩১শ অধ্যায়)। অমরাবতী, সাঞ্চী এবং গান্ধারে এই দৃশ্য খোদিত দৃষ্ট হয়।

জ্বলিতেছে, রূপ জ্বলিতেছে, চক্ষু-বিজ্ঞান জ্বলিতেছে, চক্ষু-সংস্পর্শ জ্বলিতেছে এবং চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা—সুখবেদনা, দুঃখবেদনা কিংবা নাদুঃখ-নাসুখ বেদনা জ্বলিতেছে। কিসের দ্বারা জ্বলিতেছে? আমি বলি—রাগাগ্নিতে, দ্বেষাগ্নিতে, মোহাগ্নিতে জ্বলিতেছে। জন্মের কারণ, জরার কারণ, মৃত্যুর কারণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও নৈরাশ্যের কারণ জ্বলিতেছে।

হে ভিক্ষুগণ! শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে।

হে ভিক্ষুগণ! ইহা দেখিয়া শ্রুতবান আর্য্যশ্রাবক চক্ষুবিষয়ে, রূপে, চক্ষু-বিজ্ঞানে, চক্ষুসংস্পর্শে, চক্ষুসংস্পর্শজ সুখবেদনায়, দুঃখবেদনায় অথবা নাদুঃখ-নাসুখ বেদনায় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ শ্রোত্রে, শব্দে, ঘ্রাণে, গন্ধে, জিহ্বায়, রসে, কায়ে, স্পর্শে, মনে এবং ধর্ম্মেও নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলে বীতরাগ হয়, বীতরাগ হইলে বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং সে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারে—'আমার জন্ম-বীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর আমাকে অত্র আসিতে হইবে না।'

এই বিবৃতি প্রদানকালে সহস্র ভিক্ষুর চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আস্রব হইতে বিমুক্ত হইল।

অধ্যায়—একুশ

বিম্বিসারের দীক্ষা

ভগবান গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে যথারুচি অবস্থান করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে বৃহৎ ভিক্ষু-সঙ্ঘ—সহস্র সংখ্যক ভিক্ষু, যাঁহারা সকলে পূর্ব্বে জটিল ছিলেন। ভগবান ক্রমাগত পর্য্যটন করিয়া রাজগৃহে উপনীত হইলেন এবং তথায় লট্‌ঠিবনোদ্যানে সুপ্রতিষ্ঠচৈত্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মগধ-রাজ শ্রেণিক বিম্বিসার শুনিতে পাইলেন যে, শাক্যকুল-প্রব্রজিত শ্রমণ

গৌতম রাজগৃহে উপনীত হইয়া রাজগৃহ-সন্নিধানে লট্ঠিবনোদ্যানে[১] সুপ্রতিষ্ঠ-চৈত্যে[২] অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এইরূপ কল্যাণ কীর্ত্তিশব্দ অভ্যুত্থিত হইয়াছে—'তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর, দম্যপুরুষসারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং দেবমনুষ্য, এই সর্ব্ব লোক স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ। তিনি অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র, পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশিত করেন। এইরূপ অর্হতের দর্শন লাভ করা উত্তম হইবে মনে করিয়া মগধ-রাজ শ্রেণিক বিম্বিসার একলক্ষ বিশ হাজার মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতি দ্বারা পরিবৃত হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। ঐ একলক্ষ বিশ হাজার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও কেহ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, কেহ বা তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ প্রসঙ্গে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া, কেহ বা কৃতাঞ্জলি হইয়া, কেহ বা ভগবানের নিকট নামগোত্রে আত্মপরিচয় দিয়া, আর কেহ বা মৌনভাব অবলম্বন করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন একলক্ষ বিশ হাজার মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহস্থগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—'মহাশ্রমণই কি উরুবেলকাশ্যপের অধীনে অথবা উরুবেলকাশ্যপই মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছেন?'

তখন ভগবান স্বচিত্তে তাঁহাদের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া আয়ুষ্মান উরুবেলকাশ্যপকে গাথাযোগে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

"ওহে উরুবেলবাসি, কৃশতনু জটিলের গুরু তুমি ছিলে,
বল তুমি কি দেখিয়া, হে কাশ্যপ, হে তপস্বি, অগ্নিরে ত্যজিলে?
জিজ্ঞাসি তোমারে, কহ এবিষয়, জটিলের গুরু তুমি ছিলে,
কি কারণে অগ্নিহোত্র, অগ্নিচর্য্যা, ইষ্টযজ্ঞ, সকলি ত্যজিলে?"

কাশ্যপ—

"রূপে শব্দে আর রসে, সুবাখানে ইষ্টযজ্ঞে সুকামিনিগণ,
এই মল উপাধিতে, জানি তা'ই, যজ্ঞেহোত্রে রত নাহি মন।"

১। হিউয়েন সাঙ্ ইহাকে 'যষ্টিবন' বলিয়াছেন যাহাতে বেণুকুঞ্জ ছিল ইহা রাজগৃহের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল—Beal, p. 145 f.

২। ঐ নামীয় চৈত্যগৃহে বা বটবৃক্ষমূলে।

ভগবান—

"রূপে শব্দে আর রসে, হে কাশ্যপ, যদি হেথা রত নাহি মন,
তবে বল, হে কাশ্যপ, কোথা এবে, কোন্ লোকে রত তব মন?"

কাশ্যপ—

"হেরি সেই শান্তপদ, নিরুপাধি, কামমুক্ত, যাহা অকিঞ্চন,
অন্যথা যাহার নাই, ভূততা তথতা যাহা অনন্যগমন।
সেই শান্তিপদে রত, নিরুপাধি, অনাসক্তি, যাহা অকিঞ্চন,
ইষ্টযজ্ঞে, অগ্নিহোত্রে, রূপে শব্দে আর রসে রত নাহি মন।"

অতঃপর আয়ুষ্মান উরুবেলকাশ্যপ আসন হইতে উঠিয়া একাংশ আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ পরিধান করিয়া, ভগবানের পাদে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া ভগবানকে তিনবার কহিলেন: "প্রভো! আপনি শাস্তা, আমি শ্রাবক।" তখন মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের মনে হইল: "কাশ্যপই মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছেন।"

ভগবান স্বচিত্তে ঐ মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের চিত্তপরিবিতর্ক জানিয়া তাহাদিগকে আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের দোষ, অপকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা প্রকাশ করিলেন। যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের চিত্ত কল্য (সুস্থ), মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র (প্রফুল্ল) ও প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্ম্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন, যথা—দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যক্‌ভাবে রঙ্ প্রতিগ্রহণ করে তেমনই রাজা বিম্বিসার প্রমুখ মগধবাসী একাদশ অযুত ব্রাহ্মণ গৃহস্থদের সেই আসনে বিরজ বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।' এক অযুত ব্যক্তি ভগবানের উপাসকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন।

তখন মগধ-রাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন:—"প্রভো! কুমার অবস্থায় আমার পাঁচটি কামনা ছিল, তাহা এখন পূর্ণ হইল। প্রথম, আমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইব, দ্বিতীয়, আমার রাজ্যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অবতীর্ণ হইবেন, তৃতীয়, আমি সেই ভগবানের

পর্য্যুপাসনা করিব, **চতুর্থ,** ভগবান আমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, **পঞ্চম,** আমি ভগবানের ধর্ম্ম উপলব্ধি করিব। প্রভো! কুমার অবস্থায় আমার এই পঞ্চ কামনা ছিল যাহা এখন পূর্ণ হইয়াছে।

"প্রভো! . অতি সুন্দর! অতি মনোহর! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায়, তেমনই ভাবে ভগবান বহু পর্য্যায়ে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো! আমি ভগবানের শরণাগত হইতেছি, ধর্ম্ম এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরণ আমাকে উপাসকরূপে ধারণ করুন। প্রভো! আগামী কল্যের জন্য ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ আমার গৃহে অন্নভোজন করিতে সম্মত হউন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর রাজা শ্রেণিক বিম্বিসার ভগবান সম্মত হইয়াছেন জানিয়া আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাকে পুরোভাগে দক্ষিণ-পার্শ্বে রাখিয়া ধীরপদে প্রস্থান করিলেন। তিনি সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন। ভগবানকে সময় জানাইলেন:—"প্রভো! এখন ভোজনের সময়, অন্নপ্রস্তুত হইয়াছে।" ভগবান পূর্ব্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘ—সহস্রসংখ্যক ভিক্ষু, যাঁহারা সকলে পূর্ব্বে জটিল ছিলেন।

তখন দেবেন্দ্র শক্র মনোহর মানবরূপ (তরুণ ব্রাহ্মণের রূপ) নির্ম্মাণ করিয়া (গ্রহণ করিয়া) নিম্নোক্ত গাথাগুলি গীতস্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

"দান্ত সঙ্গে দান্ত পূর্ব্ব-জটিলের দল,
বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।
সুবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।
শান্ত সঙ্গে শান্ত পূর্ব্ব-জটিলের দল,
বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।
সুবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।
মুক্ত সঙ্গে মুক্ত পূর্ব্ব-জটিলের দল,

বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।
সুবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।
তীর্ণ সঙ্গে তীর্ণ পূর্ব্ব-জটিলের দল,
বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।
সুবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।
দশআর্য্যবাসে বাস, দশবলধর,
দশধর্ম্মবিদ্, দশগুণে গুণধর।
দশশত-পরিবৃত শাস্তা সুমহান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।"

জনতা দেবেন্দ্র শক্রকে দেখিয়া বলিতে লাগিলঃ আহা! এই মানব (ব্রাহ্মণ যুবক) দেখিতে বড় সুন্দর! কি মনোহর। না জানি সে কাহার তনয়! তদুত্তরে দেবেন্দ্র শক্র ঐ জনতাকে সম্বোধন করিয়া গাথাযোগে বলিলেনঃ—

"যিনি ধীর শান্ত দান্ত সকল প্রকারে,
যিনি শুদ্ধ অদ্বিতীয় ধরার মাঝারে।
যিনি অরহৎ লোকে সুগত সুজন,
সেবক তাঁহার আমি নগণ্য ব্রাহ্মণ।"

অতঃপর ভগবান মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের গৃহে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসংঘ সহ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে খাদ্য ও ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভুক্তাবসানে ভগবান ভোজনপাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "ভগবান কোথায় বাস করিবেন, তিনি এমন একস্থানে বাস করিবেন যাহা লোকালয় হইতে অতি দূরেও নহে, অতি নিকটেও নহে, যেখানে দর্শনকামী ব্যক্তিগণ সহজে গমনাগমন করিতে পারে, যাহা দিবাভাগে জনাকীর্ণ নহে, রাত্রিকালে নিঃশব্দ, নির্ঘোষ (কোলাহলরহিত), নির্জ্জন, যাহা মনুষ্যের নিকট রহস্যোদ্দীপক এবং ধ্যানের পক্ষে উপযোগী। "আবার মগধ-রাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের মনে

হইল—" এই বেণুবনোদ্যানই সেই স্থান, যাহা লোকালয় হইতে অতিদূরেও নহে, অতিনিকটেও নহে, যেখানে দর্শনকামী ব্যক্তিগণ সহজে গমনাগমন করিতে পারে, যাহা দিবাভাগে জনাকীর্ণ নহে, রাত্রিকালে নিঃশব্দ, নির্ঘোষ (কোলাহলরহিত), নির্জ্জন, যাহা মনুষ্যের নিকট রহস্যোদ্দীপক এবং ধ্যানের পক্ষে উপযোগী। এখানে রমণীয় প্রাসাদ, হর্ম্য, বিমান, বিহার, অড্ঢযোগ (ঈগলপাখীর প্রসারিত ডানার ন্যায় ছাদযুক্ত গৃহ) এবং মণ্ডপাদি আছে।[১] অতএব আমি এই বেণুবনোদ্যান বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিব।" এই ভাবিয়া তিনি স্বর্ণভৃঙ্গার হস্তে গ্রহণ করিয়া যথারীতি জল ঢালিয়া ভগবানের নিকট উদ্যান অর্পণ করিলেনঃ "প্রভো! আমি এই বেণুবনোদ্যান বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিতেছি।"[২] কথিত আছে যে, যখন রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের হাতে জল ঢালিয়া বেণুবন মহাবিহার দান করিতেছিলেন তখন মহাপৃথিবী একবার কম্পিত হইয়াছিল।[৩] জম্বুদ্বীপে আর কোন আরাম (বিহার) দান কালে মহাপৃথিবী কম্পিত হয় নাই। সিংহলরাজ দেবানম্পিয়তিস্সের নিকট হইতে অনুরাধপুরের 'মহামেঘবন' দান স্বরূপ গ্রহণ করায় সময় অর্হৎ মহিন্দ বেণুবন দানের কথা এবং মহাপৃথিবী কম্পিত হওয়ায় কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।[৪] ভগবান সাদরে প্রদত্ত দান গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভগবান মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ করিয়া, সন্দৃপ্ত করিয়া, সমুত্তেজিত করিয়া এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভগবান এই প্রসঙ্গে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি, তোমরা আরামে (বিহারে) বাস কর।" ইহাই বুদ্ধকর্তৃক সর্বপ্রথম বিহার প্রতিগ্রহণ।

১। বুদ্ধবংসট্ঠকথা, পৃ. ২১।

২। বেণুবনোদ্যান দানের দৃশ্য সাঞ্চীতে দৃষ্ট হয়।

৩। বুদ্ধবংসট্ঠকথা, পৃ. ২১; অপদান-অট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫।

৪। মহাবংস, ১৫শ অধ্যায়, পৃ. ১৭।

শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের দীক্ষা[1]

সেই সময়ে সঞ্জয় পরিব্রাজক আড়াইশত পরিব্রাজক-গঠিত বৃহৎ পরিষদ সহ রাজগৃহে বাস করিতেন। শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন সঞ্জয় পরিব্রাজকের অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেন। তাঁহারা পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম অমৃতপদ লাভ করিবেন তিনি অপরকে তাহা জানাইবেন। একদিন আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎ পূর্ব্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, ভিক্ষান্নের জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গমন, আলোকন, বিলোকন, সঙ্কোচন ও প্রসারণ অতি সুন্দর। অধোদিকে তাঁহার দৃষ্টি বিন্যস্ত এবং তাঁহার ঈর্য্যাপথ (দেহের ভঙ্গী) সৌষ্ঠব-যুক্ত। শারীপুত্র পরিব্রাজক দেখিতে পাইলেন যে, আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎ ভিক্ষান্নের জন্য রাজগৃহে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার গমন, আলোকন, সঙ্কোচন ও প্রসারণ অতি সুন্দর। অধোদিকে তাঁহার দৃষ্টি বিন্যস্ত এবং তাঁহার ঈর্য্যাপথ সৌষ্ঠবযুক্ত। তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল, জগতে অর্হৎ বা অর্হত্ত্ব-মার্গারূঢ়দের মধ্যে এই ভিক্ষু অন্যতম। আমি তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিব, 'বন্ধো! তুমি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছ, কে তোমার শাস্তা, কোন্ ধর্ম্মেই বা তোমার রুচি?' তখন আবার তাঁহার মনে হইল, 'এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পক্ষে এখন অসময়, যেহেতু ভিক্ষু লোকালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করিতেছেন। অতএব আমি ভাঁহার জ্ঞান মুক্তিমার্গ জানিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব।' অনন্তর আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎ রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিয়া, ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমম করিলেন। শারীপুত্র পরিব্রাজক আয়ুষ্মান্ অশ্বজিতের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে তাঁহার সহিত কুশল-প্রশ্ন বিনিময় করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, একান্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া তিনি আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎকে কহিলেন[2]:—"বন্ধো! তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম বিপ্রসন্ন (অনাবিল ও পরিশুদ্ধ হইয়াছে) এবং তোমার দেহচ্ছবি অতি

১। বিনয়পিটক, ১ম খণ্ড, মহাবগ্গ, মহাস্কন্ধক।

২। শারীপুত্রের সহিত ভিক্ষু অশ্বজিৎ-এর প্রথম সাক্ষাত স্থানে স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। ফাহিয়ান (২৮শ অধ্যায়) এবং হিউয়েন-সাঙ্ (২য় খণ্ড, ৯ম অধ্যায় পৃ. ১৫০) উভয়েই এইস্থানে স্তূপ দেখিয়াছেন।

পরিষ্কার। কাহার উদ্দেশ্যে তুমি প্রব্রজিত, কে-বা তোমার শাস্তা এবং কোন্ ধর্ম্মেই বা তোমার রুচি ?"

"বন্ধো! যেই মহাশ্রমণ শাক্যপুত্র এবং শাক্যকুল-প্রব্রজিত সেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই আমি প্রব্রজিত, তিনি আমার শাস্তা এবং তাঁহার ধর্ম্মেই আমার রুচি।"

"আপনার শাস্তা কোন মতবাদী এবং কি-ই বা তিনি প্রচার করেন ?"

"বন্ধো! আমি এই পথে নূতন পথিক, অচির-প্রব্রজিত, এই ধর্ম্ম-বিনয়ে অধুনাগত, আমি তোমার নিকট বিস্তারিতভাবে ধর্ম্ম উপদেশ করিতে সমর্থ নহি, তবে সংক্ষেপে ইহার মর্ম্ম বলিতে পারি।"

তখন শারীপুত্র পরিব্রাজক আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎকে কহিলেন : বন্ধো! তাহাই হউক।

"অল্প বল কিংবা বল অধিক বচন,
কহ সার অর্থ, অর্থ মম প্রয়োজন,
অর্থ নিয়া কাজ মোর, অর্থে প্রয়োজন,
কি করিবে অর্থহীন অধিক ব্যঞ্জন ?"

তখন আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎ শারীপুত্র পরিব্রাজকের নিকট এই ধর্ম্মপর্য্যায় (ধর্ম্মোক্তি) ব্যক্ত করিলেন :—

"যে সব ধর্ম্মের হয় হেতুতে উদ্ভব,
সুগত তাদের হেতু প্রকাশিল সব।
তা'দের নিরোধ যাহা করিল বর্ণন,—
এই মতবাদী জান সে মহাশ্রমণ।"[১]

এই ধর্ম্মপর্য্যায় শ্রবণ করিলে শারীপুত্র পরিব্রাজকের বিরজ বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।'

"তাই যদি হয়, ধর্ম্ম ইহা সুনিশ্চয়,
পেয়েছ পরম পদ, অশোক অব্যয়।'

১। পালিতে—"যে ধম্মা হেতুপ্পভবা হেতুং তেসং তথাগতো আহ।
তেসং চ যো নিরোধো এবংবাদী মহাসমণো।"
সংস্কৃতে—"যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতো হ্যবদৎ।
তেষাং চ যো নিরোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ।"

অদৃষ্ট আছিল চির, লোকের অজ্ঞাত,
যদিও খুঁজেছে নর বহু কল্প শত।"

অনন্তর শারীপুত্র পরিব্রাজক মৌদ্গল্যায়ন পরিব্রাজকের নিকট উপস্থিত হইলেন। মৌদ্গল্যায়ন দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন যে, শারীপুত্র তাঁহার দিকে আসিতেছেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেনঃ "শারীপুত্র! তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম যে অতি প্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তোমার দেহচ্ছবি যে অতি পরিষ্কার হইয়াছে, তুমি কি অমৃতপদ লাভ করিয়াছ?"

"হ্যাঁ, মৌদ্গল্যায়ন, আমি অমৃতপদ লাভ করিয়াছি।"

"শারীপুত্র! কিরূপে তুমি তাহা লাভ করিলে?"

শারীপুত্র মৌদ্‌গল্যায়নকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলেন।

এই ধর্ম্মপর্য্যায় (ধর্ম্মতত্ত্ব) শ্রবণ করিলে মৌদ্গল্যায়ন পরিব্রাজকেরও বিরজ বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—

"তা'ই যদি হয়, ধর্ম্ম ইহা সুনিশ্চয়,
পেয়েছ পরম পদ অশোক অব্যয়।
অদৃষ্ট আছিল চির, লোকের অজ্ঞাত,
যদিও খুঁজেছে নর বহু কল্প শত।"

অনন্তর মৌদ্গল্যায়ন শারীপুত্রকে কহিলেনঃ—"শারীপুত্র! চল আমরা ভগবানের নিকট যাই, তিনিই ত আমাদের শাস্তা। এই যে আড়াই শত পরিব্রাজক আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া এস্থানে বাস করিতেছে তাহাদের দিকেও ফিরিয়া দেখিব, তাহারা যাহা ভাল মনে করিবে তাহাই করিবে।" শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ঐ পরিব্রাজকগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেনঃ—"বন্ধুগণ! আমরা ভগবানের নিকট যাইতেছি, তিনিই আমাদের শাস্তা।"

"আমরা আপনাদের আশ্রয়ে আপনাদের মুখপানে তাকাইয়া এখানে আছি, যদি আপনারা মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন তবে আমরা সকলেও তাহাই করিব।"

অতঃপর শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সঞ্জয় পরিব্রাজকের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেনঃ "পরিব্রাজক! আমরা ভগবানের নিকট যাইতেছি, তিনিই আমাদের শাস্তা।"

"তোমাদের যাইয়া কাজ নাই, তোমরা যাইও না, আমরা তিনজনেই এই পরিব্রাজকগণের পরিচালনা করিব।"

দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও শারীপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন তাহাই বলিলেন এবং সঞ্জয় পরিব্রাজকও তাহাই উত্তর করিলেন।

অনন্তর শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন আড়াই শত পরিব্রাজককে লইয়া বেণুবনে উপস্থিত হইলেন। ভগবান রাজা বিম্বিসার কর্তৃক বেণুবনারাম দান স্বরূপ লাভ করিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষা (বর্ষাকালীন ত্রৈমাসিক ব্রত) এখানেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তখনই শারীপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন বুদ্ধের নিকট আসিয়াছিলেন।[১] এদিকে সেইস্থানেই সঞ্জয় পরিব্রাজকের মুখ দিয়া সদ্য রক্ত নির্গত হইল।

ভগবান দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন যে, শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন তাঁহার দিকে আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! কোলিত এবং উপতিষ্য নামে তোমাদের ঐ যে দুইজন সহায় আসিতেছে তাহারাই আমার অগ্রশ্রাবকযুগল, ভদ্রযুগল হইবে।"

যাঁহারা গভীর জ্ঞানবিষয়ে পারদর্শী হইয়া উপধিক্ষয়ে অনুত্তর বিমুক্তি আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা বেণুবনে উপস্থিত হইবার পূর্বেই শাস্তা তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! কোলিত ও উপতিষ্য নামে তোমাদের ঐ যে দুইজন সহায় আসিতেছে তাহারাই আমার অগ্রশ্রাবকযুগল, ভদ্রযুগল হইবে।"

শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের চরণে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন ঃ—"প্রভো! আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে ইচ্ছা করি।"

ভগবান কহিলেন ঃ—"ভিক্ষুগণ এস ; সু-আখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর, সম্যক্‌ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই তাঁহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

সেই সময়ে মগধের প্রসিদ্ধ ও অভিজাত কুলপুত্রগণ ভগবৎ শাসনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছেন দেখিয়া জনসাধারণ আন্দোলন করিতে, নিন্দা করিতে

১। বুদ্ধবংস-অট্‌ঠকথা, পৃ. ৩।

এবং সর্ব্বত্র দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ—"লোককে অপুত্রক করিবার জন্যই শ্রমণ গৌতম বদ্ধপরিকর, নারীর বৈধব্য সাধনের জন্যই শ্রমণ গৌতম বদ্ধপরিকর এবং কুলোচ্ছেদ করিবার জন্যই শ্রমণ গৌতম বদ্ধপরিকর। এইত সেদিন সহস্র জটিলকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন, এইত সেদিন সঞ্জয়ের দল হইতে আড়াই শত পরিব্রাজককে প্রব্রজিত করিলেন, আর এখন মগধের মত প্রসিদ্ধ ও অভিজাত কুলপুত্রগণ তাঁহার অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছেন।" তাহারা বুদ্ধপ্রব্রজিত ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া নিম্নগাথায় উত্তেজিত করিতে লাগিল ঃ—

"দেখি মোরা, সমাগত সে মহাশ্রমণ,
মগধের গিরিব্রজে, করিয়া হরণ
সঞ্জয়ের শিষ্য সবে, তবু তুষ্ট ন'ন,
না জানি এবার কারে করিবে হরণ !"

ভিক্ষুগণ শুনিতে পাইলেন যে, জনসাধারণ এইরূপে আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার করিতেছে। তাঁহারা ভগবানের নিকট সেই বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান কহিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! এই কোলাহল চিরদিন থাকিবে না, মাত্র সপ্তাহকাল থাকিবে, সপ্তাহগতে অন্তর্হিত হইবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ! যাহারা উক্তপ্রকার গাথায় তোমাদিগকে উত্তেজিত করে তোমরা তাহাদিগকে নিম্নগাথায় প্রত্যুত্তর দিবে।

"সত্য বটে মহাবীর করেন হরণ,
সদ্ধর্ম্মের বলে জয়ী তথাগত হন।
ধর্ম্মের প্রভাবে যদি করেন হরণ,
বিদ্বানে অসূয়া তবে কর কি কারণ ?"

সেই সময়ে জনসাধারণ ভিক্ষুগণকে দেখিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে উত্তেজিত করিতে লাগিল—

"দেখি মোরা, সমাগত সে মহাশ্রমণ,
মগধের গিরিব্রজে, করিয়া হরণ
সঞ্জয়ের শিষ্য সবে, তবু তুষ্ট ন'ন,
না জানি এবার কারে করিবে হরণ !"

ভিক্ষুগণ সেই জনসাধারণকে নিম্নোক্ত গাথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ঃ

"সত্য বটে মহাবীর করেন হরণ,
সদ্ধর্ম্মের বলে জয়ী তথাগত হন।
ধর্ম্মের প্রভাবে যদি করেন হরণ,
বিদ্বানে অসূয়া তবে কর কি কারণ?"

তখন জনসাধারণ বলিতে লাগিল ঃ—"ধর্ম্মের প্রভাবেই নাকি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ লোককে দলে নিয়া যাইতেছেন, অধর্ম্মের দ্বারা নহে!" সত্যসত্যই এই কোলাহল সপ্তাহমাত্র ছিল, সপ্তাহগতে তাহা অন্তর্হিত হইল।

শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের দীক্ষার পর বুদ্ধ রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বহুপুত্রক বটবৃক্ষমূলে অবস্থান করিবার সময় রাজগৃহের জনৈক ধনী গৃহপতি কাশ্যপকে ধর্মকথায় মুগ্ধ করিলেন এবং তাঁহাকে দীক্ষা দেন। তিনি পরে 'মহাকাশ্যপ' নামে সুপরিচিত হন এবং তাঁহারই চেষ্টায় বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তিনি ছিলেন ঐ সঙ্গীতির সভাপতি।

অধ্যায়—তেইশ

বুদ্ধের কপিলবস্তু আগমন

তথাগত সেই বেণুবন উদ্যানে অবস্থান করিবার সময় মহারাজ শুদ্ধোদন 'আমার পুত্র দীর্ঘ ছয় বৎসর দুষ্কর তপস্যায় পরম সম্বোধি লাভ করিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর সম্প্রতি রাজগৃহের বেণুবন উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন'—এই কথা শ্রবণ করিয়া জনৈক অমাত্যকে ডাকিয়া কহিলেন—'বৎস তুমি সহস্র অনুচর সঙ্গে লইয়া রাজগৃহে যাত্রা কর এবং আমার পুত্রকে বলিও—তোমার পিতা রাজা শুদ্ধোদন তোমাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। এই বলিয়া আমার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আসিও।' অমাত্য 'হ্যাঁ প্রভু' বলিয়া রাজার আদেশ শিরোধার্য করিয়া অনুচরবৃন্দ সঙ্গে লইয়া যতশীঘ্র সম্ভব ষাটযোজন পথ অতিক্রম করিলেন এবং ভগবান বুদ্ধ চারি পরিষদের[১] মধ্যে ধর্মপ্রচার করিবার সময়েই বিহারে প্রবেশ করিলেন। তাহা দর্শন করিয়া অমাত্য প্রধান 'রাজার প্রেরিত সংবাদ এখন থাক'—এই বলিয়া

১। চারি পরিষদ—ভিক্ষু, ভিক্ষুনী, উপাসক, উপাসিকা।

অনুচরবৃন্দ সহ ধর্মসভার একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শাস্তার মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ধর্মসভার শেষে সকলে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া তাঁহারা শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর ভগবান—'এস ভিক্ষুগণ' বলিয়া তাঁহার মঙ্গলহস্ত প্রসারণ করিলে, সেই মুহূর্তে সকলেই ঋদ্ধিময় পাত্রচীবরধারী শতবর্ষীয় স্থবিরের ন্যায় রূপান্তরিত হইয়া গেলেন। অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির পর আর্যগণ মধ্যস্থ (নিরপেক্ষ) ব্যক্তিতে পরিণত হন। তদ্ধেতু তাঁহারা বুদ্ধের নিকট রাজার প্রেরিত সংবাদ আর প্রকাশ করিলেন না। এদিকে রাজা চিন্তা করিতেছিলেন যে—'পুত্রকে আনয়নের জন্য যাহাকে পাঠাইলাম সেও ফিরিয়া আসিতেছে না, আর আমি কোন সংবাদও পাইতেছি না'—এই ভাবিয়া তিনি অন্য এক অমাত্যকে আহ্বান করিয়া একই নিয়মে পাঠাইয়া দিলেন। তিনিও তথায় গিয়া পূর্বের মতই সপারিষদ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। এইরূপে রাজা সহস্র অনুচর সহ ক্রমে বহু অমাত্যকে পাঠাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আত্মকর্তব্য সম্পাদন করিয়া সকলেই তথায় নিশ্চিন্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শুধু সংবাদমাত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেওয়ার কর্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন একজন বিশ্বস্ত লোকও না পাইয়া রাজা অত্যধিক উৎকন্ঠিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—এতগুলি দূত এ-পর্যন্ত পাঠানো হইল, কিন্তু আমার প্রতি তাহাদের স্নেহবন্ধনের অভাব হেতু কেহই আমার পুত্রের সংবাদটুকুও আমাকে আনিয়া দিল না। কে আমার কথা রক্ষা করিবে? এই বলিয়া তিনি রাজঅন্তঃপুরের সমগ্র অমাত্যকুলের কথা চিন্তা করিয়া একমাত্র কালুদায়ীকেই দেখিতে পাইলেন। রাজঅন্তপুরের মধ্যে তিনি মহারাজের অতি বিশ্বস্ত ও সর্ববিধ কার্যসম্পাদনে সমর্থবান অমাত্য ছিলেন। বোধিসত্ত্বের একই দিবসে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শৈশবে বোধিসত্ত্বের অন্যতম খেলার সাথী ছিলেন। অতএব রাজা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'বৎস কালুদায়ী, আমি আমার পুত্রকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া তাহাকে আনিবার জন্য এই পর্যন্ত নয় সহস্র লোক তথায় পাঠাইয়াছি। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, একজন লোকও ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সংবাদটুকু জানানোও প্রয়োজন বোধ করিল না। বৎস, মানুষের মৃত্যুর কথা বলা যায় না। আমি জীবিত থাকিতে থাকিতেই পুত্রকে দর্শন করিতে চাই। তুমি পুত্রকে আনিয়া আমাকে দর্শন করাইতে পারিবে কিনা বল?'

প্রত্যুত্তরে উদায়ী বলিলেন—'হাঁ, প্রভু, সমর্থ হইব তবে যদি আমি প্রব্রজিত হইতে পারি।'

'বৎস, তুমি প্রব্রজিত হইয়া হউক বা না হউক যেভাবেই সম্ভব আমার পুত্রকে নিয়া আস।' তখন উদায়ী 'হাঁ প্রভু' এই বলিয়া রাজার বার্তা বহন করিয়া অনুচরবৃন্দ সহ ক্রমে রাজগৃহ নগরে উপনীত হইলেন। শাস্তার ধর্মদেশনা কালে তাঁহারা বিহারে প্রবেশ করিয়া সভার একপ্রান্তে স্থিত হইয়া ধর্মশ্রবণ করিলেন এবং পরিশেষে সকলেই অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া 'এস ভিক্ষু' প্রথায় ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিলেন।

সম্বোধি লাভের পর তথাগত ঋষিপতনে প্রথম বর্ষা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। বর্ষাব্রতের পর প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া তিনি উরুবেলায় গিয়া তথায় তিন মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেখানে সহস্র শিষ্যের সহিত তিনভাই জটাধারী সন্ন্যাসীকে দীক্ষা দিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া পৌষ পূর্ণিমা দিবসে রাজগৃহে আগমন করিয়া তথায় দুইমাস কাটাইলেন। অর্থাৎ বারাণসী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর তথাগতের সর্বমোট পাঁচমাস পূর্ণ হইল। তখন হেমন্ত ঋতু সম্পূর্ণরূপে অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে ও কালুদায়ী রাজগৃহে পৌঁছিয়াছে তখন মাত্র সাত আট দিন গত হইয়াছে।

অতঃপর ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিবসে উদায়ী চিন্তা করিলেন—হেমন্ত ঋতু অতিক্রান্ত হইয়া এখন ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হইয়াছে। কৃষকেরা মাঠ হইতে শস্য সমূহ তুলিয়া আনিয়া সর্বসাধারণের জন্য নির্বিঘ্নে চলার পথ খুলিয়া রাখিয়াছে। সমগ্র ধরণীতল হরিদবর্ণ তৃণে সমাচ্ছাদিত এবং তরুলতা ও বনরাজি সমূহ নবনব পুষ্পপল্লবে প্রাকৃতিক শোভা ধারণ করিয়াছে। দীর্ঘ পথ চলার পক্ষে ইহাই যথার্থ কাল। সুতরাং বুদ্ধ দশবলের জ্ঞাতিদর্শনে গমনের ইহাই ত উপযুক্ত সময়। এই মনস্থ করিয়া উদায়ী ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

চারিদিকে দ্রুমরাজি করে ঝলমল
মঞ্জরীর শীষভরা যত তরুদল
অর্চিসম উজ্জ্বল রসাল ফলভার
ভ্রমণে আনন্দ প্রভু সময় এবার।
মৃদুমন্দ শীতাতপ ঋতু মনোরম
ধরণী সুখাদ্য যুক্ত দৈন্য ন্যূনতম

মখমল সম তৃণে সবুজ ধরণী
বিহার উচিতকাল প্রভু এই গণি।...

এইরূপে তিনি ষাটটি গাথায় যাত্রাকালের বর্ণনা করিতে করিতে স্বগৃহে গমনচিত্ত উৎপাদনের নিমিত্ত তথাগতকে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন।

তখন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি উদায়ি, তুমি এত মধুর স্বরে আমাকে স্বগ্রামে যাত্রার উৎসাহ প্রদান করিতেছ কেন?

'ভন্তে, আপনার বৃদ্ধ পিতা মহারাজ শুদ্ধোদন আপনাকে দর্শন করিতে একান্ত অভিলাষী। আপনি তাঁহাকে একবার দর্শনদান করিয়া জ্ঞাতিকর্তব্য সম্পাদন করুন।' উদায়ীর অনুরোধে সম্মত হইয়া শাস্তা কহিলেন—'হাঁ উদায়ি, এইবার সত্যই আমি কপিলবস্তুতে গিয়া আত্মীয়গণকে দর্শনদান করিব। তথাগত কপিলবস্তু যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন—এই সংবাদ তুমি ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট প্রকাশ কর এবং আমার অনুগামী হওয়ার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে বল।' স্থবির সানন্দে ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে তাহা প্রচার করিলেন।

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ অঙ্গমগধবাসী দশ হাজার কুলপুত্র এবং কপিলবস্তু নিবাসী দশ হাজার সর্বমোট এই বিশসহস্র ক্ষীণাস্রবভিক্ষু পরিবৃত হইয়া রাজগৃহ নগর হইতে যাত্রা করিয়া প্রত্যহ একযোজন করিয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। রাজগৃহ হইতে ষাটযোজন ব্যবধান কপিলবস্তু নগরে দুইমাসে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে তিনি ধীর ও মন্থর গতিতে পথ চলিতে লাগিলেন;

ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহ হইতে কপিলবস্তু অভিমুখে রওনা হইয়াছেন—এই সংবাদ রাজা শুদ্ধোদনের কর্ণগোচর করিবার জন্য স্থবির উদায়ী সহসা আকাশ পথে আগমন করিয়া রাজবাড়ীতে আবির্ভূত হইলেন। উদায়ীকে দেখিয়া রাজা প্রীতিফুল্ল হৃদয়ে তাঁহাকে মহামূল্য আসনে উপবেশন করাইয়া আপনার জন্য প্রস্তুত বিবিধ স্বাদযুক্ত খাদ্যদ্রব্য পাত্র পূর্ণ করিয়া দান করিলেন। দান-গ্রহণের পর স্থবির চলিয়া যাওয়ার উদ্যোগ করিলে রাজা তাঁহাকে এই অনুরোধ করিলেন—'ভন্তে, আপনি এখানে বসিয়াই ভোজন করুন।'

'না মহারাজ, আমি শাস্তার নিকট গিয়া ভোজন করিব।'

'ভন্তে, শাস্তা এখন কোথায় আছেন?'

প্রত্যুত্তরে স্থবির কহিলেন—'তিনি বিশসহস্র ক্ষীণাস্রবভিক্ষু পরিবৃত হইয়া আপনাকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে রাজগৃহ হইতে কপিলবস্তুর দিকে রওনা হইয়াছেন।'

এই শুভ সংবাদে রাজা অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়া স্থবিরকে আবার বলিলেন—'ভন্তে আপনি স্বয়ং ইহা ভোজন করুন। আমি শাস্তার জন্যও আহার্য প্রদান করিতেছি। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ—এই নগরে পেঁাছানো পর্যন্ত আমার পুত্রের জন্য আপনি এখান হইতেই প্রত্যহ ভিক্ষান্ন লইয়া যাইবেন।' স্থবির তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। স্থবিরের ভোজন সমাপ্ত হইলে রাজা ভিক্ষাপাত্রটি সুগন্ধ চূর্ণআদি দ্বারা উত্তমরূপে পরিষ্কার করাইয়া পুষ্টিকর ভোজ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া তাহা স্থবিরের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন—'ভন্তে, এই আহার্য বস্তু তথাগতকে প্রদান করুন।' স্থবির উদায়ী সকলের দৃষ্টিপথের সম্মুখেই পাত্রটি উর্ধ্বে ক্ষেপন করিলেন এবং নিজেই আকাশে উত্থিত হইয়া ভিক্ষাপাত্রটি অন্তরীক্ষপথে আনয়ন পূর্বক শাস্তার হস্তে সমর্পণ করিলেন। শাস্তা তৃপ্তির সহিত তাহা ভোজন করিলেন। এই প্রকারে স্থবির কালুদায়ী কপিলবস্তুর রাজপ্রাসাদ হইতে প্রত্যেক দিন তথাগতের জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং শাস্তাও পথিমধ্যে রাজার প্রেরিত দান ভোজন করিতেন। প্রত্যহ রাজঅন্তঃপুরে ভোজন সমাপনান্তে স্থবির—'অদ্য ভগবান এতদূর পেঁাছিয়াছেন—অদ্য এতদূর'—এইরূপে প্রতিদিন বুদ্ধের আগমন সংবাদ প্রচার ও গুণকীর্তন করিতে করিতে দর্শন-লাভের পূর্বেই শাস্তার প্রতি সমগ্র রাজপরিবারের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই কারণে পরবর্তীকালে ভগবান বুদ্ধ স্থবির কালুদায়ীকে এই পদে অগ্রস্থান দিয়া ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, গৃহী সমাজের শ্রদ্ধা উৎপাদনে সমর্থবান আমার শিষ্যদের মধ্যে স্থবির কালুদায়ীই সর্বশ্রেষ্ঠ।'

তখন কপিলবস্তুর শাক্যগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমাদের জ্ঞাতি-শ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধ আসিয়া পেঁাছিলে আমরা তাঁহাকে দর্শন করিব। এই উদ্দেশ্যে সকলে একস্থানে সমবেত হইয়া শাস্তার বাসস্থানের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে সর্বসম্মতিক্রমে ন্যগ্রোধশাক্যের রমণীয় আরামটি এইজন্য খুবই উপযুক্ত বিবেচিত হইল। সুতরাং তাঁহারা তথায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও

সর্ববিধ আয়োজন সমাপ্ত করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে শাস্তাকে আনয়নের উদ্দেশ্যে সকলে বাহির হইলেন। বিচিত্র বসনভূষণে অলঙ্কৃত কিশোর-কিশোরীগণকে শোভাযাত্রার পুরোভাগে রাখিয়া তাহাদের পর যথাক্রমে নগরের তরুণ-তরুণী, রাজকুমার, রাজকুমারী ও সর্বপশ্চাৎ বয়স্করা সকলেই সুগন্ধ, পুষ্প ও অনুলেপনাদি হস্তে পূজার ভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়া অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে বুদ্ধকে লইয়া ন্যগ্রোধারামে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিশ সহস্র তৃষ্ণামুক্ত ভিক্ষুপরিবেষ্টিত ভগবান তথাগত তথায় পৌঁছিয়া শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন।

শাক্যজাতি স্বভাবতঃই অত্যন্ত মানপ্রধান। অভিমানে স্ফীত হইয়া তথায় বয়স্ক শাক্যগণ পরস্পর বলাবলি করিতেছিলেন—'সিদ্ধার্থকুমার জ্ঞাতি-ভ্রাতা হিসাবে আমাদের কনিষ্ঠ। কেহ বলিলেন—তিনি সম্পর্কে আমার ভাগিনেয় হন। কেহ বলিলেন—আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! আবার কেহ কেহ বলিলেন—তিনি আমাদের পৌত্র হন।' এই বলিয়া বয়স্ক ব্যক্তিগণ তরুণদের এইরূপে নির্দেশ দিতে লাগিলেন যে—'তোমরা তাঁহাকে অভিবাদন করিও। আমরা তোমাদের পশ্চাৎভাগেই উপবেশন করিব। এই সিদ্ধান্তে উপবিষ্ট শাক্যদের মনোভাব জানিতে পারিয়া ভগবান বুদ্ধ চিন্তা করিলেন—'দেখিতেছি, আমার জ্ঞাতিগণ স্বেচ্ছায় আমাকে বন্দনা বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে না। যাহাই হউক আমি এখনই তাহাদের সকলকে আমায় প্রণাম করিতে বাধ্য করিব।' এই মনস্থ করিয়া তথাগত ঋদ্ধি-উৎপাদনকারী চতুর্থধ্যানে কিছুক্ষণ সমাধিস্থ হইলেন। পরে ধ্যানভঙ্গ করিয়া আকাশে উত্থিত হইয়া তাঁহাদের মস্তকে পদরেণু বিকীর্ণ করিতে করিতে গণ্ডম্ববৃক্ষ-মূলে প্রদর্শিত যমকঋদ্ধির ন্যায় অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি প্রদর্শন করিলেন। সেই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজা শুদ্ধোধন বুদ্ধকে কহিলেন—'প্রভু, আপনার জন্মদিনে ঋষি কালদেবলের পাদবন্দনার উদ্দেশ্যে আপনাকে আনয়ন করা হইলে বরং আপনারই পদযুগল দেবঋষির শিরোপরি স্থাপিত দেখিয়া আমি আপনাকে বন্দনা করিয়াছিলাম। তাহা আপনার প্রতি আমার প্রথম বন্দনা। পুনঃ হলকর্ষণ উৎসবের শুভদিনে জম্বুবৃক্ষের ছায়াতলে সুসজ্জিত শয্যায় আপনার ধ্যানাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় সারাদিনের মধ্যেও বৃক্ষছায়ার কোন পরিবর্তন না দেখিয়া আপনাকে বন্দনা করিয়াছিলাম। তাহা আপনার প্রতি আমার দ্বিতীয় বন্দনা। আবার এখন আপনার এই অভূতপূর্ব

ঋদ্ধিশক্তি দর্শন করিয়াও আপনাকে বন্দনা করিতেছি। ইহা আপনার প্রতি আহার তৃতীয় বন্দনার অন্তর্গত হইল।

রাজা শুদ্ধোদন স্বয়ং বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলে কপিলবস্তুবাসী আর একজন শাক্যও শাস্তাকে বন্দনা না করিয়া থাকিতে পারিল না; একে একে সকলেই প্রণাম করিতে বাধ্য হইল। এইরূপে তথাগত জ্ঞাতিগণকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে আকর্ষণ করিয়া আকাশ হইতে অবতরণ পূর্বক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ভগবান বুদ্ধ আসন গ্রহণ করিলে সেদিন তথায় বিরাট জ্ঞাতিসম্মেলন হইয়াছিল। সকলে নিবিষ্ট চিত্তে উপবেশন করিলে তখন অন্তরীক্ষে মহামেঘমালা সঞ্চারিত হইয়া বজ্রনির্ঘোষে মুষলধারায় অকালবর্ষণ শুরু হইল। পৃথিবীর ধূলিরাশি ধৌত করিয়া তাম্রবর্ণ জলধারা কলকল নাদে গড়াইয়া যাইতেছিল। যাহারা সিক্ত হইতে কামনা করিল, সেই বৃষ্টি ধারায় তাহাদের দেহ ও পরিধেয়বস্ত্র সমূহ সিক্ত হইল। আবার যাহারা সিক্ত হইতে ইচ্ছা করিল না তাহাদের দেহে বা আচ্ছাদনে কণামাত্র বৃষ্টিও পতিত হইল না। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া বারবার বলাবলি করিতে লাগিল—'অহো! কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত!'

অতঃপর শাস্তা তাহাদিগকে বলিলেন—'শুধু যে এইবার আমার জ্ঞাতি-সম্মেলনে অকালবর্ষণ হইল তাহা নহে, অতীত জন্মেও একবার এইরূপে অকালবর্ষণ হইয়াছিল।' সেই পূর্বকাহিনী প্রকাশ করিতে গিয়া শাস্তা সমাগত জ্ঞাতিগণের নিকট **বেশ্বন্তর জাতক** বিবৃত করিলেন। সেই সুদীর্ঘ ধর্মালোচনা সমাপ্ত হইলে সকলে শাস্তাকে অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু বিদায় গ্রহণকালে রাজা কিম্বা অন্যান্য রাজ-অমাত্যদের মধ্যে কেহই রাজবাড়ীতে বা তাঁহাদের কাহারো গৃহে আগামী দিন দানগ্রহণের জন্য শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন না।

সুতরাং পরদিবস শাস্তা বিশসহস্র শিষ্য সঙ্গে লইয়া কপিলবস্তু নগরে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিলেন। কিন্তু নগরবাসীদের মধ্যে কেহই ভিক্ষাগ্রহণের জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ বা অনুরোধ করিল না, বা পাত্র গ্রহণ করিতে আগাইয়া আসিল না।

অতএব প্রথমে তিনি নগরের প্রধান ফটকে দণ্ডায়মান হইয়া মুহূর্তকাল চিন্তা করিলেন—'অতীত বুদ্ধগণ স্বগ্রামে কি প্রথায় ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন?

তাঁহারা কি সরাসরি স্বীয় গৃহে গমন করিতেন, নাকি সপদান প্রথায় (ধনী দরিদ্র নির্বিচারে যথাক্রমে নগরের প্রতি গৃহে) ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেন? তখন তিনি গৃহনির্বাচনে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেন এইরূপ একজন অতীত বুদ্ধও দেখিতে না পাইয়া স্থির করিলেন যে বর্তমানে আমাকেও আমার সেই পূর্ব বংশধরগণের (অর্থাৎ বুদ্ধগণের) কুলপ্রথা অনুসরণ করা কর্তব্য। আমার এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া পরবর্তীকালে আমার শিষ্যবৃন্দ ভিক্ষাচর্যা ব্রত পালন করিবে। এই চিন্তা করিয়া শাস্তা নগরসীমার প্রথমগৃহ হইতে সপদান প্রথায় ভিক্ষাচরণ সুরু করিলেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেছেন—এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কপিলবস্তু নগরের দ্বিতল ত্রিতল বিশিষ্ট সু-উচ্চ অট্টালিকাসমূহের উন্মুক্ত বাতায়ন হইতে পরম ঔৎসুক্যভরা নেত্রে অসংখ্য নরনারী সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কিন্তু সিদ্ধার্থের জীবনসঙ্গিনী দেবী রাহুলমাতা অত্যধিক মর্মবেদনায় বলিতে লাগিলেন—'এক সময় আর্যপুত্র এই নগরে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ স্বর্ণশিবিকায় বিচরণ করিতেন। অথচ তিনি আজ কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া এবং কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে কপাল (ভিক্ষাপাত্র) হস্তে ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার পক্ষে ইহা কি শোভনীয় হইয়াছে!' তিনি রাজপ্রাসাদের মুক্ত বাতায়ন হইতে স্বচক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—বিচিত্র রং-এর বৈরাগ্যোজ্জ্বল আলোকপ্রভায় নগরবীথি উদ্ভাসিত করিয়া ভগবান বুদ্ধ চলিয়াছেন। অপূর্ব ব্যামপ্রভা বিকীরণশীল, অশীতি অনুব্যঞ্জনাভিষিক্ত, দ্বাত্রিংশ মাঙ্গল্য লক্ষণে সুপরিস্ফুট ও অনুপম বুদ্ধশ্রীতে পরিশোভিত কুমার সিদ্ধার্থের আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া রাহুলমাতা গাহিতে লাগিলেন—

ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কোমল কেশদাম
ভানু সম ভাস্বর ললাট অনুপম
প্রখর উন্নত নাসা সুচারু গঠন
নয়ন ধাঁধায় যেন পুরুষ রতন
দিব্যজ্যোতি বিকীরণ করে অবয়ব
দেখা মাত্র পুরুষ পুঙ্গব অনুভব।

এই প্রকারে অষ্টগাথার নরসিংহের বর্ণনা করিয়া তিনি মহারাজকে নিবেদন করিলেন—'মহারাজ, আপনার পুত্র এই নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন।'

এই সংবাদ শ্রবণমাত্রই মহারাজ শুদ্ধোদন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে দেহের স্খলিত আচ্ছাদন সামলাইতেও বিস্মৃত হইয়া অত্যধিক ব্যগ্র চিত্তে সহসা রাজবাড়ীর বাহিরে ভগবান বুদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন—'প্রভু! কি কারণে তুমি আমাকে এমনভাবে লজ্জা দিতেছ? লোকের দ্বারে দ্বারে কেন ভিক্ষা করিতেছ? তুমি বুঝি ভাবিয়াছ, আমি এতগুলি ভিক্ষুর ভোজন-দানে অক্ষম!'

'মহারাজ, বংশপ্রথাই আমি পালন করিতেছি।'

'ভন্তে, তোমার স্মরণ রাখা উচিত—আমরা সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় রাজবংশ। আমাদের বংশে ইতিপূর্বে কোনদিন কেহ ভিক্ষা করেন নাই।'

'সত্যই মহারাজ, আপনার বংশ ক্ষত্রিয় রাজবংশ। কিন্তু আমার বংশ অন্য। দীপঙ্কর কোণ্ডণ্য আদি বুদ্ধ হইতে সুরু করিয়া কশ্যপবুদ্ধ পর্যন্ত এই বংশকে বলা হয় বুদ্ধবংশ। তাঁহারাই আমার বংশধর। সেই বহু সহস্র সংখ্যক পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণ সকলেই ভিক্ষাচারী ছিলেন। তাঁহারা সকলে ভিক্ষাচর্য্যা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিয়াছিলেন। অতঃপর রাজপথে দণ্ডায়মান শাস্তা রাজাকে লক্ষ্য করিয়া এই গাথা আবৃত্তি করিলেন।

জাগো, জাগো, বৃথা কাল না করো ক্ষেপন
ধর্মপথ আচরণে হও সচেতন
যে জন এপথ সেবে সুখে যাপে কাল
সতত সুগতি তার ইহ পরকাল।

গাথাটি শ্রবণ করিয়া রাজা শুদ্ধোদন স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপদেশচ্ছলে ভগবান বুদ্ধ পিতা শুদ্ধোদন রাজাকে আরো কহিলেন—

অপ্রমত্ত হয়ে দাও ধর্মেতে মতি
ক্ষণমাত্র যেন তায় না হয় বিরতি
যেবা ধর্মচারী আর বিমল বিহার
ইহ পরলোক সদা সুখময় তার।

দ্বিতীয় গাথা শ্রবণ করিয়া রাজা সকৃদাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে "মহাধর্মপাল জাতক" শ্রবণ করিলে রাজা শুদ্ধোদন অনাগামী ফল এবং মৃত্যুকালে শ্বেতচ্ছত্রের নিম্নে শায়িতাবস্থাতেই বুদ্ধের শ্রীমুখে ধর্ম শ্রবণ করিতে করিতে অর্হত্ব ফল লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তৃষ্ণাক্ষয়ের জন্য তাঁহাকে অরণ্যে গিয়া কোন প্রকার কৃচ্ছ্রযোগ সাধন করিতে হয় নাই।

শাস্তার মুখনিঃসৃত প্রথমগাথা শ্রবণে স্রোতাপত্তি ফললাভ করিয়াই রাজা ভগবান বুদ্ধের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্রটি গ্রহণ করিয়া সশিষ্য বুদ্ধকে রাজঅন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং উত্তম খাদ্যভোজ্য দানে সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন।

ভোজনকৃত্য সমাপ্ত হইলে অন্তঃপুরের মহিলাগণ একে একে আসিয়া শাস্তাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, বাদ রহিলেন শুধু রাহুলমাতা। অন্য মহিলাগণ তাঁহাকে—'যাও, শাস্তাকে প্রণাম করিয়া আস' পুনপুনঃ এইকথা বলা সত্ত্বেও তখন তিনি নিজে নিজে ভাবিতেছিলেন—'সত্যই যদি আমার মধ্যে কোন গুণ থাকে, তাহা হইলে আর্যপুত্র স্বয়ং আমার কক্ষে আসিবেন এবং আসা মাত্রই আমি তাঁহাকে মনের সুখে বন্দনা করিব।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি কিছুতেই স্বীয় কক্ষ ত্যাগ করিলেন না।

অতঃপর শাস্তা মহারাজের হস্তে ভিক্ষাপাত্রটি রাখিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সহিত রাহুলমাতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলে রাহুলজননী ছুটিয়া আসিয়া তথাগতের পদযুগল জড়াইয়া পাদপৃষ্ঠে স্বীয় ললাট ঘর্ষণ করিতে করিতে যথারুচি বন্দনা করিলেন।

সেই সময় রাজা ভগবানকে এইরূপে রাহুলমাতার পতিপরায়ণতা[১] ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করিতেছিলেন—'ভন্তে, আপনি কাষায়বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়া আমার এই বধূমাতাও তখন হইতে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। আপনি দিনে একবেলা মাত্র আহার করিতেছেন শুনিয়া নিজেও একাহারী হইয়াছে। আপনি মহাশয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া স্বয়ং তৃণশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। আপনি পুষ্পমালাধারণ ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার হইতে বিরত হইয়াছেন শুনিয়া নিজেও তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছে এবং জ্ঞাতিগণ তাহাকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে

১। এই সময় রাজা শুদ্ধোদন রাহুলমাতার পতিপরায়ণতার কথা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে সিদ্ধার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে দেবদত্ত প্রমুখ অনেক শাক্যকুমার রাহুলমাতার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু রাহুলমাতা এমনই পতিব্রতা ছিলেন যে, তিনি কাহারও প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে তৎকালে পরাশরসংহিতায় "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ, পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"—এই ব্যবস্থানুসারে কাজ হইত। —ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯৩ পাদটীকা।

তাঁহাদের গৃহে যাইবার অনুরোধ করিয়া লোক পাঠাইলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এমন কি এ যাবৎ কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করারও কোনদিন প্রয়োজন বোধ করিল না। প্রভু, আমার বধূমাতা এইরূপই, অত্যন্ত গুণবতী ও তেজস্বিনী জননী।"

তাহা শুনিয়া বুদ্ধ কহিলেন—'মহারাজ, এখন সে পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়া, বিশেষতঃ আপনার দ্বারা সুরক্ষিত অবস্থায় থাকিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। পূর্বজন্মে সে অপরিণত জ্ঞানে পর্বতের পাদদেশে বিপদসঙ্কুল গহন অরণ্যে অরক্ষিত অবস্থায় একাকী বিচরণ করিয়াও নিজেকে রক্ষা করিয়াছিল। এই বলিয়া তথাগত "চন্দ্রকিন্নর জাতক" ব্যাখ্যা করিলেন। অবশেষে শাস্তা আসন হইতে উঠিয়া বিদায় নিলেন।

পরের দিন কপিলবস্তু নগরের রাজকুমার নন্দের অভিষেক, গৃহপ্রবেশ ও বিবাহ এই তিনটি মাঙ্গলিক উৎসবের দিন নির্দিষ্ট ছিল। ভগবান বুদ্ধ পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার জন্য তথায় উপনীত হইলেন। তিনি ভিক্ষাপাত্রটি নন্দের হস্তে দিয়া—'প্রব্রজ্যা গ্রহণেই মানুষের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়'—এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্যোপায়ে ভগবানের পশ্চাত পশ্চাত অনুসরণকারী কুমারকে দেখিয়া জনপদকল্যাণী[1] বাতায়ন হইতে গ্রীবা প্রসারিত করিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত কহিল—'আর্যপুত্র, অবিলম্বে ফিরিয়া আসিও।' এদিকে নন্দ ভিক্ষাপাত্রটি ভগবানের হস্তে ফেরৎ দিতে অসমর্থ হইয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে ক্রমে বিহারে আসিয়া পেঁৗছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও শাস্তা তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ কপিলবস্তু নগরে পেঁৗছার তৃতীয় দিবসে কুমার নন্দকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন। সপ্তম দিবসে রাহুলমাতা দেবী যশোধরা কুমার রাহুলকে রাজপুত্রোচিত বসনভূষণে সমলঙ্কৃত করিয়া কহিলেন—"বৎস, দেখ ঐ যে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, যিনি বিশসহস্র শ্রমণের অধিনায়ক, ব্রহ্মার মত সুগঠিত যাঁহার দেহ ও কাঞ্চনের মত বর্ণবিশিষ্ট তিনিই তোমার পিতা হন। তাঁহার অগাধ ধনসম্পদ ছিল। কিন্তু তাঁহার গৃহত্যাগের পর হইতে সেসব আর

১। তাঁহার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়: জনপদকল্যাণী নন্দা, সুন্দরী নন্দা এবং রূপনন্দা।

দেখিতেছি না। বৎস, তুমি গিয়া তাঁহার নিকট পিতৃধন প্রার্থনা কর। অতি সন্নিকটে গিয়া বল—'পিতা, আমি রাজকুমার, রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজচক্রবর্তীর পদ কামনা করি। আমি তোমার কাছে পিতৃধন চাই, ধন আমার একান্তই প্রয়োজন। অতএব প্রভু, তুমি আমায় পিতৃধন দাও।' এই বলিয়া রাহুলমাতা কুমারকে ভগবানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

রাহুলকুমার বুদ্ধের সংস্পর্শে গিয়া পিতৃস্নেহ লাভে পরম প্রীতি অনুভব করিয়া বলিল—'শ্রমণ, তোমার সংস্পর্শ বড়ই মধুর।' এইভাবে ঐ জাতীয় আরো বহু স্বভাবসুলভ উক্তি করিতে করিতে ভাব জমাইয়া বুদ্ধের সমীপেই দাঁড়াইয়া রহিল। ভোজন সমাপ্ত হইলে দানানুমোদনের পর যখন বুদ্ধ আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে রাহুলকুমারও—'হে শ্রমণ, আমাকে পিতৃধন দাও, পিতৃধন দাও।' এই বলিয়া ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কুমারকে কোন প্রকার বাধা দিলেন না। রাজ-পরিবারের সকলে জোর চেষ্টা করিয়াও কুমারকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। কুমার ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে ন্যগ্রোধারামে আসিয়া পৌঁছিল।

তখন করুণাময় তথাগত ভাবিলেন—'এই অবোধ শিশু আমার কাছে যে ধন প্রার্থনা করিতেছে, তাহা বিবিধ দুঃখদায়ক এবং পুন পুন সংসারাবর্তে আকর্ষণকারী। অতএব আমি বোধিমণ্ডপে যে সপ্তবিধ আর্যসম্পদ লাভ করিয়াছি, সেই সম্পদ দানে তাহাকে আমি লোকোত্তর পিতৃসম্পদের অধিকারী করিব।' এই মনস্থ করিয়া তিনি প্রধান শিষ্য আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে বলিলেন—'হে শারীপুত্র, রাহুল কুমারকে প্রব্রজ্যা প্রদান কর।'

রাহুল প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে—এই সংবাদে রাজা শুদ্ধোদনের হৃদয় মর্মান্তিক শোকে ফাটিয়া পড়িল। সেই দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ রাজা ভগবানকে অত্যন্ত কাতর স্বরে নিবেদন করিলেন—"ভন্তে ভগবন, আপনি আমার পুত্র। যখন আপনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন তখন আমায় হৃদয় দুঃখে অবসন্ন হইয়াছিল। নন্দকে যখন সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দেন তখনও আমার শোকের অন্ত ছিলনা, আমি তাহাও সহ্য করিয়াছি। কিন্তু আপনি রাহুলকে আমার বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়াছেন শুনিয়া আমি একেবারে বিকল হইয়া পড়িয়াছি। ভগবন্, পুত্রাদির বিরহে পিতার যে কি মহাকষ্ট হয়, তাহা আমি বিলক্ষণ অনুভব করি—জানিনা সর্বজ্ঞ আপনার

এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে কিনা। মাতাপিতার বিনা অনুমতিতে কোন ছেলেকে আপনার ধর্মে দীক্ষা দেওয়া না হইলে আমি খুবই আনন্দিত হইব।” ভগবান এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন।

পরদিবস প্রাতরাশের পর ভগবান রাজবাড়ীর একপ্রান্তে উপবেশন করিলে রাজা শুদ্ধোদন কহিলেন—‘ভন্তে, আপনার কৃচ্ছ্রসাধনার সময় কোনও দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল—মহারাজ, আপনার পুত্র মারা গিয়াছেন।’

দেবতার কথা বিশ্বাস না করিয়া প্রত্যুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম—‘পূর্ণজ্ঞান লাভ না করিয়া আমার পুত্রের মৃত্যু হইতে পারে না।’

তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা শুদ্ধোদনকে শাস্তা কহিলেন—‘মহারাজ, আপনি এখন কি করিয়া তাহাদের কথা বিশ্বাস করিবেন! পূর্বজন্মে দেবতারা একবার—মহারাজ, আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। এই দেখুন তাঁহার অস্থি নিয়া আসিয়াছি—এই বলিয়া তাহারা আমার নকল অস্থি প্রদর্শন করিয়াও আপনার বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হয় নাই। আর তাহাদের পক্ষে এখন কি করিয়া তাহা সম্ভব হইবে!’ সেই পূর্বঘটনা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই শাস্তা **মহাধর্মপাল জাতক** ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাজা পূর্বজন্মের স্বীয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া অনাগামীফল লাভ করিলেন। এইরূপে শাস্তা পিতাকে ত্রিবিধ ফলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া শীতবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অধ্যায়—চব্বিশ

অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী

কিন্তু কপিলবস্তু হইতে নির্গত হইয়া রাজগৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বুদ্ধ মল্লদেশের ‘অনুপিয়’ (কপিলবস্তুর পূর্বদিকে) নামক আম্রবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভগু, কিম্বিল (=কিমিল), দেবদত্ত এবং শাক্যদের নাপিত উপালি ভগবানের নিকট ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন। শাক্যকুমারেরা নিজেদের মান (=দর্প=অহংকার) দূর করিবার জন্য নিজেদের নাপিত উপালিকেই প্রথমে দীক্ষা দিবার জন্য

ভগবানকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভগবানও তাই করিয়াছিলেন এবং ভদ্দিয় প্রভৃতি শাক্যকুমারগণ নিজেদের দীক্ষার পূর্বে বুদ্ধ এবং উপালির পাদবন্দনা করিয়াছিলেন।[১] ইতিপূর্বে রাজা শুদ্ধোদনের আদেশে আরও পাঁচশত জন শাক্যকুমার বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন।

সেই সময় অনাথপিণ্ডিক[২] নামক জনৈক শ্রেষ্ঠী বাণিজ্য উপলক্ষে পণ্য-বোঝাই পঞ্চশত শকট লইয়া রাজগৃহে তাঁহার এক প্রিয়বন্ধুর গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। বন্ধুর মুখে বুদ্ধাবির্ভাবের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক অতি প্রত্যূষকালে দৈবপ্রভাবে উদ্ঘাটিত সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া শীতবনে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠী শাস্তার মুখনিঃসৃত ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরদিন তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দিয়া শাস্তাকে শ্রাবস্তী নগরে পদার্পণের আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাঁহার অনুরোধে শাস্তা স্বীকৃত হইলেন।

অতঃপর শ্রেষ্ঠী রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তী এই দীর্ঘ ব্যবধান যুক্ত রাস্তার মধ্যে মধ্যে প্রতি যোজন অন্তর শাস্তার বিশ্রামের নিমিত্ত প্রতিটি লক্ষমুদ্রা ব্যয়ে বহু বিশ্রামাগার নির্মাণ করাইলেন। ইহা ছাড়া জেতবন নামক একটি রমণীয় উদ্যান আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রায় আচ্ছাদিত করিয়া তাহার বিনিময়ে জেতকুমার হইতে ক্রয় করিয়া তাহা উত্তমরূপে সংস্কার সাধন করাইলেন এবং সেই উদ্যানভূমির ঠিক মধ্যভাগে শাস্তার বাসোপযোগী করিয়া

১। মহাবস্তুর মতে ভদ্দিয়াদি শাক্যকুমারগণ ভগবানের নিকট দীক্ষা লইবার জন্য নিজেদের রাজকীয় বস্ত্রালংকারাদি তাহাদের নাপিত উপালিকে প্রদান করিয়া বলিয়াছিল—"হে উপালি, আমরা ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা লইতে চলিয়াছি, তুমি এই-গুলি ভোগ কর। কিন্তু শাক্যকুমারগণ ভগবানের নিকট পৌঁছিবার বহু পূর্বেই উপালি বুদ্ধের নিকট যাইয়া ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন। অতএব, শাক্যকুমারগণ দীক্ষা লইতে আসিলে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন—"ভিক্ষু উপালি তোমাদের অপেক্ষা মাননীয়। তাহার পাদবন্দনা করিয়া তোমরা ক্রমানুসারে (সারিবদ্ধ হইয়া) দাঁড়াও। যে সর্বপ্রথম তথাগতের এবং উপালির পাদবন্দনা করিয়া ক্রমানুসারে দাঁড়াইবে সেই বৃদ্ধতর হইবে। —মহাবস্তু, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১।

২। সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে "অনাথপিণ্ডদ", কোথাও বা "অনাথপিণ্ডণ্ড" দেখা যায়। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল 'সুদত্ত'। তাঁহার প্রাচুর্য্যের জন্য তাঁহাকে অনাথপিণ্ডিক বা অনাথপিণ্ডদ (=অনাথদিগের পিণ্ডদাতা, অন্নদাতা এই অর্থে) বলা হইত ইহাই পণ্ডিতদের ধারণা।

"গন্ধকুটি" নামক বিহার নির্মাণ করাইলেন। উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে সমতল ভূমির উপর আশীজন প্রবীণ মহাস্থবিরদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আরও আশীখানা কুটির নির্মিত হইল। প্রত্যেকটি কুটির এক বা দ্বি-প্রাচীর বেষ্টিত, তিত্তিরজাতীয় পক্ষীর চিত্রক্ষোদিত দ্বারবিশিষ্ট, প্রশস্ত হলঘর ও মণ্ডপ ইত্যাদিতে সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ছিল। ইহা ছাড়া পানীয় জলের কূপ, চংক্রমণ গৃহ, রাত্রিবাস এবং দিবাবিহার স্থানেরও সুবন্দোবস্ত ছিল।

শ্রেষ্ঠী সেই রমণীয় উদ্যানভূমিতে মোট আঠারকোটি সুবর্ণমুদ্রা ব্যয়ে এক মনোরম বিহার নিমাণ করাইয়া শাস্তাকে আনয়নের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। দূতমুখে শাস্তা শ্রেষ্ঠীর আমন্ত্রণ পাইয়া বিরাট ভিক্ষুপরিষদ সঙ্গে লইয়া রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তী নগরে আগমন করিয়াছিলেন।

ভগবান তথাগতের জেতবন বিহারে প্রবেশ দিবসে বিহারকে অপরূপভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং শ্রাবস্তী নগর সীমায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে মহাশ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে সসম্মানে শোভাযাত্রা সহকারে আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলিয়াছে মহামূল্য বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত শ্রেষ্ঠিকুমার। তাহার অনুগমন করিতেছিল পঞ্চবর্ণ পতাকাবাহী পাঁচশত কুমার। তাহাদের পশ্চাতে মহাসুভদ্রা ও চুলসুভদ্রা নাম্নী দুই শ্রেষ্ঠীদুহিতা। তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল প্রত্যেকে পূর্ণকলস বহন করিয়া পঞ্চশত কুলকুমারী। তাহাদের পর খাদ্যপূর্ণ পাত্র বহন করিয়া গমনরতা পঞ্চশত মহিলার অগ্রভাগে থাকিয়া সর্বালঙ্কারে বিভূষিতা শ্রেষ্ঠিপত্নী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। সর্বশেষে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছেন স্বয়ং মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক। নগরের অবশিষ্ট পঞ্চশত বণিকও শুভ্রবসনে আচ্ছাদিত হইয়া শ্রেষ্ঠীর অনুগমন করিতেছিল।

যখন সেই বিচিত্র শোভাযাত্রা ক্রমে শাস্তার মুখোমুখি আসিয়া পৌঁছিল, তখন বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসঙ্ঘকে পশ্চাতে রাখিয়া একই সঙ্গে সকলে পিছন ফিরিয়া জেতবন বিহারাভিমুখে অগ্রসর হইল। বিরাট ভিক্ষুপরিষদ পরিবৃত ভগবান বুদ্ধ শুভ্র পরিচ্ছদপরিহিত উপাসকমণ্ডলীকে শোভাযাত্রার পুরোভাগে রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরপ্রভায় বনান্তরাল সমূহ সুবর্ণ বারিসিক্ত পিঞ্জরের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। তিনি অনন্ত বুদ্ধলীলা ও অতুলনীয় বুদ্ধশোভা প্রদর্শন করিতে করিতে জেতবন বিহারে প্রবেশ করিলেন।

অতঃপর মহাশ্রেষ্ঠী শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভু, এই বিহার আমার কি করা কর্তব্য ?'

'গৃহপতি, ইহা আপনি আগত অনাগত সকল ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দান করুন।'

শাস্তার নির্দেশ শ্রবণ করিয়া শ্রেষ্ঠী শ্রদ্ধান্তঃকরণে স্বর্ণ-ভৃঙ্গার হইতে তথাগতের হস্তে জলধারা ঢালিয়া—'আমি এই জেতবন বিহার বুদ্ধপ্রমুখ আগত অনাগত ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দান করিতেছি।'[১] এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিলেন। শাস্তা সানন্দে দান গ্রহণ করিয়া অনুমোদন-ভাষণে বলিলেন—

শীতাতপ দূরে রাখে হিংস্র প্রাণীচয়
কীট সরীসৃপ হতে ত্রাস নাহি রয়
হিম-ঝরা বর্ষণে আশ্রয় অনুকূল
ভয় নাহি যদি বহে পবন বিপুল।
সঙ্ঘের উদ্দেশে যত বিহারনির্মাণ
নির্ভয় আরামপ্রদ যেথা অবস্থান
পরমার্থ ভাবনায় জাগে চিত্ততল
বুদ্ধের প্রশংসাধন্য সেই রম্যস্থল।
বিহার প্রতিষ্ঠা করি বুঝিয়া সঙ্গতি
বিজ্ঞজন করে দান ভিক্ষুসংঘ প্রতি
সুযোগ্য পন্ডিত জন করি আমন্ত্রণ
নিষ্ঠা ভরে তাঁদের সেবায় দেয় মন
অকাতরে আহার পানীয় আচ্ছাদনে
আরাম আবাসে রক্ষা করে সযতনে।
আশ্রিত কল্যাণ মিত্র ধর্মদেশনায়
দূর করে যত পাপ গ্লানি অন্তরায়
শুনিয়া কুশল বাণী হয় জ্ঞানোন্মেষ
দুঃখশেষে লভে চির শান্তির উদ্দেশ।

১। জেতবন বিহার দানের দৃশ্য ভারহুতে খোদিত আছে। সেখানে এই শিলালিপিও দৃষ্ট হয়: 'জেতবনে অনধপেডিকে দেতি কোটিসংথতেন কেত।'

দ্বিতীয় দিবস হইতে মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক এই দানকার্য উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের সূচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক-নির্মিত জেতবন বিহারের দানোৎসব দীর্ঘ নয়মাস ব্যাপী চলিয়াছিল। শুধু উৎসব উপলক্ষেই শ্রেষ্ঠী আঠারকোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। অতএব এই বিহারের জন্য শ্রেষ্ঠীর সর্বমোট চুয়ান্নকোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

[অতীতে ভগবান বিপশ্যী বুদ্ধের সময়ে পুনর্বসু মিত্র নামক জনৈক শ্রেষ্ঠী সারি সারি সুবর্ণ নির্মিত ইষ্টকে আবৃত করিয়া তাহার বিনিময়ে এই ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় যোজন প্রমাণ এক প্রকান্ড সংঘারাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। শিখী বুদ্ধের সময়ে শ্রীবর্দ্ধ নামক শ্রেষ্ঠী স্বর্ণময় ফলকাবৃত করিয়া তাহার বিনিময়ে এইস্থান ক্রয় করিয়া তাহাতে ত্রিগব্যূতি প্রমাণ সংঘারাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ভগবান বিশ্বভূর সময়ে সোত্থিয় নামক শ্রেষ্ঠী স্বর্ণময় হস্তীপদাবরণে এই স্থান ক্রয় করিয়া তাহাতে অর্দ্ধযোজন প্রমাণ বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধের সময়েও অচ্যুত নামক শ্রেষ্ঠী সুবর্ণনির্মিত ইষ্টকাস্তরণের বিনিময়ে এই জমি ক্রয় করিয়া তাহাতে গব্যূতিপ্রমাণ বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ভগবান কোনাগমনের সময় উগ্রনামক শ্রেষ্ঠী স্বর্ণকূর্মে আবৃত করিয়া ঐ স্থানটি ক্রয় করিয়াছিলেন এবং তথায় অর্দ্ধগব্যূতি প্রমাণ প্রকাণ্ড সংঘারাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কশ্যপ বুদ্ধের সময়েও সুমঙ্গল নামক শ্রেষ্ঠী সুবর্ণময় ইষ্টকাবরণের বিনিময়ে স্থানটি ক্রয় করিয়া তাহাতে ষোড়শকরীষ প্রমাণ সংঘারাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আর আমাদের এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডিক আঠারকোটি সুবর্ণমুদ্রার বিনিময়ে ঐ স্থান ক্রয় করিয়া তদুপরি অর্দ্ধকরীষ প্রমাণ সংঘারাম নির্মাণ করাইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে জেতবন বিহারের স্থানটি চিরকাল অপরিবর্তনীয় এবং সকল বুদ্ধের পক্ষে অপরিত্যাজ্য।]

ইহার পরেও অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী সারাজীবন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে অকাতরে দানের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং বুদ্ধের গৃহী উপাসকদের মধ্যে তিনি অগ্রস্থান লাভ করিয়াছিলেন। অনুকূল পরিবেশ থাকায় বুদ্ধ জেতবন বিহারে অন্তিম বিংশতি বর্ষা অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

বিশাখা

নারীদের মধ্যে বিশাখা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দানের জন্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অঙ্গ-রাজ্যের ভদ্দিয় নগরে বিশাখার জন্ম। তাঁহার পিতা ছিলেন ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী এবং মাতা সুমনা দেবী। তাঁহার পিতামহ ছিলেন ভদ্দিয় নগরের সর্বপ্রধান ধনবান শ্রেষ্ঠী মেণ্ডক। বিশাখার বয়স যখন সাত বৎসর তখনই তাঁহার বুদ্ধদর্শন হইয়াছিল।

সশিষ্য[১] 'সেল'-ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ দান ও দীক্ষিত করিবার জন্য বুদ্ধ তাঁহার বিশাল সংঘ লইয়া ভদ্দিয় নগরে গিয়াছিলেন। সেখানেই বিশাখার সঙ্গে বুদ্ধের প্রথম সাক্ষাত। বুদ্ধের ভদ্দিয় নগরে আগমনের সংবাদ পাইয়া পিতামহ মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী[২] বিশাখার পাঁচশত সখী, পাঁচশত পরিচারিকা এবং পাঁচশত সুসজ্জিত রথ সহ বিশাখাকে ভগবান বুদ্ধের দর্শনে পাঠাইয়াছিলেন। বুদ্ধ বিশাখার পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত পারমী-গুণ দেখিয়া তদনুযায়ী ধর্মদেশনা করিলেন। ধর্মদেশনাবসানে পাঁচশত সখী সহ বিশাখা স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী নিজেও বুদ্ধদর্শনে যাইয়া ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভিক্ষুসংঘ সহ বুদ্ধকে পরদিবসের জন্য তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরের দিন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী আরও পনের দিনের[৩] জন্য ভিক্ষুসংঘ সহ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের দানপারমী আরও বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

মাত্র সাত বৎসর বয়সে দীক্ষিতা হইয়া বিশাখা সারাজীবন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের যেভাবে সেবা করিয়াছিলেন তাহা একমাত্র অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী ব্যতীত অন্য কাহারও সঙ্গে তুলনা চলে না। অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী যেমন বহু

১। সেল-ব্রাহ্মণের শিষ্যসংখ্যা ছিল আড়াইশত।

২। তখন ভদ্দিয় নগরে যে পাচজন মহাপুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন তাঁহারা হইলেন—মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী, তদীয় পত্নী চন্দপদুমা, তাঁহাদের পুত্র ধনঞ্জয় (বিশাখার পিতা), পুত্রবধূ সুমনা (বিশাখার মাতা) এবং তাঁহাদের ভৃত্য পুন্ন।

৩। মতান্তরে আট মাসের জন্য। তবে এই মত গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য, যেহেতু ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধ একই জায়গায় আট মাস অবস্থান করিবেন না।

অর্থব্যয় করিয়া বুদ্ধের জন্য জেতবন বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন, বিশাখাও অষ্টাদশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া শ্রাবস্তীতে পুব্বারাম-বিহার (=মিগারমাতুপাসাদ)[১] নির্মাণ করিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। উক্ত পুব্বারাম-বিহার নির্মাণের তদারকি করার জন্য স্বয়ং অর্হৎ মহামৌদ্‌-গল্যায়ন স্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহামৌদ্‌গল্যায়নের পাঁচশত ভিক্ষুশিষ্য এই কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। নিজের ঋদ্ধিপ্রভাবে মহামৌদ্‌-গল্যায়ন মাত্র নয় মাসে বিহার নির্মাণ কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতল-বিশিষ্ট ঐ বিহারে ঘরের সংখ্যা ছিল এক হাজার। এই পুব্বারাম বিহারের দানোৎসব চলিয়াছিল চারি মাস এবং ইহার জন্য বিশাখাকে আরও নয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। বিহারের প্রত্যেকটি ঘর বিশাখা নিজের মনের মত করিয়া সাজাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে বিশাখার এক সখী এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া একটি ছোট কার্পেট আনিয়াছিলেন দান করিবার জন্য। কিন্তু তাহা বিছাইবার কোন জায়গা না পাইয়া তিনি ক্রন্দনরতা হইলে স্থবির আনন্দ বলিয়াছিলেন, "দ্বিতলে যাইবার সিঁড়ির মুখ এবং ভিক্ষুদের পাদপ্রক্ষালন স্থানের মধ্যখানে পাতিয়া দাও।" বিশাখার সখী তাহাই করিয়া স্বস্তি পাইয়াছিল।

ভগবান বুদ্ধ তাঁহার জীবনের শেষ বিংশতি বৎসর শ্রাবস্তীতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং তখন পালাক্রমে অনাথপিণ্ডিকের জেতবনারাম এবং বিশাখার পুব্বারামে (=মিগারমাতুপাসাদ) থাকিতেন—অর্থাৎ জেতবনারামে সকালে কাটাইলে বিকালে কাটাইতেন পুব্বারামে, অথবা পুব্বারামে সকালে কাটাইলে বিকালে কাটাইতেন জেতবনারামে।

প্রত্যেকদিন অনাথপিণ্ডিকের বাড়ীতে পাঁচশত ভিক্ষু আহার গ্রহণ

১। বিশাখাকেই 'মিগারমাতা' বলা হইত। কারণ বিশাখার শ্বশুর মিগারশ্রেষ্ঠী প্রথম জীবনে নিগ্রন্থ সন্ন্যাসীদের ভক্ত ছিলেন। বিশাখা বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ে আসিয়া ক্রমশঃ নিজের ব্যবহারের দ্বারা শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠীকে ভগবান বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করাইয়া তাঁহাকে সৎপথে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বিশাখাকে 'মাতা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। সেইদিন হইতে বিশাখার বড় পরিচয় হইয়াছিল 'মিগারমাতা'। মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্র মহাপুণ্যবান পুণ্যবর্ধনের সহিতই বিশাখার বিবাহ হইয়াছিল। এই বিবাহের ঘটনাবলীও চমকপ্রদ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ধম্মপদ-অট্ঠকথায় 'বিশাখার বত্থু' দ্রষ্টব্য।

করিতেন এবং বিশাখার বাড়ীতেও প্রত্যহ পাঁচশত ভিক্ষু আহার গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত বিশাখা প্রত্যহ বৈকালে সহস্রাধিক ভিক্ষু-শ্রামণেরের জন্য পঞ্চ ভৈষজ্য (=ঘৃত, মধু, নবনীত, তৈল ও গুড় এই পঞ্চ দ্রব্যের সংমিশ্রণ) লইয়া পূব্বারামে যাইতেন ভগবান বুদ্ধকে দর্শন ও অভিবাদন করিবার জন্য। ভিক্ষুগণ যখন প্রত্যহ তাঁহার বাড়ীতে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন গ্রহণ করিতেন বিশাখা নিজে তাঁহাদের পরিবেশন করিতেন। তাঁহার জানা হইয়া গিয়াছিল কোন্ ভিক্ষু কি খাইতে ভালবাসেন, কতটা খাইতে ভালবাসেন। এইজন্য শোনা যায় অন্যান্য অনেক ভিক্ষু অন্যত্র আহার্য সংগ্রহ করিয়াও বিশাখার বাড়ীতে আসিয়া তাহা ভোজন করিতেন—যাহাতে তাঁহারাও ভোজনকালে বিশাখার আদরযত্ন লাভ করিতে পারেন।

শ্রাবস্তীতে ভগবান বেশী দিন অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বেশীর ভাগ ধর্মোপদেশ শ্রাবস্তীতেই প্রদান করিয়াছিলেন। তাই আমরা অনেক সূত্রের প্রারম্ভে দেখিতে পাই ঃ

"একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি
জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে…"

অথবা

"একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি
পুব্বারামে মিগারমাতুপাসাদে… ।"

একদিন বিশাখা ভগবানের নিকট আটটি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং ভগবানও ঐ আটটি বর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিশাখাকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই আটটি বর হইতেছে[১] ঃ

১। বিশাখা যাবজ্জীবন ভিক্ষুগণকে স্নানবস্ত্র প্রদান করিবেন।
২। বিশাখা যাবজ্জীবন আগন্তুক ভিক্ষুগণকে আহার্য দান করিবেন।
৩। বিশাখা যাবজ্জীবন বহির্গমন কারী ভিক্ষুগণকে আহার্য দান করিবেন।
৪। বিশাখা যাবজ্জীবন রুগ্ন ভিক্ষুগণকে আহার্য দান করিবেন।
৫। বিশাখা যাবজ্জীবন রুগ্ন ভিক্ষুদের পরিচর্যাকারী ভিক্ষুদের আহার্য দান করিবেন।

১। বিনয়পিটক, ১ম খণ্ড, মহাবগ্গ চীবরস্কন্ধ।

৬। বিশাখা যাবজ্জীবন রুগ্ন ভিক্ষুদের ভৈষজ্য দান করিবেন।

৭। বিশাখা যাবজ্জীবন ভিক্ষুদের যাগু-অন্ন দান করিবেন।

৮। বিশাখা যাবজ্জীবন ভিক্ষুণীদের স্নানবস্ত্র প্রদান করিবেন।

বর প্রদানের পূর্বে ভগবান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"বিশাখে, তুমি কেন আটটি বর প্রার্থনা করিতেছ ?"

তদুত্তরে বিশাখা বলিয়াছিলেন—

১। ভন্তে, একদিন আমি আমার দাসীকে বিহারে পাঠাইয়াছিলাম যাহাতে সে খবর দেয় যে, ভিক্ষুদের আহার প্রস্তুত ; দাসী বিহারে যাইয়া দেখে যে ভিক্ষুরা উলঙ্গ হইয়া বৃষ্টির জলে স্নান করিতেছে। সে আসিয়া আমাকে বলে যে, বিহারে ভিক্ষু নাই, কতকগুলি নির্গ্রন্থ বৃষ্টির জলে স্নান করিতেছে। ভিক্ষুদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত লজ্জাজনক বলিয়া আমি ভিক্ষুদের স্নানবস্ত্র দান করিবার জন্য অনুমতি চাহিতেছি।

২। ভন্তে, আগন্তুক ভিক্ষুরা শ্রাবস্তীর পথঘাট চিনিতে না পারিয়া অতিকষ্টে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে যাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তাই আমি সঙ্ঘকে আজীবন আগন্তুক ভোজন প্রদানের অনুমতি চাহিতেছি।

৩। ভন্তে, বহির্গমনকারী ভিক্ষু নিজের আহার সন্ধান করিতে করিতে শকট হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়েন অথবা যেখানে যাইতে চাহেন সেখানে উপস্থিত হইতে বিকাল হইয়া যায়, ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘপথ গমন করেন। তিনি যদি আমার প্রদত্ত ভোজন গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে শকটলাভে বঞ্চিত হইতে হইবে না, যেখানে যাইতে চাহেন সেখানে বিকালে বিকালে উপস্থিত হইতে হইবে না এবং অক্লেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারিবেন। ভন্তে, তাই আমি সঙ্ঘকে আজীবন বহির্গমনকারীর ভোজন প্রদানের অনুমতি চাহিতেছি।

৪। ভন্তে, রুগ্ন ভিক্ষু উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে দুর্বল হইয়া যাইবেন, এমন কি তাঁহার মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, আমি রুগ্ন ভিক্ষুদিগকে আহার্য্য প্রদানের অনুমতি চাহিতেছি।

৫। ভন্তে, রোগী-পরিচারক ভিক্ষু নিজের আহার্য সংগ্রহে ব্যস্ত

থাকিলে রোগীকে আহার্য প্রদানে বিলম্ব করিবে অথবা রোগীকে অনাহারেও রাখিবে। তিনি যদি রোগী-পরিচারকের উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত অন্ন আহার করেন, তাহা হইলে রোগীকে যথাসময়ে অন্ন প্রদান করিতে পারিবেন। রোগীকে উপবাসে রাখিবেন না। তাই ভন্তে আমি আজীবন সঙ্ঘকে রোগী-পরিচারকের ভোজন প্রদান করিতে চাহিতেছি।

৬। ভন্তে, রুগ্ন ভিক্ষু উপযুক্ত ভৈষজ্য না পাইলে তাঁহার রোগ বাড়িয়া যাইতে পারে, এমন কি তাঁহার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব আমি রুগ্ন ভিক্ষুদের ভৈষজ্য প্রদানের অনুমতি চাহিতেছি।

৭। ভন্তে, আপনি অন্ধকবিন্দ গ্রামে (রাজগৃহের সন্নিকটে) যবাগু অন্নের[১] প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে যবাগু-অন্নের দশ প্রকার গুণ আছে। অতএব আমি ভিক্ষুদের প্রত্যহ যবাগু-অন্ন প্রদানের অনুমতি চাহিতেছি।

৮। ভন্তে, যখন ভিক্ষুণীরা নির্জন স্থানে উলঙ্গ হইয়া স্নান করেন, তখন গণিকারাও স্নান করেন এবং গণিকারা ভিক্ষুণীদের অশ্লীল ভাষায় ঠাট্টা-তামাশা করেন। অতএব আমি ভিক্ষুণীদিগকে স্নান-বস্ত্র প্রদানের অনুমতি চাহিতেছি।

ভগবান সানন্দে বিশাখার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদেরও নির্দেশ দিয়াছিলেন বিশাখার অন্ন-বস্ত্র-ভৈষজ্য দান বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে।

ভগবান মিগারামাতা বিশাখাকে আটটি বর প্রদান করিয়া এই বলিয়া বিশাখার দান অনুমোদন করিয়াছিলেন ঃ

'অন্ন জল করে দান সনানন্দে শীলবতী সুগত-তনয়া[২]।
করে দান স্বস্তিকর শোকনোদ সুখাবহ ছাড়িয়া অসূয়া।
সে-ই লভে দিব্যবল আর আয়ু ধরি পথ শুদ্ধ নিরঞ্জন।
চিরসুখী পুণ্যকামী নিরাময় স্বর্গলোকে আনন্দিত মন ॥'

১। যবাগূ—rice-gruel এক ভাগ চাউল বা যব বা গমের সহিত ষোল ভাগ জল মিশাইয়া রন্ধন। কেহ কেহ rice-milk বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা বুদ্ধের অভিপ্রেত ছিল না।

২। যে সকল নরনারী মার্গ ফল লাভ করেন, ভগবান তাঁহাদিগকে 'পুত্রকন্যা' বলিতেন।

জীবক[১]

বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভের তৃতীয় বৎসরে জীবকের সঙ্গে বুদ্ধের পরিচয় হয় এবং জীবক বুদ্ধের চিকিৎসকরূপে মর্যাদালাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ তখন রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময় কয়েক-

১। জীবক—রাজগৃহের গণিকা শালবতীর পুত্র। পিতৃ-পরিচয় অজ্ঞাত, তবে অনেকের মতে তিনি মগধের রাজকুমার অভয়ের (=অভয়রাজকুমার) পুত্র। অবৈধ সন্তান বলিয়া শালবতী পুত্রটিকে আস্তাকুঁড়ে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু অভয়রাজকুমার শিশুটিকে উদ্ধার করিয়া 'জীবক' নাম রাখেন এবং তিনি শিশুটিকে লালন-পালন করিয়াছিলেন বলিয়া জীবকের সম্পূর্ণ নাম হইয়াছিল "জীবক-কোমারভচ্চ"। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জীবক নিজের জন্মপরিচয় জানিয়া দুঃখিত চিত্তে রাজকুমার অভয়ের বিনা অনুমতিতেই তক্ষশিলায় যাইয়া মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। আচার্য তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কিছু অর্থ সঙ্গে দিয়া জীবককে রাজগৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি সাকেত নগরের (বর্তমান অযোধ্যা) শ্রেষ্ঠী পত্নীর সাত বৎসরের শিরোরোগ চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ করিয়া ষোড়শ সহস্র কার্ষাপণ, একজন পুরুষ ভৃত্য, একজন মহিলা ভৃত্য এবং একটি অশ্ববাহন যুক্ত রথ লাভ করিয়াছিলেন। রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জীবক সমস্ত কিছুই অভয়রাজকুমারকে প্রদান করিলেন। কিন্তু অভয়রাজকুমার কিছুই গ্রহণ না করিয়া বলিলেন "তুমি আমাদের অন্তঃপুরসীমার মধ্যে নিজের জন্য গৃহ প্রস্তুত কর।" জীবক রাজপ্রাসাদের সীমার মধ্যেই নিজের বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণ করিলেন।

ইহার পর রাজা বিম্বিসারের ভগন্দর রোগ সারাইয়া জীবক বিম্বিসারের পাঁচ শত রাণীর সমস্ত স্বর্ণালংকার পুরস্কার স্বরূপ লাভ করিলেন। তারপর রাজগৃহের জনৈক শ্রেষ্ঠীর শিরোরোগ সারাইয়া এক লক্ষ মুদ্রা লাভ করিলেন। বারাণসীর শ্রেষ্ঠী পুত্রের অন্তগণ্ডরোগ সারাইয়া ষোড়শ সহস্র মুদ্রা লাভ করিলেন। উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ড প্রদ্যোতের পাণ্ডুরোগ সারাইয়া বহুমূল্য শিবিদেশীয় এক জোড়া বস্ত্র লাভ করিয়া তিনি ভগবান বুদ্ধকে তাহা দান করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের সময়ে সমগ্র জম্বুদ্বীপে জীবকের সমকক্ষ চিকিৎসাবিদ্ কেহই ছিলেন না। জীবকের পক্ষে চিকিৎসাতীত কোন রোগই ছিল না। তিনি তাঁহার গুণের জন্য ভগবান বুদ্ধেরও চিকিৎসক হইবার অধিকারী হইয়াছিলেন। দেশের সমস্ত নৃপতিগণ জীবকের দ্বারাই দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করাইতেন। রাজা বিম্বিসারের মৃত্যুর পর জীবকই অজাতশত্রুকে বুদ্ধের নিকট লইয়া গিয়া পিতৃহত্যা জনিত অন্তর্দাহ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া ভগবানের পৃষ্ঠপোষক করিয়াছিলেন।

দিন যাবত তিনি কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পিত্তাধিক্য রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। আনন্দ স্থবির বুদ্ধের চিকিৎসার জন্য জীবককে লইয়া আসিলেন। জীবক একটি জোলাপ দিয়া ভগবানকে সুস্থ করিয়াছিলেন। ঐ জোলাপ গ্রহণের পরে ত্রিশ বার বিরেচন[১] করার পরে ভগবান সুস্থ হইয়াছিলেন। ইহার পরে যূষাহারের ব্যবস্থা করিয়া অচিরেই জীবক ভগবানের দেহ স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে জীবকই বরাবর বুদ্ধের চিকিৎসা করিতেন।

জীবক উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ড প্রদ্যোতের পাণ্ডুরোগ সারাইয়াছিলেন। এইজন্য রাজা উপহার স্বরূপ জীবককে শিবি দেশে প্রস্তুত এক জোড়া মহামূল্যবান বস্ত্র দান করিয়াছিলেন। জীবক ঐ বস্ত্র ভগবানকে দান করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "ভন্তে ভগবন্, আপনি পাংশকূল ব্যবহার করিয়া থাকেন, ভিক্ষুসংঘও তাহাই করিয়া থাকেন। ভগবন্, আমার এই বস্ত্রজোড়া গ্রহণ করুন এবং ভিক্ষুসংঘকেও গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহারে অনুজ্ঞা প্রদান করুন'। ভগবান জীবকের বস্ত্রজোড়া গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ তোমরা পাংশু-কূলও ব্যবহার করিতে পার, গৃহীপ্রদত্ত চীবরও ব্যবহার করিতে পার।"

অন্য এক সময়ে কাশীরাজ (=কোশলরাজ প্রসেনজিতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) পঞ্চশত মুদ্রা মূল্যের ক্ষৌম কম্বল জীবকের নিকট উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া-ছিলেন। জীবক সেই কম্বল ভগবানকে দান করিয়াছিলেন। ভগবান ঐ কম্বল গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুগণকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, প্রয়োজন হইলে ভিক্ষুরা গৃহী প্রদত্ত কম্বল ব্যবহার করিতে পারিবে।

জীবক ভগবানের ধর্মোপদেশ শুনিয়া স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি সকাল এবং বিকালে দিনে দুইবার বুদ্ধকে দর্শনেচ্ছু হইয়া-ছিলেন। কিন্তু বেণুবন তাঁহার বাসস্থান হইতে দূরে বলিয়া তিনি তাঁহার আম্রবনে একটি বিহার প্রস্তুত করাইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে বুদ্ধ রাজগৃহে অবস্থান কালে কখনও বেণুবন বিহারে কখনও বা আম্রবন বিহারে বাস করিতেন।

আম্রকুঞ্জে ভগবানের শ্রীমুখে 'জীবক সুত্ত' শ্রবণ করিয়া জীবক বুদ্ধের

১ জীবক ভগবানকে তিনটি সদণ্ড উৎপলের ঘ্রাণ লইতে বলিয়াছিলেন দশবার করিয়া ত্রিশবার, ইহাতেই ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইয়াছিল। ভগবান সুস্থ হইয়াছিলেন।

শরণাগত হইয়াছিলেন। আমিষাহার সম্বন্ধে জীবক বুদ্ধকে প্রশ্ন করিলে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ তাঁহার জন্য প্রাণীহত্যা করিয়াছেন দেখিতে পান, অথবা শুনিতে পান, তাহা হইলে তিনি ঐ মাংস গ্রহণ করেন না। ভিক্ষুগণকেও তিনি তাদৃশ মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যদি কোন ব্যক্তি বুদ্ধের জন্য বা কোন ভিক্ষুর জন্য কোণ প্রাণী বধ করেন, তাহা হইলে তিনি মহা অপরাধী হইবেন। এই সদুত্তর পাইয়াই জীবক বুদ্ধের শরণাগত হইয়াছিলেন।[১]

অন্য এক সময়ে জীবক ধার্মিক গৃহী উপাসকদের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক এই বিষয়ে প্রশ্ন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভগবান বলিয়াছিলেন যে ধার্মিক গৃহী উপাসক ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল পালন করিবেন এবং নিজের ও পরের হিত ও সুখের জন্য বিবিধ কর্ম সম্পাদন করিবেন।[২]

জীবক একবার বৈশালী যাইয়া ক্ষীণশরীর ও দুর্বল ভিক্ষুগণকে দেখিয়া ভগবানকে অনুরোধ করিয়াছিলেন ভগবান যেন ভিক্ষুগণকে নিয়মিত শরীর চর্চা করিবার উপদেশ দেন।[৩]

অধ্যায় সাতাশ

বৈশালীতে

তাঁহার ধর্মপ্রচারের চতুর্থ বর্ষে ভগবান রাজগৃহের জনৈক শ্রেষ্ঠীপুত্র উগ্রসেনকে দীক্ষিত করিয়া বলিয়াছিলেন[৪] ঃ

"মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো মজ্ঝে মুঞ্চ ভবস্‌স পারগূ।
সব্বথ বিমুত্তমানসো ন পুন জাতিজরং উপেহিসি ॥"

—সম্মুখে পশ্চাতে বা মধ্যভাগে তোমার যাহা কিছু আছে, তাহা ত্যাগ কর। এই সকল ত্যাগ করিয়া সংসারের পরপারে গমন কর। সর্ববিষয়ে বিমুক্তচিত্ত হইলে পুনরায় তোমাকে জন্ম ও জরা ভোগ করিতে হইবে না।

১। মজ্ঝিমনিকায়, ১ম খণ্ড, জীবকসুত্ত, পৃঃ ৩৬৮
২। অঙ্গুত্তরনিকায়, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২২
৩। বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৯
৪। ধম্মপদ, শ্লোক নং ৩৪৮

ভগবানের ধর্মোপদেশ শুনিয়া উগ্রসেন অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়াছিলেন।

উগ্রসেনকে দীক্ষা দিয়া বুদ্ধ তথাগত গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইয়া বৈশালীর মহাবনে গমন করেন। সেখানে যাইয়া তিনি শুনিলেন শাক্য ও কোলীয়গণ উভয়ের রাজ্যের সীমান্তস্থিত রোহিণী[১] (উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত এবং রাজগৃহ ইহার দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত) নদীর জল লইয়া বিবাদাপন্ন। যখন উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ একেবারে নিশ্চিত তখন বুদ্ধ আকাশপথে কপিলবস্তু যাইয়া উক্ত বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেন। শত্রুতার দ্বারা শত্রুতাকে জয় করা যায় না ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি সম্মিলিত শাক্য ও কোলীয় পরিষদে 'অত্তদণ্ড সুত্ত'[২] 'ফন্দন জাতক' এবং 'লটুকিক জাতক' বর্ণনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য শাক্য ও কোলীয়গণ নিজেদের জাতি হইতে আড়াইশত করিয়া পাঁচশতজন যুবককে বুদ্ধের সঙ্ঘের জন্য দান করিয়াছিলেন।[৩] ভগবান উক্ত পাঁচশতজন নবদীক্ষিত যুবক ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় বৈশালীর মহাবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

বৈশালীর মহাবনস্থ কূটাগারশালা এবং অন্যান্য কয়েকটি চৈত্য নানা ঘটনার সঙ্গে জড়িত। বৈশালীতে একবার ভীষণ মহামারী হইয়াছিল। অন্যতীর্থিক বিশেষতঃ জৈন সন্ন্যাসীগণ এই মহামারীর উপশম করিতে না পারায় শেষে লিচ্ছবীগণ ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়। ভগবান বুদ্ধ বৈশালীতে আসিয়া আনন্দ স্থবিরের নিকট "রতন সুত্ত"[৪] দেশনা করিয়া বলিয়াছিলেন বৈশালীনগরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া আনন্দ যেন রতনসুত্ত পাঠ করিতে করিতে বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র হইতে জলসিঞ্চন করেন। রতনসুত্ত পাঠ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৈশালী হইতে মহামারী দূরীভূত হইয়াছিল।[৫]

১। বর্তমান নাম রোওয়াই বা রোওয়াইনী যাহা গোরক্ষপুরস্থ রাপ্তী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

২। সুত্তনিপাতের অট্‌ঠকবগ্‌গের ১৫তম সুত্ত।

৩। মজ্ঝিমনিকায়-অঠ্‌টকথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৮৩; সংযুত্তনিকায় অট্‌ঠকথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৬।

৪। সুত্তনিপাতে এবং খুদ্দকপাঠে এই 'রতনসুত্ত' আছে। মহাবস্তুতে সংস্কৃত ভাষায় হুবহু 'রতন সুত্ত' উদ্ধৃত হইয়াছে।—

মহাবস্তু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯০ ২৯৫

৫। সুত্তনিপাত অট্‌ঠকথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৮; ধম্মপদট্‌ঠকথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৬; খুদ্দকপাঠ-অট্‌ঠকথা, পৃঃ ১৬৪

ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া লিচ্ছবীগণ ভগবান বুদ্ধের শাসন গ্রহণ করেন এবং ইহার পরেই তাঁহারা মহাবনস্থ কূটাগারশালা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিয়াছিলেন[১]। বৈশালীর উক্ত ঘটনায় পর হইতে 'রতনসুত্ত' পরিত্রাণ (পালি 'পরিত্ত') সূত্ররূপে বৌদ্ধ দেশগুলিতে অদ্যাপি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সংস্কৃত মহাবস্তু গ্রন্থে তাই এই সূত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে "স্বস্ত্যয়নগাথা"।[২]

এই কুটাগারশালাতে প্রধান প্রধান লিচ্ছবীগণ সপারিষদ্ বুদ্ধের দর্শনে আসিয়া তাঁহার ধর্ম শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করা যাইতে পারে, যেমন মহালি, নন্দক, সুনক্খত্ত, ভদ্দিয়, সাঢ়, অভয় এবং তাহাদের বলদর্পী প্রধান সেনাপতি 'সিংহ'। জৈন 'সচ্চক'কে এখানেই বুদ্ধ যুক্তিতর্কের দ্বারা পরাভূত করিয়াছিলেন। বৈশালীর 'উগ্গ' গৃহপতিকে বুদ্ধ এখানেই আটটি বিশেষ গুণের জন্য প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এই কূটাগারশালাতেই বুদ্ধ 'ভিক্ষুণী সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বুদ্ধের মাতৃস্বসা ও বিমাতা মহাপজাপতি গোতমী প্রমুখ পাঁচশত শাক্যরমণী সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি চাহিয়াছিলেন যখন বুদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনের তিরোধানের সময় কপিলবস্তু গিয়াছিলেন। কিন্তু কপিলবস্তুতে বুদ্ধ তাঁহাদের অনুমতি প্রদান করেন নাই। তখন মহাপজাপতি গোতমী সহ সেই পাঁচশত শাক্যরমণী পদব্রজে বৈশালীতে কুটাগারশালায় আসিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার প্রদানের জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ দুইবার প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু শেষে আনন্দ স্থবিরের মধ্যস্থতায় তিনি নারীদের সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, নারীদের সঙ্ঘে প্রবেশের পরিণামে তাঁহার শাসনের আয়ু অর্ধেক কমিয়া যাইবে।

এই কুটাগারশালাতেই ভগবান ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, মগধের অমাত্য বস্সকার ব্রাহ্মণের কূটনৈতিক জালে আবদ্ধ হইয়া শেষে লিচ্ছবীগণ মগধরাজ

১। অয়মস্মাকং ভগবন্ উদ্যানানাং মহা-উদ্যানং যদিদং মহাবনং সকূটাগারশালং। তং চ ভগবতো সশ্রাবকসঙ্ঘস্য দেম নির্যাতেম।"
—মহাবস্তু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯

২। মহাবস্তু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯০।

অজাতশত্রুর নিকট পরাজিত হইবে এবং লিচ্ছবী রাজ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।[১]

এই কুটাগারশালা হইতে ভগবান মাঝে মধ্যে নিকটবর্তী 'সারনন্দ চৈত্য' এবং 'চাপাল চৈত্যে' যাইতেন[২]। 'চাপালচৈত্যে' ও ভগবানের জন্য একটি বিহার নির্মাণ করা হইয়াছিল।

এই চাপালচৈত্যেই ভগবান তাঁহার আয়ুসংস্কার বর্জন করিয়া বলিয়াছিলেন—"অদ্য হইতে তিন মাস পরে তথাগত পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইবেন।" ভগবানের আয়ুসংস্কার বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ লোমহর্ষণকর ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং প্রচণ্ড মেঘগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঘন বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছিল।

কুটাগারশালায়[৩] ভিক্ষুদের জন্য সঙ্ঘারাম নির্মিত হইয়াছিল। ইহা দ্বিতলবিশিষ্ট প্রাসাদোপমগৃহ, নীচে মধ্যখানে পূর্বমুখী এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত বিশাল হলঘর যাহার চতুর্দিকে স্তম্ভরাশি। বুদ্ধের গন্ধকুটি কয়েকটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিশাল হলঘরের জন্য উক্ত সঙ্ঘারামের নাম হয় কূটাগারশালা। ইহার সংলগ্ন ছিল একটি আরোগ্য নিকেতন যেখানে বিভিন্ন প্রকারের রোগী রোগমুক্তির আশায় ভগবানের নিকট আসিতেন। ভগবান স্বহস্তে এইসব রোগীদের সেবাযত্ন করিতেম[৪]।

লিচ্ছবীগণকে ভগবান বৈশালীর সারন্দদ চৈত্যে (অন্য নাম আনন্দ চৈত্য) যে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম দেশনা করিয়াছিলেন তাঁহারা সেই সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম[৫] মানিয়া চলাতে কোন রাজা তাঁহাদের কোনদিন পরাজিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে মগধামাত্য বস্সকার ব্রাহ্মণের

১। বুদ্ধ তথাগতের মহাপরিনির্বাণের পরে এবং তাঁহার শেষবারের মত বৈশালী ভ্রমণের তিন বৎসর পরে অজাতশত্রু লিচ্ছবীদের ধ্বংস করিয়াছিলেন।

—ধম্মপদট্ঠকথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২২।

২। বৈশালীতে আরও কয়েকটি রমণীয় চৈত্য ছিল যেগুলিকে বুদ্ধ প্রশংসা করিয়াছেন, যেমন, উদেন চৈত্য, গৌতমক চৈত্য, সত্তম্ব (ক) চৈত্য এবং বহুপুত্র চৈত্য।

—মহাপরিনিব্বানসুত্ত, তৃতীয় অধ্যায়।

৩। গোশৃঙ্গি নামক জনৈক উপাসক বৈশালীর অবিদূরে মহাবনে (এক প্রকাণ্ড শালবনে) বিহার নির্মাণ পূর্বক দান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

৪। সংযুক্ত নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ২১০ ; অঙ্গুত্তরনিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪২।

৫। দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৩ ; অঙ্গুত্তরনিকায়, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫।

কূটনৈতিক মিথ্যা ছলনায় আবদ্ধ হওয়াতে লিচ্ছবীদের পরাজয় হইয়াছিল। বস্সকার ব্রাহ্মণ বৈশালীতে যাইয়া কূটনীতির আশ্রয় লইয়া লিচ্ছবীদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ঘটাইয়াছিলেন। ফলে অজাতশত্রু যখন বৈশালী আক্রমণ করেন তখন কোন লিচ্ছবী দেশকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হয় নাই।

যে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম প্রভাবে এতাবৎকাল লিচ্ছবীদের পরাজয় হয় নাই সেইগুলি হইতেছে—

(১) লিচ্ছবীগণ সর্বদা সম্মিলিত হন।

(২) লিচ্ছবীগণ একতাবদ্ধ হইয়া সম্মিলিত হন, সকলে একতাবদ্ধ হইয়া কর্তব্য সম্পাদন করেন।

(৩) লিচ্ছবীগণ পূর্বে যে বিধি ব্যবস্থাপিত হয়নি, এরূপ কোন বিধি ব্যবস্থাপিত করেন না।

(৪) বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করেন এবং তাঁহাদের উপদেশ মানিয়া চলেন।

৫) কুলবধূ ও কুলকুমারীদের প্রতি বলাৎকার করেন না।

৬) নগরের ভিতরে ও বাহিরে স্থাপিত চৈত্যসমূহের সংকার করেন, পূজা করেন।

(৭) অর্হৎগণের প্রতি ধর্মতঃ রক্ষাবরণগুপ্তির সুব্যবস্থা করেন, যাহাতে অনাগত অর্হৎগণ নির্দ্বিধায় এই রাজ্যে আসিতে পারেন এবং আগত অর্হৎগণ রাজ্যে সুখে বাস করিতে পারেন।

কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভের কিছু কাল পূর্বে যখন ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি বৈশালীর লিচ্ছবীদের সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মের প্রশংসা করিয়া ভিক্ষুসংঘের উন্নতিকল্পেও বিবিধপ্রকার অপরিহানীয় ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন—যতদিন পর্যন্ত এই সকল অপরিহানীয় ধর্ম ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে, ভিক্ষুরা মানিয়া চলিবে, ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি ঘটিতে পারিবে না।[১]

ইহার পর বুদ্ধ কৌশাম্বী নগরের মংকুল পর্বতে গমন করেন এবং সেখানে ষষ্ঠ বর্ষা অতিক্রম করিয়া রাজগৃহে আসেন। তখন রাজা

১। দীঘনিকায়, মহাপরিনিব্বান সুত্ত। প্রথম অধ্যায়।

বিম্বিসারের অন্যতমা রাণী ক্ষেমা (যিনি প্রথমে ঘোরতর বুদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন) বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হন। উত্তরকালে ক্ষেমা অর্হত্ব লাভ করিয়া অগ্রশ্রাবিকা হইবার গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন।

অধ্যায়—আটাশ

শ্রাবস্তীতে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন

ভগবান তখন রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজগৃহের জনৈক শ্রেষ্ঠী নদীর একাংশ জাল দ্বারা ঘিরিয়া প্রত্যহ জলক্রীড়া করিতেন। একদিন তিনি একখণ্ড রক্তচন্দন নদী হইতে উদ্ধার করিয়া চিন্তা করিলেন—আমি এই চন্দনকাষ্ঠ লইয়া কি করিব? আমার ত চন্দনকাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত আসবাব-পত্রের অভাব নাই। ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ঐ চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা একটি মনোরম পাত্র নির্মাণ করাইলেন এবং উহাকে নিজ গৃহের সম্মুখে বংশদণ্ডাদি সহযোগে নব্বই ফুট উচ্চ স্থানে সংস্থাপিত করিয়া ঘোষণা করিলেন—"যে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ সোপান কিংবা আকর্ষণ বিশিষ্ট দণ্ডের সাহায্য ব্যতিরেকে অলৌকিক শক্তির সাহায্যে আকাশমার্গে উঠিয়া এই পাত্রটি গ্রহণ করিতে পারিবেন, তিনি যাহা বাসনা করিবেন তাহাই পাইবেন।"

শ্রেষ্ঠী বিশেষ কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন না, তবে তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, যে ব্যক্তি অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রভাবে ঐ পাত্রটি গ্রহণ করিতে পারিবেন তিনি তাঁহারই ধর্মে দীক্ষিত হইবেন সপরিবারে। ভগবনে বুদ্ধের সময় ছয়জন তীর্থিক (heretical teachers) ছিলেন যথা, পূরণ কাশ্যপ, মস্করী গোশাল, অজিত কেশকম্বলী, ককুদ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বৈরটীপুত্র এবং নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র। ইঁহারা সকলেই তখনকার দিনে সুবিখ্যাত ছিলেন এবং জনসাধারণের নিকট ভগবান রূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠীর নিকট যাইয়া পাত্রটি দাবী করিলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠী বলিলেন—"নিজেদের ঋদ্ধিপ্রভাবে আকাশমার্গে যাইয়া পাত্রটি গ্রহণ করুন।" ছয়দিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও ছয়জন তীর্থিকদের মধ্যেই কেহই সক্ষম হইলেন না। সপ্তম দিবসে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন এবং আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য ঐ পথ দিয়া যাইতে যাইতে একটি প্রস্তরফলকের উপর

দাঁড়াইয়া চীবর ঠিকঠাক করিতেছিলেন। তখন লোকেরা যে বলাবলি করিতেছিল সেই কথা তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল ঃ

"পূরণ কাশ্যাপাদি ছয়জন শাস্তা নিজেদের অর্হৎ বলিয়া প্রচার করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহই অলৌকিক শক্তি দেখাইয়া শ্রেষ্ঠীর ঐ পাত্রটিকে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাই আমাদের মনে হইতেছে যে, বর্তমান জগতে কোন শাস্তাই নাই।"

ইহা শুনিয়া মহামৌদ্‌গল্যায়ন পিণ্ডোল ভারদ্বাজকে বলিলেন—"ভারদ্বাজ, তুমি কি জনগণের ঐ কথা শুনিতে পাইয়াছ যে, জগতে শাস্তাই নাই? তোমার ত ঋদ্ধিশক্তি আছে, তুমি কেন আকাশমার্গে যাইয়া ঐ পাত্রটি গ্রহণ করিতেছ না?"

ভারদ্বাজ বলিলেন—"বন্ধু মৌদ্‌গল্যায়ন, ঋদ্ধিমান ভিক্ষুদের মধ্যে আপনিই অগ্রস্থানীয়। অতএব আপনিই যাইয়া ঐ পাত্র গ্রহণ করুন। অবশ্য আপনি যাইতে ইচ্ছা না করিলে আমি অবশ্যই যাইব।"

মৌদ্‌গল্যায়ন বলিলেন—"বন্ধু ভারদ্বাজ, আমি বলিতেছি তুমিই যাও এবং পাত্রটি গ্রহণ কর।" তখন আয়ুষ্মান ভারদ্বাজ ঐ প্রস্তরফলকসহ আকাশমার্গে যাইয়া ঐ পাত্রটির উপরে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পাত্রটি লইয়া আকাশপথে তিনবার নগর পরিক্রমা করিলেন। জনগণ অবাক বিস্ময়ে তাকাইয়াছিল। শ্রেষ্ঠী ভারদ্বাজকে অনুরোধ করিলেন নীচে নামিয়া আসিবার জন্য, ভারদ্বাজ নামিয়া আসিলে শ্রেষ্ঠী ঐ পাত্রটিই পূর্ণ করিয়া বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি ভারদ্বাজকে দান করিলেন।

ইহার পর ভারদ্বাজ বিহারে ফিরিয়া আসিলেন। জনগণ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিল আরও অলৌকিক ঋদ্ধি দর্শন করিবার জন্য। ভগবান ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া সেই পাত্রটিকে ভাঙিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন যে, ভবিষ্যতে যদি কোন ভিক্ষু কোন প্রকার ঋদ্ধি জনসমক্ষে প্রদর্শন করে সে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহাকে যথোপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

এই কথা যখন সেই তীর্থিকদের কর্ণগোচর হইল তখন তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন যে, ভগবানের শিষ্যরা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিবেন না। অতএব, ভবিষ্যতে এই জাতীয় ব্যাপারে তাঁহাদের জয় সুনিশ্চিত। তখন তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে, পাত্রটি নগণ্য বস্তু বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের শক্তি প্রদর্শন

করেন নাই। এই বিষয়ে তাঁহারা বুদ্ধের সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে আগ্রহী।

রাজা বিম্বিসার এই কথা শুনিয়া বুদ্ধের নিকট যাইয়া বলিলেনঃ "ভগবন্, আপনি আদেশ প্রত্যাহার করিলেই বোধ হয় ভাল হয়। তাহা না হইলে তীর্থিকদের দাপটে জনগণ উৎপীড়িত হইবে।" ভগবান বলিলেন ঃ "মহারাজ, রাজা যদি কোন আদেশ দেন তাহা রাজার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। অতএব আমি যে আদেশ দিয়াছি তাহা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, অতএব আমি ঋদ্ধি প্রদর্শন করিব। অদ্য হইতে চারি মাস পরে পূর্ণিমা দিবসে আমি শ্রাবস্তীতে ঋদ্ধি প্রদর্শন করিব। অতীতের বুদ্ধগণও শ্রাবস্তীতেই তাঁহাদের ঋদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।"—এই বলিয়া ভগবান রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তী অভিমুখে রওনা হইলেন। তীর্থিকগণ ভাবিলেন যে, বুদ্ধ তাঁহাদের ভয়ে ভীত হইয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া যাইতেছেন, জনগণকেও তাঁহারা ঐ কথাই বুঝাইলেন। তাঁহারাও বুদ্ধের পশ্চাত পশ্চাত শ্রাবস্তীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জনগণ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া মণ্ডপ প্রস্তুত করাইলেন। ইহা শুনিয়া কোশলরাজ প্রসেনজিতও বুদ্ধের জন্য মণ্ডপ নির্মাণ করাইবার জন্য ভগবানের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। ভগবান অনুমতি দিলেন না। কারণ দেবরাজ শক্রই তাঁহার জন্য মণ্ডপ নির্মাণ করাইবার কথা। কোথায় তিনি তাঁহার ঋদ্ধি প্রদর্শন করিবেন জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান বলিলেন— "গণ্ডম্ব বৃক্ষমূলে আমি আমার ঋদ্ধি প্রদর্শন করিব।" এই কথা শুনিয়া দেবরাজ শক্র বিশ্বকর্মাকে আদেশ করিলেন শাস্তার জন্য সপ্তরত্নসমন্বিত মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া দিতে।

তীর্থিকগণ জানিতেন না কোন আম্রবৃক্ষটির নাম 'গণ্ডম্ব', তাই তাঁহারা বুদ্ধ আম্রবৃক্ষের নীচে ঋদ্ধি প্রদর্শন করিবেন শুনিয়া ঐ স্থানের সমস্ত আম্রবৃক্ষ কাটাইয়া ফেলিলেন। বিশ্বকর্মাও বুঝিতে পারিলেন না কোনটি গণ্ডম্ব বৃক্ষ যাহার নীচে ভগবান ঋদ্ধি প্রদর্শন করিবেন।

নির্দিষ্ট পূর্ণিমা দিবসে ভগবান শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন। তখন রাজার মালী গণ্ড একটি পাকা আম লইয়া রাজপ্রাসাদে যাইতেছিলেন উহা রাজাকে প্রদান করিবার জন্য। কিন্তু বুদ্ধের সাক্ষাত পাইয়া তিনি ঐ পাকা আমটি বুদ্ধকেই প্রদান করিলেন। বুদ্ধ ঐ মুহূর্তেই আমটি খাইয়া আনন্দকে বলিলেন—"আনন্দ, গণ্ডকে বল এখনই যেন সে এই আমের

বীজটি মাটিতে পুঁতিয়া দেয়।" গণ্ড তাহাই করিলেন। বুদ্ধ তাহার উপর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া জল সিঞ্চন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একশত হস্ত উচ্চতাবিশিষ্ট বহু ফল সমন্বিত আম্রবৃক্ষের আবির্ভাব হইল। ভগবান ইহার নাম দিলেন গণ্ডম্ব বৃক্ষ। বিশ্বকর্মা তখনই ঐ গণ্ডম্ব বৃক্ষের নীচেই ভগবানের জন্য মণ্ডপ প্রস্তুত করিলেন।

জনগণ ঐ গণ্ডম্ব বৃক্ষ হইতে সুস্বাদু আম খাইয়া আমের আঁটিগুলি তীর্থিকদের দিকেই ছুঁড়িয়া দিয়াছিল। কারণ তীর্থিকরা বিনা কারণে আম গাছগুলি কাটিয়া ফেলাতে তাহারা তীর্থিকদের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

এদিকে দেবরাজ শক্রের প্রভাবে তীর্থিকদের মণ্ডপগুলি প্রচণ্ড ঝটিকায় বিধ্বস্ত হইল। উত্তপ্ত বালুকরাশির উত্তাপ বর্ধিত হইল। অগ্নিকণার মত তীর্থিকদের ঘর্মাক্ত কলেবরের উপর পতিত হওয়াতে তাঁহারা সেইস্থান হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

শাস্তা ভগবান যথানির্দিষ্ট আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে তাঁহার যমক-প্রাতিহার্য্য প্রদর্শন করিলেন। শূন্যে উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত চংক্রমণ স্থান বুদ্ধের প্রভাবে দেবরাজ শক্র দ্বারা নির্মিত হইল। ভগবানকে যাহাতে বিশেষ কষ্ট করিতে না হয় সেইজন্য অনাগামী বা তৃতীয় মার্গফল প্রাপ্তা ঘরণী নাম্নী উপাসিকা বুদ্ধকে বলিলেন—ভগবন্ আপনাকে কষ্ট করিতে হইবে না। আমিই ঋদ্ধি প্রদর্শন করিব। ভগবান প্রত্যাখ্যান করিলেন। তারপর একে একে চূল অনাথপিণ্ডিক, সপ্তবর্ষীয়া শ্রামণেরী অর্হৎ চীরা, বুদ্ধের ব্যক্তিগত সহচর চুন্দ সমণুদ্দেস, থেরী উৎপলবর্ণা, থের মোগ্গল্লান প্রত্যেকে একে একে আসিয়া ভগবানকে অনুরোধ করিলেন তিনি যেন তাঁহাদের যমক-প্রাতিহার্য্য প্রদর্শন করিতে অনুমতি দেন। কিন্তু ভগবান সকলকেই নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং আকাশে উঠিয়া একই সঙ্গে তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে অগ্নিস্কন্ধ উৎপাদন এবং জলধারা প্রবাহিত করিলেন। অগ্নিস্কন্ধের আলোকে সারা পৃথিবী যেন আলোকিত হইল। জলধারা যেন সারা পৃথিবীতে সিঞ্চিত হইল। ঐ অবস্থাতেই তিনি দ্বিতীয় শরীর নির্মাণ করিয়া নির্মিত বুদ্ধের মুখ দিয়া ধর্মদেশনা করিলেন। সম্মিলিত জনতা ভগবানের যমক-প্রাতিহার্য্য দর্শন করিয়া এবং তাঁহার ধর্ম শ্রবণ করিয়া সমস্বরে সাধুবাদ দিলেন। সূর্যোদ্গমনে নিষ্প্রভ খদ্যোতের ন্যায় তীর্থিকদের গৌরবরবি অস্তমিত হইল।

সকলেই ভগবানের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। পূরণ কাশ্যপ অবশ্য শেষবারের মত ভগবানের ঋদ্ধি শক্তিকে ম্লান করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন এবং নিকটস্থ নদীর জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়া অবীচি নরকে উৎপন্ন হইল।

অধ্যায়—উনত্রিশ

ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন

বুদ্ধবিদ্বেষী তীর্থিকগণ—চিঞ্চা মাণবিকা—সুন্দরী প্রব্রাজিকা ও মাগন্দিয়ার পতন।

শ্রাবস্তীতে যমক-প্রাতিহার্য্য প্রদর্শন করিয়া তীর্থিকদের পরাভূত করিয়া ভগবান চিন্তা করিলেন—"অতীতের বুদ্ধগণ যমক-প্রাতিহার্য্য প্রদর্শন করিয়াই ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অতএব আমিও ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে যাইয়া ধর্মদেশনার দ্বারা মাতৃদেবীকে মুক্ত করিব।"—ইহা ভাবিয়া তিনি নির্মিত বুদ্ধকে রাখিয়া স্বয়ং অদৃশ্য হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে চলিয়া গেলেন। দিনটি হইল তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভের পরে সপ্তম বর্ষের আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবস। তিনি সেখানে বর্ষার তিনমাস অবস্থান করিয়া মাতা মায়াদেবীকে (তখন অবশ্য মায়াদেবী একজন দেবপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) অভিধর্ম দেশনা করিয়া মুক্ত করিলেন। রক্ত মাংসের মনুষ্য-শরীর লইয়া বুদ্ধ কিভাবে তিন মাস অনাহারে দেবলোকে কাটাইলেন তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে প্রত্যহ তিনি আর একজন নির্মিত বুদ্ধকে ধর্মোপদেশরত করিয়া স্বয়ং ভিক্ষাচরণের সময় পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া হিমালয়ের অনবতপ্ত হ্রদের নিকটবর্তী উত্তরকুরুতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেন এবং অনবতপ্ত হ্রদে স্নান করিয়া ভোজনান্তে চন্দন বনে বিশ্রাম করিতেন। তখন অর্হৎ শারীপুত্র ঋদ্ধিপ্রভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেবলোকে প্রদত্ত ধর্ম বিষয় জানিয়া লইতেন এবং ভগবান পুনরায় দেবলোকে গমন করিলে শারীপুত্র শ্রাবস্তী আসিয়া তাঁহার পাঁচশত শিষ্যকে বুদ্ধোপদিষ্ট অভিধর্মকথা শ্রবণ করাইতেন। এইভাবে বর্ষার তিনমাসের প্রত্যেকদিন অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। সম্পূর্ণ অভিধর্ম্মপিটক দেবলোকেই ভগবান দেশনা করিয়াছিলেন এবং শারীপুত্র স্থবিরের মাধ্যমে তাহা মনুষ্যলোকে প্রচারিত হইয়াছে।

ধর্ম প্রচারের সপ্তম বর্ষেই তিনি দেবলোক হইতে সাংকাশ্য (পালি সংকিস্‌স) নগরে অবতরণ করেন এবং পদব্রজে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে উপস্থিত হন। কিংবদন্তী অনুসারে দেবরাজ শক্রের নির্দেশে বিশ্বকর্মা স্বর্গ হইতে সাংকাশ্য নগর পর্যন্ত সিঁড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ভগবান ঐ সিঁড়ির মাধ্যমেই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। অবতরণকালে ব্রহ্মা ডান পার্শ্বে এবং শক্র বামপার্শ্বে থাকিয়া ভগবানকে প্রহরা দিয়া আনিয়াছিলেন। প্রত্যেক বুদ্ধই ঐ সাংকাশ্য নগরেই দেবলোক হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ভগবানের অবতরণের স্থানে একটি সুবিখ্যাত স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।[১]

এদিকে তীর্থিকগণ ভগবানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা একদিন সন্ধ্যাকালে ধর্মশ্রবণস্থলে চিঞ্চা[২] নামক রূপযৌবনসম্পন্না কোন রমণীকে বুদ্ধের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহার দুই তিনমাস পরে প্রচার করেন যে উক্ত রমণী গর্ভবতী হইয়াছে। তাঁহারা লোকমধ্যে প্রচার করেন যে, বুদ্ধদেবই ঐ গর্ভের কারণ। তাঁহাদের পরামর্শে চিঞ্চা বুদ্ধের নিকট যাইয়া বলিয়াছিল ঃ "হে গৌতম, তোমার দ্বারা আমায় এই গর্ভ হইয়াছে। তুমি আমার সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা কর।" বুদ্ধ চিঞ্চার কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং সত্য জ্ঞাত হইয়া শান্ত ধীরভাবে বলিলেন—

"একং ধম্মং অতীতস্‌স মুসাবাদিস্‌স জন্তুনো।
বিতিন্নপরলোকস্‌স নত্থি পাপং অকারিয়ং॥"

—যে ব্যক্তি সত্য লঙ্ঘন করিয়াছে, যে মিথ্যাবাদী এবং যে পরলোক বিষয়ে অবহেলা প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তির অকার্য্য পাপ কিছুই নাই।

সভাস্থলেই সর্বজনসমক্ষে চিঞ্চার কৃত্রিম গর্ভ খসিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে চিঞ্চাকে পৃথিবী গ্রাস করিল। তীর্থিকগণের ষড়যন্ত্র ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহাতে বুদ্ধের মাহাত্ম্য হ্রাস না পাইয়া বরঞ্চ দিন দিন বর্ধিত হয়।[৩] তাই বলা হইয়াছে—

১। ভারহুতের ১৭ নম্বর-প্লেটে এই দৃশ্য ক্ষোদিত আছে।

২। চিঞ্চা মাণবিকা।

৩। ধম্মপদট্‌ঠকথা ৩য়, পৃঃ ১৭৮; জাতক, মহাপদ্ম জাতক, (নং ৪৭২); পৃইতিবুত্তক-অট্‌ঠকথা, ঃ ৬৯।

"কত্বান কট্ঠমুদরং ইব গব্ভিনিয়া
চিঞ্চায় দুট্ঠবচনং জনকায়মজ্ঝে।
সন্তেন সোমবিধিনা জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ॥"[১]

—যেই মুনীন্দ্র গর্ভিণীবৎ কাষ্ঠময় উদরকারিণী হইয়া চিঞ্চানাম্নী রমণীর অপবাদবাক্য শান্তসৌম্যবলে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমাদের জয়মঙ্গল হউক।

চিঞ্চা মাণবিকা যে ভূমিকা লইয়াছিল, ঠিক তদ্রূপ ভূমিকা লইয়াছিল সুন্দরী প্রব্রাজিকা।

ভগবান তখন জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তীর্থিকগণ ভগবান এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের সম্মান সৎকার দেখিয়া এবং নিজেদের ক্রমশঃ হীনাবস্থা দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা নিজেদের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ-পথ্যাদি হইতেও বঞ্চিত হইতে লাগিলেন। অনন্যোপায় হইয়া একদিন তাঁহারা সুন্দরীর শরণাপন্ন হইলেন। সুন্দরী বাস্তবিকই ছিলেন দেহলাবণ্যসম্পন্না অল্পবয়স্কা কিন্তু চরিত্রহীনা। তীর্থিকগণ ভগবানের চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিবার জন্য সুন্দরীকে নিযুক্ত করিলেন।

একদিন তাঁহারা সুন্দরীকে বলিলেন—"ভগিনি, আমাদের একটা উপকার করিবে কি?"

সুন্দরী—"বলুন, আপনারা কি চান? আপনাদের জন্য আমার অকরণীয় কিছুই নাই। আপনাদের জন্য আমি জীবনও দিতে পারি।"

তীর্থিকগণ বলিলেন—"ভগিনি, প্রত্যহ প্রাতঃকালে তুমি যখন গৃহে ফিরিবে তখন জেতবন বিহারের সম্মুখ ভাগ দিয়া আসিবে। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে 'তুমি সারারাত্রি বুদ্ধের সঙ্গে গন্ধকুটিতে কাটাইয়াছ।"

সুন্দরী প্রত্যহ তাহাই করিতে লাগিল। কিছু কিছু লোক সুন্দরীর কথায় ভগবানের প্রতি সন্দিহান হইল। তীর্থিকগণ ভাবিলেন যে এইবার তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। কিছুদিন অতিবাহিত হইল। একদিন তীর্থিকগণ গুণ্ডার দ্বারা সুন্দরীকে হত্যা করাইয়া জেতবন-বিহারের

১। জয়মঙ্গল অট্ঠগাথা, নং ৫।

সন্নিকটেই মাটি চাপা দিয়া রাখিলেন এবং নিজেরাই রাজা প্রসেনজিতকে খবর দিলেন যে সুন্দরীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের কি সন্দেহ হয়?" তীর্থিকগণ —"আমাদের মনে হয়, জেতবন-বিহারের কোথাও সুন্দরীকে পাওয়া যাইতে পারে।" রাজা বলিলেন—"জেতবনেই অনুসন্ধান করুন।" তীর্থিকগণ নিজেরাই সুন্দরীর দেহ বাহির করিয়া সকলকে দেখাইয়া বলিলেন—

"মহারাজ, দেখুন, শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষুদের কাণ্ড দেখুন। নিজেরাই ভণ্ড, নির্লজ্জ, শয়তান, আর লোকের কাছে প্রচার করে তাহারাই ধার্মিক, সত্যবাদী এবং সদাচারী। তাহার না সাধু না গৃহী। নিজেরা নারী সহবাস করে। আবার তাহাদিগকে হত্যা করে। ছি, ছি!"

তীর্থিকদের অপপ্রচারের ফলে জনগণ বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করিতে সুরু করিল।

ভিক্ষুগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান বলিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, এই সোরগোল বেশীদিন স্থায়ী হইবে না। সাত-দিন পরে স্তিমিত হইবে।"

বাস্তবিক, সাতদিন পরে এই সোরগোল থামিয়া গেল। রাজা প্রসেনজিত সুন্দরী-হত্যার পশ্চাতে কাহারা লিপ্ত, তাহা অনুসন্ধানের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে তীর্থিকগণই দোষী প্রমাণিত হইয়াছেন এবং রাজা তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়াছেন। ইহাতে ভগবানের যশঃ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।[১]

ধর্মপ্রচারের অষ্টম বর্ষে ভগবান কপিলবস্তুর সন্নিকটস্থ সুংসুমারগিরিতে (=শিশুমার পর্বত) ভগ্গদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন সস্ত্রীক নকুলপিতা বুদ্ধকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—'ঐ ত আমাদের পুত্র। তাত, তুমি এতকাল আমাদের ত্যাগ করিয়া কোথায় ছিলে? ইহার কারণ হইতেছে নকুলপিতা ইতিপূর্বে পাঁচশত জন্মে ভগবানের পিতা ছিলেন। পাঁচশত জন্মে ভগবানের খুল্লতাত ছিলেন এবং পাঁচশত জন্মে ভগবানের পিতামহ ছিলেন। তদ্রূপ নকুলমাতাও ইতিপূর্বে বহুজন্মে ভগবানের মাতা, মাতামহী, পিতামহী ছিলেন। তাই ভগবানের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের

১। উদান, ৪, ৮; জাতক, ২য়, ৪১৫; ধম্মপদট্ঠকথা, ৩য়, ৭৪

পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে। ভগবান কিন্তু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ধর্মদেশনার দ্বারা তাঁহাদিগকে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে যখন ভগবান তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত তখন তাঁহাদের শীল, সমাধি, প্রজ্ঞাগুণ দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাভাজন উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে প্রধান স্থান দান করিয়াছিলেন।[১]

নবম বর্ষে ভগবান কৌশাম্বীতে গমন করেন। সেখানে মাগন্দিয় ব্রাহ্মণের মাগন্দিয়া নাম্নী কন্যা ছিল। মাগন্দিয়ের ইচ্ছা ছিল বুদ্ধের মত সুপুরুষের সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ দেবেন। কিন্তু মাগন্দিয়ার মাতা ব্রাহ্মণী ত্রিবেদজ্ঞ এবং মহাপুরুষ লক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞ থাকায় বুদ্ধকে দেখা মাত্রই বুঝিয়া ছিলেন যে, এই ব্যক্তি সংসারজীবন যাপন করিবেন না। কিন্তু মাগন্দিয় কিছুতেই তাহা স্বীকার করিবেন না। অবশেষে ভগবানের ধর্মকথা শুনিয়া সস্ত্রীক মাগন্দিয় অনাগামীফলে প্রতিষ্ঠিত হন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা তাঁহাদের কন্যার দায়িত্ব মাগন্দিয়ার খুল্লতাত চুল্ল-মাগন্দিয়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়া সংসার ধর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেন এবং দেহত্যাগের পূর্বে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন।[২]

মাগন্দিয়া কিন্তু নিজেকে অপমানিত মনে করিল এবং বুদ্ধের বিরুদ্ধে তাহার প্রতিশোধেচ্ছা প্রবল হইল। ইত্যবসরে খুল্লতাতের চেষ্টায় কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের পরও তাহার মন হইতে বুদ্ধবিদ্বেষ তিরোহিত হয় নাই। রাজা উদয়নের অপর মহিষী শ্যামাবতী ছিলেন ভগবান বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত। বুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য একদিন মাগন্দিয়া পাঁচশত পরিচারিকা সহ শ্যামা-বতীকে প্রাসাদেই অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করিল। অনুসন্ধান করিয়া রাজা জানিতে পারিলেন যে শ্যামাবতীকে হত্যার জন্য মাগন্দিয়া এবং তাহার খুল্লতাত চুল্ল-মাগন্দিয়ই দায়ী। তখন রাজা কৌশলে মাগন্দিয়ার সকল আত্মীয়-স্বজনকে, বিশেষতঃ যাহারা এই হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বন্দী করাইয়া আনিলেন এবং কোমড় পর্যন্ত তাহাদের শরীর মাটিতে প্রোথিত করিয়া উপরে খড় বিছাইয়া দিয়া অগ্নিসংযোগ করাইলেন। এইভাবে তাহাদের

১। অঙ্গুত্তর-অট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ৪০০

২। সুত্তনিপাত (মাগন্দিয়-সুত্ত), শ্লোক ৮৩৫-৮৪৭; ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ২০২।

শরীর দগ্ধ হইল। মাগন্দিয়াকে রাজা ঐ ভাবে হত্যা করিলেন না। মাগন্দিয়ার শরীর হইতে মাংস কাটিয়া কাটিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করা হইল এবং সেই দগ্ধীভূত মাংস মাগন্দিয়াকে খাইতে বাধ্য করা হইল। এইভাবে মাগন্দিয়ার মৃত্যু হয়।[১]

শ্যামাবতী ঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াও পূর্বপূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন নাই। ভগবান বুদ্ধ শ্যামাবতীকে মৈত্রীবিহারী উপাসিকাদের মধ্যে অগ্রস্থান প্রদান করিয়াছিলেন।[২]

অধ্যায়—ত্রিশ

কৌশাম্বী-ভিক্ষুদের বিবাদ

দশমবর্ষে তথাগত কৌশাম্বীর নিকটবর্তী ঘোষিতারামে অবস্থান করেন। তখনই তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে সামান্য বিনয় সম্পর্কে মতভেদ উপস্থিত হয়। ভগবান মীমাংসার জন্য বৃথা চেষ্টা করেন এবং সঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী বালকলোণকার নামক গ্রামে চলিয়া যান। তথা হইতে তিনি স্থবির ভৃগুর সহিত প্রাচীনবংশদারে[৩] (চেতিয়-রাজ্যস্থ একটি উদ্যান) গমন করেন। সেখানে তিনি স্থবির অনুরুদ্ধ, স্থবির নন্দিয় এবং স্থবির কিম্বিলের সহিত মিলিত হন। কৌশাম্বীর ভিক্ষুরা বিবাদাপন্ন হইলে উক্ত তিনজন স্থবির কৌশাম্বী ত্যাগ করিয়া এই প্রাচীনবংশদারে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। ভগবান পারিলেয়্যকে (পারিলেয়্যবনে) গমনকালে এইখানেই অবস্থান করিয়াছিলেন।[৪] অনুরুদ্ধ, নন্দিয় ও কিম্বিল স্থবিরকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ,

১। ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ১৯৯-২২২
উদান-অট্ঠকথা, পৃঃ ৩৮৩।

২। উদান, ৪, ১০; উদান-অট্ঠকথা, পৃঃ ৩৮২;
অঙ্গুত্তর-অট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ২৩২-২৪০; বিসুদ্ধিমগ্গ, পৃঃ ৩৮০;
অঙ্গুত্তর, ১ম, ২৬।

৩। ইহা বালকলোণকারগ্রাম এবং পারিলেয়্যকবনের মধ্যখানে অবস্থিত একটি উদ্যান। ইহাকে পাচীনবংস (মিগ) দায়ও বলা হইত। এখানেই স্থবির অনুরুদ্ধ অর্হত্বফল লাভ করিয়াছিলেন।

৪। বিনয়পিটক, ১ম, পৃঃ ৩৫০।

সন্দীপ্ত, এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া পারিলেয্যক বন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে পারিলেয্যকবনে গমন করিয়া রক্ষিত-বনসণ্ডে ভদ্রশাল বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন এক যূথ-পরিত্যাগকারী হস্তীরাজ সেই বনে ভগবানকে রক্ষা করিয়াছিলেন।[১]

ভগবান পারিলেয্যকবনে প্রায় তিনমাস কাল অবস্থান করিরা শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ধম্মপদট্‌ঠকথানুসারে স্থবির আনন্দ পাঁচশত ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া পারিলেয্যকবনে যাইয়া বুদ্ধকে শ্রাবস্তীতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভগবান যখন কৌশাম্বীতে ভিক্ষুগণকে সম্মিলিত করিতে না পারিয়া পারিলেয্যকবনে চলিয়া যান তখন কৌশাম্বীবাসী উপাসকগণ কৌশাম্বীর ভিক্ষুদের প্রতি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিয়া তিনমাস তাহাদের ভিক্ষান্ন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ভগবান শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন শুনিয়া শ্রাবস্তীতে গেলেন এবং ভগবানকে জানান যে তাঁহারা তাঁহাদের বিবাদ মিটাইয়া ফেলিয়াছেন, ভগবান যেন তাঁহাদের ক্ষমা করেন। ভগবান তাঁহাদের ক্ষমা করিয়া সঙ্ঘ সম্মেলন আহবান করিয়া বলিয়াছিলেন—"ভবিষ্যতে সঙ্ঘ সম্মেলন করিয়া অপরাধী ভিক্ষুর বিচার করিতে হইবে। ঐ বিচারের সময় রোগী বা নীরোগ সমস্ত ভিক্ষুকেই একস্থানে সমবেত হইতে হইবে। সমবেত হইয়া যথোচিতভাবে অপরাধীর বিচার করিবে।"

ভগবান শ্রাবস্তীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া রাজগৃহে চলিয়া গেলেন।

১। ধম্মপদট্‌ঠকথানুসারে (কোসম্বকবত্থু—ধম্মপদট্‌ঠকথা, ১ম খণ্ড) সেই হস্তীরাজের নাম ছিল পারিলেয্য। সে সাধারণ মানুষের মত ভগবানকে প্রয়োজনীয় খাদ্যভোজ্য এমন কি গরম জল দিয়াও সেবা করিত। সারারাত্রি জাগিয়া বুদ্ধকে পাহারা দিত। একটি বানর প্রত্যহ এই সব দৃশ্য দেখিয়া নিজে একদিন ভগবানকে একটি মধুসহ মৌচাক দান করিয়াছিল। ভগবান মধু খাইতেছেন দেখিয়া বানরটি মহানন্দে লম্ফঝম্ফ করিতে করিতে হঠাৎ পতিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে। হস্তীটিও মৃত্যুর পরে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ কৃষি ভারদ্বাজ, বেরঞ্জা ব্রাহ্মণ—বিনয়ধর্ম দেশনারম্ভ মেঘিয় স্থবির—রাহুলোবাদ

একাদশ বর্ষে ভগবান মগধের দক্ষিণগিরিতে একনালা গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানে তিনি কৃষি-ভারদ্বাজ নামক ব্রাহ্মণকে তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত করেন।

কথিত আছে ভারদ্বাজ কৃষিমহোৎসব করিতেছিলেন, এমন সময় তথাগত ভিক্ষাপাত্র হস্তে করিয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হন। অনেকে তথাগতের সম্মুখে আগমন করিয়া তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। কিন্তু ভারদ্বাজ তাঁহাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন—"হে শ্রমণ, আমি কর্ষক, বীজ-বপন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি; তুমিও বীজবপন কর, অনায়াসে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিবে"। তথাগত উত্তর করিলেন—"হে ব্রাহ্মণ, আমিও কৃষিকার্য্য করি, আমিও বীজ বপন করিয়া আহার সংগ্রহ করি।" ইহা শুনিয়া ভারদ্বাজ বলিলেন—"হে তথাগত, তুমি বলিতেছ তুমি কর্ষক, কিন্তু তোমার বলীবর্দ্দ, বীজ ও লাঙ্গল ইত্যাদি কিছুই দেখিতেছিনা"। তথাগত উত্তর করিলেন—শ্রদ্ধাই আমার বীজ, আমি সেই বীজ সর্ব্বত্র বপন করি। সৎকর্ম্মরূপ বৃষ্টি দ্বারা উহা অঙ্কুরিত হয়। প্রজ্ঞা আমার লাঙ্গল এবং স্মৃতি প্রগ্রহ। বীর্য্যই আমার বলীবর্দ্দ এবং ধর্মই আমার দণ্ড। আমি লাঙ্গল সঞ্চালন করিরা অজ্ঞান কণ্টক বিদূরিত করি। আমি কৃষি করিয়া যে শস্য লাভ করি উহার নাম অমৃত ফল বা নির্ব্বাণ।" ভারদ্বাজ তথাগতের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত হন।[১]

আচার্য্য বুদ্ধঘোষের মতে ভগবান দ্বাদশ বর্ষা বেরঞ্জানগরে বেরঞ্জ ব্রাহ্মণের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া কাটাইয়াছিলেন। একবার ভগবান বেরঞ্জার নিকটস্থ নলেরুপুচিমন্দ[২] নামক নিকুঞ্জে অবস্থান করিতেছিলেন। ভগবানের বহু কীর্ত্তি-শব্দ শুনিয়া একদিন বেরঞ্জ নামক ব্রাহ্মণ ভগবানের দর্শনে যাইয়া বহু প্রশ্ন

১। কসিভারদ্বাজসুত্ত, সুত্তনিপাত, ১/৪; সংযুত্তনিকায়, ১ম, পৃঃ ১৭২।

২। নলেরু একটি যক্ষের নাম। পুচিমন্দ হইতেছে নিম গাছ। এই বৃক্ষমূলে নলেরু যক্ষের উদ্দেশ্যে একটি চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল।—বিনয়পিটক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১; অঙ্গুত্তরনিকায়, ৪র্থ, ১৭২, ১৯৭।

ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন—তাহার মধ্যে একটি হইল "ভগবান কেন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের অভিবাদন করেন না।" ভগবান উত্তরে বলিয়াছিলেন যে ত্রিলোকে তিনি এমন কোন ব্রাহ্মণকে দেখেন না যিনি তাঁহার নমস্য হইবার যোগ্য। বুদ্ধ যাঁহাকে অভিবাদন করিবেন তাঁহার মস্তক সপ্তধা বিভক্ত হইবে। আরও বহু জিজ্ঞাসাবাদের সদুত্তর দিয়া ভগবান বেরঞ্জ ব্রাহ্মণকে জানান কিভাবে তিনি 'ত্রিবিদ্যা' লাভ করিয়াছেন। ধর্মদেশনা শুনিয়া বেরঞ্জ ভগবানের নিকট দীক্ষিত হন এবং ভগবানকে বর্ষার তিনমাস বেরঞ্জায় থাকার জন্য অনুরোধ জানান।

তখন বেরঞ্জায় হঠাৎ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। পাঁচশত অশ্ববণিক ভিক্ষুসহ বুদ্ধের আহার্য্য সরবরাহ করিয়াছিলেন। স্থবির মৌদ্‌গল্যায়ন তাঁহার ঋদ্ধিবলে খাদ্য সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান তাহাকে নিবৃত্ত করেন। এই বেরঞ্জাতেই ভগবানের মুখে শারীপুত্র শুনিয়াছিলেন কেন অতীতের তিনজন বুদ্ধের[১] ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল এবং তাঁহাদের পূর্ববর্তী তিনজন বুদ্ধের[২] ধর্ম দীর্ঘস্হায়ী হয় নাই। এই বেরঞ্জাতেই ভগবান বিনয়পিটকের পারাজিকা-কাণ্ডের সূত্রপাত করিয়াছিলেন কারণ শারীপুত্র ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কেন তিনজন বুদ্ধের সময়ে তাঁহাদের ধর্ম স্হায়ী হয় নাই। ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে ঐ সকল বুদ্ধ ধর্মপ্রচার করার জন্য বিশেষ যত্নবান হন নাই এবং শিষ্যগণের জন্য বিনয়ধর্ম প্রচার করেন নাই। তখন শারীপুত্রের অনুরোধেই (কারণ শারীপুত্র চাহিয়াছিলেন এই বুদ্ধের ধর্ম দীর্ঘস্হায়ী হউক) ভগবান সঙ্ঘের জন্য বিনয়ধর্ম দেশনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বর্ষাবাসের শেষে ভগবান বেরঞ্জা হইতে তক্ষশিলায় গমন করেন এবং তক্ষশিলা হইতে সোরেয়্য, সাংকাশ্যা, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া গঙ্গা পার হইয়া প্রথমে বারাণসী এবং পরে বৈশালীর কূটাগারশালায় অবস্থান করেন।

১। ককুসন্ধ, কোণাগমন এবং কস্‌সপ বুদ্ধ।

২। বিপস্‌সী, সিখী এবং বেস্‌সভূ বুদ্ধ।

ত্রয়োদশ বর্ষা ভগবান চালিকায়[১] অবস্থান করেন, তখন স্থবির মেঘিয় ছিলেন ভগবানের সহচর। একদিন মেঘিয় নিকটস্থ জন্তুগ্রামে ভিক্ষায় যাইয়া 'কিমিকালা' নদীতীরে একটি সুন্দর আম্রকুঞ্জ দেখিতে পান। মেঘিয় সেই আম্রকুঞ্জে ধ্যান করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভগবানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভগবান দুইবার মেঘিয়কে নিষেধ করা সত্ত্বেও মেঘিয় পুনর্বার প্রার্থনা করিলে তখন ভগবান অনুমতি দেন। মেঘিয় আম্রকুঞ্জে ধ্যান করিতে যাইয়া নানা প্রকার অশুভ চিন্তায় ভীত হইয়া ভগবানের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সব ব্যক্ত করিলে ভগবান মেঘিয়কে বলিলেন যে ধ্যানে পুষ্ট হইতে হইলে পাঁচটি বিষয়ের প্রয়োজন ঃ[২] ১। কল্যাণমিত্র সংসর্গ ২। শীলপালনে সংযম ৩। হিতাবহ ধর্মোপদেশ ৪। সম্যক্ প্রধান বা বীর্যবত্তা এবং ৫। বিদর্শন (=প্রজ্ঞা)। ইহা বলিয়া ভগবান মেঘিয়কে ধর্মোপদেশদানচ্ছলে বলিলেন—

"ফন্দনং চপলং চিত্তং, দুরক্খং দুন্নিবারয়ং
উজুং করোতি মেধাবী, উসুকারো'ব তেজনং ॥
বারিজো'ব থলে খিত্তো, ওকমোকতো উব্ভতো।
পরিফন্দতিদং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে ॥ [৩]

—"শরনির্মাতা তীরের ফলকে যেমন সোজা করে জ্ঞানী ব্যক্তি তেমনই স্পন্দনশীল, চঞ্চল, দুরক্ষণীয় ও দুর্নিবার্য চিত্তকে নিজবশে আনয়ন করেন।

—জলাবাস হইতে উদ্ধৃত এবং স্থলে নিক্ষিপ্ত মৎস্যের ন্যায় এই চিত্তও মারের রাজ্য (এই স্থলে পঞ্চকামগুণ) অতিক্রম করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে।"

ভগবানের ধর্মোপদেশ শুনিয়া মেঘিয় অর্হত্ত্বফল[৪] লাভ করিয়াছিলেন।

চতুর্দশ বর্ষা ভগবান শ্রাবস্তীতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তখন রাহুলের বয়স পরিপূর্ণ বিংশতি বৎসর এবং রাহুলকে ভিক্ষুরূপে উপসম্পদা দেওয়া হয়। বুদ্ধ প্রবর্তিত বিনয়-ধর্মানুসারে বিংশতি বৎসর পূর্ণ না

১। অন্য নাম 'চালিয়'। ২। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ, পৃঃ ৩৫৪ ; উদান ৪,১ ; থেরগাথা, শ্লোক ৬৬। ৩। ধম্মপদ, চিত্তবগ্গ, শ্লোক ১-২।

৪। ধম্মপদট্ঠকথানুসারে মেঘিয় স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন, ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম ২৮৯।

হইলে কাহাকে ভিক্ষুরূপে উপসম্পদা দেওয়া যায় না। তখন রাহুলের বয়স বিংশতি বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া রাহুলকে উপসম্পদা দেওয়া হয়।

উপসম্পদা দেওয়ার পর হইতে ভগবান রাহুলকে সুযোগ পাইলেই ধর্মোপদেশ দিতেন। রাহুল নিজেও বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যদের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণের জন্য সর্বদা তৎপর ছিলেন। কথিত আছে যে রাহুল প্রত্যহ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এক মুষ্টি বালুকা হাতে লইয়া বলিতেন—"অদ্য আমার এমন সৌভাগ্য হইবে কি যে, এই হাতে যত বালুকা আছে তত সংখ্যক ধর্মোপদেশ লাভ করিব?" যখন রাহুলের বয়স মাত্র সাত বৎসর তখনই ভগবান তাঁহাকে কৌতুকচ্ছলেও মিথ্যা কথা না বলার জন্য 'অম্বলট্‌ঠিকা-রাহুলোবাদ-সুত্ত' দেশনা করিয়াছিলেন। রাহুল প্রায়ই বুদ্ধের সঙ্গেই ভিক্ষায় যাইতেন। একদিন ভগবান দেখিলেন যে রাহুল নিজের দেহ সৌন্দর্য ও তাহার পিতার দেহ সৌন্দর্য বিষয়ে চিন্তা করিয়া মনে মনে গর্ববোধ করিতেছে। তখন রাহুলের বয়স অষ্টাদশ। ভগবান তখন রাহুলকে সমস্ত কিছুর অনিত্যতা বিষয়ে জ্ঞান দিবার জন্য 'মহারাহুলোবাদ' সুত্ত দেশনা করিয়াছিলেন। রাহুল-সংযুক্ত এবং অঙ্গুত্তরনিকায়েও দুইটি 'রাহুলোবাদ' আছে যেখানে বিদর্শন ভাবনা (=প্রজ্ঞাভাবনা) বিষয়ে ভগবান রাহুলকে উপদেশ দিয়াছেন। যখন ভগবান বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে রাহুল আধ্যাত্মিক সাধনায় অনেক উন্নত হইয়াছেন, তখন তিনি রাহুলকে সঙ্গে লইয়া অন্ধবনে (শ্রাবস্তী নগরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি কুঞ্জবন) গেলেন এবং রাহুলের নিকট "চূল-রাহুলোবাদ সুত্ত" দেশনা করিলেন। দেশনান্তে রাহুল ঐ আসনেই অর্হত্ত্বফল লাভ করিলেন। পরবর্তীকালে ভগবান ভিক্ষুসংঘের সম্মেলনে রাহুলকে 'শিক্ষাকামীদের মধ্যে অগ্রস্থানীয়' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।[১]

সুপ্রবুদ্ধ এবং আলবক যক্ষের পতন

পঞ্চদশবর্ষে ভগবান কপিলবস্তুতে অবস্থান করিয়াছিলেন। যেহেতু ভগবান পত্নী গোপাকে (=যশোধরাকে) ত্যাগ করিয়া মহাভিনিষ্ক্রমণ (=সংসার ত্যাগ) করিয়াছিলেন, তদ্ধেতু গোপার পিতা সুপ্রবুদ্ধ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

১। অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম, পৃঃ ২৪।

হইয়াছিলেন। তিনি সুযোগ পাইলেই ভগবানের ক্ষতি সাধন করিবেন—ইহাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। বুদ্ধত্ব লাভের পঞ্চদশ বর্ষে ভগবান যখন আবার কপিলবস্তুতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন সুপ্রবুদ্ধ মদমত্ত হইয়া কপিলবস্তু প্রবেশের মুখে অবস্থান করিলেন। ভিক্ষুসংঘ সহ ভগবান সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সুপ্রবুদ্ধ কিছুতেই ভগবানকে নগরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। বুদ্ধ ফিরিয়া গেলেন কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে সপ্তম দিবসে সুপ্রবুদ্ধ কৃতকর্মের ফল ভোগ করিবেন, তাঁহার পাতাল প্রবেশ হইবে। ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়াও সুপ্রবুদ্ধ ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি তাঁহার সপ্ততলবিশিষ্ট প্রাসাদের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করিতে থাকেন এবং উপরে আসার সিঁড়িও নষ্ট করিয়া দেন এবং প্রহরী নিযুক্ত করেন। কিন্তু ভগবান বলিলেন—

"ন অন্তলিক্খে ন সমুদ্দমজ্ঝে
ন পব্বতানং বিবরং পবিস্স।
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো
যত্থট্ঠিতং নপ্পসহেয্য মচ্চু॥"[১]

—'অন্তরীক্ষে, সমুদ্র মধ্যে কিংবা পর্বতগুহায় যেখানেই প্রবেশ কর না কেন, জগতে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে অবস্থান করিলে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।'

সপ্তম দিবসে সুপ্রবুদ্ধের একটি অশ্ব বন্ধন ছিন্ন করিয়া ছুটিতে থাকে। ঐ অশ্বকে তিনি ব্যতীত আর কেহই সংযত করিতে পারে না। তাই তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দরজার দিকে ছুটিলেন। দরজা নিজ হইতেই খুলিয়া গেল এবং নীচে নামিবার সিঁড়ি নিজ হইতেই যথাস্থানে সংলগ্ন হইল। প্রহরী তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া ধাক্কা দিয়া সিঁড়িতে ফেলিয়া দিলেন। তিনি গড়াইতে গড়াইতে সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে আসিলেন, তখন পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। তিনি অবীচি নরকে গেলেন।[২]

১। ধম্মপদ, শ্লোক নং ১২৮।
২। ধম্মপদট্ঠকথা, ৩য়, পৃঃ ৪৪।

আলবক যক্ষ দমন

ষোড়শ বর্ষা তথাগত আলবীতে[১] অবস্থান করেন। বর্ষার সম্পূর্ণ তিন মাস এখানে অবস্থান করিয়া তথাগত চুরাশি হাজার শ্রোতার নিকট ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন। আলবীতে এককালে বহু ভিক্ষু বাস করিতেন। সেখানে বহু বিহার নির্মিত হইয়াছিল।

ভগবান এক রাত্রিতে নরখাদক যক্ষ আলবকের বাসস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আলবক যক্ষ ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে তাহার ঘরে বুদ্ধ উপবিষ্ট। যক্ষ পরপর তিনবার বুদ্ধকে তাহার ঘর হইতে বাহিরে আসিতে বলিল এবং ভিতরে যাইতে বলিল। বুদ্ধ তাহাই করিলেন কিন্তু চতুর্থবার বুদ্ধ তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বাহিরে আসিলেন না। তখন আলবক বলিল—"আমার প্রশ্নের জবাব দিতে না পারিলে আমি তোমাকে হত্যা করিব।" —এই কথা বলিয়া আলবক বুদ্ধকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং ভগবানও তাহার যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। এই প্রশ্নোত্তরই সুত্তনিপাতের আলবক সুত্তের বিষয়বস্তু। 'সত্য, সংযম, ত্যাগ এবং ক্ষান্তি অপেক্ষা জগতে শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই'—ভগবানের মুখে এই কথা শুনিয়া আলবক প্রসন্ন হইয়া বুদ্ধের শরণাগত হইল এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে, তিনি আজীবন বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের সেবা করিতে করিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে বিচরণ করিবে।[২] তাই বলা হইয়াছে—

"মারাতিরেকমভিযুজ্ঝিতসব্বরত্তিং
ঘোরম্পনালবকমক্খমথদ্ধযক্খং।

১। ইহা শ্রাবস্তী হইতে ত্রিশ যোজন দূরে অবস্থিত একটি নগর। ইহা শ্রাবস্তী ও রাজগৃহের মধ্যস্থানে অবস্থিত। ভগবান বহুবার আলবীতে আসিয়া নিকটস্থ অগ্গালব চৈত্যে অবস্থান করিতেন। থেরী (=ভিক্ষুণী) সেলা এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বলা হইত আলবিকা (থেরীগাথা অট্ঠকথা, পৃঃ ৬২-৬৩)।
বর্তমানে ইহা উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত উন্নাও জিলায় 'নেওয়াল' নামক স্থান, অথবা ইটাওয়া জিলায় ২৭ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত 'অবিওয়া' নামক স্থান।

২। সুত্তনিপাত, আলবক সুত্ত, শ্লোক, ১০১-১৯২।

খন্তী-সুদন্তবিধিনা জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ॥"[১]

—যেই মুনীন্দ্র সর্বরাত্রি সংগ্রামকারী ভয়ানক দুর্দান্ত ও নির্দয় মার হইতেও ভীষণ আলবক নামক যক্ষকে ক্ষান্তি ও দমগুণ দ্বারা জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমাদের জয়-মঙ্গল হউক।

আলবীর কৃষক ও চালিকার তন্তুবায়কন্যার ধর্মচক্ষুলাভ

সপ্তদশ বর্ষা ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে[২] অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার একটা প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল দুইবার পৃথিবী অবলোকন করা। একদিন প্রাতঃকালে অবলোকন করিয়া দেখিলেন আলবীর একজন কৃষকের ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইবার সময় হইয়াছে। তিনি স্থির করিলেন আলবীতে যাইয়া সেই কৃষককে সদ্ধর্মে দীক্ষিত করিবেন। বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ লইয়া আলবীতে উপস্থিত হইলেন। আলবীবাসীরা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে ভিক্ষান্ন দান করিলেন। কিন্তু ভগবান দানানুমোদনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন যতক্ষণ না সেই কৃষক আসিয়া উপস্থিত হয়।

এদিকে কৃষকের একটি ষণ্ড পলায়ন করিয়াছে। তিনি ষণ্ডের সন্ধান করিতে করিতে দিন কাটাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু তথাপি চিন্তা করিলেন যে, তিনি সেইদিনই ভগবানকে দর্শন করিবেন। তিনি অভুক্ত অবস্থাতেই বুদ্ধের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধের ত সবই জানা হইয়াছে। তিনি জনগণকে বলিলেন ঐ কৃষককে আগে কিছু আহার্য্য দিতে। কৃষক আহার করিয়া শান্ত হইলেন, ভগবান ধর্মদেশনা আরম্ভ করিলেন। তিনি চারি সত্য বিষয়ে দেশনা করিলেন। ভগবানের দেশনা শেষ হইলে কৃষক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।[৩]

অষ্টাদশ বর্ষা ভগবান চালিকা পর্বতে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ের বিশেষ ঘটনা হইতেছে জনৈক তন্তুবায়কন্যাকে ধর্মোপদেশ দিয়া স্রোতাপত্তিফলে

প্রতিষ্ঠিত করা। চালিকায় এক তন্তুবায়কন্যা তিন বৎসর পূর্বে মরণানুস্মৃতি বিষয়ে ভগবানের ধর্মকথা শুনিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে ভগবান আবার আলবীতে যাইতেছেন ধর্মদেশনার জন্য, তিনিও বুদ্ধের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার পিতার কার্য্য শেষ না করিয়া যাইতে পারিবেন না। ভগবান তাঁহার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া ত্রিশযোজন পথ অতিক্রম করিয়া আসিলেন এবং তন্তুবায়কন্যার কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। ভগবান জানিতেন যে, তন্তুবায়কন্যার মৃত্যু আসন্ন। তাই তিনি তাঁহাকে সদ্ধর্মে দীক্ষিত করিতে চাহিলেন যাহাতে তন্তুবায়কন্যা জানিতে পারেন তাঁহার পরবর্তী জন্ম কোথায় হইবে। ইতিপূর্বে ভগবানের ধর্মোপদেশ শুনিয়া তিনি তখন হইতে ধ্যানতৎপর থাকিতেন বলিয়া ভগবান কর্তৃক জিজ্ঞাসিত চারিটি প্রশ্নের সদুত্তর দিলেন। ভগবানের দেশনাবসানে তিনি স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁতযন্ত্রের কিয়দংশ তাঁহার উপর ভাঙিয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া ভগবান তন্তুবায়ের বাড়ীতে যাইয়া তন্তুবায়কে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, মৃত্যু সকলের জন্যই ধ্রুব, কাহারও আগে, কাহারও বা পরে। তবে তাঁহার কন্যার মৃত্যু সার্থক। যেহেতু তিনি মার্গফল লাভ করিয়াই মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন।[১]

রুগ্নের সেবায় বুদ্ধ

ঊনবিংশ বর্ষাও ভগবান চালিকা পর্বতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি সর্বজন পরিত্যক্ত পূতিগত্ত তিষ্য স্থবিরকে নিজের শুশ্রূষার দ্বারা সুস্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পূতিগত্ত তিষ্য ছিলেন শ্রাবস্তীর এক কুলীন বংশের সন্তান। তিনি ভগবানের নিকট দীক্ষা লইয়া উপসম্পদা গ্রহণ করেন। কিন্তু সঙ্ঘে প্রবেশের পর তাঁহার শরীর বিষাক্ত স্ফোটকে পূর্ণ হইয়া যায়। ক্রমে তাঁহার সেই রোগ

১। ধম্মপদট্ঠকথা, ৩য়, পৃঃ ১৭০-১৭২।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সঙ্গী ভিক্ষুরা তাঁহার সেবা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। বুদ্ধ এই কথা জানিতে পারিয়া নিজে তাঁহার সেবার জন্য চলিয়া আসেন। তিনি নিজে গরম জলের দ্বারা তিষ্য স্থবিরের সর্বাঙ্গ পরিষ্কার করিয়া দেন। তাঁহার পুঁজমিশ্রিত চীবর নিজে প্রক্ষালন করিয়া শুকাইতে দেন। তিষ্য একটু সুস্থ হইলে ভগবান তাঁহাকে "অচিরং বত'য়ং কায়ো" [১] ইত্যাদি বলিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। ভগবানের ভাষণ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিষ্য স্থবির প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হত্ত্ব-ফল লাভ করেন। [কোন এক অতীত জন্মে তিনি ছিলেন এক ব্যাধ। তিনি অনেক পক্ষী শিকার করিয়া প্রথমে পাখীগুলির হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া দিতেন যাহাতে তাহারা উড়িতে না পারে। ইহারই পরিণাম স্বরূপ তিনি এই অন্তিম জন্মে ঘৃণ্য দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। আবার ঐ জন্মেই তিনি শ্রদ্ধাচিত্তে জনৈক অর্হৎকে উত্তম ভোজন দান করিয়াছিলেন। তাহারই পরিণামে এই অন্তিম জন্মে স্বয়ং বুদ্ধ তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।]

তিষ্য স্থবির অর্হৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিনির্বাণ লাভ করেন। ভগবান তাঁহার দেহ সৎকার করাইয়া তাঁহার অস্থিপুঞ্জ সংগৃহীত করিয়া একটি মনোরম চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন।

অঙ্গুলিমাল দস্যু দমন

ভগবান বিংশতি বর্ষা রাজগৃহের বেণুবনে অতিবাহিত করিয়া বর্ষান্তে শ্রাবস্তীর জেতবনে চলিয়া যান। এই সময়েই তিনি দস্যু অঙ্গুলিমালকে[২]

১। "অচিরং বত'য়ং কায়ো পঠ (থ)বিং অধিসেস্সতি।
ছুদ্ধো অপেতবিঞ্ঞাণো নিরত্থং ব কলিঙ্গরং।" ধম্মপদ, ৪১।
—অচিরেই এই দেহ বিজ্ঞানহীন হইয়া তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ধরাশায়ী হইবে।

২। অঙ্গুলিমাল সুত্ত, মজ্ঝিম নিকায় (সুত্ত নং ৮৬), ২য় খণ্ড; থেরগাথা, শ্লোক ৮৬৮-৮৭০; জাতক, ৫ম, পৃঃ ৪৫৬-৪৬০।

দমন করিয়া তাঁহার সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করেন। ভগবানের জীবদ্দশাতেই অঙ্গুলিমাল অর্হত্বফল লাভ করিয়া সকলকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিলেন।

অঙ্গুলিমাল ছিলেন কোশলরাজের পুরোহিতপুত্র। তাঁহার পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ ভার্গব এবং মাতা ছিলেন মন্তানী ব্রাহ্মণী। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল চৌরনক্ষত্রে, তাই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহা কাহারও কোন ক্ষতি করে নাই। সেইজন্য তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল অহিংসক। অহিংসককে বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্রাদি শিক্ষা করার জন্য তক্ষশীলায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাঁহার ধীশক্তিতে সহপাঠীরা ঈর্ষান্বিত হইয়া মিথ্যা কথার আশ্রয়ে অহিংসকের বিরুদ্ধে গুরুর নিকট অভিযোগ করেন। গুরুও তাঁহাকে ত্যাগ করিবার জন্য ছল করিয়া মানুষের দক্ষিণ হস্তের সহস্র আঙুল সংগ্রহ করতঃ গুরুদক্ষিণা দিতে বলেন। অহিংসক গুরুদক্ষিণা দিতে বদ্ধপরিকর হইয়া কোশলরাজ্যে জালিনী বনে আত্মগোপন করতঃ অনেক লোক হত্যা করিয়া ৯৯৯টি আঙুল সংগ্রহ করেন। একটিমাত্র বাকী। আঙুলের মালা গলায় পরিধান করিতেন বলিয়া অহিংসকের নাম হয় অঙ্গুলিমাল। এদিকে অঙ্গুলিমালের জননী মন্তানী পুত্রের কথা শুনিয়া পুত্রকে নরহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য খুঁজিতে খুঁজিতে সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতাকে দেখিয়া অঙ্গুলিমাল চিনিতে পারিয়াও মাতাকে হত্যা করিয়াও সহস্র আঙুল পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মাতার দিকে ধাবমান হইলেন। ইত্যবসরে ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুলিমালের প্রতি করুণাবশ হইয়া মাতা ও পুত্রের মধ্যস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন মাতার পরিবর্তে অন্য শিকার পাইয়া অঙ্গুলিমাল বুদ্ধকেই হত্যা করিতে ছুটিলেন। অঙ্গুলিমাল বুদ্ধকে থামিতে বলিলেন। তখন বুদ্ধ বলিলেন—"অঙ্গুলিমাল, আমি তো থেমেই আছি, তুমি থাম।" অঙ্গুলিমাল অবশেষে বুদ্ধের অলৌকিক শক্তির বলে শান্ত হইলেন। বুদ্ধ সংক্ষেপে তাঁহাকে হিংসার বিরুদ্ধে ধর্মোপদেশ দিলেন। ধর্মোপদেশ শুনিয়া অঙ্গুলিমাল বুদ্ধের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং তিনি আজীবন তাঁহার শরণে থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভগবান অঙ্গুলিমালকে দীক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহার সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। ভগবানের জীবদ্দশাতেই অঙ্গুলিমাল অর্হৎ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কোশলের রাজা প্রসেনজিত সসৈন্যে অঙ্গুলিমালকে দমন করিতে যাইতেছিলেন। যাত্রার পূর্বে ভগবানকে বন্দনা করিতে যাইয়া মুণ্ডিতমস্তক

ত্রিচীবরধারী শান্ত দান্ত অঙ্গুলিমালকে দেখিয়া রাজা বিস্মিত। তিনি ভগবানকে সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। ভিক্ষুবেশে অঙ্গুলিমালকে রাজা নিজে বন্দনা করিলেন এবং তাঁহাকে নিত্য চতুর্প্রত্যয় প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতি দিলে অঙ্গুলিমাল তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেনঃ "মহারাজ আমার ত্রিচীবর আছে, অন্য কিছুর প্রয়োজন নাই।"

একদিন অঙ্গুলিমাল চলিয়াছেন ভিক্ষায়। পথিমধ্যে দেখিলেন এক রমণী গর্ভযন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি বুদ্ধের নিকট আসিয়া ঐ রমণীর কথা বলিলে বুদ্ধ বলিলেন—"যাও অঙ্গুলিমাল তুমি সত্যক্রিয়া করিয়া বলঃ 'ভগিনি, আমি আজন্ম সজ্ঞানে কোন প্রাণীহত্যা করি নাই। এই সত্যের প্রভাবে তোমার ও তোমার গর্ভের স্বস্তি হউক।" অঙ্গুলিমাল বলিলেন—"ভগবন্, আমি ত এই কথা বলিতে পারি না। কারণ আমিও সজ্ঞানে অনেক মনুষ্য হত্যা করিয়াছি।" তখন ভগবান বলিলেন, তাহা হইলে তুমি যাইয়া বল ঃ "যেদিন হইতে আমি আর্য্য হইয়াছি, অর্থাৎ অর্হৎ হইয়াছি, সেদিন হইতে সজ্ঞানে কোন প্রাণীহত্যা করি নাই। এই সত্য বাক্যের প্রভাবে তোমার ও তোমার গর্ভের স্বস্তি হউক।"

অঙ্গুলিমাল যাইয়া ঐ ভাবে সত্য ক্রিয়া করার সঙ্গে সঙ্গে সেই রমণী সুখে সন্তান প্রসব করিলেন।

অন্য একদিন অঙ্গুলিমাল ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। জনগণ তাঁহাকে 'অঙ্গুলিমাল দস্যু' বলিয়া চিনিতে পারিয়া ঘৃণায় তাঁহার দিকে অনেক ঢিল ছুঁড়িলেন। ইহাতে অঙ্গুলিমালের ভিক্ষাপাত্র ভগ্ন হইল, চীবর ছিন্ন হইল, মস্তক বিদীর্ণ হইয়া রক্তপাত হইল। তিনি আর ভিক্ষায় যাইতে পারিলেন না। ফিরিয়া আসিয়া ভগবানকে সব কথা বলিলে ভগবান বলিলেন—

"ব্রাহ্মণ! তুমি ধৈর্য ধারণ কর। ব্রাহ্মণ! তুমি সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। যে কর্মফলে তোমাকে বহু বর্ষ বহু শতবর্ষ বহু সহস্র বর্ষ নরকে পচিতে হইত, ব্রাহ্মণ! সেই কর্মফল তুমি ইহজীবনেই ভোগ করিলে।"[১]

অঙ্গুলিমাল দস্যুকে দমন করিয়া তাঁহাকে দীক্ষাদান এবং ইহ জীবনেই তাঁহাকে মুক্তির চরম সীমায় পেঁছাইতে সাহায্য করা ভগবান বুদ্ধের জীবনে

১। অঙ্গুলিমালের গল্পটি এতই প্রসিদ্ধ যে ইহার সংস্কৃত-সংস্করণ পাওয়া যায় 'অবদান শতকে' (নং ২৭)।

একটি বিশেষ ঘটনা। তিনি যে মহাকারুণিক এবং অনন্ত মৈত্রীর পোষক ইহাই তাহার প্রমাণ। তাই বলা হইয়াছে—

"উক্খিত্তখগ্গমতিহত্থসুদারুনন্তং
ধাবন্তিযোজনপথ'ঙ্গুলিমালবন্তং।
ইদ্ধিভিসংখতমনো জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি॥"[১]

—যেই মুনীন্দ্র উত্তোলিত খড়্গধারী ত্রিযোজনগতিতে ধাবমান নিদারুণ অঙ্গুলিমালকে অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তির দ্বারা জয় করিয়াছেন তৎপ্রভাবে তোমাদের জয়মঙ্গল হউক।

তাহা ছাড়া, এই গল্প হইতে আরও একটি বিষয় অবগত হওয়া যায় যে, প্রবল পুণ্যকর্মের প্রভাবে অতীতে বহু পাপকেও খণ্ডন করা যায়। বুদ্ধের ধর্মে এই শিক্ষা পাওয়া যায়।

ঠিক এই সময়েই তীর্থিকরা সুন্দরী পরিব্রাজিকাকে হত্যা করিয়া বুদ্ধের অপবাদ দিয়াছিলেন।

এই বিংশতি বৎসরের শেষের দিকেই আনন্দ ভগবানের যাবজ্জীবনের জন্য নিত্যসেবক নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে প্রত্যহ একজন করিয়া ভগবানের সেবক নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহার পাত্রচীবর বহন করিতেন। একদিন স্থবির নাগসমালের পালা। নাগসমাল ভগবানের পাত্রচীবর লইয়া ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। কিয়দ্দূরে দুই রাস্তার মোড়ে আসিয়া নাগসমাল বলিলেন—'ভন্তে, এটাই রাস্তা, চলুন এই দিকে যাই।' ভগবান বলিলেন—'নাগসমাল, ঐ রাস্তায় নয়, চল এই রাস্তায় যাই।' স্থবির তিনবার বলিলেন, ভগবান তিনবারই 'না' করাতে নাগসমাল অসন্তুষ্ট হইয়া ভগবানের পাত্রচীবর মাটীতে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতে নাগসমাল দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার পাত্র ভগ্ন হইয়া, চীবর ছিন্ন হইয়াছে। অন্য একদিন স্থবির মেঘিয় বুদ্ধকে একাকী রাখিয়া আম্রকুঞ্জে ধ্যান করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

ভগবান তাই শ্রাবস্তীতে ভিক্ষুসংঘ একত্রিত করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার একজন স্থায়ী সেবকের প্রয়োজন, কারণ তাঁহার বয়স হইতেছে। প্রথমে শারীপুত্র, তাহার পর মৌদ্গল্যায়ন এবং তাহার পর অশীতি মহাশ্রাবকের

১। জয়মঙ্গল অট্ঠগাথা, নং ৪।

অন্যান্য সকলে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমি ভগবানের নিত্যসেবক হইতে ইচ্ছা করি।" কিন্তু ভগবান প্রত্যেকের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন। আনন্দ স্থবির কিন্তু চুপচাপ বসিয়া ছিলেন। ভগবান স্বয়ং আনন্দকে চাহিলেন। কারণ আনন্দ তখনও অর্হৎ হন নাই, তাহা ছাড়া আনন্দ তাঁহার অনুজ ভ্রাতা, অতএব তাঁহার সেবা লইতে ভগবানের আপত্তি নাই। অশীতি মহাশ্রাবকের সকলেই ছিলেন অর্হৎ। তাই তিনি তাঁহাদের সেবা লইবেন না। এদিকে আনন্দ কিন্তু মনে মনে গর্ববোধ করা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে বলিলেন যে তিনি ভগবানের নিত্যসেবক হইতে পারেন, তবে তাঁহার আটটি শর্ত ভগবানকে মানিতে হইবে। সেই শর্তগুলি হইতেছে—

১। ভগবানকে কেহ উত্তম চীবর দান করিলে ভগবান তাহা তাঁহাকে দিতে পারিবেন না।

২। ভগবানের জন্য প্রদত্ত ভিক্ষা আনন্দ গ্রহণ করিবেন না।

৩। তিনি ভগবানের গন্ধকুটিতে থাকিবেন না।

৪। ভগবান ব্যক্তিগতভাবে কোন নিমন্ত্রণ পাইলে তাহাতে আনন্দ অংশ গ্রহণ করিবেন না।

৫। ভগবানের হইয়া আনন্দ কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৬। দূর হইতে আসিয়া কেহ ভগবানের দর্শনপ্রার্থী হইলে আনন্দ তাহাকে ভগবানের নিকট লইয়া যাইতে পারিবেন।

৭। আনন্দ প্রয়োজনবোধে যে কোন সময় ভগবানের সঙ্গে দেখা করিতে পারিবেন।

৮। আনন্দের অনুপস্থিতিতে ভগবান কোথাও কাহাকেও ধর্মদেশনা করিলে তাহা পুনর্বার আনন্দের নিকট দেশনা করিতে হইবে।

ভগবান আনন্দের সকল শর্ত মানিয়া লইলে আনন্দ ভগবানের নিত্যসেবক নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী পঞ্চবিংশতি বৎসর অর্থাৎ ভগবানের মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত আনন্দ এই কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন।[১]

নিগ্রন্থদের দমন

ঠিক এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে নিগ্রন্থদের প্রভাব খর্ব হয় এবং বুদ্ধের যশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

১। আনন্দত্থেরস্স গাথা (নং ২৬০), থেরগাথা।
উদান, ৮. ৭।

অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর কন্যা চুলসুভদ্রার[১] সহিত অঙ্গরাজ্যের উগ্রশ্রেষ্ঠীর পুত্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহে অবশ্য ভগবানেরও মত ছিল, কারণ অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী প্রতিটি শুভকাজে ভগবানের অনুমতি প্রার্থনা করিতেন। এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভগবানের অনুমতির প্রয়োজন ছিল। কারণ একদিকে চুলসুভদ্রা ভগবানের ভক্ত এবং স্রোতাপন্না, অন্যদিকে উগ্রশ্রেষ্ঠী নিগ্রন্থদের ভক্ত।

বিবাহের পরে চুলসুভদ্রাকে বলা হয় নিগ্রন্থদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে। কিন্তু সুভদ্রা অসম্মতি প্রকাশ করিলে উগ্রশ্রেষ্ঠী তাহাকে তিরস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দেন। কিন্তু সুভদ্রা শাশুড়ী মাতার নিকট ভগবানের গুণাবলী কীর্তন করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করেন এবং বুদ্ধসহ পাঁচশত ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য শাশুড়ীমাতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। শাশুড়ীমাতা অনুমতি দিলে সুভদ্রা বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘের জন্য আহার্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। শাশুড়ীমাতা তো দেখিয়া অবাক। তিনি বলিলেন—"বৎসে! বুদ্ধ আছেন শ্রাবস্তীতে, আর আমরা আছি বহুদূরে এই অঙ্গরাজ্যে। বুদ্ধ তো তোমার নিমন্ত্রণের কথা জানেনই না। তাহা ছাড়া এতদূর পথ তো একদিনেই আসা অসম্ভব, দুই-তিন ঘণ্টায় কি করিয়া আসিবেন?" সুভদ্রা বলিলেন—"মাতঃ, সে আমার দায়িত্ব"—এই কথা বলিয়া সুভদ্রা প্রাসাদের ছাদে যাইয়া আট মুষ্টি যুঁইফুল ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিলেন। যুঁইফুল ভগবানের পাদপদ্মে যাইয়া পতিত হইল। ভগবান সুভদ্রার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুসংঘ সহ আকাশপথে আসিয়া উগ্রশ্রেষ্ঠীর প্রাসাদ প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হইলেন।[২] (অর্থাৎ

১। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষতঃ অবদানগ্রন্থাবলীতে তাঁহার নাম 'সুমাগধা' এবং সুমাগধার বিবাহ হইয়াছিল পুণ্ড্রবর্ধনে শ্রেষ্ঠীপুত্র বৃষভদত্তের সঙ্গে।—'অবদানকল্পলতা' (নং ৯৩, দিব্যাবদান (নং ২৭)।

২। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার স্বভাব অনুযায়ী প্রত্যহ প্রাতঃকালে পৃথিবী অবলোকন করেন। সেইদিনও অবলোকন করিয়া অঙ্গরাজ্যের ঘটনাবলী তাঁহার দিব্যচক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল। কিন্তু তিনি তো বিনা নিমন্ত্রণে সুভদ্রার ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। তাই তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সুভদ্রার যুঁইফুল দেখিয়া তিনি সুভদ্রার মনের কথা জানিলেন এবং নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ সুভদ্রার শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভগবানের ঋদ্ধিবলে ভিক্ষুসংঘসহ শ্রাবস্তীতে অন্তর্ধান করিয়া অঙ্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠীর গৃহে আবির্ভূত হইলেন)। উগ্রশ্রেষ্ঠী ও তাঁহার পত্নী বধূমাতা সুভদ্রার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া এবং সুদর্শন, সুবেশী, শান্ত, দান্ত, বিনীত এবং অপরূপ শোভাসম্পন্ন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন, শ্রদ্ধা-সহকারে সকলকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন দান করিলেন। ভোজনান্তে ভগবান অনুরুদ্ধ স্থবিরকে দানানুমোদনের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট ভিক্ষুদের লইয়া পুনরায় আকাশপথে শ্রাবস্তীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুরুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণ করিয়া উগ্রশ্রেষ্ঠীর পরিবারের সকলে এবং অঙ্গরাজ্যের আরও অনেকে সদ্ধর্মে গৃহী-উপাসক রূপে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার পূর্বকৃত কর্মের জন্য উগ্রশ্রেষ্ঠী সুভদ্রার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সুভদ্রার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য তিনি সর্বসমক্ষে সুভদ্রাকে 'সাধু সাধু' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

ইহার পর হইতে ভগবানের ধর্মপ্রচারের চতুর্বিংশতি বৎসরের কোন আনুক্রমিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহার কোন দিন-ক্ষণ গবেষণা করিয়া নির্ধারণ করা কষ্টকর। শুধুমাত্র অন্তিম বৎসরের ঘটনা অর্থাৎ ভগবানের মহাপরিনির্বাণ লাভ, তাঁহার দেহ-সৎকার এবং তাঁহার দেহাস্থি বিতরণ পর্যন্ত ইতিহাস পালি দীঘনিকায়ের মহাপরিনির্বাণ সুত্তন্তে (সুত্ত নং ১৬) বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

তবে ইহা জানা যায় যে, শেষের চতুর্বিংশতি বৎসর ভগবান শ্রাবস্তীতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কখনও বা জেতবনে কখনও বা পূর্বারামে। তখন ভগবানের দৈনন্দিন কার্য তালিকা ছিল নিম্নরূপঃ

—যদি ভগবান জেতবনে কোন রাত্রি অতিবাহিত করেন, তাহা হইলে, পরের দিন সকালে ভিক্ষুসংঘসহ ভিক্ষান্নের জন্য নগরের দক্ষিণদ্বার দিয়া প্রবেশ করিতেন এবং পূর্বদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পূর্বারামে দিবাবিহার করিতেন। আর যদি পূর্বারামে কোন রাত্রি অতিবাহিত করেন তাহা হইলে পরের দিন সকালে ভিক্ষুসংঘসহ ভিক্ষান্নের জন্য নগরের পূর্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিতেন এবং দক্ষিণদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া জেতবনে দিবাবিহার করিতেন।

দিবারাত্রের চব্বিশ ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্তকে ভগবান সদ্ব্যবহার করিতেন। এই চব্বিশ ঘণ্টা পাঁচ ভাগে অতিবাহিত করিতেন—প্রাতঃ, দ্বিপ্রহর, রাত্রির প্রথম যাম (=প্রহর), রাত্রির দ্বিতীয় যাম এবং রাত্রির অন্তিম যাম।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া মুখপ্রক্ষালনাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিতেন এবং ভিক্ষান্নের জন্য বহির্নির্গমনের প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত ধ্যানরত থাকিতেন। ভিক্ষান্নের জন্য বহির্গমনের সময় হইলে বহির্বাস (=উত্তরাসঙ্গ) পরিধান করিয়া কটিবন্ধনীর (=এক প্রকার বস্ত্র নির্মিত বেল্‌ট) দ্বারা কটিবন্ধন করিয়া ভিক্ষাপাত্র লইয়া বিহার হইতে বহির্গত হইয়া কোন গ্রামে বা নাতি-দূরস্থ কোন উপনগরীতে যাইয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেন। কখনও বা তিনি একাকী যাইতেন, কখনও বা ভিক্ষুসঙ্ঘসহ যাইতেন। তাঁহার ডান পা নগরের প্রবেশ দ্বারে স্থাপন করা মাত্রই তাঁহার শরীর হইতে ষড় রশ্মি নির্গত হইয়া নগরের সমস্ত গৃহ আলোকিত হইত। হস্তী, অশ্ব এবং বিহঙ্গকুল মধুর শব্দ করিত। বাদ্যযন্ত্র ও স্বর্ণালংকারসমূহ নিজ হইতেই মধুর স্বরে ধ্বনিত হইত। এই সব নিমিত্ত হইতেই জনগণ বুঝিতে পারিতেন যে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষান্নের জন্য প্রবেশ করিয়াছেন। নরনারীগণ বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত হইয়া গন্ধমালাদি হস্তে পথে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং কেহ বা দশ বা বিংশতি, কেহ বা একশত ভিক্ষুর আহার্য প্রদান করিতেন। ভগবানকে আহার্য প্রদান করিতে সকলেই ব্যাকুল হইতেন।

ভোজন সমাপনান্তে ভগবান সমবেত জনতাকে ধর্মোপদেশ দিতেন। ভগবানের ধর্ম শ্রবণ করিয়া নূতন নূতন অনেকে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করিতেন। কেহ কেহ বা স্রোতাপত্তি আদি মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। ইহার পর ভগবান বিহারে ফিরিয়া আসিতেন এবং গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিয়া পাদধৌত করিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত আসনে বসিয়া ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ দিতেন।

"হে ভিক্ষুগণ, নিজেই নিজের মুক্তির সন্ধান কর। এই জগতে বুদ্ধগণের আবির্ভাব দুর্লভ ; মনুষ্য জন্ম দুর্লভ ; মানবজীবন দুঃখময় ; সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ…"ইত্যাদি।

ভিক্ষুরা ভগবানের নিকট হইতে ধ্যানের বিষয় (অর্থাৎ কে কোন নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া ধ্যানাভ্যাস করিবেন) জানিয়া লইতেন। ভগবান ব্যক্তির চরিত্রানুসারে ধ্যানের বিষয় নির্বাচন করিয়া দিতেন। তারপর ভিক্ষুগণ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইতেন। কেহ বা অরণ্যে, কেহ বা বৃক্ষমূলে, কেহ বা পর্বতগুহায়, অন্য কেহ বা (ঋদ্ধিমান্ ভিক্ষু) দেবলোকে যাইয়া ধ্যান করিতেন।

দ্বিপ্রহরে ভগবান গন্ধকুটিতে অবস্থান করিতেন। ইচ্ছা হইলে কিছুক্ষণ সিংহশয্যায় শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেন, কিন্তু কখনও নিদ্রাভিভূত হইতেন না (কারণ বুদ্ধগণ নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যকে জয় করিয়াছেন)। বিশ্রামান্তে গাত্রোত্থান করিয়া বুদ্ধদৃষ্টিতে বিশ্ব অবলোকন করিতেন। যাঁহারা ভগবানকে মধ্যাহ্ন আহার প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা অপরাহ্নে শুদ্ধবস্ত্র পরিহিত হইয়া গন্ধমালাদি হস্তে বিহারে আসিতেন। ভগবান গন্ধকুটি হইতে বাহির্গত হইয়া ধর্মদেশনার জন্য নির্দিষ্ট হলঘরে যাইয়া উপস্থিত ভক্তগণের চরিত্রানুযায়ী ধর্মদেশনা করিতেন। ধর্ম শ্রবণ করিয়া সকলে বুদ্ধকে অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতেন।

অপরাহ্নে ভগবান ইচ্ছা করিলে স্নানাগারে যাইয়া গাত্র ধৌত করিতেন, সেবক সর্বদা ভগবানের স্নানের জল প্রস্তুত রাখিতেন। তারপর গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিয়া রক্তবর্ণের বহির্বাস পরিধান করিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিতেন। ভিক্ষুগণ কোন সমস্যা লইয়া তাঁহার নিকট না আসা পর্যন্ত তিনি ধ্যানরত থাকিতেন। ভিক্ষুরা একে একে আসিয়া নিজেদের সমস্যার সমাধান করিয়া চলিয়া যাইতেন। এইভাবে রাত্রির প্রথম প্রহর অতিবাহিত হইত।

রাত্রির মধ্যম প্রহরে যখন ভগবান একাকীই গন্ধকুটিতে অবস্থান করিতেন, তখন বিভিন্ন লোকধাতুর দেবগণ তাঁহার নিকট আসিয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। ভগবান প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এইভাবে রাত্রির মধ্যম প্রহর অতিবাহিত হইত।

রাত্রির অন্তিম প্রহরের আবার তিনভাগ ছিল। প্রথম ভাগে ভগবান চংক্রমণ করিতেন, দ্বিতীয়ভাগে সিংহশয্যায় শয়ন করিয়া সদা স্মৃতিমান থাকিয়া বিশ্রাম করিতেন। শেষ ভাগে গাত্রোত্থান করিয়া ধ্যানস্থ অবস্থায় বুদ্ধদৃষ্টিতে বিশ্ব অবলোকন করিতেন। তিনি সত্ত্বগণকে দেখিতেন যে কোন বুদ্ধের সময় দান-শীলাদি কি কি পুণ্য কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন।

অজাতশত্রু ও দেবদত্ত

সঙ্ঘভেদ

অজাতশত্রু ছিলেন মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র, কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভাগিনেয়, কিন্তু তাঁহার গর্ভধারিণী ছিলেন বিদেহরাজের কন্যা। প্রবাদ আছে—অজাতশত্রু যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন মহিষী বিদেহীর সাধ হইয়াছিল যে তিনি রাজার স্কন্ধ-নিঃসৃত রক্তপান করিবেন। তিনি তাঁহার এই অস্বাভাবিক অভিলাষ গোপন রাখেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে। তখন রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে মহিষী তাহা ব্যক্ত করেন। রাজাও প্রফুল্ল হৃদয়ে তাঁহার সাধ পূর্ণ করেন। যখন দৈবজ্ঞরা এই ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন যে, মহিষীর গর্ভজাত সন্তান পিতৃদ্রোহী ও পিতৃহন্তা হইবে। তখন মহিষী গর্ভপাতের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু রাজার সতর্কতা-নিবন্ধন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বোধ হয় অজাত অবস্থাতেই শত্রু বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল অজাতশত্রু। ষোড়শবর্ষ বয়সে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন।

দেবদত্ত ছিলেন সম্পর্কে বুদ্ধের শ্যালক, গোপা বা যশোধরার ভ্রাতা এবং সুপ্রবুদ্ধের পুত্র। যেহেতু বুদ্ধ পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন সেইজন্য সুপ্রবুদ্ধ আজীবন বুদ্ধের বিরোধিতা ও শত্রুতা করিয়া গিয়াছেন। দেবদত্তও পিতার অনুকরণে সারাজীবন বুদ্ধের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রবুদ্ধ ও দেবদত্ত উভয়েরই পাতাল প্রবেশে অপমৃত্যু হইয়াছিল এবং উভয়ে অবীচি নরকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

দেবদত্তের মনে সুপ্ত বাসনা ছিল তিনি বুদ্ধের স্থান অধিকার করিবেন এবং ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিচালনা করিবেন। একদিন ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মোপদেশ দিতেছেন। এমন সময় দেবদত্ত আসন হইতে ভগবানকে বলিলেন ঃ 'আপনার বয়স হইয়াছে, অতএব ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিচালনা করার দায়িত্ব আমার উপর ছাড়িয়া দিন।" ভগবান তিনবার তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং জানাইলেন যে, যদি প্রয়োজন হয় শারীপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন প্রমুখগণ সঙ্ঘকে পরিচালনা করিতে পারেন, দেবদত্তের তো প্রশ্নই উঠে না। সেইদিন হইতে বুদ্ধের প্রতি দেবদত্তের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া

গেল। ভগবান তখন তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যদের ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা যাও, গৃহী উপাসক, উপাসিকা, ভিক্ষু ভিক্ষুণী সকলকে সাবধান করিয়া দাও, তাহারা যেন দেবদত্তের কথায় বিভ্রান্ত না হয়, তাহারা যেন দেবদত্তকে এড়াইয়া চলে।

দেবদত্ত চিন্তা করিলেন—"রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। অতএব বিম্বিসারকে হত্যা করাইতে পারিলে বুদ্ধের ক্ষমতা খর্ব হইবে, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে"—এই ভাবিয়া তিনি উপায় স্থির করিলেন যে, বিম্বিসারপুত্র অজাতশত্রুকে দিয়াই এই কার্য্য করাইতে হইবে। অজাতশত্রু যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত, অতএব রাজা হইবার প্রলোভন দেখাইলে সে নিজেই পিতাকে হত্যা করিবে। দেবদত্ত তাঁহার অসাধু সংকল্পকে চরিতার্থ করিবার জন্য মন্ত্র-বিদ্যার[১] প্রভাবে অজাতশত্রুকে নিজের বশে আনয়ন করিয়া পিতৃহত্যা করিয়া রাজা হইবার প্রলোভন দেখান। ক্ষমতালিপ্সু অজাতশত্রু সহজেই এই প্রলোভনের শিকার হইলেন। [তখন ভগবানের মহাপরিনির্বাণের মাত্র আট বৎসর অবশিষ্ট ছিল]

একদিন অসিহস্তে পিতৃহত্যার জন্য গমন করিলে প্রহরীরা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বিচার প্রার্থনা করিল। কিন্তু সহাস্যবদনে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বৎস, তুমি আমার প্রাণ বধের ইচ্ছা করিয়াছ ?" অজাতশত্রু বলিলেন—"রাজ্যের জন্য"। ধর্মপ্রাণ রাজা বিম্বিসার তখনই পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু নারকী দেবদত্তের কুপরামর্শে পিতাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন। শুধু তাহাই নহে, দেবদত্তের প্ররোচনায় বিম্বিসারকে অনাহারেই মৃত্যুবরণ করিতে হইল। যেদিন বিম্বিসারের মৃত্যু হয় সেইদিনই অজাতশত্রুর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। রাজমন্ত্রী দুইখানা পত্র একই সময়ে অন্তঃপুরে রাজা অজাতশত্রুর নিকট প্রেরণ করিলেন। প্রথম পত্রে লিখিত ছিল—"মহারাজ, আপনি একটি পুত্রের পিতা হইয়াছেন।" অজাতশত্রু এই সংবাদে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া ভাবিলেন—"আমার পিতাও বোধ হয় আমার জন্মকালে এইরূপ আনন্দ

১। দেবদত্ত কিছু বশীকরণ এবং মন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ছোট একটি শিশুর রূপ ধারণ করিয়া অকস্মাৎ অজাতশত্রুর কোলে আবির্ভূত হইয়া অজাতশত্রুকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। তাহাতেই দেবদত্তের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে অজাতশত্রু নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন।

অনুভব করিয়াছিলেন”—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দ্বিতীয় পত্রখানা পাঠ করিয়া জানিলেন—পিতা বিম্বিসারের মৃত্যু হইয়াছে। তখন তাঁহার স্বীয় অপকর্মের জন্য অনুতাপের অবধি রহিল না। পিতা বিম্বিসারের চিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বহু ক্রন্দন করিলেন। যখন শুনিলেন নারকী দেবদত্ত সশরীরে অবীচি নরকে প্রবেশ কয়িয়াছেন, তখন অজাতশত্রুর অনুতাপ সহস্রগুণ বর্ধিত হইল এবং সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া অনাহারে অনিদ্রায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এখন দেবদত্ত কি করিয়া এবং কেন অবীচি নরকে গমন করিলেন সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। দেবদত্ত ভগবানের নিকট সঙ্ঘের কর্তৃত্ব দাবী করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইলে দেবদত্তের রোষাগ্নি বহুগুণ বর্ধিত হয়। তিনি যে কোন উপায়ে বুদ্ধকে হত্যা করিবার চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি রাজা অজাতশত্রুর নিকট হইতে ষোলজন সুশিক্ষিত ধনুর্ধারী সংগ্রহ করিয়া এমন সুনিপুণভাবে তাহাদিগকে বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, একমাত্র প্রথম ধনুর্ধারী ব্যতীত কেহই জানিত না যে, বুদ্ধকে হত্যা করাই এই চক্রান্তের উদ্দেশ্য। ধনুর্ধারীরাও জানিত না কিভাবে তাহাদের ষোলজনের হত্যার চক্রান্তও ইহার মধ্যে ছিল। উদ্দেশ্য—বুদ্ধকে কে হত্যা করিল তাহার যেন কোন নাম-নিশানা না থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য দেবদত্তের। প্রথম ধনুর্ধারী বুদ্ধকে হত্যা করিতে যাইয়া বুদ্ধের অসাধারণ দৈবশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিল। সে বুদ্ধের পদতলে লুটাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল এবং দীক্ষা গ্রহণ করিল। ইহার ফলে অন্য পনর জন ধনুর্ধারীও প্রাণে রক্ষা পাইল। দেবদত্তের চক্রান্ত ব্যর্থ হইল।

অবশেষে দেবদত্ত ঠিক করিলেন নিজেই তিনি বুদ্ধকে হত্যা করিবেন। তাহারই সুযোগ সন্ধান করিতে লাগিলেন। একদিন সুযোগ আসিল। একদিন ভগবান প্রাতঃকালে রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতের সানুদেশে চংক্রমণ করিতে-ছিলেন। দেবদত্ত এই সুযোগে গৃধ্রকূট পাহাড়ে উঠিয়া একটি বিশাল প্রস্তর-খণ্ড বুদ্ধের দিকে সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। প্রস্তরখণ্ডটি ভগবানের দেহে লাগিল না। কিন্তু একটি টুকরা তাহার পায়ে লাগিয়া বহু রক্তপাত হইল।[১]

১। এইরূপ উক্ত হয় যে, যখন দেবদত্ত সেই বিশাল প্রস্তরখণ্ড সজোরে বুদ্ধের দিকে নিক্ষেপ করে তখন দুই দিক হইতে দুইটি পাহাড় যুক্ত হইয়া ঐ প্রস্তরখণ্ড ধারণ করে। তবে সংঘর্ষের ফলে একটি তীক্ষ্ণ টুকরা যাইয়া

ঊর্ধ্বে তাকাইয়া দেবদত্তকে দেখিয়া ভগবান বলিয়াছিলেন—"মূর্খ! তুমি জান না কি অন্যায় কার্য্য তুমি সম্পাদন করিলে। ইহার পরিণাম গুরুতর।" পরে ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করিয়া ভগবান বলিয়াছিলেন, "দেবদত্ত অদ্য আনন্তরিক[১] কর্ম সম্পাদন করিয়াছে। ইহার শোচনীয় পরিণাম হইবে।"

এই চক্রান্তও ব্যর্থ হইলে দেবদত্ত রাজা অজাতশত্রুর নিকট হইতে 'নালাগিরি' নামক হস্তীকে লইয়া তাহাকে মদমত্ত করিলেন এবং ভগবান সশিষ্যে যখন রাজগৃহের পথে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন, তখন বুদ্ধের সম্মুখে নালাগিরিকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু নালাগিরি বুদ্ধের কোন ক্ষতি করিল না, বরং বুদ্ধের সামনে লুটাইয়া পড়িল। বুদ্ধের পদতল হইতে শুঁড়ের দ্বারা ধূলারাশি গ্রহণ করিয়া নিজের মস্তকে সিঞ্চন করিল এবং একপাশে চলিয়া গেল। তাই বলা হইয়াছে—

"নালাগিরিং গজবরং অতিমত্তভূতং
দাবগ্গি চক্কমসনীব সুদারুণন্তং।
মেত্তম্বুসেকবিধিনা জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি॥"[২]

—যেই মুনীন্দ্র (বুদ্ধ) দাবাগ্নিচক্র বা অশনিসদৃশ অতি মদমত্ত সুদারুণ নালাগিরি হস্তীকেও মৈত্রীবারিবর্ষণে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমাদের জয়মঙ্গল হউক।

ইহার পরে দেবদত্ত যাহা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত ঘৃণ্য, নিন্দনীয় ও মহাপাপ। দেবত্তদ সঙ্ঘভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের ভিক্ষুসঙ্ঘকে দ্বিধাবিভক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। দেবদত্ত কোকালিক, কটমোরক তিস্সক, খণ্ডদেবীপুত্র এবং সমুদ্দদত্তকে সঙ্গে করিয়া বুদ্ধের নিকট যাইয়া বলিলেন যে, ভিক্ষুদিগকে চারিটি কঠিন নিয়ম পালন করিতে হইবে, যথা, ১। ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন অরণ্যবিহারী হইবে, ২। ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন ভিক্ষান্নের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিবেন। কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ

বুদ্ধের পায়ে লাগে এবং তাহাতেই বুদ্ধের প্রচুর রক্তপাত হয়।—বুদ্ধের শরীর হইতে রক্তপাতকারীর পরিণাম অবীচি নরকে গমন।

১। আনন্তরিক (= আনন্তরিয়) কর্ম পাঁচ প্রকার, যথা, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা, লোহিতোৎপাদ (বুদ্ধের শরীর হইতে) এবং সঙ্ঘভেদ।

২। জয়মঙ্গল অট্ঠগাথা। নং ৩।

করিতে পারিবেন না, ৩। ভিক্ষুগণ কেবলমাত্র পাংশুকূল চীবরই ধারণ করিবেন, দানের দ্বারা প্রাপ্ত কোন চীবর ব্যবহার করিতে পারিবেন না, ৪। তাঁহারা বৃক্ষমূলে শয়ন করিবেন, কোন গৃহে নয়, এবং ৫। যাবজ্জীবন তাঁহারা মৎস্য-মাংস ভক্ষণ করিবেন না। ভগবান বলিলেন যে, তিনি কোন ভিক্ষুকে ঐ সকল নিয়ম পালন করিতে বাধ্য করিবেন না, যাঁহার ইচ্ছা তিনি পালন করিতে পারেন। দেবদত্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে কোন উপায়ে বুদ্ধের সঙ্ঘকে ভাঙিয়া দেওয়া। দেখা গেল, বৈশালী হইতে আগত এবং নবদীক্ষিত প্রায় পাঁচশত বৃজিজাতীয় ভিক্ষু দেবদত্তকে সমর্থন করিয়া দেবদত্তের দলভুক্ত হইল। এইভাবে দেবদত্ত সঙ্ঘভেদ করিয়া ঐ পাঁচশত ভিক্ষুদের লইয়া গয়াশীর্ষ পর্বতে[1] চলিয়া গেলেন। কথিত হয় যে অজাতশত্রু গয়াশীর্ষ পর্বতে দেবদত্তের জন্য একটি বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[2]

ভগবান দেবদত্তের সঙ্ঘভেদ করার পরিণতি জানিতেন অর্থাৎ দেবদত্তের পাতাল-প্রবেশ হইবে। কিন্তু ঐ পাঁচশত বৃজিবাসী অজ্ঞ নিরপরাধ ভিক্ষুদের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নকে পাঠাইলেন তাঁহাদের ফিরাইয়া আনার জন্য। শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন গয়াশীর্ষে পৌঁছিলে দেবদত্ত ভাবিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার দলভুক্ত হইবার জন্যই আসিয়াছেন। কোকালিক নিষেধ করা সত্ত্বেও দেবদত্ত তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। দেবদত্ত ধর্মদেশনা আরম্ভ করিলেন। দেবদত্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তিনি শারীপুত্রকেই ধর্মদেশনা করিতে বলিলেন এবং অত্যধিক শ্রান্তিবশতঃ নিদ্রাভিভূত হইলেন। শারীপুত্র ধর্মদেশনা আরম্ভ করিলেন। শারীপুত্রের পরে মৌদ্‌গল্যায়ন ধর্মদেশনা আরম্ভ করিলেন। ধর্মদেশনার পরে দেখা গেল ঐ পাঁচশত ভিক্ষু শারীপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নের সঙ্গে চলিয়া যাইতেছেন ভগবানের নিকট। ইহা দেখিয়া কোকালিক সজোরে দেবদত্তের বুকে পদাঘাত করিয়া বলিল,—"ওরে মূর্খ! নিদ্রা তোকে বশ করিয়াছে। ঐ দেখ, সব ভিক্ষু শারীপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নের সঙ্গে চলিয়া যাইতেছে।" সব দেখিয়া দেবদত্তের ভীষণ রক্তবমি হইল এবং তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।

১। গয়াশীর্ষ পর্বত গয়ার নিকটেই অবস্থিত।

২। জাতক, ১ম, পৃঃ ১৮৫ ; ৫০৮ ; ২য়, পৃঃ ৩৮

বৃজিবাসী ভিক্ষুগণ ফিরিয়া আসিলে ভগবান বলিলেন যে তাহারা যদি অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করে তাহা হইলে তাহাদের পুনরায় উপসম্পদা দিবার প্রয়োজন নাই। অপরাধ স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহারা অপরাধ স্বীকার করিল এবং ভগবান ক্ষমা করায় তাহারা পুনরায় সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইল। কিন্তু দেবদত্তের সম্বন্ধে ভগবান ঘোষণা করিলেন যে, কৃতকর্মের জন্য দেবদত্ত কল্পকাল নরকে পচিবে।

নয় মাস রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দেবদত্ত বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন। তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধের নিকট যাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার দৈহিক অবস্থা এমনই শোচনীয় যে তিনি পদব্রজে আসিতে পারিলেন না। পাল্কী করিয়া তাঁহাকে শ্রাবস্তীর জেতবনে আনয়ন করা হইল। ভগবান তখন জেতবন মহাবিহারে গন্ধকুটিতে অবস্থান করিতেছিলেন। মহাবিহারের সম্মুখে বিশাল পুষ্করিণী। দেবদত্তকে পাল্কী হইতে নামানো হইল। তিনি মুখ প্রক্ষালন করিবার জন্য পুষ্করিণীর দিকে এক পা অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী দ্বিধা বিদীর্ণ হইল। দেবদত্তকে পৃথিবী গ্রাস করিল। তাঁহার অবীচি নরকে জন্ম হইল। ভগবান বলিলেন—দেবদত্তের কর্মের পরিণাম হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তথাগতের নাই। তবে মৃত্যুর পূর্বে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তথাগতকে দর্শন করিবার কুশল চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল বলিয়া তাহারই পরিণাম স্বরূপ কল্পকাল পরে তিনি অট্‌ঠিস্‌সর নামক প্রত্যেকবুদ্ধ হইবেন।[১]

এখন দেখা যাক অজাতশত্রুর কি হইল। অজাতশত্রু পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন উদায়িভদ্র[২] (যিনি পিতাকে হত্যা করিয়া ষোড়শ বৎসর রাজত্ব করিয়া নিজপুত্র অনুরুদ্ধকের হস্তে হত হন)। পিতার মৃত্যুর পর হইতেই অজাতশত্রু বিনিদ্ররজনী যাপন করিয়াছেন। কারণ তিনি নয়ন মুদিত করিতেই পারিতেন না, তিনি দেখিতেন যেন পুত্র উদায়িভদ্র তাঁহাকে অসি হস্তে বধ করিতে আসিতেছে। তিনি অমাত্যের নির্দেশমত ছয়জন শাস্তার

১। সংস্কৃত সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্রের মতে দেবদত্ত দেবরাজ নামক সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইবেন, প্রত্যেকবুদ্ধ নয়। —সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসূত্র, একাদশ অধ্যায়।

২। 'দীপবংস' (৪, ৩৮ ; ৫, ৯৭ ; ১১,৮) মতে তাঁহার নাম উদয় এবং 'মহাবোধিবংস' (পৃঃ ৯৬) মতে তাঁহার নাম উদয়ভদ্র।

নিকট গমন করিলেন (যথা, পূরণ কাশ্যপ, মস্করী গোশাল, অজিত কেশকম্বলী, ককুদ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বৈরট্টীপুত্র এবং নির্গ্রন্থ নাথপুত্র)। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে কেহই শান্তি দিতে পারিলেন না। অবশেষে রাজবৈদ্য জীবকের পরামর্শে তাঁহারই সঙ্গে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান রাজার নিকট 'শ্রামণ্যফলসূত্র'[১] ভাষণ করিলেন। ইহাতে রাজার বিভীষিকা দূরে হইল। তিনি হৃদয়ে শান্তি পাইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া রাজবাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজা চলিয়া আসিলে ভগবান ভিক্ষুসংঘকে বলিয়াছিলেন—"এই রাজা পিতৃহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত না হইলে এই আসনেই মার্গফল লাভ করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইবেন। তবুও সুখের বিষয় যে তিনি ইহার প্রভাবে ভবিষ্যতে 'প্রত্যেকবুদ্ধ' হইয়া পরিনির্বাপিত হইবেন।"

অধ্যায়—তেত্রিশ

শাক্যজাতির ধ্বংস

অজাতশত্রুর রাজত্বের সপ্তম বৎসরে শাক্যজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কোশলের রাজা প্রসেনজিত বাসভক্ষত্রিয়া নাম্নী এক ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। বাসভক্ষত্রিয়া প্রকৃতপক্ষে পিতার সূত্রে ক্ষত্রিয় কন্যা, কিন্তু মাতার সূত্রে দাসী কন্যা। মহানাম শাক্যের ঔরসে এবং দাসী নাগমুণ্ডার[২] গর্ভে বাসভক্ষত্রিয়ার[৩] জন্ম। শাক্যরা নিজেদের বংশ মর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিত শাক্যকন্যা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। শাক্যরা মহাবিপাকে পড়িলেন। রাজাকে অসন্তুষ্ট করা যায় না, এদিকে বংশকৌলীন্যও রক্ষা করিতে হইবে। তাই তাঁহারা বাসভক্ষত্রিয়ার জন্মবৃত্তান্ত গোপন রাখিয়া ক্ষত্রিয় কন্যারূপে রাজা প্রসেনজিতের সহিত বিবাহ দেন। রাজারও এই বিষয়ে কোনদিন কোন সন্দেহ হয় নাই। তবে বাসভক্ষত্রিয়া

১। পালি দীঘনিকায়ের দ্বিতীয় সূত্র।

২। জাতক, ১ম, পৃঃ ১৩৩।

৩। শুধু 'বাসভা' নামও পাওয়া যায়, মজ্ঝিমনিকায়, ২য়, পৃঃ ১১০।

সর্বক্ষণ তটস্থ থাকিতেন। ইতিমধ্যে তাঁহাদের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তাঁহার নাম রাখা হইল বিড়ূড়ভ।[১]

বিড়ূড়ভ বড় হইয়া মাতুলালয়ে যাইয়া মাতৃ পরিচয় জানিলেন এবং শাক্যদের প্রবঞ্চনার প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রাজা প্রসেনজিতও বাসভক্ষত্রিয়ার প্রকৃত পরিচয় জানিয়া মাতা ও পুত্রকে সমস্ত প্রকার রাজকীয় সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিলেন এবং তাহাদের প্রাসাদের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ করিলেন। ভগবান বুদ্ধ এইসব বৃত্তান্ত জানিয়া স্বয়ং রাজার নিকট আসিয়া রাজার নিকট কট্ঠহারি জাতক (নং ৭) ব্যাখ্যা করিলেন এবং রাজাকে সমাশ্বস্ত করিয়া মাতা ও পুত্রকে আবার নিজ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিড়ূড়ভ কিন্তু শাক্যদের কথা বিস্মৃত হন নাই। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকিলেন। একদিন তিনি সেনাপতি দীর্ঘ-কারায়নের সাহায্যে পিতা প্রসেনজিতকে কৌশলে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। প্রসেনজিত দ্রুতগতিতে অশ্বপৃষ্ঠে রাজগৃহে গেলেন রাজা অজাতশত্রুর সাহায্যের জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি রাজগৃহে পৌঁছিবার পূর্বেই রাজগৃহের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। তিনি নগরের বাহিরে একটি পরিত্যক্ত অতিথিশালায় রাত্রি অতিবাহিত করিতে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতার মৃত্যুর পর বিড়ূড়ভ শাক্যদের ধ্বংস করিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। কিন্তু শাক্যদের সীমান্তে বুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসেন। এইভাবে তিনবার যাইয়া তিনবারই বুদ্ধকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলেন—বিড়ূড়ভের ধারণা, শাক্যদের রক্ষা করার জন্যই বারবার বুদ্ধ সীমান্তে আসিতেছেন। চতুর্থবার তিনি আবার যাত্রা করিলেন। এইবার বুদ্ধ আসিলেন না। তিনি শাক্যদের পূর্ব পূর্ব জন্মের ইতিহাস স্মৃতিপটে আনিয়া দেখিলেন যে শাক্যরা একজন্মে এমন পাপ করিয়াছেন যে, এই জন্মে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। তাঁহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। কারণ তাঁহারা কোন এক পূর্বজন্মে নদীর জলে বিষ মিশ্রিত করিয়া শত্রুদের ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐ কর্মফল এখন পরিপক্ক। তাই তাঁহাদিগকে রক্ষা করা অসম্ভব। বুদ্ধ চতুর্থবার আসিলেন

১। মহাযান বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহার নাম 'বিরূঢ়ক' এবং তাহার মাতার নাম 'মালিকা'।

না দেখিয়া বিড়ূড়ভ কপিলবস্তুতে প্রবেশ করিয়া আবালবৃদ্ধবণিতা সকলকে হত্যা করিলেন।[১] [যাঁহারা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অমিতোদনের পুত্র পণ্ডু প্রধান। পণ্ডু গঙ্গা অতিক্রম করিয়া অপর তীরে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারই কন্যা ভদ্দকচ্চানার সঙ্গে সিংহলরাজ পণ্ডুবাসুদেবের বিবাহ হইয়াছিল। অতএব সিংহলের নৃপতিগণ জন্মসূত্রে শাক্যদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।[২]]

[ভদ্দকচ্চানার ছয়জন সহোদরও সিংহলে যাইয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা হইলেন—রাম, উরুবেল, অনুরাধ, বিজিত, দীঘায়ু এবং রোহণ।][৩]

কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে। বিড়ূড়ভ কপিলবস্তু হইতে প্রত্যাগমনকালে অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ায় মধ্যপথে অচিরবতী নদীর মধ্যখানে শুষ্ক বালুকাপুলিনে বিশ্রামের আয়োজন করিলেন। [তখন অচিরবতী নদী শুষ্ক ছিল—সময়টা গ্রীষ্মের শেষ এবং বর্ষারম্ভের পূর্বেকার হইতে পারে] কিন্তু মধ্যরাত্রে হঠাৎ প্রবল বর্ষণ হওয়ায় সসৈন্যে বিড়ূড়ভ স্রোতের জলে ভাসিয়া গেলেন। যাঁহারা একান্তই নিষ্পাপ তাঁহারা নদীর তটভাগে বিশ্রাম করিতেছিলেন বলিয়া প্রাণে রক্ষা পাইলেন।[৪]

এই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া ভগবান মর্মাহত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"পুপ্ফানি হেব পচিনন্তং, ব্যাসত্তমনসং নরং।
সুত্তং গামং মহোঘো'ব, মচ্চু আদায় গচ্ছতি॥"[৫]

১। মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের অবদানকল্পলতা (১১শ পল্লব) অনুসারে বিড়ূড়ভ সপ্তসপ্ততি সহস্র শাক্যদের হত্যা করিয়াছিলেন এবং অশীতি সহস্র যুবকযুবতীদের অপহরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুবতীগণ অবাধ্য হওয়াতে বিড়ূড়ভ তাহাদের হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন।
[তুলনীয়, Beal, Romantic Legend of Buddha, vol II, P. 11f]

২। মহাবংস, ৮, ১৮……।

৩। মহাবংস, ৯, ৬……।

৪। ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ৩৪৬-৩৬১ ; জাতক, ১ম, ১৩৩, ৪র্থ, ১৪৬, ১৫১।

৫। ধম্মপদ, শ্লোক নং ৪৭।

—[ভোগের] পুষ্পচয়নে নিরত আসক্তচিত্ত ব্যক্তি প্রবল স্রোতে প্লাবিত সুপ্ত গ্রামের ন্যায় [কামনার অতৃপ্ত অবস্থায়] অকস্মাৎ মৃত্যুর কবলে পতিত হয়।

অধ্যায়—চৌত্রিশ

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ[১]

ভগবানের বয়স যখন ঊনাশীতি, ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজা অজাতশত্রু তখন বৈশালীর বৃজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তিনি তাঁহার পরিকল্পনার কথা জানাইবার জন্য ভগবানের নিকট মন্ত্রী বর্ষকার ব্রাহ্মণকে পাঠাইলেন। বর্ষকার ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আগমনের কারণ জানাইলেন। ভগবান বলিলেন—'যতদিন বৃজী জাতি তাঁহাদের সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম[২] পালন করিবে ততদিন তাহারা অপরাজেয় থাকিবে এবং তাহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে।' ভগবান আরও বলিলেন—'এই সপ্ত অপরিহানিয় নীতি কেবল গণতন্ত্রমূলক বৃজীদের মঙ্গলের জন্যই প্রযোজ্য নহে, ইহা সমগ্র মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে।' এই প্রসঙ্গে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে বিবিধ অপরিহানিকর ধর্মের উপদেশ প্রদান করিলেন।

রাজগৃহ হইতে ভগবান আম্রলট্ঠিকায়[৩] উপনীত হইলেন। সেখানে ভিক্ষুসংঘকে ধর্মোপদেশ দিয়া তিনি নালন্দায় আসিলেন। সেখানে স্থানীয় প্রাবারিক আম্রকুঞ্জে শারীপুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং অনেক ধর্মালোচনা হয়। নালন্দা হইতে ভগবান সশিষ্যে পাটলিগ্রামে (=পাটনায়)

১। দীঘনিকায়, মহাপরিনিব্বানসুত্তন্ত (সুত্ত নং ১৬);
সংযুত্তনিকায়, ইদ্ধিপাদবগ্গ
উদান, ৬, ১, আয়ুসংখার বোস্সজ্জন সুত্ত
,, ৮, ৫, চুন্দ সুত্ত
,, ৮, ৬, পাটলিগামিয় সুত্ত

২। রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যে অবস্থিত। সম্ভবতঃ পাটনা জিলার মিগার।

আসিয়া সেখানকার অতিথিশালায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি সমবেত জনতাকে শীলভঙ্গের পরিণাম ও শীল পালনের পুরস্কারের কথা বর্ণনা করেন। তখন সুনীধ ও বর্ষকার নামক মগধের দুই মহামাত্য বৃজীদের আক্রমণ নিবারণকল্পে পাটলিগ্রামে একটি নগর নির্মাণ করিতে ছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ভগবান ভবিষ্যদ্বাণী করেনঃ 'সমস্ত মহানগর ও বাণিজ্য কেন্দ্রের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠতম হইবে। কিন্তু অগ্নি, জল ও অন্তর্বিবাদ দ্বারা ইহার ধ্বংসের সম্ভাবনা আছে।' মন্ত্রীদ্বয় সশিষ্যে ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিয়া নগর প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন উৎসব সমাধা করিলেন। ভগবান বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত করিয়া যেই দ্বারে তিনি গমন করেন উহার নাম 'গৌতমদ্বার' এবং যেই ঘাট দিয়া তিনি গঙ্গা পার হইলেন উহার নাম 'গৌতমতীর্থ' করা হইল। সেই সময় গঙ্গা নদী জলে পরিপূর্ণ ছিল। ভগবান ঋদ্ধিবলে সশিষ্যে গঙ্গার এই তীরে অন্তর্হিত হইয়া পরতীরে আবির্ভূত হইলেন। গঙ্গার তীর হইতে কোটিগ্রামে উপনীত হইয়া 'আর্যসত্য' সম্বন্ধে সকলকে ধর্মোপদেশ দিলেন। আর্যসত্য ভগবান বুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম উপদেশ। সারনাথে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর নিকট সর্বপ্রথম ধর্মোপদেশ প্রদানকালে ভগবান চারি আর্যসত্যই দেশনা করিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচারের পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবত তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন আকারে এই চারি আর্যসত্যই দেশনা করিয়াছেন। তাই বলা হইয়াছে—"চতুসচ্চাবিনিম্মুত্তং নাম ধম্মং নত্থি" অর্থাৎ সমগ্র ত্রিপিটক এই চারি আর্যসত্যের বিস্তৃত বর্ণনামাত্র। ভগবান বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে যাঁহারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ তাঁহারাই বলেন যে, কেবল দুঃখবাদই বুদ্ধের ধর্মের মূলকথা। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের ধর্ম হইতেছে 'দুঃখান্তবাদ' 'দুঃখোপশমবাদ'।

কোটিগ্রাম হইতে ভগবান আসিয়া পেঁৗছিলেন নাতিকায়।[১] নাতিকায় ভগবান 'ধম্মাদাস' (=ধর্মের বা সত্যের মুকুর) নামক ধর্মপর্যায় দেশনা করেন।

১। ইহা কোটিগ্রাম ও বৈশালীর মধ্যে অবস্থিত। (বর্তমানে মজঃফরপুর জিলার রত্তি পরগণা)
ইহার অন্যান্য নাম হইতেছে 'নাদিকা' 'ঞাতিকা' অথবা 'নাদিক' 'ঞাতিক'। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ভগবানের জন্য ইষ্টকনির্মিত বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন যাঁহার নাম ছিল 'গিঞ্জকাবসথ'। পরবর্তীকালে এই বিহার মহাবিহারে পরিণত হইয়াছিল। চূলগোসিংগ সুত্তান্ত-

মুকুর গ্রহণে যেমন বীয় মুখাবয়ব প্রকৃষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, এই ধর্মমুকুর অনুসরণ করিলেও প্রত্যেক ব্যক্তিই সেইরূপ নিজ নিজ ভবিষ্যত গতি (destiny) সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে পারে।

ভগবান বৈশালীতে আসিয়া তাঁহারই আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া আম্রপালী গণিকা ভগবদ্দর্শনে আসিয়া তাঁহাকে ভিক্ষুসঙ্ঘসহ পর দিবসের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে অনেক লিচ্ছবী আসিয়া পর দিবসের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে চাহিলে ভগবান তাহা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তিনি পূর্বেই আম্রপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া লিচ্ছবীগণ আম্রপালীকে নানা অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া ঐ নিমন্ত্রণ তাঁহাদিগের নিকট ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু আম্রপালী রাজী হইলেন না। পরের দিন আম্রপালী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উত্তম খাদ্যভোজ্য দ্বারা স্বহস্তে সন্তর্পিত করিলেন। ভোজনাবসানে আম্রপালী ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন—'ভন্তে, আমি এই আরাম (আম্রকুঞ্জ) বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিতেছি।' অনন্তর ভগবান আম্রপালীকে যথোচিত ধর্মকথার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া বেলুবগ্রামে[১] চলিয়া গেলেন। বেলুবগ্রামে আসিয়া তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমি বেলুবগ্রামে বর্ষাবাস যাপন করিব। তোমরা বৈশালীর চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থান-সমূহে নিজ নিজ মিত্র পরিচিত বন্ধু ভিক্ষুগণের সঙ্গে থাকিয়া বর্ষাবাস উদ্‌যাপন কর।"

ভগবান বেলুবগ্রামেই বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ বর্ষাবাস।[২] বর্ষাবাসের মধ্যে তিনি সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইলেন। স্মৃতি ও সহিষ্ণুতার সহিত এ যাত্রায় তিনি আরোগ্যলাভ করেন। পূজনীয় আনন্দ ভগবানের রোগ সম্বন্ধে ব্যাকুলতা এবং আরোগ্য হেতু স্বস্তি নিবেদন

সারে (মজ্ঝিমনিকায়, সুত্ত নং ৩১) কৌশাম্বীর ভিক্ষুরা বিবাদাপন্ন হইলে ভগবান এইস্থানে আসিয়া গোশৃঙ্গশালবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। অবশ্য বিনয় মহাবগ্‌গের মতে ভগবান প্রথমে বালকলোণকারগ্রামে গিয়াছিলেন।

১। বেলুবগ্রাম বৈশালীর নিকটেই।

২। ইহা তাঁহার মহাপরিনির্বাণের দশ মাস পূর্বের ঘটনা—
সংযুত্তনিকায় অট্‌ঠকথা, ৩য়, পৃঃ ১৯৮।

করিলেন। ভগবান সহাস্যবদনে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"আনন্দ! ভিক্ষুসংঘ আমা হইতে আর কি প্রত্যাশা করে! যাহা শিক্ষা দেওয়ার দিয়াছি, গোপন কিছু রাখি নাই। ভিক্ষুসংঘ আমাকেই পরিচালনা করিতে হইবে সে নেতৃত্বের দাবী বুদ্ধগণ করেন না। সুতরাং তাঁহাদের অবর্তমানে ভিক্ষু-দিগকে কে পরিচালনা করিবেন সে আশংকাও আর তাঁহাদের থাকে না। 'আনন্দ অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্‌ঞসরণা, ধম্মদীপা বিহরথ ধম্মসরণা অনঞ্‌ঞসরণা।'[১] আনন্দ, আত্মপ্রতিষ্ঠ হও, আত্মশরণ হও। স্বীয় মুক্তি জন্য অন্যের উপর নির্ভর করিও না। ধর্মদীপ ও ধর্মাশ্রিত হইয়া বিহরণ কর।

বেলুবগ্রামে বর্ষাবাস যাপন করিয়া ভগবান বৈশালীতে না ফিরিয়া পুনরায় শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেখানে তাঁহার অগ্রশ্রাবক ধর্মসেনাপতি শারীপুত্র পরিনির্বাণের জন্য বিদায় নিলেন। এই বিদায় দৃশ্য বড়ই করুণ বড়ই হৃদয়বিদারক। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন তিনি নিজের জন্মস্থানেই পরিনির্বাণ লাভ করেন। শারীপুত্রের ভ্রাতা চুন্দ স্থবির কর্তৃক শারীপুত্রের অস্থিধাতু শ্রাবস্তীতে আনীত হইলে ভগবান শ্রাবস্তীতেই সেইগুলির উপর ধাতুচৈত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবন হইতে রাজগৃহে আগমন করিলেন। সেখানে অগ্রশ্রাবক মৌদ্‌গল্যায়নেরও পরিনির্বাণ হয় শারীপুত্রের পরিনির্বাণের এক পক্ষকাল পরে অর্থাৎ অগ্রহায়ণের অমাবস্যায়। ভগবান মৌদ্‌গল্যায়নের অস্থিধাতু আহরণ করিয়া ধাতুচৈত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া[২] গঙ্গা ও উক্কাচেলা[৩] হইয়া পুনঃ বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় আগমন করিলেন।

পরের দিন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে বৈশালী নগরে পিণ্ডাচরণ করিয়া পিণ্ডপাতান্তে কূটাগারশালায় আসিয়া আহারকার্য সমাপনান্তে আয়ুষ্মান আনন্দকে বলিলেন—'আনন্দ, চল চাপালচৈত্যে যাইব।' আনন্দ ভগবানের বসিবার আসন লইয়া ভগবানের সঙ্গে চাপালচৈত্যে উপস্থিত

১। মহাপরিনিব্বান-সুত্তন্ত, ২য় অধ্যায়।

২। রাজগৃহেই ধাতুচৈত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৩। রাজগৃহ হইতে বৈশালী যাইবার পথে গঙ্গাতীরস্থ একটি গ্রাম। ইহা বৃজীদেশের অন্তর্গত।

হইলেন। ভগবান তাঁহার জন্য বিস্তৃত আসনে উপবেশন করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ভগবান বলিলেন—"হে আনন্দ! রমণীয় বৈশালী, রমণীয় ইহার উদেন-চৈত্য, গোতমক-চৈত্য, সত্তম্ব-চৈত্য, বহুপত্র-চৈত্য, আনন্দ-চৈত্য এবং এই চাপাল-চৈত্য... হে আনন্দ! তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, রথগতি সদৃশ অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তুভূমি সদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত ও সম্যক্ নিষ্পাদিত হইয়াছে। আনন্দ! সেইজন্য ইচ্ছা করিলে তথাগত কল্পকাল অথবা কল্পাবশেষ অবস্থান করিতে পারেন।"

কিন্তু আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান কর্তৃক এইরূপ স্পষ্টভাবে নিমিত্ত প্রকাশিত হইলেও, স্পষ্ট আভাষ প্রদত্ত হইলেও বুঝিতে সক্ষম হইলেন না, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন না যে—"ভন্তে, ভগবান, আপনি কল্পকাল অবস্থান করুন। হে সুগত, বহুজনের হিতসুখের জন্য, জীবগণের প্রতি অনুকম্পাপূর্বক, দেবমানবগণের হিতসুখের জন্য কল্পকাল অবস্থান করুন।" কেননা তাঁহার চিত্ত মারের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল। মার ভীষণ-রূপ দেখাইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবানের কথার তাৎপর্য বুঝিবার অবকাশ দেয় নাই।

ভগবান দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও আনন্দকে অনুরূপভাবে বলিলেন। কিন্তু মারের দ্বারা অভিভূত[১] আনন্দ ভগবানের কথার মর্মার্থ বুঝিতে পারিলেন না। তখন ভগবান আনন্দকে বলিলেন—'আনন্দ, এখন তুমি যথেচ্ছা গমন কর।' 'সাধু ভন্তে' বলিয়া আনন্দ ভগবানের কথার প্রত্যুত্তর দিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া নিকটস্থ অন্য একটি বৃক্ষমূলে যাইয়া বসিলেন।

এদিকে মার আসিয়া ভগবানকে বলিলেন—"হে সুগত, এখন আপনি পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হউন। এখন ভন্তে আপনার পরিনির্বাণের সময় হইয়াছে। ভন্তে, ভগবান কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছিল ঃ 'পাপমতি, যতদিন আমার চারি পরিষদ্ (ভিক্ষু শ্রাবকগণ, ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ, গৃহী উপাসকগণ এবং গৃহী উপাসিকাগণ) সুনিপুণ, বিনীত, বিশারদ ও বহুশ্রুত না হয়, যতদিন

১। আনন্দ এখনও অর্হৎ হন নাই, তাই মার সহজেই তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে।

তাঁহারা সদ্ধর্মকে সংবিভাগ ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়া অন্যদের বুঝাইতে দক্ষতা লাভ না করে এবং যতদিন তাহারা অপরের মিথ্যা অপবাদ ধর্মতঃ সুনিগ্রহ করিয়া পাপবিতারক, পাপনাশক ধর্মদেশনা করিতে সমর্থ না হয় ততদিন আমি পরিনির্বাপিত হইব না।' কিন্তু ভন্তে, এখন আপনার চারি পরিষদ আপনি যেরূপ চাহিয়াছেন সেরূপভাবে সুদক্ষ হইয়াছে। অতএব, ভন্তে ভগবন্, এখন আপনি পরিনির্বাপিত হউন। হে সুগত, এখন আপনি পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হউন। ভন্তে, ভগবানের পরিনির্বাণের যথোচিত সময় হইয়াছে।"

এইরূপ উক্ত হইলে পাপমতি মারকে ভগবান বলিলেন—"হে পাপমতি তুমি এখন নিশ্চেষ্ট হও, অচিরেই তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে। অদ্য হইতে তিনমাস পরে তথাগত পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইবেন।"[১]

অনন্তর ভগবান চাপাল চৈত্যে স্মৃতি ও জ্ঞানযোগে আয়ু সংস্কার বর্জন করিলেন[২] (অর্থাৎ এখন হইতে তিন মাসের পর বৈশাখী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত আমার প্রাণবায়ু চলিতে থাকুক, তারপর নিরুদ্ধ হউক বলিয়া অধিষ্ঠান করিলেন)। ভগবান আয়ুসংস্কার বর্জন করিলে ভীষণ লোমহর্ষণকর ভূমিকম্প আরম্ভ হইল, দেবগর্জন শ্রুত হইল, অকাল বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইল, ঘন বৃষ্টি বর্ষিত হইল।

ভীষণ ভূমিকম্প হইতেছে দেখিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ দ্রুতগতিতে ভগবানের নিকট আসিয়া এই ভূমিকম্পের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান বলিলেন —"হে আনন্দ, ভূমিকম্পের অষ্টবিধ হেতু ও অষ্টবিধ প্রত্যয় আছে।[৩] যথা—,

১। যখন প্রাকৃতিক কারণে ধাতুক্ষোভ হয়, অর্থাৎ মহাপৃথিবী, জল এবং মহাবায়ু সংক্ষুব্ধ হয় তখন ভূমিকম্প হয়।

২। কোন ঋদ্ধিমান শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বা মহানুভব দেবের ঋদ্ধিশক্তি-প্রভাবে ভূমিকম্প হয়।

১। মহাপরিনিব্বান-সুত্তন্ত, তৃতীয় অধ্যায়।
২। হিউয়েন-সাঙ্ চাপালচৈত্যের স্থানে একটি স্তূপ দেখিয়াছেন (২য় খণ্ড, ৩ম, পৃঃ ৬৯)
৩। মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত, তৃতীয় অধ্যায়।

৩। ভাবিবুদ্ধ তুষিতস্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিলে ভূমিকম্প হয়।

৪। ভাবীবুদ্ধ ভূমিষ্ঠ হইলে ভূমিকম্প হয়।

৫। যখন তথাগত অনুত্তর সম্যক্ সম্বোধি লাভ করেন, তখন ভূমিকম্প হয়।

৬। যখন তথাগত অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন তখন ভূমিকম্প হয়।

৭। যখন তথাগত আয়ুসংস্কার বিসর্জন করেন তখন ভূমিকম্প হয়।

৮। যখন তথাগত মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন তখন ভূমিকম্প হয়।

এইভাবে ভগবান ভূমিকম্পের অষ্টবিধ কারণ সম্বন্ধে আনন্দকে জানাইয়া প্রকাশ করিলেন যে তিনি তাঁহার আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিয়াছেন এবং তিনমাস পরে পরিনির্বাণ লাভ করিবেন। আনন্দ তথাগতের পরিনির্বাণ-সংকল্প অবগত হইয়া বহুজনের হিত ও সুখার্থে কল্প বা কল্পাবশিষ্ট কাল অবস্থান করিবার জন্য তথাগতকে অনুরোধ করিলেন। ভগবান দৃঢ়তার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। কারণ তথাগত বলিলেন যে ইতিপূর্বে তিনি বহুবার আকারে ইঙ্গিতে আনন্দকে জানাইয়াছেন যে তথাগত ইচ্ছা করিলে কল্পকাল বা কল্পাবশিষ্টকাল এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতে পারেন। কিন্তু আনন্দ ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন নাই। কারণ তিনি প্রতিবারই মারের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন। তখন তথাগত যখন মারকে কথা দিয়াছেন যে তিনি তিনমাস পরে পরিনির্বাণ লাভ করিবেন—তথাগতের এই প্রতিশ্রুতি অলঙ্ঘনীয়, তাই তিনি আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিয়াছেন। অতএব, তিনি আনন্দের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

তৎপর ভগবান বৈশালীর সকল ভিক্ষুকে একত্রিত করিয়া বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয়[১] ধর্মের উপদেশ দিয়াছি।

১। সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম: ক) চারি স্মৃত্যুপস্থান—কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন এবং ধর্মানুদর্শন (খ) চারি সম্যক্ প্রধান—উৎপন্ন পাপচিত্তের পরিবর্জনার্থ প্রচেষ্টা, অনুৎপন্ন পাপচিত্তের অনুৎপত্তির জন্য প্রচেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশল-চিত্তের উৎপত্তির জন্য প্রচেষ্টা এবং উৎপন্ন কুশল-চিত্তের বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা। (গ) চারি ঋদ্ধিপাদ (ঋদ্ধিলাভের উপায়)—ছন্দ, বীর্য, চিত্ত এবং মীমাংসা-ঋদ্ধিপাদ। (ঘ) পঞ্চ ইন্দ্রিয়—শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। (ঙ) পঞ্চ বল—শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি,

উহা শিক্ষা করিয়া আচরণ করিবে, অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করিবে, স্বীয় জীবনে প্রতিভাত করিবে,তাহা হইলে এই শাসন সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। ভিক্ষুগণ, জাগতিক সকল পদার্থই অনিত্য। অপ্রমত্তভাবে স্বকর্তব্য সম্পাদন কর। তথাগত অচিরে তিনমাস পরে পরিনির্বাপিত হইবেন।"

অনন্তর ভগবান বৈশালীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ভণ্ডগ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে বৈশালীর দিকে নাগদৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন—"আনন্দ, বৈশালীর প্রতি তথাগতের এই অন্তিম দর্শন।" ভগবান যথাক্রমে ভণ্ডগ্রাম, হস্তিগ্রাম, আম্রগ্রাম ও জম্বুগ্রাম ঘুরিয়া ভোগনগরে আসিলেন। ভোগনগরস্থ আনন্দচৈত্যে ভিক্ষুগণকে এই উপদেশ দিলেন: "হে ভিক্ষুগণ, শীল-পরিভাবিত সমাধি, সমাধি-পরিভাবিত প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা-পরিভাবিত চিত্ত চতুর্বিধ আস্রব[১] হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়।"

ভোগনগর হইতে ভগবান ভিক্ষুসংঘ সমভিব্যাহারে পাবায় আসিয়া স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের আম্রকুঞ্জে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চুন্দ এই সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষুসংঘ সহ ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিলেন। উত্তম খাদ্যভোজ্য সহ প্রচুর "সূকরমদ্দব"[২] দ্বারা দানকার্য সম্পাদন করা হইল। কেবল ভগবানই "সূকরমদ্দব" গ্রহণ করিলেন এবং অন্যদের তাহা পরিবেশন করিতে তিনি নিষেধ করিলেন। ভোজনান্তে ভগবান চুন্দকে ধর্মোপদেশ দিয়া সুপ্রসন্ন করিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার সাংঘাতিক রক্তামাশয় দেখা দিল। মরণান্তিক বেদনা অসীম ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিয়া তিনি কুশী-নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া শ্রান্তি বিনোদনের জন্য এক

সমাধি এবং প্রজ্ঞাবল। (চ) সপ্ত বোধ্যঙ্গ—স্মৃতি, ধর্মবিজয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি এবং উপেক্ষা। (ছ) অষ্ট মার্গাঙ্গ—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

১। কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্ট্যাস্রব এবং অবিদ্যাস্রব।

২। একপ্রকার 'রসায়ন' যাহা বৃদ্ধ বয়সে শরীরের উত্তেজনা বৃদ্ধি ও বলাধানের জন্য এই জাতীয় পথ্য ব্যবহৃত হইত। ভগবানের বয়সের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতই চুন্দ ঐ 'রসায়ন' প্রস্তুত করিয়াছিল। বয়সের অনুপাতে গুরুপাক হইবে মনে করিয়াই ভগবান ঐ রসায়ন অন্যদের দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া জলপান করিলেন। সেখানে অরাড় কালামের শিষ্য মল্লপুত্র পুক্কুস তাঁহার পূর্ব ধর্মমত পরিহারপূর্বক ত্রিশরণাগত উপাসক হইলেন। শরণাগত উপাসকদের মধ্যে মল্লপুত্র পুক্কুসই ভগবানের অন্তিম উপাসক।

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুসংঘসহ ককুধা নদীতে গমন করিলেন। তথায় স্নান ও জলপান করিয়া নদীতীরস্থ আম্রকুঞ্জে উপবেশনপূর্বক বলিলেন—"আনন্দ, দ্বিবিধ অন্ন যাঁহারা তথাগতকে দান করিয়াছেন তাঁহারা ভাগ্যবান—যেই অন্ন আহার করিয়া তথাগত অনুত্তর সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছেন (বর্তমান ক্ষেত্রে সুজাতা) এবং যেই অন্ন আহার করিয়া তথাগত অনুপাদিশেষ নির্বাণে নির্বাপিত হইবেন (বর্তমান ক্ষেত্রে স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ)। ইহা তুমি স্বর্ণকারপুত্র চুন্দকে বলিবে।"

পাবা হইতে কুশীনগরের দূরত্ব মাত্র দেড় যোজন। ভগবান মধ্যাহ্নে যাত্রা করিয়া সূর্যাস্তের সময় কুশীনগরে পৌঁছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাকে কয়েকবার বিশ্রাম নিতে হইয়াছিল। হিরণ্যবতী নদীর অপরতীরে কুশীনগরে মল্লদের শালবন। সেখানে যুগ্মশাল বৃক্ষমূলে সুসজ্জিত মঞ্চে তথাগত শয়ন করিলেন। এখানে তিনি শ্রদ্ধাবানগণের দর্শনীয় ও সংবেগজনক চারি তীর্থ-স্থান[১], নারীজাতির সহিত ভিক্ষুসঙ্ঘের ব্যবহারবিধি, তথাগতের দেহ-সংকারের বিধি, স্তূপের যোগ্য ব্যক্তি[২] ও তাহার কারণ, আনন্দকে সান্ত্বনাদান, জগতের সব কিছুই অনিত্য ও পরিবর্তনশীল—এ সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। কোন হিতৈষী পিতা যেমন ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য পুত্রগণকে নানাভাবে পদেশ দেন, তথাগতের এই উপদেশবাণীও তদ্রূপ কালোপযোগী এবং হৃদয়গ্রাহী। তৎপর আনন্দকে বলিলেন—'আনন্দ, তুমি মহাপুণ্যবান। মহোদ্যমে সাধনায় আত্মনিয়োগ কর। তুমি অচিরেই আস্রবমুক্ত অর্হৎ হইবে।'

১। চারিতীর্থস্থান—যে স্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন (অর্থাৎ লুম্বিনী), যে স্থানে তথাগত সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন (অর্থাৎ বুদ্ধগয়া), যে স্থানে তথাগত ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন (অর্থাৎ সারনাথ) এবং যে স্থানে তথাগত মহাপরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন (অর্থাৎ কুশীনগর)।

২। স্তূপের যোগ্য ব্যক্তি চারিজন – যথা, তথাগত অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, তথাগতের শ্রাবক (স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ) এবং রাজচক্রবর্তী।

ভগবান এই প্রসঙ্গে আনন্দের সেবা, সময়ের সদ্ব্যবহার, জ্ঞান এবং রাজচক্রবর্তীর মত চতুর্বিধ অত্যাশ্চর্য্য গুণ[১] সম্বন্ধে প্রশংসা করিলেন।

এইরূপ উক্ত হইলে আনন্দ ভগবানকে সম্বোধন করিয়া নিবেদন করিলেন—"ভন্তে ভগবন্ এই ক্ষুদ্র, বিষম শাখানগরে পরিনির্বাপিত হইবেন না। ভন্তে, অন্য বহু মহানগর আছে, যথা—চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত (অযোধ্যা), কৌশাম্বী, বারাণসী—ইহাদের মধ্যে যে কোন স্থানে ভগবান্ পরিনির্বাপিত হউন। এ সকল স্থানে বহু ক্ষত্রিয় মহাশাল, ব্রাহ্মণ মহাশাল ও গৃহপতি মহাশাল তথাগতের প্রতি অতি প্রসন্ন, তাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।" তদুত্তরে ভগবান কুশীনগরের প্রাক্তন মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে 'মহাসুদস্সন সুত্ত'[২] বর্ণনা করিলেন এবং আনন্দকে বলিলেন—যাও আনন্দ, তুমি কুশীনগরে প্রবেশ করিয়া কুশীনগরবাসী মল্লরাজগণকে জ্ঞাপন কর যে, অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগতের মহাপরিনির্বাণ হইবে। তাঁহারা যেন আসিয়া তথাগতকে শেষবারের মত দর্শন করেন, তাহা না হইলে পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে হইবে।

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশকে শিরোধার্য করিয়া পাত্রচীবর লইয়া সহচর সহ কুশীনগরে প্রবেশ করিলেন এবং মল্লরাজগণকে ভগবানের কথা জানাইলেন। অনন্তর মল্লরাজগণ তথাগতের আসন্ন পরিনির্বাণ-বার্তা শুনিয়া দলে দলে আসিয়া শেষ বারের মত তথাগতকে দর্শন ও বন্দনা করিলেন। ইত্যবসরে সুভদ্র নামক এক সন্ন্যাসী ভগবানের নিকট আসিয়া ভগবানের ধর্মকথায় মুগ্ধ হইয়া প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন এবং পূর্ব পূর্ব জন্মের পুণ্যপারমিতার প্রভাবে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। ইনিই ভগবানের

১। আনন্দের চতুর্বিধ অত্যাশ্চর্য্য গুণ—রাজচক্রবর্তীর ন্যায় আনন্দেরও চতুর্বিধ গুণ ছিল, যেমন—
   (ক) ভিক্ষু পরিষদ, ভিক্ষুণী পরিষদ, উপাসক পরিষদ এবং উপাসিকা পরিষদ আনন্দকে দর্শনমাত্রেইপ্রীত হন।
   (খ) আনন্দ ধর্মালাপ করিলে তাঁহার বাক্যসুধা পান করিয়াও সকলে আনন্দিত হন।
   (গ) আনন্দকে দর্শনে ও তাঁহার বাক্যসুধা পানে তাহাদের তৃপ্তি মিটে না।
   (ঘ) তাহাদের অতৃপ্ত অবস্থাতেই আনন্দ নীরবতা অবলম্বন করেন।

২। পালি দীঘনিকায়, সুত্ত নং ১৭।

অন্তিম সাক্ষাৎ ভিক্ষু-শিষ্য। বৈশাখী পূর্ণিমা। নিশি অবসান প্রায়। নিস্তব্ধ ধরণী। সহসা প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ধ্বনিত হইল—"আনন্দ, তথাগতের অবর্তমানে তোমরা মনে করিও না—'আমাদের শাস্তা নাই, আমাদের শিক্ষাগুরু অন্তর্হিত হইয়াছেন।' তথাগত যে ধর্ম-বিনয় তোমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, ইহাই তোমাদের শিক্ষাগুরু। তথাগতকে তোমরা যেরূপে সম্মান ও সম্বোধন করিতে অতঃপর কনিষ্ঠ ভিক্ষু জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে তদ্রূপ করিবে। জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু কনিষ্ঠ ভিক্ষুকে 'আবুসো' (বন্ধু) বলিয়া সম্বোধন করিবে। সম্মিলিত ভিক্ষুসংঘ প্রয়োজনবোধে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ পরিবর্তন করিতে পারিবে। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ অথবা আর্যমার্গ সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় থাকিলে এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার।" সকলেই নীরব রহিলেন। কারণ তাঁহাদের সর্ব কনিষ্ঠ ভিক্ষুও স্রোতাপন্ন ছিলেন। ভগবান পুনরায় বলিলেন—"ভিক্ষুগণ যৌগিক পদার্থমাত্রই ভঙ্গুর ক্ষয়শীল। অপ্রমত্তভাবেই স্বকার্য সম্পাদন কর।"—ইহাই তথাগতের অন্তিম বাণী।

অতঃপর ভগবান নীরব, ধ্যান-পরায়ণ হইলেন। ধ্যানের স্তরের পর স্তরে অধিরোহণ করিয়া সর্বোচ্চতম সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি সমাপন্ন হইলেন। এই অবস্থায় মৃতদেহের সহিত ধ্যানপরায়ণ যোগীর আয়ু এবং দৈহিক উষ্ণতা ব্যতীত বাহ্যিক কোন বৈষম্য প্রতীয়মান হয় না। উৎকণ্ঠিত হইয়া আনন্দ স্থবির স্থবির অনুরুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু অনুরুদ্ধ! ভগবান কি পরিনির্বাপিত হইয়াছেন? তদুত্তরে অনুরুদ্ধ বলিলেন—"না, বন্ধু! তথাগত সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ-সমাপন্ন হইয়াছেন।

ভগবান আবার নিরোধ-সমাপত্তি হইতে উত্থিত হইয়া ধ্যানের নিম্নস্তরে অবরোহণ করিতে করিতে প্রথম ধ্যানে অবতরণ করিলেন। আবার অধিরোহণ করিতে করিতে চতুর্থ ধ্যানে আরোহণ করিলেন। এই চতুর্থ ধ্যানেই তিনি অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত হইলেন।

ভগবানের পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইল। পূজনীয় অনুরুদ্ধ সমবেত জনতা এবং ভিক্ষুসংঘের মধ্যে ভগবানের মহাপরিনির্বাণ ঘোষণা করিয়া বলিলেন—"বন্ধুগণ! প্রস্থিতচিত্ত তথাগতের এখন আর শ্বাস-প্রশ্বাস নাই। তৃষ্ণামুক্ত বুদ্ধমুনি নির্বাণশান্তি উপলক্ষে কালক্রিয়া করিয়াছেন। অহো, তিনি শান্ত-সমাহিতচিত্তে মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিলেন।

প্রদীপের নির্বাণের মত তাঁহার চিত্তের বিমোক্ষ হইল।"—এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা খৃঃপূঃ ৫৪৪ অব্দে সংঘটিত হয়।[১]

আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের ঘোষণাবাণী হইতে নির্বাণের অবস্থা সম্পর্কে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। প্রদীপ জ্বলিতেছে। সলিতা উহার আসন্ন এবং প্রধান কারণ, তৈল অপরিহার্য্য সহকারী। তৈলের অভাব ঘটিলে সলিতা অধিকক্ষণ দীপশিখা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। প্রদীপ আপনাআপনি নিভিয়া যায়। তাই এই দীপ-নির্বাণের সহিত জীবন-নির্বাণের সুন্দর সাদৃশ্য আছে। তদ্ধেতু শাস্ত্রে এ জাতীয় উপমা প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। কবি অশ্বঘোষ তাই নির্বাণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"দীপো যথা নিবৃর্তিমভ্যুপেতো
নৈবাবনীং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥
এবং কৃতী নিবৃর্তিমভ্যুপেতো
নৈবাবনীং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥[২]

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ হইলে অবীতরাগ ভিক্ষুগণ ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বীতরাগ স্মৃতিমান ও প্রজ্ঞাশালী ভিক্ষুগণ বলিলেন—"সংযোগজ অর্থাৎ যৌগিক পদার্থমাত্রই অনিত্য, অতএব ভগবানের রূপকায় কিরূপে স্থায়ী হইবে?" অনন্তর স্থবির অনুরুদ্ধ আনন্দকে বলেলেন—"বন্ধু আনন্দ, কুশীনগরে প্রবেশ করিয়া মল্লরাজগণকে বল, ভগবান মহাপরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন।" তদনুসারে আনন্দ কুশীনগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মুখে ভগবানের মহাপরিনির্বাণ লাভের সংবাদ শ্রবণ করিয়া মল্লবাসিগণ নানাভাবে শোক প্রকাশ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা

১। সম্রাট অশোক ভগবানের পরিনির্বাণস্থান কুশীনগরে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন—হিউয়েন সাঙ, (খণ্ড ২, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৩২-৩৩)।
গান্ধারশিল্পেও এই দেহসৎকারের নিদর্শন পাওয়া যায়।

২। সৌন্দরনন্দকাব্য, ১৬শ অধ্যায়, শ্লোক ২৮-২৯।

কুশীনগরের উপবর্ত্তনে শালবনে গমন করিয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য, পুষ্পমালা, গন্ধ প্রভৃতি দ্বারা ক্রমান্বয়ে সাতদিন ভগবানের দেহের পূজা করিলেন। সপ্তম দিবসে তাঁহারা স্থির করিলেন ঃ "আমরা ভগবানের দেহ বিবিধ বাদ্যযন্ত্রবাদন সহকারে নৃত্য, গীত ও মাল্য এবং সুগন্ধাদি দ্বারা সৎকার, গৌরব, মান ও পূজা করিতে করিতে নগরের বাহিরে বাহিরে নগরের দক্ষিণ হইতে দক্ষিণে অর্থাৎ যমকশালবৃক্ষের মূল হইতে দক্ষিণ দিকে লইয়া গিয়া নগরের দক্ষিণে দাহ করিব।"

তখন আটজন মহাশক্তিসম্পন্ন মল্লপ্রধান ভগবানের দেহ বহন মানসে স্নান করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহারা ভগবানের দেহ কাঁধে উঠাইতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা স্থবির অনুরুদ্ধকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"হে বাসিষ্টগণ, আপনাদের অভিপ্রায় একরূপ, দেবগণের অভিপ্রায় অন্যরূপ, তাই এইরূপ হইতেছে। দেবগণেরইচ্ছা হইতেছে—তাঁহারা ভগবানের দেহ—যমকশালবৃক্ষের মূলহইতে উত্তরে উত্তরে নগরের উত্তর দিকে লইয়া যাইয়া, উত্তর দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করাইয়া নগরের মধ্যস্থলে আনয়ন করিবেন এবং পূর্বদ্বার দিয়া নগর হইতে বাহির করতঃ নগরের পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত মল্লরাজাদের মুকুটবন্ধন নামক অভিষেকমণ্ডপে ভগবানের দেহ সৎকার করিবেন।"

তখন মল্লরাজারা বলিলেন—"ভন্তে, দেবগণের অভিপ্রায় অনুসারেই কার্য্য হউক।"

সকলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া দেখিলেন যে, শালবন হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র কুশীনগর দিব্য মন্দারব পুষ্পে আচ্ছাদিত হইয়াছে। দেবগণের অভিপ্রায় অনুসারেমহাসমারোহের সহিত ভগবানের দেহ কুশীনগরের মধ্যস্থলে আনয়ন করা হইল। তখন সেনাপতি বন্ধুল মল্লের স্ত্রী মল্লিকাদেবী স্বীয় মহালতাপ্রসাধন খুলিয়া পরিষ্কার করতঃ গন্ধোদকে ধৌত করিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দ্বারের নিকট ভগবানের দেহ আনীত হইলে বলিলেন—"বৎসগণ, একটু নামাও, আমি শাস্তাকে পূজা করিব।" ভগবানের দেহ নামানো হইলে মল্লিকাদেবী স্বয়ং চারি কোটি মূল্যের মহালতা-প্রসাধন ভগবানের দেহে পরিধান করাইয়া দিলেন। তাহা ভগবানের মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত পরিহিত হইল। ভগবানের সুবর্ণবর্ণদেহ সপ্ত রত্নময় আভরণ পরিহিত হওয়ায় অপূর্ব শ্রীধারণ করিল। তাহা দেখিয়া মল্লিকাদেবী

প্রার্থনা করিলেন—"ভন্তে, যাবৎ আমি সংসারাবর্ত্তে সংসরণ করি, তাবৎকাল আমার পৃথক্ কোন অলঙ্কারের আবশ্যক না হউক, আমার শরীর নিত্য মহালতা-প্রসাধন পরিহিত সদৃশ হউক।"

অতঃপর ভগবানের দেহ উঠাইয়া পূর্বদ্বার দিয়া নগর হইতে বাহির করিয়া নগরের পূর্বপার্শ্বস্থ মুকুটবন্ধনে আনয়ন করিয়া সেইখানেই স্থাপন করা হইল। তৎপর মল্লরাজগণ স্থবির আনন্দের নির্দেশানুসারে ভগবানের দেহ সূক্ষ্ম নূতন বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ তৎপর সুধুনিত কার্পাস দ্বারা বেষ্টন করিলেন। পুনঃ সূক্ষ্ম নূতন বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ সুধুনিত কার্পাস দ্বারা বেষ্টিত করিলেন। এই উপায়ে পাঁচশত বার বস্ত্র ও কার্পাস দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করা হইল। অনন্তর একটি তৈলপূর্ণ লৌহপাত্রে ভগবানের দেহ স্থাপন করিয়া অন্য একটি লৌহপাত্র দ্বারা তাহা আবৃত করিলেন এবং সর্ববিধ সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা (উত্তর-দক্ষিণে ১২০ হাত এবং পূর্ব পশ্চিমে ১২০ হাত) পরিমিত চিতা রচনা করতঃ তৈলপূর্ণ আধারসহ ভগবানের দেহ চিতার উপর আরোপিত করিলেন। তৎপর মল্লরাজদের মধ্যে চারিজন প্রধান মল্ল চিতায় অগ্নি সংযোগ করিতে যাইয়া বারে বারেই ব্যর্থ হইলেন। মল্ল রাজন্যবর্গ আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পাবা হইতে কুশীনগরে আসিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে পাঁচশত ভিক্ষুও আছেন। যতক্ষণ মহাকাশ্যপ আসিয়া ভগবানের পদে মস্তক স্থাপন পূর্বক বন্দনা না করেন ততক্ষণ ভগবানের চিতা প্রজ্বলিত হইবে না।" ইহা শুনিয়া সকলে অধীর আগ্রহে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের পথপানে চাহিয়া রহিলেন।

ভিক্ষুসংঘসহ মহাকাশ্যপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উত্তরাসংগ চীবর একাংশ করতঃ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বন্দনা করিলেন এবং করজোড়ে তিনবার ভগবানের দেহ প্রদক্ষিণ করতঃ ভগবানের পায়ের দিকে বসিয়া নিজ মস্তক তথাগতের আবৃত পায়ে ঠেকাইয়া অধিষ্ঠান করিলেনঃ "ভগবানের আবৃত পাদদ্বয় অনাবৃত হইয়া আমার মস্তকে আসিয়া স্থিত হউক।" সঙ্গে সঙ্গে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় ভগবানের পাদদ্বয় অনাবৃত হইয়া মহাকাশ্যপের মস্তকে স্থিত হইল। অমনি মহাকাশ্যপ বিকশিত রক্তপদ্ম সদৃশ হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া শাস্তার সুবর্ণ বর্ণ পাদদ্বয় মস্তকে জড়াইয়া ধরিয়া বন্দনা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে আগত পাঁচশত ভিক্ষুও তাহাই করিলেন। তাঁহাদের বন্দনা

করা শেষ হইলে ভগবানের চিতা আপনা-আপনিই জ্বলিয়া উঠিল। ক্রমে ভগবানের চর্ম মাংস স্নায়ু প্রভৃতি সমস্তই দগ্ধ হইল, কেবল কিছু অস্থি অবশিষ্ট থাকিল।[১]

এই সময়ে মগধ-রাজ অজাতশত্রু শুনিলেন, বুদ্ধদেব কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। তিনি কুশীনগরে দূত প্রেরণ করিয়া বলিলেন, "ভগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়, আমিও ভগবানের শরীরের এক অংশ পাইতে পারি। আমি ভগবানের শরীরাংশের উপর মহাস্তূপ নিৰ্ম্মাণ করিব।" বৈশালীনগরীর লিচ্ছবিগণ দূত প্রেরণ করিয়া বলিল, "ভগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের দেহের অংশ পাইতে পারি, আমরাও শরীরাংশের উপর মহাস্তূপ নির্মাণ করিব।" এইরূপে কপিলবস্তুর শাক্যগণ, অল্পকল্পের বুলিগণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ ও পাবার মল্লগণ সকলেই বুদ্ধের শরীরাংশ প্রার্থনা করিলেন। বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণও বুদ্ধের দেহের এক অংশ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। এই সময়ে কুশীনগরের মল্লগণ বলিল, "ভগবান আমাদিগের গ্রামক্ষেত্রে পরিনির্বাণলাভ করিয়াছেন, আমরা কাহাকেও ভগবানের দেহের অংশ প্রদান করিব না।" তখন দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—

"সুণন্তু ভোন্তো মম একবাক্যং
অম্হাকং বুদ্ধো অহু খন্তিবাদো।
ন হি সাধু অয়ম্ উত্তমপুগ্গলস্স
সরীরভঙ্গে সিয়া সম্পহারো ॥
সব্বেব ভোন্তো সহিতা সমগ্গা
সম্মোদমানা করোম অট্ঠ ভাগে।
বিৎথারিকা হোন্তু দিসাসু থূপা
বহুজ্জনো চক্খুমতো পসন্নো" তি ॥

হে মহাশয়গণ! আমার একটি বাক্য শ্রবণ করুন। আমাদের বুদ্ধ ক্ষান্তিবাদী ছিলেন। সেই সাধুপুরুষের দেহভাগ লইয়া আমাদের বিবাদ করা সঙ্গত নহে। আপনারা সকলে সমবেত হউন। আমরা সপ্রণয়ে দেহ অষ্টভাগে বিভক্ত করিতেছি। সমস্তদিকে স্তূপ সমূহ বিস্তারিত হউক এবং চক্ষুষ্মান্ লোকসকল উহা দেখিয়া প্রসন্নতা লাভ করুন।"

১। ভগবানের দেহসংকারের দৃশ্য গন্ধারশিল্পে দেখা যায়

সকলে সম্মত হইলেন ও দ্রোণব্রাহ্মণ বুদ্ধের অস্থি অষ্টভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর দ্রোণ বলিলেন,—"হে মহাশয়গণ! যে কুম্ভে রাখিয়া বুদ্ধের দেহ বিভক্ত করিলাম, ঐ কুম্ভটী আমাকে প্রদান করুন। আমি ঐ কুম্ভের উপর এক স্তূপ নিৰ্ম্মাণ করিব।"

অনন্তর পিপ্‌পলিবনীয় মৌর্য্যগণ দূত প্রেরণ পূর্ব্বক বলিলেন—"ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের দেহের অংশ পাইতে পারি, আমরাও ভগবানের দেহাংশের উপর স্তূপ নিৰ্ম্মাণ করিব।" কিন্তু দূত আসিয়া দেখিল, বুদ্ধের শরীর পূর্ব্বেই অষ্টভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তখন সে বুদ্ধের চিতা হইতে অঙ্গার লইয়া গেল। পিপ্পলিবনীয় মৌর্য্যগণ ঐ অঙ্গারের উপর মহাস্তূপ নিৰ্ম্মাণ করিলেন। এই রূপে আটটী শরীর স্তূপ,[১] একটি কুম্ভস্তূপ[২] ও একটি অঙ্গারস্তূপ,[৩] সর্ব্বশুদ্ধ দশটি স্তূপ নির্ম্মিত হইল। ভিক্ষুগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ঃ—

"দেবিন্দনাগিন্দনরিন্দপূজিতো মনুস্সিন্দ-সেট্‌ঠেহি তথেব পূজিতো।
তং বন্দথ পঞ্জলিকা ভবিত্বা বুদ্ধো হবে কপ্পসতেহি দুল্লভো" তি॥

—দেবরাজ, নাগরাজ ও নররাজ এবং শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত বুদ্ধকে কৃতাঞ্জলিপুটে বন্দনা কর, শত শত কল্পেও বুদ্ধের জন্ম দুর্লভ।"

অধ্যায়—পঁয়ত্রিশ

বুদ্ধের অশীতি মহাশ্রাবক[৪]

১-২। শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন—ভগবান বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘের মধ্যে আশি-জন ছিলেন মহাশ্রাবক। তন্মধ্যে দুইজন ছিলেন অগ্রশ্রাবক—শারীপুত্র এবং (মহা) মৌদ্‌গল্যায়ন, যাঁহাদের কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

১। আটটি শরীরস্তূপ নির্মিত হইয়াছে আটটি রাজ্যে, যথা; রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অল্লকপ্প, রামগ্রাম, বেঠদীপ, পাবা এবং কুশীনগর।

২। যে কুম্ভে ভগবানের অস্থিসমূহ রক্ষিত ছিল তাহা দোণ ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার উপর স্তূপ নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। দিব্যাবদানে (পৃঃ ৩৮০) 'দ্রোণস্তূপের' উল্লেখ আছে, যাহা মগধরাজ অজাতশত্রু নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই দ্রোণস্তূপের নাম হইতেই ঐ ব্রাহ্মণের উক্ত নাম হইয়াছিল।

৩। পিপ্‌ফলিবনের মৌর্যরা পিপ্‌ফলিবনে অঙ্গারস্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

৪। ভগবান বুদ্ধের অশীতি মহাশ্রাবকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণবংশজাত।

৩। জ্ঞাত-কৌণ্ডিণ্য—আশিজন মহাশ্রাবকদের প্রত্যেকেই ছিলেন ষড়ভিজ্ঞা-প্রাপ্ত অর্হৎ। শারীপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়ন ব্যতীত আরও প্রায় চল্লিশ জন মহাশ্রাবক নিজ নিজ গুণাবলীর জন্য ভগবানের দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছিলেন। আয়ুষ্মান্‌ জ্ঞাত-কৌণ্ডিণ্য ছিলেন আশিজনের মধ্যে ভিক্ষু-হিসাবে বয়োজ্যেষ্ঠ, যিনি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। জ্ঞাত-কৌণ্ডিণ্য, শারীপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নের পরেই মহাকাশ্যপের স্থান। তিনি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ-সঙ্গীতির আয়োজন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষুদের মধ্যে মহাকাশ্যপ ছিলেন অগ্রস্থানীয়।

৪। মহাকাশ্যপ—গৃহীকালে তাঁহার নাম ছিল পিপ্‌ফলী মানব। তিনি ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়া মগধ রাজ্যের অন্তর্গত মহাতীর্থ ব্রাহ্মণ গ্রামে ব্রাহ্মণ মহাশালকুলে কপিল ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ভদ্রা কাপিলানি মদ্র রাজ্যে সাগল নগরে ব্রাহ্মণ মহাশালকুলে কোসিয় গোত্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এমন রূপবতী ছিলেন যে তাঁহার দেহ-প্রভায় দ্বাদশ হস্ত পরিমিত গৃহ আলোকিত হইত; প্রদীপের আবশ্যক করিত না। যাঁহারা ব্রহ্মলোক হইতে মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের অন্তরে সহজে সাংসারিকের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হয় না। ইঁহাদের মাতা পিতা ইঁহাদিগকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতই পালন করিয়াছিলেন। কামভাবে কেহ কাহারও অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। মাতাপিতার মরণের পর বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও গৃহে থাকিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয় দেখিয়া, উভয়ে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। বিপুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া গোপনে চলিয়া যাইবার সময় পিপ্‌ফলী ব্রহ্মচারী চিন্তা করিলেন;—এই ভদ্রা কাপিলানি জম্বুদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী, তিনি যে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, ইহা লোকে দেখিয়া মনে করিবে যে "আমরা প্রব্রজ্যা ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও আসক্তি ত্যাগ করিতে পারি নাই।" এইরূপ মনে করিলে লোক পাপগ্রস্ত হইয়া নিরয়গামী হইবে। ইহাতে আমাদেরও অন্যায় হইবে। অতএব ভিন্ন পথে যাওয়াই উচিত। দ্বিধাপথে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন,—"ভদ্রে, তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে দেখিলে লোকে নানা

কুকথা বলিয়া নিরয়গামী হইতে পারে, ইহাতে আমাদের উভয়েরই অন্যায় হইবে, এই দুই পথের মধ্যে আপনি একটা গ্রহণ করুন, আমি অন্য পথে যাইব"। তচ্ছুবণে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন ;—"হাঁ আর্য্য, স্ত্রীজাতি প্রব্রজিতের ভার। আমরা প্রব্রজিত হইয়াও বিচ্ছিন্ন হইতেছি না বলিয়া লোকে নানা কুধারণা পোষণ করিতে পারে"। তিনি ইহা বলিয়া ব্রহ্মচারীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ চতুর্স্থানে পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতে[১] প্রণাম করিয়া সমুজ্জ্বল দশ নখ একত্র করতঃ কৃতাঞ্জলি সহকারে বলিলেন,— "শত সহস্র কল্প কালের মিত্র সম্ভাব অদ্য বিচ্ছিন্ন হইতেছে, আপনি পুরুষ, সুতরাং দক্ষিণ (দাক্ষিণ্যযুক্ত, উদার দক্ষিণ), দক্ষিণপথই আপনার অবলম্বনীয়। আমি মাতৃগ্রাম (মাতৃগুষ্টি) বামাজাতি, আমার বামপথেই যাওয়া উচিত" এই বলিয়া ভদ্রা কাপিলানি বাম পথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের দ্বিধাভূতকালে "আমি চক্রবাল সুমেরু পর্ব্বতাদির ভার বহনে সমর্থা হইয়াও আপনাদের গুণগ্রাম ধারণে অক্ষম" এই ভাব প্রকাশ করণের ন্যায় এই সসাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হইল, আকাশে অশনি-পাতের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইল, চক্রবাল পর্ব্বত উন্নমিত হইল। তখন সম্যক্‌সম্বুদ্ধ বেলুবনের গন্ধকুটীতে বসিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবী-কম্পন ও গর্জ্জন শব্দ শুনিয়া অবগত হইলেন যে ;—পিপ্‌ফলী মানব ও ভদ্রা কাপিলানি অপরিমিত ভোগ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া "আমারই উদ্দেশ্যে" প্রব্রজিত হইয়াছে। তাহাদের বিয়োগ কালে উভয়ের গুণ বলে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। "এখন মৎ কর্তৃক ইহাদের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য" ইহা স্থির করিয়া তখনই ভগবান্ পাত্র চীবর লইয়া গন্ধকুটী হইতে বাহির হইলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী তিন গব্যূতি (ক্রোশ) পথ গিয়া রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যস্থিত বহুপুত্র বট-বৃক্ষ মূলে পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি ছদ্মবেশে না বসিয়া বুদ্ধবেশেই অশীতি হস্তব্যাপী ষড়বর্ণ রশ্মিসমূহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বসিলেন। তখন পর্ণ-ছত্র-শকট-চক্র-কুটাগারাদি প্রমাণ বুদ্ধরশ্মি সমূহ ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইয়া বিধাবিত হইতেছিল। সহস্র চন্দ্র, সহস্র সূর্য্য উদ্গমন কালের ন্যায় বনান্তরে একোদ্ভাস উৎপন্ন হইল। দ্বাত্রিংশৎ মহা-

১। ললাট, দুই হস্ত ও দুই জানু ভূমিতে ঠেকাইয়া প্রণাম।

পুরুষলক্ষণশ্রীতে গগনে সমুজ্জ্বল তারকামালার ন্যায়, সলিলে সুপুষ্পিত কমল কুবলয়ের ন্যায় বনান্তর সমুজ্জ্বলভাবে বিরোচিত হইতে লাগিল। ন্যগ্রোধ তরুর কাণ্ড স্বভাবতঃ শ্বেতবর্ণ, পত্রসমূহ নীলবর্ণ, পক্কপত্র রক্তবর্ণ কিন্তু সেই সময়ে তরুটি সমুজ্জ্বল সুবর্ণবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারী এইভাবে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখিয়া "ইনিই আমার শাস্তা হইবেন, ইঁহারই উদ্দেশ্যে বোধ হয় প্রব্রজিত হইয়াছি" ভাবিয়া দৃষ্ট স্থান হইতেই অবনত শিরে গিয়া তিনস্থানে বন্দনা করতঃ বলিলেন ;—"ভন্তে ভগবন্, আপনিই আমার শাস্তা, আমি আপনারই শ্রাবক।"

অতঃপর ভগবন্ তাঁহাকে বলিলেন ঃ—কশ্যপ তোমার গুণের প্রভাবে সসাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হইয়াছে,—পৃথিবী তোমার গুণ রাশি ধারণে অসমর্থ হইলেও তথাগতের গুণমহিমা এতই মহৎ যে তোমার কৃত কর্ম্মের প্রভাবে (নিপচ্চাকারো) আমার লোমও নাড়িতে পারে নাই। কশ্যপ, উপবেশন কর, তোমাকে আমার দায়াদ করিব।" তৎপর তাঁহাকে ভগবান্ ত্রিশরণ গ্রহণ দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করিলেন এবং তথা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্থবিরকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। শাস্তার শরীর বিচিত্র দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণে, মহাকশ্যপের শরীর সপ্ত মহাপুরুষ লক্ষণে প্রতিমণ্ডিত ছিল। নৌকায় পশ্চাৎ বদ্ধ ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায় তিনি শাস্তার পিছু পিছু যাইতে লাগিলেন। শাস্তা কিয়দ্দূরে গিয়া পথ ত্যাগ করতঃ এক বৃক্ষ-মূলে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। শাস্তা বসিতে ইচ্ছুক জানিয়া মহাকশ্যপ স্বীয় পট সংঘাটি চীবর চতুর্গুণ (চারি ভাজ) করিয়া বিছাইয়া দিলেন। শাস্তা তদুপরি বসিয়া চীবর খানা হস্তে পরিমার্জ্জনা পূর্ব্বক বলিলেন, "কশ্যপ, তোমার এই সংঘাটি চীবর অতি মৃদু।" তচ্ছ্রবণে মহাকশ্যপ ভাবিলেন,—"শাস্তা আমার সংঘাটি বস্ত্র খানা অতি মৃদু বলিতেছেন, অবশ্যই পরিধানের ইচ্ছুক হইবেন" ইহা মনে করিয়া তিনি শাস্তাকে প্রণাম করতঃ করজোড়ে নিবেদন করিলেন,—ভন্তে ভগবন্, এই সংঘাটি পরিধান করুন। তখন ভগবান্ বলিলেন,—"তাহা হইলে কশ্যপ, তুমি কি পরিধান করিবে ?" মহাকশ্যপ নিবেদন করিলেন,— "ভন্তে আপনার জীর্ণ কাপড়খানা পাইলেই গায়ে দিব।" "কশ্যপ, এই পরিভোগে জীর্ণ পাংশুকুল চীবর ধারণ করিতে সক্ষম হইবে ? আমাকর্তৃক

এই পাংশুকুল চীবর গ্রহণ কালে সসাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। বুদ্ধপরিভোগজীর্ণ এই চীবর অল্প গুণে ধারণ করিতে পারে না। পটিপত্তি[১] ধর্ম্ম মহোৎসাহে পরিপূরণকারী জাতি পাংশুকুলিক[২] কর্ত্তৃকই ধারণীয়" এইরূপ বলিয়া চীবর বিনিময় করিলেন। মহাকশ্যপের চীবর ভগবান, ভগবানের চীবর মহাকশ্যপ পরিধান করিলেন।

সেই মুহূর্তে অচেতন এই মহাপৃথিবী যেনে বলিতেছেন, "ভন্তে, অতি দুষ্কর কার্য্য করিলেন, শ্রাবকের সহিত পরিহিত বস্ত্র কেহ পরিবর্ত্তন করেন নাই, আমি আপনার এই গুণ মহিমা ধারণে অক্ষম" এই উদ্দেশ্যে সসাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হইল। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ ভগবানের পরিহিত বস্ত্র পাইয়া স্ফীতমনা হইলেন না, তখনই তিনি ভগবানের নিকট হইতে ১৩ প্রকার ধূতাঙ্গ ব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি সাত দিন মাত্র পৃথগ্জন ভাবে থাকিয়া অষ্টম দিবসে চতুর্ব্বিধ প্রতিসম্ভিদার সহিত অর্হত্ত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে বলিলেন,—"ভিক্ষুগণ, কশ্যপ চন্দ্রের ন্যায় লোকের বাড়িতে সমুপস্থিত হয়, তাহার কায় এবং চিত্ত কুলে অনাসক্ত, নিত্য নূতন নূতন কুলে অপ্রগল্‌ভের সহিতই ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া থাকে" ইত্যাদি রূপে তাঁহার বহুতর প্রশংসা করিয়া অপর ভাগে আর্য্যগণের মধ্যে সিংহনাদে ঘোষণা করিলেন, "এতদগ্‌গং ভিক্‌খবে মম সাবকানং ভিক্‌খূনং ধুতবাদানং যদিদং মহাকস্‌সপো তি" অর্থাৎ "ভিক্ষুগণ, আমার ধুতবাদী ভিক্ষু শ্রাবকদিগের মধ্যে এই মহাকশ্যপই অগ্রতম" বলিয়া তিনি তাঁহাকে অগ্রস্থান প্রদান করিলেন। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ মহাশ্রাবকত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে স্বীয় পূর্ব্ব কর্ম্ম বিবৃত করিতে অপদানে ও থেরগাথায় অনেক-গুলি ভাবপূর্ণ গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

অন্যদিকে ভদ্রা কাপিলানি উত্তর দিকে গিয়া তৈর্থিকের নিকট দীক্ষিত হইয়া পাঁচ বৎসর যাবৎ পরিব্রাজিকা ব্রত পালন করেন। পরে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা করিলে তিনি মহাপজাপতি গৌতমীর

১। পটিপত্তি ধর্ম্ম—১৩শ প্রকার ধূতাঙ্গ ব্রত, ১৪ প্রকার খন্ধকব্রত ও ৮২ প্রকার মহাব্রত।

২। জাতি পাংশুকুলিক—যাঁহারা প্রবজ্যা দিবস হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ১৩ প্রকার ধুতাঙ্গ ব্রত পালন করেন, শ্মশান মশান প্রভৃতি হইতে লোকের ত্যক্ত বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করেন।

নিকট দীক্ষিতা হন এবং ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া ষড়ভিজ্ঞাসম্পন্না ও অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। অপদানে এবং থেরীগাথায় তাঁহার ভাষিত অনেকগুলি গাথা রহিয়াছে। লক্ষ কল্প পূর্ব্ব হইতে মহাশ্রাবকত্ব লাভের জন্য আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ ভদ্রা কাপিলানির সহিত প্রণিধান সহকারে পুণ্য করিয়া আসিয়াছেন। ভগবান্ পদুমুত্তর সম্যকসম্বুদ্ধের সময় বৈদেহ নামক শ্রেষ্ঠী হইয়া সাত দিন যাবৎ মহা দান করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিপস্সী সম্যকসম্বুদ্ধের সময় দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ হইয়া এক শাটক দান করিয়াছিলেন। আর এক জন্মে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়া প্রত্যেকসম্বুদ্ধকে গায়ের কাপড় দান করিয়া আসেন। ভগবান কশ্যপ সম্যক্সম্বুদ্ধের ধাতু-চৈত্য স্বর্ণময় পদ্ম দ্বারা সাজাইয়া পূজা করিয়াছিলেন। তৎপর নন্দ নামক রাজা হইয়া পঞ্চশত প্রত্যেকসম্বুদ্ধের দীর্ঘ দিন সেবা পূজা করিয়াছিলেন।

৬। অনুরুদ্ধ—মহাকাশ্যপের পরেই নাম করতে হয় আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধের। যিনি দেবদত্তাদি শাক্যগণের সঙ্গে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। তিনি ভগবানের দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত অর্হৎগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ছিলেন শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের সহোদর শুক্লোদনের পুত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম মহানাম। অনুরুদ্ধ মহাপুণ্যাত্মা, পরম সুকুমার ছিলেন। সুবর্ণ থালায় তাঁহার জন্য আহার্য উৎপন্ন হইত। নাই (নত্থি) এই শব্দ তিনি শোনেন নাই। একদা তাঁহার মাতা তাঁহাকে নাই এই শব্দের অর্থ শিখাইতে এক শূন্যপাত্র আবৃত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইলেন, কিন্তু পথের মধ্যে দেবতা দিব্য পূপে (পিষ্টক) তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাহা ভোজন করিয়া মাকে আসিয়া বলিলেন,—"মা, আমি কি আপনার প্রিয় নহি ? এতদিন আমাকে এমন সুভোজ্য নত্থি পূপ দেন নাই কেন ?" তখন তাঁহার মাতা সবিশেষ অবগত হইয়া বুঝিলেন যে, কোন দ্রব্য নাই ইহা তাহার শ্রুতিগোচর হইবে না ? তিনি তিন ঋতূপযোগী ত্রিবিধ প্রাসাদে অলঙ্কৃত নাটকী স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। তথাগত সম্যক্সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে শাক্যরাজ্যে আগমন করতঃ যখন স্বীয় পুত্র রাহুল কুমার এবং স্বীয় ভ্রাতা যুবরাজ নন্দকে দীক্ষিত করিয়া মল্লরাজ্যে চলিয়া গেলেন, তখন রাজা শুদ্ধোদনের আদেশে প্রত্যেক শাক্যের গৃহ হইতে এক একজন

করিয়া একসঙ্গে দুই অশীতি সহস্র ক্ষত্রিয় প্রব্রজিত হইলেন। সেই সময়ে মহানাম অনুরুদ্ধের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বয়ং প্রব্রজিত হইতে চাইলে অনুরুদ্ধ গৃহবাসে অনিচ্ছুক হইয়া আনন্দ প্রভৃতির সহিত প্রব্রজিত হন এবং অচিরেই ত্রিবিদ্যা সম্পন্ন অর্হৎ হইয়া দিব্যচক্ষু স্থবিরদিগের মধ্যে অগ্রস্থান প্রাপ্ত হন। সেইহেতুই মল্লরাজগণ ভগবানের দেহ কাঁধে উঠাইতে না পারিয়া এবং ভগবানের চিতায় অগ্নি জ্বালাইতে না পারিয়া তাঁহার নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দও "ভগবান পরিনিব্বৃত হইলেন কি" বলিয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইনি শত সহস্র কল্প পূর্বে ভগবান্ পদুমুত্তর সম্যকসম্বুদ্ধের সময় বুদ্ধ প্রমুখ শত সহস্র ভিক্ষুকে সপ্তাহকাল সচীবর মহাদান দিয়া দিব্যচক্ষু সম্পন্ন ভিক্ষুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

৬। ভদ্দিয়—আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধের সঙ্গে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন কপিলবস্তুর কালীগোধার পুত্র ভদ্দিয়। তিনিও মহাশ্রাবক ছিলেন এবং উচ্চকুলিক ভিক্ষুদের মধ্যে ভদ্দিয়কেই ভগবান সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। প্রব্রজিত হওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি অর্হৎ হইয়াছিলেন।

৭। লকুণ্টক ভদ্দিয়—শ্রাবস্তীর একজন ধনবান শ্রেষ্ঠীর গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। বামনাকারের জন্য তাঁহাকে 'লকুণ্টক' (=বামন)[১] বলা হইত। তিনি ভগবানের ধর্মোপদেশ শুনিয়া ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হন। শারীপুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর, তাই ভগবান তাঁহার মঞ্জুস্বরভিক্ষুদের মধ্যে ভদ্দিয়কে অগ্রস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অশীতি মহাশ্রাবকের অন্যতম। থেরগাথায় তাঁহার মুখনিঃসৃত অনেক গাথা সংকলিত হইয়াছে।[২]

ধম্মপদের দুটি গাথা ভগবান ভদ্দিয়কে উপলক্ষ করিয়াই বলিয়াছিলেন—

"মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিয়ে।
রট্‌ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো॥

১। অবদানশতকে তাঁহাকে 'লকুণ্টিক' বলা হইয়াছে—
অবদানশতক, নং ৯৪।

২। থেরগাথা, শ্লোক ৪৬৬-৪৭২।

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ সোত্থিয়ে।
বেয়্যগ্‌ঘপঞ্চমং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো ॥"[১]

—তৃষ্ণারূপ মাতা ও অহংকাররূপ পিতা এই দুই ক্ষত্রিয় রাজাকে হত্যা করিয়া ইন্দ্রিয়াদিরূপ সানুচর রাষ্ট্রের বিনাশ সাধন করিয়া ব্রাহ্মণ পাপ-মুক্ত হন। তৃষ্ণারূপ মাতা ও অহংকাররূপ পিতাকে এবং শাশ্বত ও উচ্ছেদদৃষ্টিরূপ দুই শ্রোত্রিয়কে হত্যা করিয়া এবং ধর্মজীবনের বিঘ্নস্বরূপ পঞ্চ ব্যাঘ্রকে (কাম, অহংকার, হিংসা, আলস্য ও সন্দেহ) হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ হইয়া বিচরণ করে।

৮। পিণ্ডোল ভরদ্বাজ—ইনিও একজন অন্যতম মহাশ্রাবক ছিলেন। বুদ্ধের ন্যায় তিনিও সিংহনাদের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি রাজগৃহে একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পাঁচশত শিষ্য ছিল। তিনি ভোজন-রসিক ছিলেন এবং সব সময় খাদ্য অন্বেষণ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে 'পিণ্ডোল' বলিয়া ডাকা হইত। তিনি ভগবানের ধর্মকথা শুনিয়া প্রব্রজিত হন এবং অলপদিনের মধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি রাজ-গৃহের জনৈক শ্রেষ্ঠীকে বশীভূত করিবার জন্য যমকঋদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ভগবানের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।

৯। পুণ্ণ মন্তানীপুত্ত—বিখ্যাত ধর্মভাণক ছিলেন। কপিলবস্তুর নিকটস্থ দ্রোণবস্তু গ্রামে এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। সম্পর্কে তিনি আয়ুষ্মান্ জ্ঞাত-কৌণ্ডিণ্যের ভাগিনেয় ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারাই ভিক্ষু-রূপে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও পঞ্চশত অনুচর সঙ্ঘে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ভগবানের ধর্মকথা শুনিয়া পুণ্ণ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অতি সুন্দরভাবে ধর্মদেশনা করিতে পারিতেন। সেইজন্য বুদ্ধ তাঁহাকে তাঁহার ধর্মকথিক ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। স্বয়ং শারীপুত্র অন্ধবনে গিয়া পুণ্ণের নিকট সপ্তবিশুদ্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পুণ্ণের ধর্মদেশনা শুনিয়া শারীপুত্র মুগ্ধ হইয়াছিলেন[২]। আয়ুষ্মান আনন্দ পুণ্ণ স্থবিরের ধর্মদেশনা শুনিয়া স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন।[৩] অন্য এক সময়ে আনন্দ এবং আরও

১। ধম্মপদ শ্লোক ২৯৪-২৯৫

২। মজ্ঝিমনিকায়ের 'রথবিনীত সুত্ত' (নং ২৪) দ্রষ্টব্য।

৩। থেরগাথা-অট্‌ঠকথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১২৪।

অনেকে পুণ্ণের ধর্মোপদেশ শুনিয়া নিজেদের কৃতার্থ করিয়াছিলেন।[১] পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় তিনি হংসবতী নগরে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে উত্তম ধর্মকথিক হইবার জন্য ঐ বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। [পালি থেরগাথায় তাঁহার নামে মাত্র একটি গাথা আছে (গাথা নং ৪), কিন্তু মহাবস্তু (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮২) তে তাঁহার নামে বিংশতি গাথা দৃষ্ট হয়]

১০। মহাকচ্চান—অর্হৎ এবং মহাশ্রাবক আর্য মহাকচ্চান বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার এই প্রসিদ্ধির জন্য যখনই ভগবান ভিক্ষুদের নিকট অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতেন, ভিক্ষুরা সঙ্গে সঙ্গে মহাকচ্চানের নিকট গিয়া ভগবানের সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য অনুরোধ করিতেন।

তিনি উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ড প্রদ্যোতের প্রধান উপদেষ্টার পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনিও ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভগবানকে উজ্জয়িনীতে আনয়নের জন্য রাজা চণ্ড প্রদ্যোত তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আরও সাতজনকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন এবং বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করেন এবং ভিক্ষুধর্মে দীক্ষালাভ করেন। তিনি উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া আসিলে রাজা স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থিত করেন। কিন্তু মহাকচ্চান বুদ্ধকে উজ্জয়িনীতে আনিতে পারেন নাই।

১১-১২। চুল্লপন্থক এবং মহাপন্থক—দুই ভ্রাতা মহাশ্রাবক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাপন্থক এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা চুল্লপন্থক। তাঁহারা রাজগৃহের ধনবান শ্রেষ্ঠীকন্যার সন্তান। শ্রেষ্ঠীকন্যার সহিত তাঁহাদের এক দাসের সৌখ্য হয় এবং তাহা প্রেমে পরিণত হওয়াতে উভয়েই শ্রেষ্ঠীগৃহ হইতে পলায়ন করে। তাহাদের প্রথম সন্তানের জন্মকালে শ্রেষ্ঠীকন্যা পিত্রালয়ের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু পথিমধ্যে প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। পথে জন্ম হওয়ায় তাহার নাম পন্থকই রাখা হয়। দ্বিতীয়বার ঠিক একই অবস্থা। দ্বিতীয় পুত্রের জন্মও পথেই হয়, তাই তাহারও নাম রাখা হয় পন্থক। অগ্রজের নাম মহাপন্থক এবং অনুজের নাম চুল্লপন্থক।

১। সংযুত্তনিকায়, ৩য়, পৃঃ ১০৫-১০৬

তাঁহারা উভয়ে মাতুলালয়ে বড় হন। মহাপন্থক মাতামহের সঙ্গে প্রত্যহ বুদ্ধের নিকট যাইতেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হইয়া অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি চুল্লপন্থককেও ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত করেন। কিন্তু চুল্লপন্থক দুর্বল প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া কিছুতেই দুঃখ-মুক্তির সাধনায় অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে ভগবান বুদ্ধের সান্নিধ্যে আসিলে তাঁহার মধ্যে পরিবর্তন আসে এবং অল্পদিনের মধ্যে তিনি আস্রবমুক্ত হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি 'চিত্তবিবর্তন' ঋদ্ধির দ্বারা অসংখ্য মনোময় কায় নির্মাণ করিতে পারিতেন।[১] এইজন্য ভগবান মনোময় কায় নির্মাণকারী অর্হৎ ভিক্ষুদের মধ্যে চুল্লপন্থককে অগ্রস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। মহাপন্থক চারি অরূপধ্যানে পারদর্শী হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান তাঁহাকে 'সংজ্ঞাবিবর্ত-কুশলীদের' মধ্যে অগ্রস্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন।[২] থেরগাথাতে মহাপন্থক দ্বারা উদ্গীত আটটি শ্লোক আছে।[৩] চুল্লপন্থক দ্বারা উদ্গীতও দশটি শ্লোক আছে।[৪]

১৩। সুভূতি স্থবির—তিনি ছিলেন শ্রাবস্তীর সুমন শ্রেষ্ঠীর পুত্র এবং অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর অনুজ। যেদিন জেতবনারাম বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে দান করা হয় সেদিনই ভগবানের ধর্মদেশনা শুনিয়া সুভূতি ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং অরণ্যাচারী হইয়া মৈত্রীভাবনার দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পরবর্তীকালে ভগবান তাঁহাকে অরণ্যবিহারী এবং দক্ষিণার্হ ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রস্থান প্রদান করিয়াছিলেন।

১৪। রেবত খদিরবনিয়—আরণ্যক ভিক্ষুদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্র-স্থানীয়।[৫] তিনি ধর্মসেনাপতি শারীপুত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিবাহের দিনেই তিনি পলায়ন করিয়া একটি ভিক্ষু-আবাসে আশ্রয় লইয়াছিলেন। শারীপুত্র অনুজের হেতু-সম্পত্তি দেখিয়া ভিক্ষুদের দ্বারা তাঁহাকে

১। অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম, পৃঃ ২৪।
২। ঐ পৃঃ ২৪
৩। থেরগাথা, শ্লোক ৫১০-১৭
৪। ঐ ঐ ৫৫৭-৬৬
৫। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৪

উপসম্পন্ন করাইয়াছিলেন। একদিন তিনি ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করার জন্য যাত্রা করেন। এদিকে বর্ষা সমাগত। তাই তিনি একটি খদিরবনে (acacia forest) বর্ষাবাস অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

বর্ষাশেষে ভগবান বুদ্ধ রেবতকে দেখিবার জন্য শারীপুত্র, আনন্দ, সীবলী এবং অন্যান্যগণ সহ ত্রিশ হাজার ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া খদিরবনাভিমুখে রওনা হন। খদিরবনে যাইবার রাস্তা দুইটি। তন্মধ্যে কম দূরত্বের রাস্তাটি ত্রিশ যোজনের এবং ঋজু। কিন্তু ঐ রাস্তাটি অপদেবতাদের দ্বারা অধ্যুষিত। তথাপি ভগবান ঐ রাস্তাটিই বাছিয়া লইলেন, কারণ, সঙ্গে সীবলী স্থবির যাইতেছেন, অতএব অপদেবতার ভয়ও থাকিবেনা, অধিকন্তু সুদেবতারা পথিমধ্যে তাঁহাদের আহার্য্যের ব্যবস্থাও করিবেন। সীবলী স্থবিরের ঋদ্ধিপ্রভাব সম্বন্ধে ভগবানের ভাল জানা ছিল। ভিক্ষুসংঘ সহ ভগবান আসিতেছেন জানিয়া রেবত প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য অভিনব বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন নিজের ঋদ্ধিবলে। সশিষ্য ভগবান সেখানে দুইমাসকাল অতিবাহিত করিয়া শ্রাবস্তীর পূর্বারামে চলিয়া আসেন।

রেবত স্থবির প্রায়শই বুদ্ধ এবং শারীপুত্রকে দর্শন করিতে যাইতেন। পরিনির্বাণের পূর্বেও তিনি শেষবারের মত শ্রাবস্তী অভিমুখে রওনা দিলেন বুদ্ধকে দর্শন করিতে। পথিমধ্যে শ্রাবস্তীর নিকটে একটি অরণ্যে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন। কিছু চোর বহু দ্রব্য চুরি করিয়া পলায়ন করিবার সময় রক্ষীরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। চোরেরা ভয়ে চুরির দ্রব্যাদি রেবত যেখানে ধ্যানরত তাহার কাছাকাছি ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করে। রক্ষীরা আসিয়া রেবতকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজার নিকট লইয়া যায়। রাজার সম্মুখে নিজে নিরপরাধ প্রমাণ করিতে ত্রয়োদশ গাথা ভাষণ করেন এবং ভাষণের শেষে শূন্যে উঠিয়া পদ্মাসনে বসিলেন এবং ঐ অবস্থাতেই অর্হৎ রেবত স্থবির আয়ু-সংস্কার বিসর্জন দিলেন। তাঁহার দেহ আকাশেই ক্রমশঃ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

১৫। কঙ্খারেবত স্থবির—শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য পরিবারে তাঁহার জন্ম। একদিন তিনি ভগবান বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং ভগবানের

নিকট ভিক্ষুরূপে দীক্ষা গ্রহণ করেন।[১] তিনি নিরন্তরভাবে ধ্যান অভ্যাস করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তাঁহার ধ্যানকুশলতার জন্য ভগবান তাঁহাকে ধ্যানী ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রস্থান প্রদান করিয়াছিলেন।[২]

১৬। সোণ কোলিবিস (=শ্রোণকোটিবিশ)—অর্হৎ সোণ কোলিবিস একজন মহাশ্রাবক ছিলেন। আরব্ধবীর্য ভিক্ষুদের মধ্যে ভগবান তাঁহাকে অগ্রস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। সোণ কোলিবিস কঠোর সাধনা করিয়াও অর্হত্ত্ব লাভ করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়াছিলেন। ভগবান গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থানকালে সোণ কোলিবিসের মনের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন: "সোণ, তুমি ভিক্ষু হইবার পূর্বে বীণাবাদন করিতে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে বীণার তার খুব দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিলেও ভাল সুর উৎপন্ন হয় না, আবার একেবারে শিথিল করিয়া বন্ধন করিলেও ভাল সুর উৎপন্ন হয় না। মধ্যমভাবে বন্ধন করিলেই ভাল সুর উৎপন্ন হয়। তুমিও তদ্রূপ কর। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনও করিও না, আলস্যেও কালাতিপাত করিও না। মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। তুমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে।" সোণ ভগবানের উপদেশানুসারে ধ্যান করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

অঙ্গদেশের কালচম্পা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন শ্রেষ্ঠী উসভ। তিনি যখন মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন তখন হইতে শ্রেষ্ঠী উসভের গৃহ ধনধান্য ও মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। অতএব জন্মের পর তিনি বহু আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করিতে থাকেন। বিলাস-ব্যসনের অন্ত ছিল না। ষাটজন পরিচারিকা নিত্য তাঁহার সেবা করিত। রাজকুমার সিদ্ধার্থ এবং যশের ন্যায় তাঁহারও তিন ঋতুর উপযোগী তিনটি প্রাসাদ ছিল। তাঁহার পদতল এত সুকোমল ছিল যে তাহাতেও রোম উৎপন্ন হইত। তাই তাঁহাকে কখনও মাটিতে পা রাখিয়া চলিতে দেওয়া হইত না। একদিন মগধের রাজা আসিয়া তাঁহার পদতলে রোম উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হন এবং তাঁহাকে ভগবান বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণের জন্য প্রেরণ করেন।

১। অপদান (২য়, পৃঃ ৪৯১) মতে তিনি কপিলবস্তুতে ভগবানের ধর্মদেশনা শুনিয়াছিলেন।

২। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৪।

সোণ বুদ্ধের নিকট যাইয়া ধর্মশ্রবণ করিয়া ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁহাকে পিতামাতার অনুমতির জন্য প্রেরণ করিলেন। সোণ পিতামাতার অনুমতি লইয়া আসিলে ভগবান তাঁহাকে প্রব্রজিত করেন এবং ধ্যানের জন্য বিষয় নির্ধারিত করিয়া দেন। সোণ শীতবনে (রাজগৃহের নিকটে একটি কুঞ্জবন) ধ্যানাভ্যাস করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি সাধনায় অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, বরং চংক্রমণ কবিতে করিতে তাঁহার সুকোমল পদতল হইতে রক্তক্ষরণ হইতে লাগিল। যখন তিনি একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন তখন ভগবান তাঁহাকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করিতে বলেন এবং তাহাতেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন।

১৭। সোণ-কোটিকণ্ণ (সোণ-কুটিকণ্ণ) (=শ্রোণ-কোটিকর্ণ)—কল্যণবাক্-করণ অর্হৎ ভিক্ষুদের মধ্যে ভগবান তাঁহাকে প্রথম স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা ছিলেন রাজগৃহের কালী কুররঘরিকা। সোণের জন্মের পূর্বে তাঁহার মাতা পিত্রালয়ে (রাজগৃহে) গিয়াছিলেন। একদিন স্নানকালে তিনি সাতাগির এবং হেমবত নামক দুইজন যক্ষের কথোপকথন শুনিতে পান। তাঁহাদের কথা শুনিয়া অনন্ত-গুণসম্পন্ন বুদ্ধের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্রোতাপন্না হন। ঐদিন রাত্রেই সোণের জন্ম হয়। এক কোটি মূল্যের কর্ণাভরণ তিনি সর্বক্ষণ পরিধান করিতেন বলিয়া তাঁহাকে 'কোটিকণ্ণ'[১] বলা হইত।

সোণের জন্মের পরে তাঁহার মাতা পতিগৃহে কুররঘরে চলিয়া আসেন। ঐ সময় স্থবির মহাকচ্চান (=মহাকাত্যায়ন) প্রায়শই তাঁহার গৃহে যাইতেন ভিক্ষান্নের জন্য। কারণ তিনি নিকটেই থাকিতেন। সোণ মহাকচ্চানকে দেখিয়া আকৃষ্ট হন এবং মাতার অনুমতি লইয়া তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হন। তিন বৎসর পরে তাঁহাকে উপসম্পদা দেওয়া হয়। একদিন তিনি উপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া ভগবানকে দেখিতে যান। তাঁহার মাতা ভগবানের গন্ধকুটিতে বিছাইবার জন্য একটি মূল্যবান কার্পেট পুত্রের মাধ্যমে প্রেরণ করেন।

১। উদান-অট্ঠকথা, পৃঃ ৩০৭।

সোণ বুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হইলে তিনি ভক্তি সহকারে বুদ্ধকে বন্দনা করেন। ভগবান আনন্দকে সোণের থাকার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ভগবানের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া আনন্দ ভগবানের গন্ধকুটিতেই সোণের জন্য একটি কম্বল বিছাইয়া দিয়াছিলেন। পরের দিন প্রত্যূষে ভগবান সোণকে ডাকিয়া ধর্ম আবৃত্তি করিতে বলিলেন। সোণ সুত্তনিপাতের 'অট্ঠকবগ্গ' (যাহা তিনি মহাকচ্চানের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন) এত সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিলেন যে ভগবান আনন্দ সহকারে তাঁহাকে সাধুবাদ দিলেন এবং তাঁহাকে একটি বর দিতে ইচ্ছুক হইলেন। সোণ বিনয়ধর পঞ্চমগণের দ্বারা উপসম্পদা দিবার জন্য ভগবানের অনুমতি চাহিলেন। অর্থাৎ পাঁচজন ভিক্ষুগণের দ্বারা প্রার্থীকে উপসম্পদা দেওয়া যাইবে এবং ঐ পাঁচজনের মধ্যে একজন হইবেন 'বিনয়ধর'।[১] ভগবান সোণের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।[২]

ইহার পর সোণ কুররঘরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মাতাকে দর্শন করিতে যান। ইতিমধ্যে তাঁহার মাতা দেবগণের মুখে শুনিয়াছেন কিভাবে এবং কেন ভগবান তাঁহার পুত্রের এত প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি পুত্রকে অনুরোধ করিলেন তাঁহার নিকটও যেন সোন ঐ 'অট্ঠকবগ্গ' আবৃত্তি করিয়া শোনান। সোণ তাহাই করিলেন।

ধম্মপদ-অট্ঠকথা অনুসারে নয়শত জন চোর একবার সোণের মাতার গৃহে চুরি করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু কালীর ধর্মানুরাগ দেখিয়া তাঁহারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। কালীর ইচ্ছানুসারে ঐ নয়শতজন চোর পুত্র সোণের নিকট প্রব্রজিত হইলেন এবং তাঁহারা পরে সকলেই অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

১। বিনয়পিটক, ১ম, পৃঃ ১৯৪।

২। ভগবান সোণের আরও চারিটি প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন—
(ক) অবন্তীতে ভিক্ষুরা চারিতলা চর্মপাদুকা ব্যবহার করিতে পারিবেন, (খ) ভিক্ষুরা নিত্য স্নান করিতে পারিবেন। (গ) বিছানার চাদর স্বরূপ পশুচর্ম ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং (ঘ) দশদিন অতীত হইয়া গেলেও অনুপস্থিত ভিক্ষুদের জন্য রক্ষিত চীবর তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন।—বিনয়পিটক, ১ম, পৃঃ ১৯৫-১৯৭

১৮। সীবলী থের—তিনি কোলিয়রাজার কন্যা সুপ্রবাসার এবং লিচ্ছবির রাজপুত্র মহালি কুমারের পুত্র ছিলেন। তিনি সাত বৎসর, সাত মাস এবং সাতদিন মাতৃগর্ভে ছিলেন। ভূমিষ্ঠ হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব হইতে তিনি মাতাকে অশেষ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করাইয়াছেন। গর্ভ-যন্ত্রণাকালে সুপ্রবাসা তাঁহার পতিদেবতাকে ডাকিয়া বলিলেন—"মৃত্যুর পূর্বে আমি ভগবান বুদ্ধকে কিছু দান করিতে চাই।" তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু দানীয় দ্রব্য ভগবানের নিকট প্রেরিত হইলে ভগবান তাহা গ্রহণ করিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন: "সুপ্রবাসার সুখপ্রসব হউক।" সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্রবাসা একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। ইহাতে আনন্দিত হইয়া তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সাতদিন ধরিয়া খাদ্যভোজ্যাদি দান করিয়াছিলেন।

ভূমিষ্ঠ হইবার পর সীবলী যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেন। তাঁহার জন্মদিনে স্বয়ং শারীপুত্র স্থবির তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন এবং মাতা সুপ্রবাসার অনুমতি লইয়া সীবলীকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত হইয়াছে যে প্রব্রজ্যা দিবার পূর্বে মস্তক মুণ্ডনের সময়েই তিনি তাঁহার দীর্ঘ গর্ভাবাসের কথা চিন্তা করিতে করিতে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

একদা ভগবান খদিরবনিয় রেবতস্থবিরকে দর্শন করার জন্য গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সীবলী সহ ত্রিশ হাজার ভিক্ষু। গমনের পথ ছিল দুর্গম এবং এতগুলি ভিক্ষুর খাদ্যও সুলভ ছিল না। কিন্তু সীবলী স্থবিরের প্রভাবে খাদ্যভোজ্যের কষ্ট কাহারও হয় নাই। সকলেই দিব্য খাদ্য ভোজন করিয়াছিলেন। সীবলী স্থবিরের এই পুণ্য পারমিতা দেখিয়া ভগবান বুদ্ধ সীবলীকে 'মহালাভী' (লাভীনং সীবলী অগ্‌গো মম সিস্‌সেসু ভিক্‌খবে) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

সীবলী অতীতে বহুজন্মে কুশলকর্ম করিয়াছিলেন বলিয়া এই অন্তিম-জন্মে তিনি মহালাভী হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যে কোন স্থানে যাহা ইচ্ছা করিতেন তাহা পাইতেন। তিনি অতীতে পদুমুত্তর বুদ্ধ, বিপস্‌সী বুদ্ধ এবং অত্থদস্‌সী বুদ্ধকে বহু প্রকার খাদ্যভোজ্য দান করিয়াছিলেন।

অসাতরূপ জাতকে (জাতক নং ১০০) আছে কেন সীবলী স্থবিরের জন্ম-কালে তাঁহার মাতা এত কষ্ট পাইয়াছিলেন।[১]

১৯। বক্কলি থের—তিনি ছিলেন শ্রাবস্তীর একজন উচ্চ ব্রাহ্মণবংশের সন্তান। তিনি ত্রিবেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। একবার তিনি ভগবান বুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহার রূপৈশ্বর্য দেখিয়া অভিভূত হন। বুদ্ধের সান্নিধ্যে আসার জন্য তিনি ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং প্রায় সর্বক্ষণ বুদ্ধের দিকে তাকাইয়া কালাতিপাত করিতেন। একদিন বুদ্ধ তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—'দেখ, আমার এই নশ্বর পূতিগন্ধময় শরীর অসার নিঃসার ক্ষয়ধর্মী। যে আমার ধর্মকে দেখে সেইই আমাকে দেখে এবং যে আমাকে দেখে সে আমার ধর্মকে দেখে।' কিন্তু তথাপি বক্কলি বুদ্ধকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহেন না। অবশেষে বর্ষাবাসের শেষের দিন ভগবান অনেক উপদেশাদি প্রদান করতঃ বক্কলিকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বলিলে বক্কলি ক্ষোভে দুঃখে গৃধ্রকূট পর্বতে চলিয়া যান। সেখানে বক্কলি দৃঢ়তার সঙ্গে ধ্যানাভ্যাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু বারে বারে তাঁহার চিত্ত বুদ্ধের রূপের দিকেই ধাবিত হইতেছিল। ভগবান বক্কলির এমতাবস্থা জানিয়া একদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত গাথাটি উদ্ধৃত করিলেন ঃ

"পামোজ্জবহুলো ভিক্খু পসন্নো বুদ্ধসাসনে।
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সংখারূপসমং সুখং" তি ॥[২]

—যে ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন ও আনন্দবহুল, তিনি সংস্কার-উপশম-রূপ সুখময় শান্তপদ (=নির্বাণ) অধিগত হন।—গাথাটি বলিয়া ভগবান বক্কলিকে 'এহি ভিক্খু' বলিয়া সম্বোধন করাতে বক্কলির চিত্ত অনন্ত প্রীতি-সৌমনস্যে পরিপূর্ণ হইল। তিনি "ভগবান আমাকে জানিয়াছেন, আমাকে 'এহি' বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু "কোথা হইতে আমি আসিব"'—ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ভগবানের সম্মুখে

১। থেরগাথা, শ্লোক ৬০ ; অপদান ২য়, পৃঃ ৪৯২ ; উদান, ২য় পৃঃ ৪ ; অঙ্গুত্তর-অট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ১৩৬ ; ধম্মপদ-অট্ঠকথা, ৪র্থ, পৃঃ ১৯২ ; ২য় পৃঃ ১৯৬ ; জাতক, ১ম, পৃঃ ৪০৮। 'রেবত খদিরবনিয়' দ্রষ্টব্য।

২। ধম্মপদ, শ্লোক নং ৩৮১

আকাশে উত্থিত হইয়া ভগবানের দ্বারা উক্ত সেই গাথাটি আবৃত্তি করিতে করিতে আকাশে প্রীতি বর্ধন করিয়া প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।[১]

[অন্যত্র দেখা যায় ঃ বুদ্ধের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া বক্‌কলি গৃধ্রকূট পর্বতে যাইয়া বিদর্শন ভাবনা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু শ্রদ্ধার আধিক্যহেতু তিনি ধ্যানে অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। আহারবৈকল্যহেতু তাঁহার শরীরে বায়ুরোগ উৎপন্ন হইয়া রোগযন্ত্রণায় অস্থির হওয়াতে সাধনার আরও বিঘ্ন ঘটিল। ভগবান বক্‌কলির এমতাবস্থা জানিয়া স্বয়ং বক্‌কলির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"বাতরোগাভিনীতো ত্বং, বিহরং কাননে বনে।
পবিদ্ধগোচরে লুখে, কথং ভিক্‌খু করিস্‌সসী" তি ॥

—তুমি এই মহারণ্যে বাতরোগক্লিষ্ট এবং ঘৃতাদি ভৈষজ্যাভাবে শীর্ণ জীর্ণ হইয়াছ। কিভাবে তুমি ধর্মাচরণ করিবে?—ভগবানের কথা শুনিয়া বক্‌কলি চারিটি গাথায় যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম এই যে, বক্‌কলি সম্বুদ্ধের গুণাবলী নিত্য স্মরণে রাখিয়া বিপুল প্রীতিসুখে কালাতিপাত করিতেছেন। শারীরিক কোন প্রকার দুর্বলতা তিনি অনুভব করিতেছেন না। তিনি চারি স্মৃত্যুপস্থান,[২] পঞ্চেন্দ্রিয়,[২] পঞ্চবল[২], সপ্ত বোধ্যঙ্গ[২] দৃঢ়পরাক্রম সহকারে ভাবনা করিতেছেন। তিনি অনলস হইয়া দিবারাত্র বিদর্শন ভাবনা[২] অনুশীলন এবং বুদ্ধগুণ স্মরণের দ্বারাই এই মহারণ্যে অবস্থান করিবেন। ভগবান বক্‌কলিকে সাধুবাদ দিবার সঙ্গে সঙ্গেই বক্‌কলি অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।][৩]

অতঃপর শাস্তা ভগবান শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভিক্ষুসম্মেলনে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাধিমুক্ত ভিক্ষুগণের মধ্যে আমার ধর্মপুত্র বক্‌কলিকে আমি অগ্রস্থানীয় বলিয়া মনে করি।"

সংযুক্তনিকায়ে[৪] ভিন্নপ্রকারের তথ্য পাওয়া যায় ঃ

ভগবান তখন রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। বক্‌কলি বুদ্ধকে দর্শনের

১। থেরগাথা-অট্‌ঠকথা (নালন্দা সং) ২য়, পৃঃ ৬৯।
২। 'মহামানব গৌতম বুদ্ধের ধর্ম' দ্রষ্টব্য।
৩। থেরগাথা-অট্‌ঠকথা (ঐ), ২য়, পৃঃ ৬৯-৭৪।
৪। সংযুক্তনিকায় ৩য় পৃঃ ১১৯—; সংযুক্ত অট্‌ঠকথা, ২য়, পৃঃ ২২৯

জন্য রাজগৃহে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহাকে শিবিকায় করিয়া এক কুম্ভকারের গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার অনুরোধে বুদ্ধ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করেন। বক্কলি তাঁহার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'ভগবানের সঙ্গে আমার কেন যে এত বিলম্বে দর্শন হইল—ইহাই আমার দুঃখ।' ভগবান বলিলেন যে, তাঁহার ধর্মকে দেখাই তাঁহাকে দেখা। বক্কলি যখন ধর্মকে জানিয়াছে, ইহাই তাঁহার অন্তিম জন্ম। এই কথা বলিয়া বুদ্ধ চলিয়া গেলে বক্কলি তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন তাঁহাকে যেন ইসিগিলি পর্বতের কালশিলায় লইয়া যাওয়া হয়।

ভগবান তখন গৃধ্রকূটেই ছিলেন। দুইজন দেবতা আসিয়া বুদ্ধকে জানাইলেন যে বক্কলির মুক্তি আসন্ন। বুদ্ধ বক্কলির নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—"বক্কলি, তুমি ভীত হইও না। তোমার মৃত্যুতে কোন অপরাধ হইবে না।" বক্কলি শয্যাত্যাগ করিয়া বুদ্ধের সংবাদ গ্রহণ করিলেন এবং বুদ্ধের নিকট নিজের সংবাদ প্রেরণ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার আর এই দেহের প্রতি, এই পঞ্চস্কন্ধের প্রতি কোন তৃষ্ণা বা মমতা নাই।—এই বলিয়া তিনি রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের জন্য তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করিলেন। সুখের বিষয় ছুরিকা বিদ্ধ করা এবং মৃত্যু হওয়া—এই দুইটি ক্ষণের মধ্যাবস্থায় বক্কলি অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ভগবান তাহা জানিতেন বলিয়াই বক্কলিকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"বক্কলি তুমি ভীত হইও না। তোমার মৃত্যুতে কোন অপরাধ হইবে না।" ভগবান বক্কলির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাঁহার মরদেহ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াই পরিনির্বৃত হইয়াছেন বলিয়া সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছিলেন। অপদানে তাঁহার সম্বন্ধে ছত্রিশটি গাথা আছে।[১]

২০। রাহুল স্থবির—বুদ্ধপুত্র রাহুলও[২] মহাশ্রাবকপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সাত বৎসর বয়সে তিনি শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষালাভ করেন। দীক্ষার পর হইতে ভগবান তাঁহাকে তাঁহার শিক্ষার জন্য পরপর বহু ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। রাহুলও ভগবানের ও গুরুর ধর্মোপদেশ শুনিবার জন্য নিত্যই

১। অপদান, ২য়, ৪৬৫—।

২। বিনয়, ১ম, পৃঃ ৮২—; ধম্মপদ অট্ঠকথা ১ম, পৃঃ ৯৮—।

আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। রাহুলকে বলিতে শোনা যায়ঃ "সমুদ্রতটে যত বালুকারাশি আছে তত সংখ্যক ধর্মোপদেশ যেন অদ্য আমি আমার গুরুদেব (শারীপুত্র স্থবির) এবং শাস্তা ভগবানের নিকট শুনিতে পাই।"

রাহুলের অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি সন্নিকট জানিয়া ভগবান বুদ্ধ একদিন তাঁহাকে অন্ধবনে লইয়া যান এবং চূল-রাহুলোবাদ সুত্ত তাঁহার নিকট ভাষণ করেন। ভাষণান্তে রাহুল অর্হত্ত্ব লাভ করেন। ভগবান রাহুলকে 'শিক্ষাকামী' ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রস্থান প্রদান করিয়াছিলেন।[১]

বুদ্ধ এবং শারীপুত্রের পূর্বেই রাহুলভদ্র তাবতিংস স্বর্গে পরিনির্বাণ লাভ করেন।[২] পালি থেরগাথায় রাহুলের নামে চারিটি গাথা পাওয়া যায়।[৩] তিনি অর্হত্ত্ব লাভের পরে দ্বাদশ বৎসর যাবত কোন শয্যায় শয়ন করেন নাই।[৪]

২১। রাষ্ট্রপাল স্থবির[৫]—তিনি বুদ্ধের শ্রদ্ধাপ্রব্রজিত ভিক্ষুদের মধ্যে প্রধান ছিলেন।[৬] কুরুদেশের থুল্লকোট্ঠিত নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ছিলেন জনৈক ধনবান নগর-প্রধানের পুত্র। তিনি বহু আড়ম্বরপূর্ণ জীবন কাটাইতেন। যথাকালে একজন উপযুক্ত শ্রেষ্ঠীকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। একবার ভগবান থুল্লকোট্ঠিত শহরে আসিলে রাষ্ট্রপাল তাঁহার ধর্মোপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ হন। তিনি তখন প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য পিতামাতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে পিতামাতা তাঁহাকে অনুমতি দিতে অনিচ্ছুক হন। তখন রাষ্ট্রপাল আমৃত্যু অনশন করার ভয় দেখাইলে পিতামাতা অবশেষে সম্মতি প্রদান করেন।[৭]

রাষ্ট্রপাল ভগবানের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভগবানের সঙ্গেই শ্রাবস্তীতে আসেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেন। অতঃপর

১। অঙ্গুত্তর ১ম, পৃঃ ২৪।
২। দীঘ অট্ঠকথা, ২য়, পৃঃ ৫৪৯; সংযুক্ত অট্ঠকথা, ৩য়, পৃঃ ১৭২।
৩। থেরগাথা, শ্লোক ২৯৫—২৯৮।
৪। দীঘ অট্ঠকথা, ৩য় পৃঃ ৭৩৬।
৫। মজ্ঝিমনিকায়, সুত্ত নং ৮২। অবদানশতক, নং ৯০।
৬। মহাবস্তু, ৩য় পৃঃ ৪১। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৪।
৭। 'রাষ্ট্রপাল' হইতেছে পারিবারিক নাম বা গোত্র নাম।

তিনি ভগবানের নির্দেশে থুল্লকোট্ঠিতে যাইয়া কুরুরাজের মৃগদাবে অবস্থান করিতে থাকেন। থুল্লকোট্ঠিতে পোঁছিয়া তিনি ঠিক পরের দিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পিতৃগৃহাভিমুখে অগ্রসর হন। পিতা তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে না পারিয়া ভৎর্সনা শুরু করেন। ইত্যবসরে তাঁহার দাসী বাসী ভাত আস্তাকুঁড়ে ফেলিতে যাইতেছিল। রাষ্ট্রপাল বলিলেন,—"মা, ঐ অন্ন ফেলিয়া দিবেন না, আমাকে দিন।" দাসী রাষ্ট্রপালের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়াও ঐ বাসী ভাত তাঁহার ভিক্ষাপাত্রে দিলেন। রাষ্ট্রপাল পরমানন্দে তাহা ভোজন করিলেন। পিতা সব বৃত্তান্ত জানিয়া পরের দিন তাঁহাকে নিজগৃহে আমন্ত্রিত করেন। পরের দিন যথাকালে রাষ্ট্রপাল পিত্রালয়ে পোঁছিলেন। পিতা তাঁহাকে অনেক ধনলোভ দেখাইলেন যাহাতে তিনি পুনর্বার গার্হস্থ্যধর্মে ফিরিয়া আসেন। রাষ্ট্রপালের মহিষীও তাঁহাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপাল ভোজনান্তে 'অনিত্য' বিষয়ে সকলকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া 'মিগাচীর' নামক স্থানে চলিয়া যান। সেখানে কুরুরাজ রাষ্ট্রপালের সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহার ধর্মোপদেশ শুনিয়া অভিভূত হন। রাষ্ট্রপাল এবং কুরুরাজের কথোপকথন রট্ঠপাল সুত্তে[১] সংগৃহীত হইয়াছে। রাষ্ট্রপাল দ্বাদশ বৎসর যাবত কোন শয্যায় শয়ন করেন নাই।[২]

২২। কুণ্ডধান থের—মহাশ্রাবক কুণ্ডধান শলাকাচারী ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রস্থানীয় ছিলেন।[৩] শ্রাবস্তীর এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম এবং তাঁহার নাম ছিল 'ধান'। তিনি ত্রিবেদজ্ঞ ছিলেন এবং ভগবান বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে একটি নারী ছায়ামূর্তি সর্বক্ষণ তাঁহাকে অনুসরণ করিত। কিন্তু কুণ্ডধান স্থবির তাহাকে দেখিতে পাইতেন না। এই কথা ক্রমে চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া যায় এবং কুণ্ডধানকে এইজন্য অনেকে উপহাসও করিত। ভিক্ষায় গেলে মেয়েরা তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়া বলিতেন: 'দুই জনের জন্যই দিলাম। আপনার জন্য এবং আপনার তরুণী বান্ধবীর

১। মজ্ঝিমনিকায় (সুত্ত নং ৮২)।

২। মজ্ঝিম-অট্ঠকথা, ২য় পৃঃ ৭২৫ ; দীঘ-অট্ঠকথা, ৩য় পৃঃ ২৩৬

৩। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৪।

জন্য। বিহারে ভিক্ষু-শ্রামণেরগণ বলাবলি করিতেন: "দেখ, আমাদের মাননীয় ধানভিক্ষু একজন কোণ্ড (=প্রণয়াভিলাষী)।" তখন হইতে তাঁহার নাম হয় কোণ্ডধান (=কুণ্ডধান)। আয়ুষ্মান কুণ্ডধান ইহাতে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবানকে জানাইলেন। ভগবান তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিও না। তোমার পূর্বজন্মের এক দুষ্কৃতি তোমাকে ছায়ামূর্তিরূপে অনুসরণ করিতেছে। তুমি চিন্তা করিও না। অপ্রমত্ত হইয়া কর্ম সম্পাদন কর। ইহাই তোমার অন্তিম জন্ম।" কোশলের রাজা প্রসেনজিত কুণ্ডধান স্থবিরের বিষয় অবগত হইয়া অনেক অনুসন্ধান করেন এবং দেখিলেন যে কুণ্ডধান নির্দোষ। তখন রাজা তাঁহাকে বলিলেন—"ভন্তে, আপনাকে আর ভিক্ষায় যাইতে হইবে না। আমিই প্রত্যহ আপনার আহার্যের বন্দোবস্ত করিব।" ইহার পর হইতে কুণ্ডধান দৃঢ় পরাক্রম সহকারে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তখন ছায়ামূর্তিটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

অর্হৎ হইবার পরে কুণ্ডধান ভগবানের সঙ্গে উগ্রনগর, সাকেত এবং সুনাপরান্ত জনপদে গিয়াছিলেন। উগ্রনগরে মহাসুভদ্রা এবং সাকেতনগরে চুল্ল-সুভদ্রা তাঁহাকে প্রথম শলাকা-ভক্ত (অর্থাৎ নির্বাচন করিয়া অন্নদান) প্রদান করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ অর্হৎ ভিক্ষুগণই বুদ্ধের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যাইতেন। কুণ্ডধানও গিয়াছিলেন। ঐ সকল স্থানে ভগবান আয়ুষ্মান কুণ্ডধানের পারমিতার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন "শলাক-অন্ন প্রাপক ভিক্ষুদের মধ্যে আমার কুণ্ডধান অগ্রস্থানীয়"।[১]

২৩। বঙ্গীশ—মহাশ্রাবক বঙ্গীশ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। শ্রাবস্তীর এক উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বেদজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার একটা যাদুবিদ্যা আয়ত্ত হইয়াছিল। তিনি মৃতব্যক্তির মাথার খুলিতে হাত দিয়া বলিতে পারিতেন লোকটির কোথায় পুনর্জন্ম হইয়াছে। একদিন তিনি ভগবান বুদ্ধের বিবিধ অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসেন—উদ্দেশ্য

১। অঙ্গুত্তর-অট্‌ঠকথা, ১ম, পৃঃ ১৪৬—; থেরগাথা-অট্‌ঠকথা, ১ম, পৃঃ ৬২—; অপদান অট্‌ঠকথা, ১ম, পৃঃ ৮১—; থেরগাথা, শ্লোক ১৫; ধম্মপদট্‌ঠকথা, ৩য়, পৃঃ ৫২—, মজ্ঝিমনিকায়, ১ম, পৃঃ ৪৬২।

তিনিও অন্যান্য অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করিবেন। ভগবান তো বঙ্গীশকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বঙ্গীশ অর্হৎ হইবেন এই জন্মেই। ভগবান পরীক্ষাচ্ছলে বঙ্গীশকে তিনটি মাথার খুলি দিয়া বলিতে বলিলেন তাহারা কে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বঙ্গীশ প্রথমটিকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, লোকটি নরকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয়টিকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, লোকটি আবার মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তৃতীয়টি সম্বন্ধে বঙ্গীশ কিছুই বলিতে পারিলেন না। কারণ ঐ খুলিটি ছিল একজন অর্হতের। বঙ্গীশ অর্হৎ সম্বন্ধে ভগবানের নিকট জানিয়া নিজেও ঐ বিষয়ে আগ্রহী হইলেন এবং ভগবানের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলে ভগবান তাঁহাকে ভিক্ষুরূপে দীক্ষাদান করেন। অচিরেই বঙ্গীশ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

২৪। উপসেন—সমন্তপ্রাসাদিক অর্থাৎ জনপ্রিয় ভিক্ষুদের মধ্যে উপসেনকে ভগবান প্রধান স্থান দিয়াছিলেন। তিনি নালকগ্রামের ব্রাহ্মণ বঙ্গান্তের পুত্র। শারী ছিলেন তাঁহার মাতা। তিনি ধর্মসেনাপতি শারীপুত্রের অনুজ ভ্রাতা ছিলেন। একবার ভগবান তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, কারণ তিনি স্বয়ং এক বৎসরের উপসম্পন্ন ভিক্ষু হইয়া বিনয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আর একজনকে উপসম্পদা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া উপসেন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সাধনমার্গে উন্নত হইয়া প্রভুর মন জয় করিবেন। তিনি দৃঢ় পরাক্রম সহকারে ধুতাঙ্গ ধ্যানে নিরত হইয়া অত্যল্প কালের মধ্যে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। ইহার পর আরও অনেক ভিক্ষু ধুতাঙ্গ সাধনায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার অনুগত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুগত প্রত্যেকেই সুদর্শন এবং সৌম্য। উপসেন নিজেও অত্যন্ত সুদর্শন ও সৌম্য। তাই ভগবান একদিন ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার সমন্তপ্রাসাদিক ভিক্ষুদের মধ্যে উপসেন অগ্রস্থানীয়। তিনি বিচিত্র ধর্মকথিকও ছিলেন। তাঁহার ধর্মদেশনায় আকৃষ্ট হইয়াও অনেকে তাঁহার অনুগত হইয়াছিলেন। ঐজন্য তাঁহাকে বলা হইত "পঠবিঘুট্টনধম্মকথিক।"[১]

কৌশাম্বীর ভিক্ষুরা যখন বিবাদাপন্ন হয়, তখন তাঁহার অনেক সঙ্গী

১। অঙ্গুত্তর-অট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ১৫২, মিলিন্দপঞ্হ, পৃঃ ৩৬০।

তাঁহাকে বিবাদ নিরসনের উপায় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যাহা উত্তর দিয়াছিলেন তাহা থেরগাথা-গ্রন্থে[১] সংকলিত আছে। মিলিন্দপ্রশ্ন এবং উদান-গ্রন্থ হইতেও উপসেন সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা যায়।

একদিন উপসেন ভোজনান্তে দিবাবিহারের জন্য সপ্পসোন্ডিক-পব্ভারে গিয়াছিলেন। সেখানেই সর্পদংশনের দ্বারা তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন।

২৫। দব্ব মল্লপুত্ত থের[২]—তিনি অর্হৎ ছিলেন এবং ভগবান বুদ্ধের এক মহাশ্রাবক ছিলেন। মল্লপরিবারে অনুপিয় নগরে তাঁহার জন্ম হয়। জন্মসময়েই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয় এবং তিনি পিতামহীর দ্বারা পালিত হইতে থাকেন। যখন দব্বের বয়স সাত বৎসর তখন ভগবান বুদ্ধ মল্লরাজ্যে আসিলে প্রথম তাঁহার বুদ্ধদর্শন হয়। তিনি বুদ্ধকে দেখিয়া অভিভূত হন এবং পিতামহীর অনুমতি লইয়া প্রব্রজিত হন। উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রব্রজ্যার পূর্বে মস্তকমুণ্ডনের সময়েই তিনি অর্হত্ব লাভ করেন। পরে তিনি বুদ্ধের সঙ্গে রাজগৃহে আসেন এবং বুদ্ধের অনুমতি লইয়া আগন্তুক ভিক্ষুদের সেবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সেবাকার্যে সকলেই সন্তুষ্ট এবং দব্বের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

একবার এক ধনী উপাসকের গৃহে দব্ব মেত্তিয়-ভুম্মজকদের (ছব্বগ্গীয় ভিক্ষুদের একাংশ) আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ উপাসক মেত্তিয়-ভুম্মজকদের চিনিতে পারিয়া দাসীদের দ্বারা তাঁহাদের খাদ্য পরিবেশিত করান। ইহাতে উক্ত ভিক্ষুগণ দব্বের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং প্রতিশোধস্বরূপ মেত্তিয়া নাম্নী গণিকাকে দব্বের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। কিন্তু ইহাতে দব্ব নির্দোষ প্রমাণিত হইলে তাঁহার যশঃসৌরভ আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন তাঁহারা বড্‌ঢ নামক লিচ্ছবীকে দব্বের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করেন এবং অভিযোগ করেন যে বড্‌ঢের পত্নীর সঙ্গে দব্ব অবৈধ সম্পর্কে যুক্ত। কিন্তু এই অভিযোগও মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

১। শ্লোক ৫৭৭-৫৮৬।

২। থেরগাথা, শ্লোক ৫ ; বিনয়, ২য়, পৃঃ ৭৪—; ১২৪— ; ৩য়, পৃঃ ১৫৮—; পৃঃ ১৬৬— ; ৪র্থ, পৃঃ ৩৭— ; জাতক, ১ম, ১২৩— ; থেরগাথা-অট্‌ঠকথা, ১ম, ৪৪— ; অপদান, ২য় ৪৭১— : উদান, ৮ম, পৃঃ ৯ ; উদান-অট্‌ঠকথা, পৃঃ ৪৩১।

সাত বৎসর বয়সেই দব্বের উপসম্পদা হয় এবং 'শয়নাসনপ্রজ্ঞাপক' ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রস্থান লাভ করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই দব্ব পরিনির্বাণ লাভ করেন। পরিনির্বাণের পূর্বে তিনি বুদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে যাইয়া বহু প্রকার ঋদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

২৬। পিলিন্দ-বচ্ছ থের—অর্হৎ মহাশ্রাবক পিলিন্দ-বচ্ছ (=পিলিন্দ-বচ্ছ, পিলিন্দিয়-বচ্ছ) ছিলেন দেবগণের প্রিয়। শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হয়। ভগবানের বুদ্ধত্বলাভের পূর্বেই তাঁহার জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি সন্ন্যাস লইয়া 'ক্ষুদ্র-গান্ধার-বিদ্যা' শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে বুদ্ধের আবির্ভাবের কথা শুনিয়া তিনি বুদ্ধ-দর্শনে যান এবং বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনিয়া প্রীত হন এবং ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার নির্বাণলাভের হেতুসম্পত্তি দেখিয়া ভগবান তাঁহাকে বিদর্শন ভাবনা শিক্ষা দেন এবং পিলিন্দ-বচ্ছ অল্পকালের মধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

কিছু দেবতা গত জন্মে পিলিন্দ-বচ্ছের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কুশলকর্ম সম্পাদনের দ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই দেবতারা কৃতজ্ঞতা-বশতঃ দিবারাত্র পিলিন্দ-বচ্ছের সেবা করিতেন। এইভাবে তিনি দেবগণের প্রিয় হওয়াতে ভগবান ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেবপ্রিয় শিষ্যদের মধ্যে পিলিন্দ-বচ্ছ শ্রেষ্ঠ।

পিলিন্দ-বচ্ছ অসাধারণ ঋদ্ধিশালী ছিলেন। একদিন রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিয়া পিলিন্দ দেখেন যে জনৈক ব্যক্তি এক পাত্রভর্তি মরিচ লইয়া যাইতেছে। পিলিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন: "ওহে বৃষল,[1] তুমি কি লইয়া যাইতেছ?" স্বভাবতই ঐ ব্যক্তি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—"ইন্দুরের গুথ।" পিলিন্দ বলিলেন—"তবে তাহাই হউক।"—সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাত্র-ভর্তি মরিচ ইন্দুরের গুথে পরিণত হইল। ঐ ব্যক্তি তখন অনেক কান্না-কাটি সুরু করিলে পিলিন্দ আবার ঐ ইন্দুরের গুথকে মরিচে পরিণত করিলেন।[2]

পিলিন্দ প্রায় সময়েই নানা রোগে কষ্ট পাইতেন। ভগবান তখন তাঁহার

১। পিলিন্দের স্বভাব বা মুদ্রাদোষ ছিল নূতন কোন ব্যক্তিকে দেখিলে 'বৃষল' বলিয়া সম্বোধন করা।

২। অঙ্গুত্তর-অট্‌ঠকথা ১ম পৃঃ ১৫৪—।

জন্য বিভিন্ন প্রকারের ঔষধের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা বিম্বিসার তাঁহার জন্য একটি বিহার নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। পাঁচশত জন সেবক ঐ বিহারের বিভিন্ন সেবাকার্য সম্পাদন করিতেন। সমস্ত ব্যয়ভার রাজা নিজে বহন করিতেন এবং তাহাদের ভরণপোষণের জন্য একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামের নাম ছিল 'আরামিক-গাম' বা 'পিলিন্দ গাম'।[১] কথিত হয় যে, পিলিন্দ-বচ্ছ তাঁহার ঋদ্ধি-প্রভাবে বিম্বিসারের রাজপ্রাসাদকে স্বর্ণ প্রাসাদে পরিণত করিয়াছিলেন।[২]

একবার বারাণসীর একটি পরিবার দস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং ঐ পরিবারের দুইটি বালিকাকে অপহরণ করা হইয়াছিল। পিলিন্দ তাঁহার ঋদ্ধিপ্রভাবে সেই বালিকাদ্বয়কে পুনঃ মাতাপিতার নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা পিলিন্দের এতাদৃশ ঋদ্ধিপ্রয়োগকে সমালোচনা করিতেন এবং ভগবানের নিকট ইহা জানাইলে ভগবান বলিলেন— "পিলিন্দ কোন অন্যায় করে নাই।"

অপদানগ্রন্থে[৩] পিলিন্দ-বচ্ছের নামে ত্রয়োদশ গাথা আছে যাহা থেরগাথা অট্‌ঠকথাতেও[৪] উদ্ধৃত হইয়াছে।

২৭। দারুচীরিয় বাহিয় থের—অর্হৎ মহাশ্রাবক দারুচীরিয় বাহিয় ভগবানের ক্ষিপ্রাভিজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রস্থানীয় ছিলেন। বাহিয় দেশে তাঁহার জন্ম এবং তিনি বৃক্ষ-বল্কল পরিধানরূপে ধারণ করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল দারুচীরিয় বাহিয়। তিনি বুদ্ধের কথা শুনিয়া বাহিয় হইতে শ্রাবস্তী যাইয়া বুদ্ধের দর্শন করিয়াছিলেন। দেবগণের প্রভাবে বাহিয় হইতে শ্রাবস্তী এই সুদীর্ঘ পথ (১২০ যোজন পথ) তিনি মাত্র একরাত্রে অতিক্রম করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীতে আসিয়া তিনি বুদ্ধের ধর্মকথা শুনিয়া ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই একটি গাভীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া

১। বিনয়পিটক, ১ম, পৃঃ ২০৪—।
২। কথাবত্থু, পৃঃ ৬০৮।
৩। অপদান, ১ম পৃঃ পৃঃ ৫৯—; পৃঃ ৩০২-৩১৬।
৪। ১ম খণ্ড, (নালন্দা সং), পৃঃ ৭৪-৭৫।

তিনি দেহত্যাগ করেন। ভগবান সব শুনিয়া ভিক্ষুদের দ্বারা বাহিয়ের দেহসৎকার করাইয়া ভস্মাবশেষের উপর স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ভিক্ষুদের সেই সম্মেলনেই ভগবান বাহিয়কে 'ক্ষিপ্রাভিজ্ঞ' অভিধায় ভূষিত করিয়াছিলেন।

২৮। কুমার কস্সপ—মহাশ্রাবক কুমার কস্সপ ভগবানের 'বিচিত্রকথিক'[১] ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রস্থানীয় ছিলেন। তিনি রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠি-কন্যার পুত্র ছিলেন। কুমার কস্সপের মাতা বিবাহের পূর্বেই বুদ্ধের ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতামাতার অনুমতি না পাইয়া তিনি বিবাহ করিতে বাধ্য হন এবং পরে পতির অনুমতি লইয়া প্রব্রজিত হন। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কিছুদিন পরে ইহা প্রকাশ পাইল। দেবদত্ত বলিলেন—এই নারী দুঃশীলা তাই গর্ভবতী হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধ তখন উপালির উপর ভার ন্যস্ত করিলেন যাহাতে বিশাখার সাহায্যে এই বিষয়ে তদন্ত করা হয়। তদন্তে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হইলেন, কারণ সঙ্ঘে প্রবেশের পূর্বেই বিবাহিত জীবনে অজ্ঞাতসারেই অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছিলেন।[২] রাজার উপস্থিতিতেই এই কথা ঘোষণা করা হইল। সেই রমণী সন্তান প্রসব করিলে রাজা সেই সন্তান পালনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। সাত বৎসর বয়সে সেই বালককে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়। নাম রাখা হয় কুমার। ভগবান বালকটিকে আদর করিয়া 'কুমার কস্সপ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সেই হইতে তাঁহার নাম হয় কুমার কস্সপ। একদিন কুমার কস্সপ অন্ধবনে ধ্যান করিতেছিলেন। তখন একজন অনাগামী ব্রহ্মা তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। ঐ ব্রহ্মা কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে কুমার কস্সপের বন্ধু ছিলেন। তিনি আসিয়া কুমার কস্সপকে পঞ্চদশ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ভগবানের নিকট ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর জানিয়া লইতে বলেন। এই প্রসঙ্গেই ভগবান 'বম্মিক সুত্ত'[৩] দেশনা করিয়াছিলেন। এই বম্মিক সুত্তের দেশনা শুনিয়া ধ্যানে নিরত হইয়া কুমার

১। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৪।
২। জাতক, ১ম, পৃঃ ১৪৮; অঙ্গুত্তর-অট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ১৭২।
৩। মজ্ঝিমনিকায় (সুত্ত নং ২৩)।

কস্সপ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা ভিক্ষুণীও অর্হত্ত্ব পরে লাভ করিয়াছিলেন। থেরগাথায়[১] কুমার কস্সপের নামে দুইটি গাথা আছে।

বিংশতিতম বর্ষ পূর্ণ না হইতেই কুমার কস্সপের উপসম্পদা হইয়াছিল বলিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে কথা উঠিয়াছিল। তাই ভগবান বিনয়ের বিধান সংশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে গর্ভাবস্থার এক বৎসর ধরিয়া বিংশতি-বর্ষ পূর্ণ হইলে উপসম্পদা দেওয়া যাইবে।[২] ভিক্ষুসংঘে কুমার কস্সপের সতীর্থ ছিলেন পুক্কুসাতি, দারুচীরিয় বাহিয়, দব্ব মল্লপুত্র এবং সভিয়।[৩]

২৯। মহাকোট্ঠিত থের[৪]—শ্রাবস্তীর এক উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন অশ্বলায়ন এবং মাতা চন্দ্রবতী। মহাকোট্ঠিত একদিন ভগবানের ধর্মদেশনা শুনিয়া ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং নিষ্ঠা সহকারে সাধনা করিয়া অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পটিসম্ভিদা জ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়া ভগবান একদিন ঘোষণা করিয়াছিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, আমি মনে করি, আমার পটিসম্ভিদা-প্রাপ্ত শিষ্যগণের মধ্যে মহাকোট্ঠিতই অগ্রস্থানীয়।"[৫] অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা সম্বন্ধে ভগবান মহাকোট্ঠিতকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সংযুত্তনিকায়ে সংকলিত হইয়াছে।[৬] নির্বাণের পরে কোন কিছুর অবশিষ্ট থাকে কিনা এই বিষয়ে স্থবির শারীপুত্রের সহিত মহাকোট্ঠিতের যে সংলাপ হইয়াছিল তাহা অঙ্গুত্তরনিকায়ে দৃষ্ট হয়।[৭]

অন্য এক সময়ে মহাকোট্ঠিতের সহিত ভিক্ষু চিত্ত-হত্থিসারিপুত্তের বাদানুবাদ হয়। কিছু ভিক্ষু ইসিপতনে সম্মিলিত হইয়া অভিধম্ম

১। শ্লোক ২০১-২০২।
২। বিনয়, ১ম, পৃঃ ৯৩; সমন্তপাসাদিকা, ৪র্থ, পৃঃ ৮৬৭।
৩। অপদান, ২য় পৃঃ ৪৭৩; ধম্মপদট্ঠকথা, ২য়, পৃঃ ২১০-২১২;
৪। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৪; থেরগাথা, শ্লোক ১০০৬-৮।
৫। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৪।
৬। সংযুত্ত, ৪র্থ, পৃঃ ১৪৫-১৪৭।
৭। অঙ্গুত্তর, ২য়, পৃঃ ১৬১—।

বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু ভিক্ষু চিত্ত-হত্থিসারিপুত্ত বারবার তাঁহাদের বিরক্ত করিতেছিলেন। ইহাতে স্থবির মহাকোট্ঠিত আপত্তি জানান। তখন চিত্তের বন্ধুগণ প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, অভিধম্ম বিষয়ে আলোচনা করার যথেষ্ট যোগ্যতা চিত্তের আছে। তখন স্থবির মহাকোট্ঠিত বলেন: 'চিত্তকে কিছুতেই পণ্ডিত বলিয়া মানিতে পারিতেছি না। তাহা ছাড়া অচিরেই চিত্ত ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিবে।' মহাকোট্ঠিতের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছিল।[১]

স্থবির মহাকোট্ঠিতের প্রতি অগ্রশ্রাবক শারীপুত্রেরও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। থেরগাথাতে শারীপুত্র মহাকোট্ঠিতের প্রশংসা করিয়া তিনটি গাথা ভাষণ করিয়াছেন:[২]

"উপসন্তো উপরতো মন্তভাণী অনুদ্ধতো।
ধুনাতি পাপকে ধম্মে দুমপত্তং ব মালুতো ॥
উপসন্তো ··· ··· ··· ··· ··· ··· অনুদ্ধতো।
অব্বাহি পাপকে ধম্মে দুমপত্তং ব মালুতো ॥
উপসন্তো অনায়াসো বিপ্পসন্নমনাবিলো।
কল্যাণসিলো মেধাবী দুক্খস্সন্তকরো সিয়া ॥"

—যিনি উপশান্ত, ধ্যানরত, মন্ত্রভাণী (বচনে পণ্ডিত ও মাত্রাজ্ঞ), অবিক্ষিপ্তচিত্ত, কল্যাণশীল, মেধাবী, সদাপ্রসন্ন, অনাবিল এবং চাঞ্চল্য-রহিত, তিনি বায়ু যেমন বৃক্ষপত্রকে উড়াইয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ পাপ-ধর্মকে ধ্বংস করেন এবং পরিশেষে দুঃখের অন্তসাধন করেন।

৩০। উরুবেল কাশ্যপ—তিনি এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা গয়া কাশ্যপ ও নদী কশ্যপ কয়েক সহস্র অনুচর লইয়া ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইয়া অর্হৎ হইয়াছিলেন। 'কাশ্যপ' হইতেছে তাঁহাদের গোত্র নাম। আর যিনি যে স্থানে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন সেই সেই স্থানের নামানুসারে উরুবেল কাশ্যপ, গয়া কাশ্যপ এবং নদী কাশ্যপ এই নাম হইয়াছিল। উরুবেল কাশ্যপকে ভগবান মহাপরিষৎ সম্পন্নগণের মধ্যে অগ্রস্থান প্রদান করিয়া-

১। অঙ্গুত্তর, ৩য়, পৃঃ ৩৯২—
২। শ্লোক ১৬০৬-১৬০৮।

ছিলেন।[১] কারণ উরুবেল কাশ্যপের এক সহস্র শিষ্য ছিলেন, সকলেই বুদ্ধের নিকট ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন। আবার ঐ এক সহস্র শিষ্যগণ আরও বহু ব্যক্তিকে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন।[২] তিব্বতী গ্রন্থানুসারে উরুবেল কাশ্যপ যখন বুদ্ধের নিকট দীক্ষিত হন তখন তাঁহার বয়স ছিল ১২০ বৎসর।[৩]

৩১। কালুদায়ী স্থবির—মহাশ্রাবক অর্হৎ কালুদায়ী স্থবির ভগবানের কুল-প্রসাদক ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রস্থানীয় ছিলেন।[৪]

৩২। বক্‌কুল স্থবির[৫]—ভগবান বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা নীরোগ এবং স্বাস্থ্যবান। তাঁহার জীবনে কোন প্রকার রোগ হয় নাই। কৌশাম্বীর এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণের পর হইতে তাঁহার পিতার পরিবারের অনেক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর স্নান করাইবার জন্য তাঁহাকে যমুনা নদীতে লইয়া যাওয়া হয়। পঞ্চম দিনে স্নান করাইবার সময় একটি বৃহদাকার মৎস্য তাহাকে গিলিয়া ফেলে। মৎস্যটি বারাণসীতে ধীবরদের জালে ধরা পড়ে। সেখানকার অশীতিকোটি ধনের অধিপতি এক শ্রেষ্ঠী ঐ বৃহৎ মৎস্যটিকে ক্রয় করেন। ঐ শ্রেষ্ঠী অপুত্রক ছিলেন। ঐ মৎস্যটির উদরে জীবন্ত একটি শিশুকে দেখিয়া শ্রেষ্ঠীপত্নীর আনন্দ আর ধরে না। শিশুটি ঐ পরিবারেই মহাযত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিল। কিন্তু কালক্রমে বক্‌কুলের পিতামাতা সমস্ত ব্যাপার জানিয়া তাঁহাদের পুত্রটিকে

১। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫।

২। অঙ্গুত্তর-অট্‌ঠকথা, ১ম. পৃঃ ১৬৬।

৩। রকহিল, লাইফ অব বুদ্ধ, পৃঃ ৪০ঃ উরুবেল কাশ্যপের দীক্ষা সাক্ষী ভাস্কর্যে দৃষ্ট হয়। তাঁহার দীক্ষাস্থানে হিউয়েন্‌-সাঙ একটি স্তূপ দেখিয়াছিলেন, বিল, বুদ্ধিষ্ট রেকর্ডস···২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩০।

বিঃ দ্রঃ উরুবেল কাশ্যপ সম্বন্ধে বিশদ্‌ভাবে জানিতে হইলে এই গ্রন্থের ২০তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪। কালুদায়ী সম্বন্ধে বিশদ্‌ভাবে জানিতে হইলে এই গ্রন্থের ২৩-তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫। মজ্ঝিম, ৩য়, পৃঃ ১২৫; দীঘ-অট্‌ঠকথা, ২য়, পৃঃ ৪১৩; থেরগাথা, শ্লোক ২২৫-২২৭; অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫; মিলিন্দ, পৃঃ ২১৫—।

দাবী করিলেন। অগত্যা রাজার উপর বিচারের ভার পড়িল। রাজা বিচার করিয়া বলিলেন যে উভয় পরিবারই শিশুটির অধিকারী। অতএব উভয় পরিবারের দ্বারাই বক্‌কুল দিব্য বিলাস-ব্যসনের মধ্যে বড় হইতে লাগিল। বারাণসীতে তাঁহার তিন ঋতুর উপযোগী তিনটি প্রাসাদ ছিল। কোশাম্বীতেও তদ্রূপ তিনটি প্রাসাদ ছিল। তাঁহার পরিচারক-পরিচারিকার সংখ্যা সহস্র সহস্র। তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হন, একদিন ভগবান বুদ্ধ বারাণসীতে আসেন। তিনি ভগবানের ধর্মোপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার এক সপ্তাহ পরে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

ভগবানের চারিজন মহাভিজ্ঞা প্রাপ্তগণের মধ্যে বক্‌কুল ছিলেন অন্যতম। অন্য তিনজন হইতেছেন, শারীপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন এবং ভদ্দা কচ্চানা। তিনি ১৬০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার পরিনির্বাণলাভের কিছুদিন পূর্বে তিনি তাঁহার গৃহীজীবনের বন্ধু অচেল কাশ্যপকে দীক্ষা দেন।

৩৩। শোভিত স্থবির—পূর্বনিবাস অনুস্মরণকারিগণের মধ্যে শোভিত ছিলেন অগ্রস্থানীয়। শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হয়। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া তিনি ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হন এবং অল্পকালের মধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

৩৪। উপালি—ভগবানের বিনয়ধর ভিক্ষুদের মধ্যে উপালি ছিলেন অগ্রস্থানীয়।[১] বুদ্ধের জীবদ্দশাতেও বিনয়ের অনেক সমস্যা উপালিই সমাধান করিয়াছিলেন। ভগবান স্বয়ং উপালির পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেমন অজ্জুক,[২] ভারুকচ্ছক[২] এবং কুমার কস্‌সপের[৩] ক্ষেত্রে।

কপিলবস্তুর রাজকুলের ক্ষৌরকার বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম মন্তানী। গৃহীকালে তাঁহার নাম ছিল পূর্ণ। যখন অনুরুদ্ধ,

১। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৪ ; বিনয়, ৪র্থ, পৃঃ ১৪২।

২। বিনয়, ৩য়, পৃঃ ৬৬—।

৩। ঐ, পৃঃ ৩৯।

৪। জাতক, ১ম, পৃঃ ১৪৮ ; অঙ্গুত্তর অট্‌ঠকথা, ১ম, পৃঃ ১৫৮ ; মজ্ঝিম-অট্‌ঠকথা, ১ম, পৃঃ ৩৩৬ ; ধম্মপদ অট্‌ঠকথা, ৩য়, পৃঃ ১৪৫।

আনন্দ প্রভৃতি রাজ-পুত্রগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার জন্য যাত্রা করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। কপিলবস্তু হইতে কিয়দ্দূর গিয়া তাঁহারা মূল্যবান বসন ভূষণ প্রভৃতি উন্মোচন পূর্বক প্রিয় সহচর ক্ষৌরকার পুত্রের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই সকল তোমায় দিলাম, তুমি ফিরিয়া যাও"। কিন্তু তিনি চিন্তা করিলেন,—আমি একাকী কপিল-বস্তুতে ফিরিয়া গেলে শাক্যেরা আমার জীবনান্ত করিবেন, বিশেষতঃ ক্ষৌরকার বংশে আমার জন্ম, এ সমস্ত মহামূল্য দ্রব্য আমার উপযুক্ত নহে। রাজপুত্রেরা যখন বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্বক প্রব্রজ্যা লইতে যাইতেছেন, তখন আমার পক্ষে প্রব্রজিত হওয়া আরও সহজ। এই সংকল্প করিয়া তিনি ঐ বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি এক বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া "যাহার আবশ্যক সে-ই ইহা গ্রহণ করুক" বলিয়া রাজপুত্রদিগের অনুগমন করিলেন। ভগবান্ অনুরুদ্ধ প্রভৃতি রাজপুত্রদিগকে প্রব্রজ্যা দিতে অগ্রসর হইলে তিনিও প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করেন। তখন রাজ-পুত্রেরা বলিলেন; "ভন্তে, অগ্রে তাহাকে প্রব্রজ্যা দিন, তাহা হইলে আমরা ইহাকে প্রণামাদি করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য হইব, তাহাতে আমাদের দুর্জয় মানত্যাগ হইবে"। তাঁহাদের নির্দেশ মত ভগবান্ উপালিকে অগ্রে প্রব্রজ্যা দিয়া পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে (রাজপুত্রদিগকে) প্রব্রজ্যা দিলেন। "অনুরুদ্ধাদীহি পন সহ গন্তবা পব্বজিতত্তা খত্তিযানং উপসমীপে অল্লীনো যুত্তো কায়চিত্তেহি সমঙ্গিভূতো তি উপালি"—অনুরুদ্ধাদি রাজ-পুত্রগণের সহিত গিয়া প্রব্রজিত হইয়াছিলেন বলিয়া উপালি, ক্ষত্রিয়গণের উপ (সমীপে) অল্লীন (যুক্ত) বলিয়া উপালি, কায়মনে ক্ষত্রিয়গণের উপযুক্ত বা ক্ষত্রিয়গণের সহিত মিলিত বলিয়া উপালি নাম হয়। তিনি প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মস্থান গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। তখন ভগবান্ বলিলেন, অরণ্যে বাস করিলে তোমার বিদর্শন ধুরই পূর্ণ হইবে। আমার সঙ্গে থাকিলে বিদর্শন ধুর এবং গ্রন্থধুর এই উভয়ই পরিপূর্ণ হইবে। তিনি শাস্তার উপদেশে অচিরেই অর্হত্ত্ব ফলপ্রাপ্ত হইলেন এবং বিনয়ে পারদর্শী হইলেন।[১] ভগবান স্বয়ং উপালিকে বিনয়ধর্ম সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়াছিলেন।

১। **থেরগাথা-অট্ঠকথা**, ১ম, পৃঃ ৩৬০—; ৩৭০; **অঙ্গুত্তর-অট্ঠকথা**, ১ম, পৃঃ ১৭২।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পরে রাজগৃহে যে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি হইয়াছিল তাহাতে উপালি এবং আনন্দ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'বিনয়' সম্বন্ধে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর উপালিই দিয়াছিলেন।[১] উপালি যে বুদ্ধকে বিনয়-সম্পর্কে পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধ যে সেইগুলির উত্তর দিয়াছেন এই প্রশ্নোত্তর 'পরিবারপাঠের' উপালি-পঞ্চকে সংকলিত হইয়াছে।[২]

৩৫। আনন্দ স্থবির—বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র আনন্দ। ইনি ও বুদ্ধ একই দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আনন্দ অন্যান্য রাজপুত্রগণ যেমন অনুরুদ্ধ, ভদ্রিক, ভৃগু, কিম্বিল ও দেবদত্ত এবং তাঁহাদের নাপিত উপালি একই দিনে ভগবানের ভিক্ষুসঙ্ঘে দীক্ষিত হন। ভগবানের বয়স যখন পঞ্চপঞ্চাশৎ তখন আনন্দ তাঁহার স্থায়ী সেবক নিযুক্ত হন এবং ভগবানের মহাপরিনির্বাণ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া আনন্দ কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাকে ধর্মভাণ্ডাগারিক পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভগবান প্রথমে নারীজাতিকে সঙ্ঘে প্রব্রজ্যা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। মহারাজ শুদ্ধোদনের তিরোধানের পর মহাপজাপতি গোতমী প্রমুখ শাক্যনারীগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু ভগবান তাহাতে সম্মতি না দিয়া কপিলবস্তু হইতে বৈশালীতে চলিয়া আসেন। তখন মহাপজাপতি প্রভৃতি পঞ্চশত শাক্যরমণী মুণ্ডিতমস্তক এবং সন্ন্যাসিনী বেশে পদব্রজে কপিলবস্তু হইতে বৈশালীতে আসিয়া উপস্থিত হন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধে ভগবান নারীদিগকে সঙ্ঘে স্থান দিবার ব্যবস্থা করেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পরে আয়ুষ্মান আনন্দ রাজগৃহের প্রথম বৌদ্ধ সংগীতিতে 'বিনয়' বাদে অবশিষ্ট বুদ্ধবচন সঙ্গায়ন করিয়াছিলেন।

আনন্দই একমাত্র মহাশ্রাবক যিনি অর্হত্ব লাভ না করিয়াও ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আনন্দের গুণাবলী দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই আনন্দ অর্হত্ত্ব লাভ করিবেন—

১। বিনয়, ২য়, পৃঃ ২৮৬—; দীঘ-অট্‌ঠকথা, ১ম, পৃঃ ১১—; মহাবংস, ৩য়, শ্লোক ৩০।

২। বিনয়, ৫ম, পৃঃ ১৮০-২০৬; অঙ্গুত্তরনিকায়ের 'উপালিবগ্‌গ'ও দ্রষ্টব্য।

ভগবান বুদ্ধচক্ষুতে তাহা দর্শন করিয়াই আনন্দকে মহাশ্রাবক পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

৩৬। নন্দক স্থবির—শ্রাবস্তীর জনৈক গৃহপতি নন্দক যেদিন অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে জেতবন দান করিয়াছিলেন সেদিনই ভগবানের ধর্মোপদেশ শুনিয়া ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১] অচিরেই তিনি বিদর্শন ভাবনার দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ করেন। যখন মহাপজাপতি প্রমুখ শাক্য-রমণীগণ সঙ্ঘে উপসম্পদা লাভ করেন তখন ভগবান নন্দকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন নারীজাতিকে ধর্মোপদেশের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে।[২] প্রথমে অবশ্য নন্দক অচিরপ্রব্রজিত শাক্য ভিক্ষুণীদের ধর্মোপদেশ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন কারণ, ইঁহারা পূর্ব পূর্ব জন্মে তাঁহার সহধর্মিণী ছিলেন। অতএব তাঁহাদের ধর্মোপদেশ দিলে তাঁহার সতীর্থ ভিক্ষুগণ মনে করিতে পারেন যে, নন্দক তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মের পত্নীগণকে দর্শনেচ্ছু হইয়াই তাঁহাদের ধর্মোপদেশ দিতেছেন। কিন্তু ভগবানের দ্বারা পুনরায় আদিষ্ট হওয়াতে নন্দক বাধ্য হইয়া শাক্য ভিক্ষুণীদের ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। প্রথম দিনে তাঁহারা সকলেই শ্রোতাপন্ন হন এবং দ্বিতীয় দিনে সকলেই অর্হত্ত্বপদে উন্নীত হন।[৩] ইহাতে ভগবান নন্দককে বহু সাধুবাদ দিয়াছিলেন এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভিক্ষুণীদের উপদেশ দানে নন্দকই অগ্রস্থানীয়।[৪]

একদিন নন্দক ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। তখন তাঁহার গৃহী-জীবনের পত্নী পুনরায় নিজের পতিকে পাইবার আশায় নানা অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে। তখন তাহাকে উপদেশ দিবার জন্য নন্দক চারিটি গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

১। "ধিরত্থু পূরে দুগ্‌গন্ধে মারপক্‌খে অবস্‌সুতে।
নব সোতানি তে কায়ে যানি সন্দন্তি সব্বদা॥

১। অপদান, ২য়, ৪৯৯।
২। অঙ্গুত্তর অট্‌ঠকথা, ১ম, পৃঃ ১৭৩।
৩। মজ্ঝিম ৩য়, ২৭০—।
৪। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫

মা পুরাণং অমঞ্ঞিত্থো, মা' সাদেসি তথাগতে।
সগ্গে পি তে ন রজ্জন্তি কিমঙ্গ পুন মানুসে ॥
যে চ খো বালা দুম্মেধা দুম্মন্তি মোহপারুতা।
তাদিসা তত্থ ন রজ্জন্তি মারখিত্তম্হি বন্ধনে ॥
যেসং রাগো চ দোসো চ অবিজ্জা চ বিরাজিতা।
তাদী তত্থ ন রজ্জন্তি ছিন্নসুত্তা অবন্ধনা" তি ॥[১]

—দুর্গন্ধপূর্ণ মারপক্ষাবলম্বনকারিণী তোমাকে ধিক্! তোমার শরীর হইতে সর্বদা নব অশুচিস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আমাকে তুমি পূর্বের ন্যায় মনে কর না। তথাগত-শ্রাবক আমাকে প্রলোভন দেখাইও না। তথাগত-শ্রাবক স্বর্গসুখেও আসক্ত নয়, মনুষ্য সুখের কথাই বা কি! যে মূর্খ, বুদ্ধিহীন, দুর্মতি, মোহাচ্ছন্ন সেই-ই মারপ্রক্ষিপ্ত জালে বদ্ধ হয়। আর যাহাদের রাগ, দ্বেষ, অবিদ্যা ছিন্ন হইয়াছে, যাহারা স্থির, বন্ধনমুক্ত, ছিন্নসূত্র তাঁহারা সংসারের কোন কিছুতেই আসক্ত হয় না।

৩৭। মহাকপ্পিন স্থবির—কুক্কুটবতী নগরে রাজবংশে তাঁহার জন্ম এবং পিতার মৃত্যুর পর তিনি ঐ নগরের রাজাও হইয়াছিলেন। বয়সে তিনি বুদ্ধের চাইতেও বড় ছিলেন। একদিন কিছু শ্রাবস্তী হইতে আগত বণিকের মুখে 'বুদ্ধ' কথা শুনিয়া তিনি সপারিষদ্ সংসার ত্যাগ করেন এবং বুদ্ধের দর্শন লাভার্থে শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা অরবচ্ছা, নীলবাহনা এবং চন্দভাগা নদী অতিক্রম করেন। বুদ্ধ সব জানিতে পারিয়া নিজেই চন্দভাগা নদীর ঘাটে গিয়া উপবেশন করিলেন যে ঘাটে মহাকপ্পিন সপারিষদ্ অবতরণ করিবেন। তাঁহার শরীর হইতে বুদ্ধরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। মহাকপ্পিন বুদ্ধকে দেখিয়াই সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান সেখানেই তাঁহাদের ধর্মোপদেশ দিলেন। সকলেই অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হইলেন![২] মহাকপ্পিনের পত্নী অনোজা এবং মহাকপ্পিনের পারিষদ-

১। থেরগাথা, শ্লোক ২৭৯-২৮২।

২। বিসুদ্ধিমগ্গে (পৃঃ ৩৯৩) অবশ্য দেখা যায় যে, বুদ্ধের দেশনাবসানে মহাকপ্পিন অনাগামী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহচরেরা স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন।

বর্গের পত্নীগণও অনুরূপভাবে সংসার ত্যাগ করিয়া থেরী উৎপলবর্ণার নিকট ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভগবানের ধর্মোপদেশ শুনিয়া তাঁহারাও স্রোতাপন্না হইয়াছিলেন।

মহাকপ্পিন ধর্মদেশনায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তাই ভগবান তাঁহাকে ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনায় অগ্রস্থান প্রদান করিয়াছিলেন।[১]

৩৮। নন্দ—রাজা শুদ্ধোদন এবং মহাপজাপতি গোতমীর পুত্র নন্দ। অনিচ্ছাসত্ত্বে বুদ্ধের সঙ্ঘে প্রব্রাজিত হইয়াও নন্দ পরবর্তীকালে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া নিজের জীবনকে ধন্য করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বার ভিক্ষুদের মধ্যে নন্দ প্রধান স্থান লাভ করিয়াছিলেন।[২]

৩৯। সাগত থের—মহাশ্রাবক সাগত ভগবান বুদ্ধের তেজোধাতুকুশলী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানীয় ছিলেন। যখন সোনকোলিবিস রাজা বিম্বিসারের নিকট গিয়াছিলেন তখন সাগত ভগবানের ব্যক্তিগত সেবক ছিলেন। তিনি মহাঋদ্ধিমান ছিলেন। রাজা বিম্বিসারের অশীতি সহস্র গ্রামিক গৃধ্রকূট পর্বতে সাগতের ঋদ্ধিপ্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ভগবান তখন সাগতকে বলিলেন—"হে সাগত, আরও প্রসন্নতার নিমিত্ত তুমি অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রাতিহার্য প্রদর্শন কর।" "তথাস্তু প্রভো" বলিয়া আয়ুষ্মান সাগত প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া আকাশে উঠিয়া বিবিধ প্রকার প্রাতিহার্য দেখাইলেন এবং পরে অবতরণ করিয়া ভগবানের পদে শির নত করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা, আমি তাঁহার শ্রাবক ; তিনি আমার শাস্তা, আমি তাঁহার শ্রাবক।"

সেই অশীতিসহস্র গ্রামিক "অহো! বড় আশ্চর্য! অহো! বড় অদ্ভুত! যদি শ্রাবক এইরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারেন, এইরূপ মহানুভব হইতে পারেন, তাহা হইলে না জানি ভগবান কি হইতে পারেন?"—এই ভাবিয়া ভগবানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ভগবান তাঁহাদের চিত্তবিতর্ক বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের উপযোগী ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। সেই অশীতি সহস্র গ্রামিকের সেই আসনেই বিরজ বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই

১। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫।
২। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫।

নিরোধধর্মী। অতঃপর তাঁহারা আমরণ ভগবানের উপাসকরূপে গৃহীত হইলেন।

সাগতের সময়েই এবং সাগতকে উপলক্ষ করিয়াই ভগবান বিনয়ের নিয়ম বিধান করিয়াছিলেন যে ভিক্ষুরা কোন নেশাদ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না।[১] ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণ চক্রান্ত করিয়া সাগতকে একদিন কাপোতিকা সুরা পান করাইয়াছিলেন। যে সাগত নিজের ঋদ্ধিবলে অম্বতীর্থে ভয়ানক নাগকে দমন করিয়াছিলেন সেই সাগত সুরাপান করিয়া এমনই অচৈতন্য হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে রাস্তা হইতে ধরাধরি করিয়া বিহারে আনয়ন করাইয়া ভগবানের পদতলে শোওয়ানো হইয়াছিল ভগবানের পদে মস্তক ন্যস্তপূর্বক। কিন্তু অচৈতন্য সাগত ঘুরিয়া যাইয়া বুদ্ধের দিকে নিজে পা রাখিলেন। এই অবসরে ভগবান সুরাপানের পরিণাম সম্বন্ধে দেশনা করিয়া বিনয়ের নিয়ম বিধান করিয়াছিলেন যে, কোন ভিক্ষু সুরাপান করিতে পারিবে না।

৪০। রাধ স্থবির—তিনি রাজগৃহের জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বার্ধক্যে পুত্রগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া ভগবানের অনুগ্রহে শারীপুত্রের দ্বারা ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি ভগবানের অনুশাসনে রত থাকিয়া অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তিনি তাঁহার বাক্‌প্রতিভার দ্বারা সকলকে তুষ্ট করিতে পারিতেন বলিয়া ভগবান তাঁহাকে তাঁহার পটিভাণকেয়্য[২] ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রস্থান প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নামও হইয়াছিল পটিভাণীয় স্থবির।[৩]

চিত্তকে সমাহিত করার বিষয়ে থেরগাথায় তাঁহার নামে দুইটি গাথা প্রচলিত।[৪] "রাধ-সংযুত্তে" রাধ এবং ভগবানের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা সংগৃহীত আছে।[৫]

৪১। মোঘরাজ স্থবির—ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম এবং ঋষি বাবরীর

১। বিনয়, ৪র্থ, পৃঃ ১০৮—; সুরাপান জাতক (নং ৮১)।
২। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫।
৩। সংযুক্ত-অট্‌ঠকথা, ২য়, পৃঃ ২৪৬।
৪। থেরগাথা, শ্লোক, ১৩৩-১৩৪।
৫। সংযুক্ত, ৩য়, পৃঃ ১৮৮-২০১।

তিনি শিষ্য ছিলেন। বাবরী যে বুদ্ধের নিকট ষোলজন শিষ্য পাঠাইয়াছিলেন মোঘরাজ তাঁহাদের অন্যতম। মোঘরাজ ভগবানের ধর্মদেশনা শুনিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভগবানের রুক্ষচীবরধারিগণের মধ্যে অগ্রস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে চর্মরোগ হওয়াতে তিনি খড়ের বিছানা করিয়া মাঠে ঘাটে শয়ন করিতেন, এমন কি শীতকালেও বিহারের অভ্যন্তরে শয়ন করিতেন না। ভগবান তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলিতেন যে, তিনি পরম সুখে আছেন।[১]

ভগবান বুদ্ধের অন্যান্য মহাশ্রাবকদের নাম হইতেছে ঃ

৪২-৮০—বপ্প, ভদ্দিয়, মহানাম, অস্সজি, কিম্বিল, ভগু, চুন্দ, নালক, যস, বিমল, সুবাহু, পুন্নজি, গবম্পতি, নদীকস্সপ, গয়া কস্সপ, পুন্ন সুনাপরান্ত, ভদ্দালি, অজিত, সেলুদায়ী, সকুলুদায়ী, তিস্স মেত্তেয্য, মেত্তগু, ধোতক, হেমক, তোদেয্য, কপ্প, জাতুকণ্ণি, ভদ্রাবুধ, উদয়, পোসল, পিঙ্গিয়, মোঘিয়, ছন্ন, উপবন, ভদ্দজি, লক্খণ, অঙ্গুলিমাল, অচেল কস্সপ এবং সভিয়।

অধ্যায়- ছত্রিশ

ভিক্ষুণীসঙ্ঘ ও মহাশ্রাবিকাগণ

ধর্মপ্রচারের পঞ্চম বর্ষে বর্ষাকালে ভগবান তথাগত পিতা শুদ্ধোদনের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া বৈশালী হইতে সশিষ্য কপিলবস্তুতে আগমন করেন। তখন তাঁহার পিতার বয়স হইয়াছিল ৯৭ (সপ্তনবতি) বৎসর। ভগবান মুমূর্ষু পিতার নিকট সমস্ত কিছুর অনিত্যত্ব ব্যাখ্যা করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদন অর্হত্ত্ব লাভ করেন এবং বুদ্ধকে প্রণিপাতপূর্বক নির্বাণ লাভ করেন। তথাগত পিতার মৃতদেহ সংকার করিয়া এবং জ্ঞাতিবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পুনরায় বৈশালীর কূটাগারশালায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১। থেরগাথা, শ্লোক ২০৭-২০৮।

তখনই তিনি এক প্রকার বাধ্য হইয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃস্বসা ও বিমাতা মহাপজাপতি গোতমী, তাঁহার পত্নী গোপা (=যশোধরা) সহ মোট পাঁচশত শাক্যরমণী একই সঙ্গে সঙ্ঘে দীক্ষা লাভ করেন। মহাপজাপতি গোতমী এবং গোপা রাহুলমাতা উভয়েই অর্হত্বফল লাভ করিয়াছিলেন এবং উভয়েই বুদ্ধের পূর্বে নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন—মহাপজাপতি ১২০ বৎসর বয়সে এবং রাহুলমাতা ৭৮ বৎসর বয়সে। কথিত হয় যে, মহাপজাপতির দাহক্রিয়ার সময় এমন সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, যেগুলির সঙ্গে বুদ্ধের দাহক্রিয়ার সময়কার ঘটনার সাদৃশ্য দেখা যায়।

তথাগত বুদ্ধ যে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে নারীরা সঙ্ঘে প্রবেশ না করেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তিনি মহাপজাপতি প্রমুখ শাক্যনারীদের উপর আটটি অপমানজনক শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন। এই শর্তগুলি ছিল[১]—

(ক) একশত বৎসর উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীকেও একদিনের উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে।

(খ) যেখানে কোন ভিক্ষু নাই, সেখানে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস যাপন করিতে পারিবেন না।

(গ) ভিক্ষুণীকে প্রতি পক্ষের উপোসথের তারিখ ও উপদেশের সময় ভিক্ষুর নিকট জানিতে হইবে।

(ঘ) বর্ষার পর প্রবারণা পালনের বিষয় ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট ভিক্ষুণীকে প্রকাশ করিতে হইবে।

(ঙ) ভিক্ষুণী অপরাধ করিলে উভয় সঙ্ঘের নিকট মানত্ত ব্রত নিতে হইবে।

(চ) দুই বৎসর যাবত ছয়টি ধর্মে শিক্ষিত শিক্ষমানাকে উভয় সঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করিতে হইবে।

(ছ) ভিক্ষুণী কোন অবস্থাতেই কোন ভিক্ষুর নিন্দা করিতে পারিবেন না।

(জ) ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদের উপদেশ দিতে পারিবেন, কিন্তু ভিক্ষুণীরা কখনও ভিক্ষুদের উপদেশ দিতে পারিবেন না।

১। বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৩ ; অঙ্গুত্তর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭৪।

প্রধান প্রধান ভিক্ষুণীগণ

১। **মহাপজাপতি গোতমী**—ভিক্ষুণীসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী। ভগবানের দীর্ঘজীবিনী ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে তিনি অগ্রস্থানীয়া ছিলেন।[১] উপসম্পদা লাভের পরে তিনি ভগবানের নিকট ধর্মোপদেশ শুনিয়া গভীর সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করতঃ অল্পদিনের মধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তাঁহার সঙ্গে উপ-সম্পদা প্রাপ্ত অন্যান্য পাঁচশত ভিক্ষুণীরাও ভগবানের প্রথম ধর্মোপদেশ শুনিয়া সকলেই স্রোতাপন্না হইয়াছিলেন এবং আয়ুষ্মান নন্দক স্থবিরের মুখে নন্দকোবাদ সুত্ত[২] শ্রবণ করিয়া সকলেই অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ১২০ বৎসর বয়সে মহাপজাপতি নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সেই পাঁচশত শাক্য ভিক্ষুণীরাও নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন।

মহাপজাপতির যখন জন্ম হয়, তখন গণকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনেক সহচরী থাকিবে, ঐজন্যই তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'মহাপজাপতি' এবং 'গোতমী' তাঁহার গোত্র-নাম।[৩]

একবার ভগবান যখন কপিলবস্তুতে আসেন, মহাপজাপতি ভগবানের জন্য একখানি বহুমূল্য চীবর প্রস্তুত করিয়া দান করিতে চাহিলে ভগবান তাহা লইতে অস্বীকার করেন এবং ঐ চীবর ভিক্ষুসংঘকে দান করিতে বলেন। ইহার দ্বারা ভগবান একটি নজীর সৃষ্টি করিলেন যে ভবিষ্যতে দাতারা ভিক্ষু-সংঘকে চীবর দান করিলে তাহা বেশী ফলপ্রসূ হইবে। এই প্রসঙ্গে ভগবান দক্ষিণাবিভঙ্গ সুত্র[৪] ভাষণ করিয়াছিলেন।

২। **ক্ষেমা**—মগধরাজ বিম্বিসারের প্রথম পত্নীর নাম ক্ষেমা। তিনি সাগল নগরের রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন ভগবান বেণুবনে আসিলে রাজা বিম্বিসার ক্ষেমাকে বুদ্ধ প্রণামের নিমিত্ত আদেশ করিলে ক্ষেমা তাহা অস্বীকার করেন কারণ ক্ষেমা নিজরূপে গর্বিতা ছিলেন।

১। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫।

২। ইহা ভগবানের আদেশে স্থবির নন্দকের দ্বারা ভিক্ষুণীদের নিকট ভাষিত হইয়াছিল—মজ্ঝিম (সুত্ত নং ১৪৬)।

৩। মজ্ঝিম-অট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ১০০১।

৪। মজ্ঝিম (সুত্ত নং ১৪২)।

ভগবান কর্তৃক তাহার রূপের প্রশংসা না পাইবার আশঙ্কা তাহার মনে উদিত হইয়াছিল। রাজা তখন কয়েকজন গায়ক কবিকে বেণুবনের প্রশংসা-গীতের মাধ্যমে ক্ষেমাকে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। ইহাতে ক্ষেমা বেণুবন দর্শনে যাইয়া সরাসরি ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাহার অপেক্ষা শতগুণ সুন্দরী এক অপ্সরা ভগবানকে ব্যজন করিতেছেন। কিন্তু ক্রমশঃ সেই অপ্সরা জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ঐ দৃশ্য দেখিরা ক্ষেমার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তখন ভগবান তাঁহার নিকট সংসার দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করেন। ক্ষেমা সংসার ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুমতি গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবেশ করেন। কথিত আছে যে ভগবানের ভাষণাবসানে ক্ষেমা ঐ আসনেই অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ভগবানের অগ্রশ্রাবিকার স্থান লাভ করিয়া সর্বদা তাঁহার দক্ষিণদিকে স্থান পাইতেন। এইহেতু তাঁহাকে দক্ষিণ-হস্ত শ্রাবিকা বলা হইত। ভগবানের মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্না ভিক্ষুণীদের মধ্যে ক্ষেমা অগ্রস্থানীয়া ছিলেন।

৩। **উৎপলবর্ণা**—শ্রাবস্তীতে কোনও ধনবান গৃহপতির ঔরসে উৎপলবর্ণার জন্ম হয়। ইহার দেহের সৌন্দর্য ও লাবণ্য অনুপম ছিল। তাঁহার পিতা মনে করিতেন—যদি কোনও রাজা বা যুবরাজ বা গৃহপতির সহিত উৎপলবর্ণার বিবাহ হয়, তাহা হইলে অপর রাজন্যবর্গ, গৃহপতি প্রভৃতি তাঁহার শত্রু হইবেন। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি উৎপলবর্ণাকে বিবাহ না দিয়া ভগবানের ভিক্ষুণীসঙ্ঘে দীক্ষিত করাইলেন। উৎপলবর্ণাও স্বীয় তপস্যা প্রভাবে অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তিনি বুদ্ধের একজন অগ্র-শ্রাবিকা এবং সর্বদা বুদ্ধের বামদিকে বসিতেন বলিয়া বামহস্তশ্রাবিকা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ঋদ্ধিশক্তি ছিল। একবার জৈন-তীর্থিকগণ ভগবানের ঋদ্ধিশক্তিকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। পরীক্ষা-স্থল নির্দিষ্ট হইল শ্রাবস্তীর গণ্ডম্ব বৃক্ষমূলে তখন উৎপলবর্ণা ভগবানকে বলিয়াছিলেন যে তিনি নিজেই ঋদ্ধি শক্তির দ্বারা জৈনতীর্থিকদের পরাস্ত করিবেন। কিন্তু ভগবান তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করেন নাই।[১] জেতবনে কিন্তু ভগবান ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তাঁহার ঋদ্ধিমন্তী ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে

১। থেরীগাথা-অটঠকথা, পৃঃ ১৯০, ১৯৫।

উৎপলবর্ণা অগ্রস্থানীয়া।[১] থেরীগাথায় তাঁহার নামে ১২টি গাথা আছে।[২] ভগবান ক্ষেমা এবং উৎপলবর্ণার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহারাই সকল ভিক্ষুণীর আদর্শ হওয়া উচিত।[৩]

৪। **যশোধরা (=গোপা)**—যশোধরা সিদ্ধার্থ গৌতমের স্ত্রী এবং সুপ্রবুদ্ধের কন্যা ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। যখন তথাগত বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর কপিলবস্তুতে আসিয়া রাহুলকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করেন, তখন রাহুলমাতা যশোধরাও সন্ন্যাসিনী হইবার বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা শুদ্ধোদন তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া গৃহে রাখিয়াছিলেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর মহাপজাপতি গোতমী যখন ভিক্ষুণীরূপে দীক্ষিতা হইলেন তখন যশোধরাও বৈশালীতে যাইয়া মহাপজাপতির সহিত সাক্ষাত করেন। তদনন্তর উভয়ে মিলিত হইয়া শ্রাবস্তীতে গমন করেন। সেখানে যশোধরা বুদ্ধের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করেন। সঙ্ঘে তাঁহার নাম হইয়াছিল ভদ্দকচ্চানা থেরী। তিনি বিদর্শন ভাবনার দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহাভিজ্ঞাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণীদের মধ্যে তাঁহার স্থান ছিল প্রথম।[৪] তথাগতের দেহত্যাগের দুই বৎসর পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করেন।

৫। **ধম্মদিন্না**—তথাগতের ধর্মকথিকা ভিক্ষুণীদের মধ্যে ধম্মদিন্না ছিলেন অগ্রস্থানীয়া।[৫] তিনি রাজগৃহের ধনবান ব্যক্তি বিশাখের পত্নী ছিলেন। ভগবানের ধর্মদেশনা শুনিয়া বিশাখ যখন অনাগামী হন, ধম্মদিন্না পতির অনুমতি লইয়া ভিক্ষুণীসঙ্ঘে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কথিত হয় যে, বিশাখ সুবর্ণশিবিকায় করিয়া পত্নীকে ভিক্ষুণী আবাসে প্রেরণ করিয়াছিলেন।[৬] ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষিত হইয়া ধম্মদিন্না নির্জনে ধ্যানাভ্যাস করতঃ

১। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫।
২। গাথা নং ২২৪-২৩৫।
৩। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ৮৮ ; ঐ ২য়, পৃঃ ১৬৪ ;
সংযুক্ত, ২য়, পৃঃ ২৩৬।
৪। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫। অঙ্গুত্তর অট্‌ঠকথা, ১ম, পৃঃ ২০৪—।
৫। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫।
৬। মজ্‌ঝিম-অট্‌ঠকথা (১ম, পৃঃ ৫১৫) অনুসারে নৃপতি বিম্বিসারই সুবর্ণ শিবিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অচিরাৎ চারি পটিসম্ভিদা সহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন।[১] পরে তিনি রাজগৃহে আসেন ভগবানকে বন্দনা করার জন্য। তখন বিশাখ তাঁহাকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং ধম্মদিন্না ঐ সকল প্রশ্নের যে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় চুল্ল-বেদল্ল-সুত্তে।[২] ঐ সকল প্রশ্নের মধ্যে বিশেষ প্রশ্ন ছিল—সৎকায় কি? আর্যমার্গ কি? কিরূপে 'সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি' লাভ হয়? নির্বাণের সদৃশ কিছু আছে কি?—ইত্যাদি। ধম্মদিন্না ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার জ্ঞানানুসারে আমি তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর দিলাম। তোমার যদি সংশয় থাকে, তুমি ভগবানকে এসকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর, ভগবান যাহা বলিবেন তাহাই গ্রহণ করিবে।" বিশাখ ভগবানের নিকট যাইয়া সব বলিলে ভগবান বলিলেন—"বিশাখ! ধম্মদিন্না পণ্ডিত ভিক্ষুণী, ধম্মদিন্না মহাপ্রজ্ঞা-সম্পন্না। তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর আমিও তাহাই বলিব যাহা ধম্মদিন্না বলিয়াছেন। তুমি তাহাই গ্রহণ কর।" ভগবানের কথা শুনিয়া বিশাখ আনন্দিত হইলেন এবং ধম্মদিন্নার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন।

৬। **কিসা গোতমী**[৩]—শ্রাবস্তীতে কিসা গোতমী নামে এক রমণী বাস করিতেন। তাঁহার স্বামীর ঐশ্বর্য্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটি দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। কিন্তু শৈশবেই উহার মৃত্যু ঘটে। গোতমী শোকে অধীর হইয়া মৃত শিশু ক্রোড়ে সংস্থাপন পূর্বক দ্বারে দ্বারে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইলেন—"কেহ কোন ঔষধ দ্বারা এই শিশু জীবিত করিতে পারেন কি না?" সকলেই বলিল—"ইহার কোন ঔষধ নাই।" কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিলেন না। অনন্তর এক জন বৃদ্ধ ভিক্ষু গোতমীকে বলিলেন—"তুমি ভগবান্ বুদ্ধের নিকট গমন কর, তিনি ইহার ঔষধ জানেন।" বুদ্ধ ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন এমন সময়ে গোতমী তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক বলিলেন—"ভগবন্ আপনি অনেক ঔষধ জানেন, আমার এই পুত্রটির

১। থেরীগাথা গাথা নং ১২।
২। মজ্ঝিম (সুত্ত নং ৪৪)
৩। কপিলবস্তুর ক্ষত্রিয় কন্যা কিসা গোতমী অন্য। এইস্থলে শ্রাবস্তীর কিসা গোতমীর কথাই বলা হইতেছে।

মৃত্যু হইয়াছে, অনুকম্পা করিয়া ইহার কোন ঔষধের ব্যবস্থা করুন।" বুদ্ধ উত্তর করিলেন—"হে গোতমি, তুমি নগরে গমন কর, যে বাড়ীতে ইতিপূর্ব্বে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কন্যা দাস দাসী ইত্যাদি কাহারও মৃত্যু হয় নাই, এমন কোন বাড়ী হইতে এক মুষ্টি সর্ষপবীজ আনয়ন কর, আমি তোমার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিব।" বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া গোতমী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও সর্ষপ আনয়নের জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অসংখ্য বাড়ী ঘুরিয়াও সর্ষপ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। প্রত্যেক বাড়ীতেই শুনিলেন—পিতামাতা প্রভৃতি কাহারও মৃত্যু ঘটিয়াছে। কোন বাড়ীতে একটি লোকও মরে নাই এমন বাড়ী দেখিতে না পাইয়া গোতমীর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। তিনি শিশুটিকে শ্মশানে নিক্ষেপ করিয়া নিম্ন লিখিত গাথা পাঠ করিলেন—

ন গামধম্মো নো নিগমস্‌স ধম্মো ন চাপি'য়ম্‌ এককুলস্‌স ধম্মো।
সব্বলোকস্‌স সদেবকস্‌স এসেব ধম্মো যদিদং অনিচ্চতা তি॥

"সকল বস্তুই অনিত্য। এই অনিত্যতা গ্রাম নগর বা কুল বিশেষের ধর্ম্ম নহে। ইহা সকল মনুষ্য ও দেবগণের ধর্ম্ম।"

অনন্তর গোতমী বুদ্ধের সমীপে গমন করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে গোতমি, সর্ষপ পাইয়াছ"? গোতমী উত্তর করিলেন—"ভগবন্‌ আমার সর্ষপের কর্ম্ম পরিনিষ্পন্ন হইয়াছে, আর আমার সর্ষপের প্রয়োজন নাই; আমার চিত্ত স্থির হইয়াছে।" তখন বুদ্ধ গোতমীকে বলিলেন—

তং পুত্ত-পসু-সম্মত্তং ব্যাসত্তমানসং নরং।
সুত্তং গামং মহোঘো'ব মচ্চু আদায় গচ্ছতি॥
ন সন্তি পুত্তা তাণায় ন পিতা ন পি বান্ধবা।
অন্তকেনাধিপন্নস্‌স নত্থি ঞাতিসু তাণতা॥
এতমত্থবসং ঞত্বা পন্ডিতো সীলসংবুতো।
নিব্বানগমনং মগ্‌গং খিপ্‌পমেব বিসোধয়ে॥[১]

"যেমন প্রবল জলপ্রবাহ সুপ্ত গ্রামকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ পুত্রে ও পশুতে ব্যাসক্তচিত্ত লোককে মৃত্যু লইয়া যায়। পুত্রও ত্রাণ করে না,

১। ধম্মপদ, শ্লোক নং ২৮৭-২৮৯

পিতাও ত্রাণ করেন না, বন্ধুগণও ত্রাণ করেন না ; যে ব্যক্তি মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার জ্ঞাতিগণের দ্বারা ত্রাণ সম্ভবপর নহে। শীল-পরিশুদ্ধ পন্ডিত ব্যক্তি এই তত্ত্ব অবগত হইয়া শীঘ্রই নির্ব্বাণ গমনের পথ পরিষ্কৃত করিবেন।"

বুদ্ধের উচ্চারিত গাথা শ্রবণ করিয়া গোতমীর মনে তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর ভগবানের ধর্মোপদেশ অনুসারে সাধনায় নিমগ্ন হইয়া তিনি কিছুদিনের মধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। ভগবান তাঁহাকে রুক্ষচীবরধারিণীদের মধ্যে অগ্রস্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন।[১] থেরীগাথায় তাঁহার নামে ১১টি গাথা আছে।[২]

৭। **পটাচারা**—পটাচারার মত দুঃখিনী নারী অল্পই দৃষ্ট হয়। শ্রাবস্তীনগরে রাজকোষাধ্যক্ষের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহার দুঃখের সীমা-পরিসীমা ছিলনা। অবশ্য অপরাধ পটাচারারও কম ছিল না। তাঁহার গৃহে নিযুক্ত একজন পরিচারকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতা হয় এবং একদিন তাহাকে লইয়াই পটাচারা পলায়ন করেন। কিন্তু ভাবী পরিণাম হইল শোচনীয়। একই দিনে তিনি দুই শিশুপুত্রকে হারান, তাহারা স্রোতের জলে ভাসিয়া যায়। পূর্বরাত্রে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয় সর্পদংশনে। যাইতেছিলেন পিত্রালয়ে অসহায়ের মত। কিন্তু পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন পূর্বদিন রাত্রের ঝড়বৃষ্টিতে তাঁহার পিতা, মাতা ও সহোদর ভ্রাতার মৃত্যু হয়। ঝড়ে গৃহ ভগ্ন হইয়া তাহাদের উপর পতিত হইয়াছিল। পটাচারা শুনিলেন একই চিতাগ্নিতে তাহাদের দেহ দগ্ধ হইতেছে।—ইহা শুনিয়া সর্ব-হারা পটাচারা শোকেদুঃখে উন্মাদিনীপ্রায় হইলেন। তাঁহার অঙ্গের বসন খসিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার সেই জ্ঞানও নাই যে, তিনি উলঙ্গপ্রায় হইয়াছেন।

"দুই সন্তানই হারাইয়াছি, অরণ্যে স্বামীর মৃতদেহ পড়িয়া আছে ; একই চিতায় মাতা, পিতা ও ভ্রাতা দগ্ধ হইতেছেন"—এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে পটাচারা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতি

১। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫।
২। গাথা নং ২১৩-২২৩।

বশতঃ তিনি ভগবান বুদ্ধের সমীপে আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবানের ধর্মশ্রবণরত জনৈক ব্যক্তি উলঙ্গিনীকে দেখিয়া নিজের গাত্রবস্ত্র তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন। পটাচারা তাহা নিজের শরীরে জড়াইয়া ভগবানকে বন্দনা করতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ভগবান সব শুনিয়া বলিলেন— "পটাচারে, তোমার হৃত ধনের পুনরুদ্ধার অসম্ভব। সন্তানাদির জন্য তুমি যে অশ্রুপাত করিতেছ, সেইরূপ পূর্বেও অসংখ্য জন্মে একই কারণে অশ্রুপাত করিয়াছ। তোমার অশ্রু চারি মহাসমুদ্রের একত্রীভূত বারি অপেক্ষাও অধিক ঃ

চতূসু সমুদ্দেসু জলং পরিত্তকং
তত বহুং অস্সুজলং অনপ্পকং।
দুক্খেন ফুট্ঠস্স নরস্স সোচতো
কিং কারণা সোচবসা পমজ্জসী তি ॥[১]

পটাচারা, লোকান্তরে সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-কুটুম্ব কেহই মানুষকে কোন প্রকার সাহায্য করণে অক্ষম। তদ্ধেতু জ্ঞানীমাত্রই বিশুদ্ধ আচার পরায়ণ হইয়া নির্বাণপ্রদায়ী মার্গের অনুশীলন করেন।" বুদ্ধের বাক্য সমাপ্ত হইলে পটাচারা "স্রোতাপন্ন" হইয়া সঙ্ঘে দীক্ষিত হইবার বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে ভিক্ষুণীদিগের সমীপস্থ করিয়া সঙ্ঘভুক্ত করাইলেন। পটাচারা সমস্ত কিছুর অনিত্যতা, নিঃসারতা বিষয়ে ধ্যান বর্ধিত করিয়া অচিরেই অর্হত্ব লাভ করিলেন। পরবর্তীকালে পটাচারা থেরীর সুনাম-সুখ্যাতি এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে ভগবান একদিন ভিক্ষু-ভিক্ষুণী পরিষদে ঘোষণা করিলেন—"সমস্ত বিনয়ধরা ভিক্ষুণীদের মধ্যে আমার পটাচারা অগ্রস্থানীয়া।[২]

৮। **ভদ্দা কুণ্ডলকেশা**—তিনি ভগবান বুদ্ধের ক্ষিপ্রাভিজ্ঞা ভিক্ষুণীদের মধ্যে অগ্রস্থানীয়া ছিলেন। রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠি পরিবারে তাঁহার জন্ম। যেদিন তাঁহার জন্ম হয়, সেইদিনই রাজপুরোহিতেরও এক পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তাঁহার নাম ছিল সত্তুক। ক্রমে উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। একদিন ভদ্দা দেখিলেন যে, কোন অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সত্তুককে বধ্য-

১। থেরীগাথা, পটাচারা থেরীর বস্তু নং ৪৭
২। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫।

ভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। সত্তুককে ঐ অবস্থায় দেখিয়া ভদ্দার করুণা হইল। তিনি পিতাকে বলিলেন যে, সত্তুক বিনা তিনি জীবনধারণ করিবেন না। অগত্যা ভদ্দার পিতা প্রহরীকে ঘুষ দিয়া সত্তুককে মুক্ত করিলেন। ভদ্দা তাহাকে সুগন্ধিজলে স্নান করাইয়া গৃহে আনিলেন এবং নানাবিধ বস্ত্র পরিধান করিয়া সত্তুকের সেবা করিতে লাগিলেন। একদিন ভদ্দার শরীরে মণিমুক্তাদি দেখিয়া সত্তুকের লোভ হইল। সে ভাবিল কি করিয়া ভদ্দাকে প্রবঞ্চিত করিয়া সে ঐ মণিমুক্তাদি অপহরণ করিবে। একদিন সে ছলনা করিয়া ভদ্দাকে বলিল ঃ "ভদ্দে, আমাকে ঐ চোরপর্বতে যাইতে হইবে। আমি সংকল্প করিয়াছিলাম যে, যদি আমি মুক্তিলাভ করি তাহা হইলে ঐ পর্বতের অধিষ্ঠিত দেবতাকে বিশেষ পূজা দিব।" ভদ্দা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া নিজেও সর্বালংকারে বিভূষিতা হইয়া সত্তুকের সঙ্গে সেই চোরপর্বতে গেলেন। চোরপর্বতে যাইয়া সত্তুক স্বীয় অভিপ্রায়ের কথা ভদ্দাকে জানাইলে বুদ্ধিমতী ভদ্দা আত্মরক্ষার নিমিত্ত বলিলেন—"আমাকে হত্যা করিয়া সমস্ত অলংকার তুমি গ্রহণ করিও, কিন্তু তাহার পূর্বে তোমার সর্বাঙ্গে আমাকে আলিঙ্গন করিতে দাও। তাহা হইলে আমার আর দুঃখ থাকিবে না।" কপট সত্তুক ভদ্দার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া সম্মত হইল। ভদ্দা তাহাকে আলিঙ্গন করিতে করিতে অকস্মাৎ তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলেন। সত্তুকের মৃত্যু হইল। ইহার পরে ভদ্দা আর গৃহে ফিরিলেন না। তিনি শ্বেতাম্বর জৈনদের সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন। যখন তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হইলেন তখন জৈন সাধ্বীগণ তাঁহার কেশরাশি উৎপাটিত করিয়া দিলেন। কিন্তু ভদ্দার মস্তকে কেশরাশি কুণ্ডলাকারে পুনরায় গজাইল। তখনই তাঁহারা তাঁহার নাম রাখেন কুণ্ডলকেশা। কিন্তু ভদ্দা জৈনদের শিক্ষাদীক্ষায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘুরিয়া প্রভূত জ্ঞানার্জন করিলেন এবং যুক্তিতর্কের দ্বারা কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। একদিন তিনি গ্রামে যাইয়া গ্রামদ্বারে বালুকাস্তূপ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জম্বুবৃক্ষের একটি শাখা রোপণ করিয়া ঘোষণা করিলেন—"যে আমার সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছুক সে এই জম্বুবৃক্ষের শাখা পদদলিত করুক।" একদিন স্থবির শারীপুত্র শ্রাবস্তীর বাহিরে ঐ জম্বুবৃক্ষের শাখা প্রোথিত দেখিয়া কিছু বালক-বালিকার দ্বারা তাহা পদদলিত করাইলেন। ইহা দেখিয়া ভদ্দা দলবল সঙ্গে লইয়া জেতবনে উপস্থিত হইয়া শারীপুত্রকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

শারীপুত্র তখন ভদ্দাকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। ভদ্দা একে একে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, শারীপুত্রও সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। অবশেষে ভদ্দা ক্ষান্ত হইলে শারীপুত্র প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। শারীপুত্রের প্রথম প্রশ্ন, "এক বলিতে কি বোঝায় ?" ভদ্দা উত্তর দিতে না পারিয়া শারীপুত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু শারীপুত্র তাঁহাকে বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করিলেন। শাস্তা ভগবান ভদ্দাকে বলিলেন—নিরর্থক সহস্র গাথা অপেক্ষা একটি গাথাও শ্রেয়ঃ যাহা শ্রোতাকে শান্তি দান করে। ভগবানের ভাষণের শেষে ভদ্দা অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। ভগবান স্বয়ং তাঁহাকে ভিক্ষুণীসঙ্ঘে দীক্ষা দিলেন।

ভিক্ষুণী হইয়া তিনি পঞ্চাশৎ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই পঞ্চাশৎ বৎসর যাবৎ তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল প্রভৃতি রাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। থেরীগাথায় তাঁহার নামে পাঁচটি গাথা আছে।[১]

৯। **ভদ্দা কপিলানী**—মদ্ররাজ্যে সাগল নগরের কোসিয়গোত্র ব্রাহ্মণের কন্যা। তাঁহার মাতার নাম ছিল সুচীমতী এবং পিতার নাম কপিল। পিপ্‌ফলি-মাণব (=থের মহাকস্‌সপ)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ভদ্দা প্রচুর ধনসম্পদ লইয়া পতিগৃহে আসিয়াছিলেন, আবার পিপ্‌ফলি-মাণবের ধনসম্পদও কম ছিল না। একদিন পিপ্‌ফলি-মাণব সমস্ত ধনসম্পদ ভদ্দাকে প্রদান করিয়া সংসার ত্যাগ করিতে চাহিলে ভদ্দাও তাঁহার অনুগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। অবশেষে দুইজনেই মুণ্ডিত মস্তক হইয়া এবং কাষায়-বস্ত্র ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করিলেন। পিপ্‌ফলি-মাণবের অনেক দাসদাসী ছিল। তাহারা পিপ্‌ফলি-মাণবকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। পিপ্‌ফলি তাহাদের সকলকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে একটি দ্বিমাথা রাস্তার সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া ভদ্দাকে বলিলেন—"ভদ্দে, তুমি বামদিকে অগ্রসর হও, আমি ডানদিকে যাইতেছি। মুক্তির পথ লাভ না করিয়া আমরা আর একত্র হইব না।" এই বলিয়া পিপ্‌ফলি চলিয়া গেলেন। ভদ্দাও ঘুরিতে ঘুরিতে রাজগৃহের জেতবনস্থ একটি তীর্থিকারামে উপস্থিত হইয়া পাঁচ বৎসর

১। গাথা নং ১০৭-১১১।

কাটাইলেন (তখনও ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন নাই)। পরে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা করিলে ভদ্দা মহাপজাপতি গোতমীর নিকট ভিক্ষুণীসংঘে দীক্ষিত হন। পরে ভগবানের ধর্মোপদেশ শুনিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইয়া তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেন। পূর্বনিবাস অনুসরণ-কারিণীদের মধ্যে ভগবান ভদ্দাকে প্রথম স্থান প্রদান করিয়াছিলেন।[১]

পালি বিনয়পিটকে বহুবার ভদ্দার নাম পাওয়া যায়, কারণ ভদ্দার বহু শিষ্যা বিভিন্ন বিনয়-নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।[২]

১০। **নন্দা থেরী**—ধ্যানপরায়ণা ভিক্ষুণীদের মধ্যে নন্দার স্থান ছিল সর্বপ্রথম। তাঁহার পিতা ছিলেন রাজা শুদ্ধোদন এবং মাতা মহাপজাপতি গোতমী। তাঁহাকে সুন্দরী নন্দাও বলা হইত। অনেক শাক্যরমণীরা মহাপজাপতির সঙ্গে ভিক্ষুণী হওয়ায় নন্দাও ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। তিনি শ্রদ্ধাপ্রব্রজিতা ছিলেন না। নিজের রূপগরিমায় গর্বিতা নন্দা প্রথম প্রথম বুদ্ধের দর্শনেই যাইতেন না, পশ্চাতে বুদ্ধ তাঁহার রূপের নিন্দা করেন তাই। কিন্তু পরে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া তিনি রূপ সম্বন্ধে অনিত্যত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া স্রোতাপন্না হন। পরে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

১১। **সোণা থেরী**—অর্হৎ সোণা থেরী আরব্ধবীর্যা ভিক্ষুণীদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন।[৩] শ্রাবস্তীর এক কুটুম্বিক গৃহে তাঁহার জন্ম। তাঁহার দশটি সন্তান হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে বহুপুত্রিকা বলা হইত। যখন তাঁহার স্বামী সংসার ত্যাগ করেন, সোণা সমস্ত ধনসম্পদ পুত্র-কন্যাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন, নিজের জন্য কিছুই রাখেন নাই। কিন্তু তাঁহার বার্ধক্যকালে সন্তানগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে শুরু করিলে সোণা ভিক্ষুণীসংঘে দীক্ষিত হন। তিনি ভিক্ষুণীদের সেবা করিতেন এবং রাত্রি জাগিয়া ধর্মবিনয় শিক্ষা করিতেন। তাঁহার প্রতিভার কথা জানিতে পারিয়া একদিন বুদ্ধ তাঁহার নিকট ধর্মদেশনা করেন। ভগবানের ধর্মোপদেশ অনুসারে সাধনা করিয়া তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

১। অঙ্গুত্তর ১ম, পৃঃ ২৫।

২। বিনয়, ৪র্থ, পৃঃ ২২৭, ২৬৮, ২৬৯—

৩। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫।

১২। **সিগাল (ক) মাতা**—রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠিকুলে তাঁহার জন্ম হয়। বিবাহের পরে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম রাখা হয় সিগাল(ক)। সিগাল(ক) মাতা ভগবান বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভগবান বুদ্ধের প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। যখন তথাগত ধর্মদেশনা করিতেন, সিগাল(ক) মাতা তাঁহার ব্যক্তিত্ব দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া তাঁহার দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া থাকিতেন। পরে তথাগতনির্দেশিত পথে সাধনাভ্যাস করিয়া তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তথাগত তাঁহার শ্রদ্ধাধিমুক্ত-ভিক্ষুণীদের মধ্যে সিগাল(ক) মাতাকে অগ্রস্থান প্রদান করিয়াছিলেন।[১]

অপদান[২] অনুসারে বুদ্ধ সিগাল(ক)কে দশদিক বন্দনা করার যথার্থ উপায় প্রকাশচ্ছলে সিগালোবাদ-সুত্ত[৩] দেশনা করিয়াছিলেন। সিগাল(ক) মাতাও সেই দেশনা শুনিয়া স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন।

১৩। **সকুলা থেরী**—শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। যেদিন ভগবান অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর নিকট হইতে জেতবনোদ্যান দানস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উপস্থিত জনতাকে ধর্মোপদেশের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইদিনই ভগবানের প্রতি সকুলার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। পরে একজন অর্হৎ ভিক্ষুর মুখে ধর্মোপদেশ শুনিয়া তিনি ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষিত হন। কিছুদিন পরেই বিদর্শন বর্ধিত করিয়া তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তিনি যখন ভগবানের সান্নিধ্যে আসেন, ভগবান তাঁহার গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তিনি সঙ্ঘের মধ্যে ঘোষণা করেন যে, তাঁহার দিব্যচক্ষুসম্পন্না ভিক্ষুণীদের মধ্যে সকুলা অগ্রস্থানীয়া।[৪]

১৪। **আম্রপালী**—বৈশালী নগরের নানাগুণবতী ও পরমা সুন্দরী বারবিলাসিনী আম্রপালী। তাঁহার গর্ভে রাজা বিম্বিসারের ঔরসে অভয়

১। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫।
২। অপদান, ২য়, পৃঃ ৬০৩—।
৩। দীঘ (সুত্ত নং ৩১)
৪। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৫।

রাজকুমারের[১] জন্ম হইয়াছিল। অপদান গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, "আম্রপালী ঔপপাতিকরূপে আম্রকুঞ্জে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ধেতু তাঁহার নাম আম্রপালী হইয়াছে।" ভগবান 'ফুস্স' সম্যকসম্বুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার ভগ্নী ছিলেন। তখন তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়া রূপ-সম্পদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপব ভগবান্ 'সিখী' সম্যক্সম্বুদ্ধের সময় তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এক বিমুক্ত-চিত্তা ভিক্ষুণীকে বেশ্যা বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। সেই বাচনিক পাপের হেতু তাঁহাকে মরণান্তে ভয়ানক নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ক্রমে দশ সহস্র জন্ম গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ভগবান 'কশ্যপ' সম্যকসম্বুদ্ধের সময় তিনি ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া মরণান্তে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবপুরে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথা হইতে চ্যুত হইয়া বর্তমানে আম্রশাখান্তরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যেক জন্মেই তিনি পূর্ব্ব প্রার্থনানুযায়ী পরমা রূপবতী হইয়াছিলেন। এবারও পূর্ব্ব পাপ ভোগ নিঃশেষ না হওয়ায় তাঁহাকে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বের সুচরিত কর্ম্মের প্রভাবে পরমা রূপবতী ও নানাগুণান্বিতা বলিয়া বৈশালী নগরের প্রধান বারাঙ্গনা হইয়াছিলেন। ভগবানের অশীতি বৎসর বয়সে তিনি আম্রপালীর উপবনে আগমন করিলে, আম্রপালী ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বুদ্ধের ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হন। পরদিবসে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজন করাইয়া বুদ্ধকে তাঁহার আম্রবন ও সমস্ত ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছিলেন। তৎপর শাসনে প্রব্রজিতা হইয়া অচিরেই ষড়ভিজ্ঞা সম্পন্না অর্হৎ হইয়াছিলেন।[২] 'থেরীগাথা' ও 'থেরী অপদানে' তাঁহার ভাষিত অনেকগুলি কবিত্বপূর্ণ গাথা আছে।

১। থেরগাথা-অট্ঠকথানুসারে পুত্রের নামকরণ হইয়াছিল 'বিমল'। পরে তিনি যখন ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন তাঁহার নাম হইয়াছিল 'বিমলকোণ্ডঞ্ঞ থের'। তিনি অর্হৎ হইয়াছিলেন।

—বিমলকোণ্ডঞ্ঞথেরবণ্ণনা, থেরগাথা-অট্ঠকথা, ৭।৪

২। থেরীগাথা-অট্ঠকথা, পৃঃ ২০৬-২০৭।

প্রধান প্রধান উপাসক উপাসিকাবৃন্দ

ভগবান বুদ্ধের প্রধান প্রধান উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা হিসাবে অনাথপিণ্ডিকের নাম, সর্বশ্রেষ্ঠ দাত্রী হিসাবে মিগারমাতা বিশাখার নাম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে জীবকের নাম উল্লেখযোগ্য—যাঁহাদের কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা বাদেও আরও অনেক উপাসক-উপাসিকা নিজ নিজ গুণ ও কীর্তির জন্য বুদ্ধের নিকট প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের কয়েকজনের কথা এখানে আলোচনা করিব।

ত্রপুষ ও ভল্লিক[১]—ভগবান বুদ্ধের প্রথম দুই শিষ্য। ইঁহারা দুই ভ্রাতা—ত্রপুষ জ্যেষ্ঠ এবং ভল্লিক কনিষ্ঠ। তাঁহারা প্রত্যেকে পাঁচশত শকট-যান লইয়া দীর্ঘপথ পরিক্রমা করিয়া ব্যবসা করিতেন। বুদ্ধত্বলাভের পরে অষ্টম সপ্তাহের প্রথম দিনে ভগবান যখন রাজায়তন বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে-ছিলেন তখন দুই ভ্রাতা পণ্য বোঝাই এক সহস্র গোবাহী শকট লইয়া উৎকল (=উড়িষ্যা) হইতে রাজগৃহে যাইতেছিলেন। কিন্তু এক দেবতার প্রভাবে (ঐ দেবতা পূর্বজন্মে ছিলেন ঐ দুই ভ্রাতার জননী)[২] তাঁহাদের শকটগুলি বুদ্ধের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবতার নির্দেশে দুই ভ্রাতা বুদ্ধকে 'মন্থ' ও 'মধুপিণ্ড' দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পরে ঐ সর্বপ্রথম ভগবান আহার গ্রহণ করিলেন। ভগবানের আহারান্তে দুই ভ্রাতা ভগবানের কিছু স্মৃতিচিহ্ন প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহার মস্তক হইতে এক গুচ্ছ কেশ তাঁহাদের প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সুবর্ণ-করণ্ডকে ঐ কেশগুচ্ছ লইয়া নিজেদের দেশে বিরাট চৈত্য নির্মাণ করিয়া ঐ কেশগুচ্ছ রক্ষা করিয়াছিলেন।[৩]

১। পালি তপস্সু ও ভল্লুক (ভল্লিক)।

২। অঙ্গুত্তর-অট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ২০৭—।

৩। ব্রহ্মদেশের ইতিহাস অনুসারে ঐ দুই বণিক ভ্রাতা ছিলেন ব্রহ্মদেশের এবং বর্তমান রেঙ্গুন শহরে যে সোয়েডাগন প্যাগোডা (=চুল-কম্মা) আছে তাহার অভ্যন্তরেই ঐ কেশগুচ্ছ রক্ষিত আছে।

চিত্ত গৃহপতি—ভগবান বুদ্ধের ধর্মকথিক উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠী চিত্ত গৃহপতির স্থান ছিল সর্বাগ্রে। মগধরাজ্যে কাশীর অন্তর্গত মচ্ছিকাসণ্ড নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। কথিত আছে যে তাঁহার জন্মের সময় পাঁচ প্রকার দিব্যপুষ্প বর্ষিত হইয়া মচ্ছিকাসণ্ডকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল। ঐ জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল চিত্ত (=বিচিত্র)।

ভিক্ষু মহানাম ভিক্ষার জন্য মচ্ছিকাসণ্ডে আসিলে চিত্ত তাঁহাকে নিজ বাসস্থানে আনিয়া ভোজন দান করিয়াছিলেন। পরে মহানামের ধর্মোপদেশ শুনিয়া চিত্ত স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি অম্বটক নামক স্থানে একটি বিহার নির্মাণ করাইয়া মহানামকে দান করিয়াছিলেন।

ভগবানের দুই অগ্রশ্রাবক শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নও মচ্ছিকাসণ্ডে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে আসিলে চিত্তের দ্বারা আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। শারীপুত্র স্থবিরের ধর্মদেশনা শুনিয়া চিত্ত অনাগামী হইয়াছিলেন। তিনি যখন প্রথম ভগবদ্দর্শনে শ্রাবস্তীতে গমন করেন সঙ্গে দুই হাজার অনুগামী এবং পাঁচশত শকট বোঝাই দান-সামগ্রী লইয়া গিয়াছিলেন। বুদ্ধের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত হওয়া মাত্রই পাঁচ প্রকার দিব্যপুষ্প বর্ষিত হইয়াছিল। তিনি পক্ষকাল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে চতুর্প্রত্যয় দান করিয়া নিজের নগরে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তাঁহার পাঁচশত শকট সর্বদা দিব্যবস্তুর দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত।

হস্তক আলবক—আলবক রাজ্যের রাজকুমার ছিলেন। সেই রাজ্যে আলবক যক্ষের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। রাজাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যেকদিন আলবক যক্ষের ভক্ষ্যস্বরূপ একটি মানুষকে পাঠাইতে হইত। কিন্তু এই আলবক যক্ষকে ভগবান বুদ্ধ দমিত করেন এবং আলবক ভগবানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যেদিন আলবককে ভগবান দমিত করেন, সেইদিনই তাঁহার ভক্ষ্যস্বরূপ রাজার এক সন্তানকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু আলবক রাজকুমারকে স্পর্শ করিবে না। ভগবান আলবককে বলিলেন—“আলবক, তুমি শিশুটিকে গ্রহণ কর।” আলবক যক্ষ শিশুটিকে গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের হস্তে অর্পণ করিলেন। বুদ্ধ আবার শিশুটিকে আলবকের হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু আলবক আর প্রাণীহত্যা করিবেন না। তাই তিনি শিশুটিকে যাহারা আনিয়াছিল তাহাদের হস্তেই সমর্পণ করিলেন। শিশুটির প্রাণ রক্ষিত হইল

দেখিয়া সকলেই তাহাকে আদর সহকারে হাতে হাতে গ্রহণ করিল। সেইজন্য শিশুটির নাম হয় "হস্তক আলবক"।[১]

যখন শিশুটিকে রাজপ্রাসাদে ফিরাইয়া আনা হইল, রাজার আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। ভগবান বুদ্ধের দ্বারা আলবক যক্ষ দমিত হইয়াছেন শুনিয়া রাজা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। অন্যদিকে বুদ্ধ আলবক যক্ষকে সঙ্গে লইয়া আলবক নগরের সন্নিকটস্থ একটি কুঞ্জে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সংবাদ পাইয়া সপারিষদ্ রাজা বুদ্ধের দর্শনে আসিলেন এবং বুদ্ধের সঙ্গে আলবক যক্ষকে দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। আলবক প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি আলবক নগরের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করিবেন।

হস্তক আলবক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভগবান বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করতঃ অনাগামী ফল লাভ করিলেন। ইহার পর হইতে হস্তক আলবকের সহিত পাঁচশত সুশিক্ষিত সহচর অবস্থান করিতেন। এবং তিনিই সাতজন গৃহপতির মধ্যে একজন যাঁহার সঙ্গে এইরূপ পাঁচশত সহচর সর্বক্ষণ অবস্থান করিতেন। একদিন ভগবান সেই পাঁচশত সুশিক্ষিত সুদান্ত সহচরদের দেখিয়া হস্তক আলবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হস্তক, তুমি কিভাবে এই পাঁচশত সহচরদের এইরূপ সুশিক্ষিত ও সুদান্ত করিয়াছ?" আলবক বলিলেন যে, তিনি দান, সুবাক্য, দয়ার্দ্রচিত্ততা ও সমতা—এই চারিটি গুণের দ্বারা তাহাদের সুশিক্ষিত ও সুদান্ত করিয়াছেন। আলবকের কথা শুনিয়া ভগবান তাঁহাকে সাধুবাদ দিলেন এবং আলবকের অসাক্ষাতে তাঁহার আটটি গুণের প্রশংসা করিয়াছিলেন—শ্রদ্ধা, শীল, বিবেক, পাপে ভয়দর্শিতা, সুভাষিত শ্রোতুকাম্যতা, দান, প্রজ্ঞা এবং বিনয়নম্রতা।[২] একদিন ভগবান ভিক্ষুসংঘের মধ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, আমার উপাসকদের মধ্যে দুইজনকে আমি অনুকরণযোগ্য বলিয়া মনে করি—চিত্ত গৃহপতি এবং হস্তক আলবক।"[৩]

১। অঙ্গুত্তর-অট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ২১২ ; সুত্তনিপাত-অট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ২৪০।

২। অঙ্গুত্তর, ৪র্থ, পৃঃ ২১৮—।

৩। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ৮৮, ২য়, পৃঃ ১৬৪ ; ৩য়, পৃঃ ৪৫১ ; সংযুত্ত, ২য়, পৃঃ ২৩৫।

তখন হইতে মাতাপিতাগণ তাঁহাদের পুত্রদের উপদেশ দিতেন তাহারা যেন চিত্ত গৃহপতি এবং হস্তক আলবকের মত গুণবান্ হইতে পারে।

মৃত্যুর পর হস্তক অবিহা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথা হইতেই অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া বিমুক্ত হন। অবিহায় অবস্থানকালে একদিন তিনি ভগবানকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু অরূপী সূক্ষ্মদেহী হওয়াতে কিছুতেই দণ্ডায়মান হইতে পারিতেছিলেন না। ভগবান বলিলেন—"হস্তক, তুমি রূপকায় ধারণ কর।" তারপর রূপকায় ধারণ করিয়া হস্তক বলিলেন—"ভন্তে ভগবন্, আমি দেবলোকে সর্বদা দেবগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতাম, কারণ দেবগণ ধর্মশ্রবণেচ্ছু।" তিনটি বিষয়ে দুঃখ লইয়া তিনি কালগত হইয়াছেন—১। বুদ্ধকে বারবার দর্শন করিলেও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। ২। বুদ্ধের ধর্মশ্রবণেও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই এবং ৩। ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই।[১]

বুদ্ধবংস গ্রন্থে চিত্ত গৃহপতি ও হস্তকালবককে বুদ্ধের দুই প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে (অগ্‌গুপট্‌ঠাকা) বর্ণনা করা হইয়াছে।[২]

মহানাম—অমিতোদন শাক্যের পুত্র,[৩] রাজা শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র, অনুরুদ্ধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বুদ্ধের খুল্লতাত ভ্রাতা। বুদ্ধত্বলাভের পর ভগবান কপিলবস্তুতে আসিলে ভগবানকে দেখা মাত্রই মহানাম অভিভূত হইয়াছিলেন এবং তখনই তিনি স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন।

ভগবান বেরঞ্জা ব্রাহ্মণগ্রাম হইতে একবার সরাসরি কপিলবস্তুতে আসিয়াছিলেন। মহানাম শুনিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষহেতু বেরঞ্জায় অবস্থানকালে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের আহার-বিহারে অনেক কষ্ট হইয়াছে। তাই মহানাম ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"ভন্তে ভগবন্, আমি শুনিয়াছি যে বেরঞ্জায় আপনার খুব কষ্ট হইয়াছে। ভগবান যদি আমাকে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে চারিমাস যাবত সেবা করিব।"—ভগবান অনুমতি প্রদান করিলে

১। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৭৮-২৭৯।

২। বুদ্ধবংস, ২৬।১৯

৩। মজ্ঝিম-অট্‌ঠকথানুসারে (১ম, পৃঃ ২৮৯) মহানামের পিতা ছিলেন শুক্লোদন এবং আনন্দের পিতা ছিলেন অমিতোদন।

মহানাম উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্যের দ্বারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে চারিমাস সেবা করিয়া আরও আট মাস সেবা করিবার জন্য অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। ভগবান অনুমতি দিলেন। মহানাম এক বৎসর ধরিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয়ের দ্বারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করিলেন। কিন্তু আরও দীর্ঘকালের সেবার অনুমতি চাহিলে ভগবান তাঁহাকে আর অনুমতি প্রদান করেন নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সুযোগ পাইলেই মহানাম উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্যের দ্বারা সঙ্ঘের সেবা করিয়াছিলেন। সেইজন্য ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মেলনে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দীর্ঘকাল যাবত উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্যদাতাদের মধ্যে আমি মহানামকে অগ্রস্থানীয় বলিয়া মনে করি।"[১]

উগ্‌গ (=উগ্র) গৃহপতি—বৈশালীয় শ্রেষ্ঠী উগ্র গৃহপতি ভগবানের প্রথম দর্শনেই স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি অনাগামী হইয়াছিলেন। বার্ধক্যকালে তিনি তাঁহার পছন্দসই বস্তু ভগবানকে দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভগবান অনুমোদন করিলে উগ্র বলিয়াছিলেন যে, তিনি কি দান করিতে ইচ্ছুক তাহা ভগবান জানেন এবং পরের দিন যেন ভগবান ভিক্ষুসংঘসহ তাঁহার গৃহে পদার্পণ করেন।

পরের দিন ভগবান ভিক্ষুসংঘ লইয়া উগ্রের গৃহে উপস্থিত হইলে উগ্র তাঁহার পছন্দসই উপকরণসহ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম খাদ্যভোজ্য দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। ভগবানের আহার সমাপ্ত হইলে উগ্র একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন যে, তিনি তাঁহার মনোমত বস্তু সর্বদা ভিক্ষু-সংঘকে দান করিতে ইচ্ছুক। ভগবান সম্মতি প্রদান করিলে উগ্র গৃহপতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার মনোমত দ্রব্যাদি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বহুবার দান করিয়াছেন। সেইজন্য ভগবান তাঁহার উপাসকদের মধ্যে মনোমত বস্তু দাতাদের মধ্যে উগ্রকে অগ্রস্থান প্রদান করিয়াছিলেন।

পালি সাহিত্যে আরও একজন উগ্র শ্রেষ্ঠীর নাম পাওয়া যায় যাঁহাকে বলা হইত হস্তিগ্রামক উগ্র (পালি উগ্‌গ অথবা উগ্‌গত) এবং যিনি শ্রেষ্ঠ সংঘ-সেবকরূপে ভগবানের দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছিলেন। এই উগ্র গৃহপতির আরও আট প্রকার গুণের কথা ভগবান বলিয়াছিলেন। যেমন—

১। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৬।

১। ভগবান এক সময় বৃজি রাজ্যের হস্তিগ্রামে নাগবনোদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় উগ্র শ্রেষ্ঠী সাতদিন ধরিয়া অনবরত সুরাপান, ভোজন, নর্তকীদের দ্বারা পরিবেশিত নৃত্যগীতাদি উপভোগে বিভোর হইয়াছিলেন। এইরূপ মদমত্ত অবস্থাতেও ভগবানকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার সমস্ত নেশা কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি ভগবানকে শ্রদ্ধাসহকারে বন্দনা করিলেন। অতঃপর ভগবানের ধর্মদেশনা শুনিয়া তিনি ঐ আসনেই অনাগামিফল লাভ করিয়াছিলেন।

২। চারি আর্যসত্য সম্বলিত ভগবানের দেশনা উগ্র অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৩। তাঁহার চারিজন পরমা সুন্দরী যুবতী পত্নী ছিলেন। উগ্র ব্রহ্মচর্য আচরণের সংকল্প করিয়া ঐ চারিজন স্ত্রীর জীবিকানির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একজন স্ত্রী তাঁহার মনোমত অন্য স্বামী গ্রহণেচ্ছু হইলে উগ্র বিনা দ্বিধায় ঐ স্ত্রীকে মনোমত স্বামী গ্রহণের জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন।

৪। তাঁহার সমস্ত ধনসম্পদ তিনি চরিত্রবান এবং শীলবান ব্যক্তিদের নিকট দান করিয়াছিলেন।

৫। যে ভিক্ষুকেই তিনি সেবা করুন না কেন, অতি যত্নসহকারেই করিয়াছেন। সেই ভিক্ষুর ধর্মোপদেশ মনোযোগ সহকারে শুনিয়াছেন। কোন ধর্মদেশক ভিক্ষু না থাকিলে উগ্র নিজেই নিজেকে উপদেশ দিতেন।

৬। দেবতারা উগ্রকে বলিয়া দিতেন কোন ভিক্ষু কি মার্গফল লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি দান করিবার সময় তিনি ভেদাভেদ করিতেন না, সকলকেই সমানভাবে দেখিতেন ও দান করিতেন।

৭। তিনি দেবতাদের সহিত কথোপকথন করিতে সক্ষম ছিলেন বলিয়া এইজন্য তাঁহার কোন অহঙ্কার ছিল না।

৮। তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলেন না, কারণ ভগবান তাঁহাকে বলিয়াছেন যে তাঁহাকে আর এই মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

এতদ্ব্যতীত ভগবানের অচলশ্রদ্ধাসম্পন্ন উপাসকদের মধ্যে অগ্রস্থানীয় ছিলেন সুর-অম্বট্‌ঠ (=সুরবন্ধ) এবং অটলবিশ্বাসসম্পন্নদের মধ্যে নকুলপিতা ছিলেন অগ্রস্থানীয়।

খুজ্জুত্তরা উপাসিকা—বুদ্ধের উপাসিকাদের মধ্যে খুজ্জুত্তরা ছিলেন সুশিক্ষিতা। তিনি কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের মহিষী শ্যামাবতীর বিশ্বস্তা ছিলেন। একবার ভগবান কৌশাম্বী নগরের ঘোষক, কুক্কুট এবং প্রাবারিক নামক প্রসিদ্ধ তিনজন শ্রেষ্ঠীর আমন্ত্রণে কৌশাম্বীতে আসিলে সুমন নামক মালীও বুদ্ধকে আহারে নিমন্ত্রণ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। যেদিন সুমন মালী বুদ্ধকে দান দিতেছেন, সেদিন ঐ দানের সময়ে রাণী শ্যামাবতীর জন্য পুষ্প সংগ্রহ করিতে খুজ্জুত্তরা আসিয়া উপস্থিত। খুজ্জুত্তরা প্রত্যেক দিনেই আসেন পুষ্প সংগ্রহ করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুমন তাঁহাকে পুষ্প প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সেইদিন সুমন বলিলেন—"খুজ্জুত্তরে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, সম্ভব হইলে তুমিও আমার দানকার্যে সহায়তা কর। খুজ্জুত্তরা শ্রদ্ধা সহকারে তাহাই করিলেন। ভোজনাবসানে ভগবান ধর্মদেশনা করিলে খুজ্জুত্তরা স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন। অবশেষে তিনি রাণীপ্রদত্ত আটটি সুবর্ণ কার্ষাপণ দিয়া পুষ্প ক্রয় করিয়া রাজপ্রাসাদে ফিরিলেন। রাণী দেখিলেন যে, পুষ্পডালা পরিপূর্ণ, অন্যান্য দিন ডালার অর্ধেক হইত। রাণী খুজ্জুত্তরাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে খুজ্জুত্তরা অকপটে বলিলেন—"মা, অন্যান্য দিন আমি আপনার প্রদত্ত মুদ্রার অর্ধেক দিয়া পুষ্প সংগ্রহ করিতাম, বাকি অর্ধেক মুদ্রা আমি চুরি করিতাম। কিন্তু, আজ ভগবান বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া আমি আর চুরি করিতে পারিলাম না।"

খুজ্জুত্তরার মুখে বুদ্ধের কথা শুনিয়া শ্যামাবতী বলিলেন—"আমাকেও তুমি বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করাও।" খুজ্জুত্তরা রাজী হইলে রাণী তাঁহাকে সুগন্ধি জলে স্নান করাইয়া নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া একটি উচ্চ আসনে তাঁহাকে বসাইয়া বলিলেন—"তুমি এবার আমাকে ভগবানের কথা শ্রবণ করাও।" খুজ্জুত্তরার মুখে ধর্মকথা শুনিয়া রাণী শ্যামাবতী এবং তাঁহার পাঁচশত সেবিকা স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ইহার পর হইতে রাণীর অনুরোধে খুজ্জুত্তরা প্রত্যহ বুদ্ধের নিকট যাইয়া ধর্ম শ্রবণ করিতেন এবং রাণীর নিকট আসিয়া হুবহু সেই ধর্মকথা শ্রবণ করাইতেন। ইহাতে তুষ্ট হইয়া রাণী তাঁহাকে নিজের মাতৃস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরবর্তীকালে ভগবান ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপাসিকাদের মধ্যে খুজ্জুত্তরাই সর্বাপেক্ষা অধিক পণ্ডিত এবং সুশিক্ষিতা।

শ্যামাবতী—কোশাম্বীর রাজা উদয়নের তিন মহিষীদের মধ্যে শ্যামাবতী অন্যতমা। তিনি ছিলেন ভদ্রবতী নগরের শ্রেষ্ঠিকন্যা। তাঁহার পিতা শ্রেষ্ঠী কোশাম্বীর ঘোষক শ্রেষ্ঠীর বন্ধু ছিলেন। ভদ্রবতী নগরে একবার প্লেগ রোগ মহামারী আকার ধারণ করে। তখন শ্যামাবতীর পিতা শ্রেষ্ঠী সপরিবার ছদ্মবেশে কোশাম্বীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে এক সরাইখানায় তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রেষ্ঠী ঘোষক তখন শ্যামাবতীর পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে লালন পালন করিয়া রাজা উদয়নের সহিত বিবাহ দেন।

শ্যামাবতী ও তাঁহার পাঁচশত সেবিকা খুজ্জুত্তরার মুখে ভগবান বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু রাণী মাগন্দিয়া এইসব বৃত্তান্ত জানিয়া ক্রোধান্বিতা হইলেন। কারণ তিনি ব্যক্তিগত কারণে বুদ্ধের বিদ্বেষী ছিলেন (ব্যক্তিগত কারণ আর কিছুই নহে, মাগন্দিয়ার পিতা চাহিয়াছিলেন বুদ্ধের সঙ্গে মাগন্দিয়ার বিবাহ দিতে, কারণ মাগন্দিয়ার পিতা বুদ্ধের পরিচয় জানিতেন না)। মাগন্দিয়া চেষ্টা করিলেন যাহাতে শ্যামাবতী বুদ্ধের নামও উচ্চারণ না করেন। কিন্তু স্রোতাপন্না শ্যামাবতীর পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। তখন মাগন্দিয়া ঈর্ষান্বিতা হইয়া নানাভাবে শ্যামাবতীর প্রাণনাশের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অসাধারণ মৈত্রীবলে শ্যামাবতী পরপর প্রাণে রক্ষা পান। অবশেষে একদিন মাগন্দিয়া শ্যামাবতী ও তাঁহার পাঁচশত পরিচারিকাকে আগুনে পোড়াইয়া হত্যা করিলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া রাজা মাগন্দিয়াকেও নৃশংসভাবে হত্যা করাইলেন।

ভগবান বলিয়াছিলেন যে মৈত্রীবিহারিণী উপাসিকাদের মধ্যে শ্যামাবতী অগ্রস্থানীয়া।

নন্দমাতা উত্তরা—রাজগৃহের সুমন শ্রেষ্ঠীর অধীনে কর্মরত দরিদ্র কৃষক পূর্ণের[১] কন্যা এই উত্তরা। একটি উৎসবের দিনে সুমনশ্রেষ্ঠী পূর্ণকে ডাকিয়া বলিলেন—

'পূর্ণ, তুমি উৎসবে যোগদান করিবে, না ক্ষেতে কাজ করিবে ?"

"প্রভু, আমি ক্ষেতে কাজ করিব।"—এই বলিয়া পূর্ণ ক্ষেতে চলিয়া গেল অতি প্রত্যুষেই। হঠাৎ আয়ুষ্মান শারীপুত্র স্থবির সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ণ তাঁহাকে দন্তকাষ্ঠ এবং মুখ প্রক্ষালনের জল দিলেন এবং

১। পূর্ণকে পূর্ণসিংহ এবং পূর্ণকও বলা হইত।

আহারের জন্য তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। শারীপুত্র সম্মত হইয়া পূর্ণের গৃহাভিমুখেই যাত্রা করিলেন। ইত্যবসরে পূণের ভার্যা পূর্ণের জন্য দ্বিপ্রাহরিক আহার লইয়া ক্ষেতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে শারীপুত্রকে দেখিয়া শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি ঐ আহার্য শারীপুত্রকেই দান করিলেন এবং পুনরায় গৃহে আসিয়া পূর্ণের জন্য রন্ধন করিয়া আহার্য ক্ষেতে লইয়া গেলেন। পূর্ণ ভার্যার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া আনন্দিত হইলেন।

আহারান্তে পূর্ণ দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রামান্তে উঠিয়া দেখেন যে তাঁহার ক্ষেতের সমস্ত ফসল সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে। তিনি ভার্যাকে এই কথা বলিলে ভার্যাও প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। পরে দেখিলেন যে সত্যসত্যই মাটী পর্যন্ত সোনা হইয়া গিয়াছে। রাজাকে এই কথা জানান হইল। রাজা সমস্ত স্বর্ণ পূর্ণকেই দিলেন। সেই স্বর্ণ পাইয়া পূর্ণ রাতারাতি শ্রেষ্ঠীর মর্যাদা লাভ করিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি নিজের জন্য প্রাসাদোপম গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহাতে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

ভুক্তাবসানে ভগবানের ধর্মকথা শনিয়া পূর্ণ, তদীয় ভার্যা এবং তাঁহাদের একমাত্র কন্যা উত্তরা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে সুমনশ্রেষ্ঠীর পুত্রের সহিত উত্তরার বিবাহ হইল। কিন্তু সংসারের দায়দায়িত্বের চাপে উত্তরা শীলাদি পালন করিতে পারিতেন না; উপোসথ গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

অনন্তর তিনি বিখ্যাত চিকিৎসক জীবকের কনিষ্ঠা ভগিনী সিরিমা নাম্নী রূপসী গণিকাকে পঞ্চদশ সহস্র কার্ষাপণের বিনিময়ে পতির সেবায় নিয়োগ করিয়া স্বয়ং এক পক্ষকালের জন্য উপোসথ ব্রত গ্রহণ করিলেন। ঐ পক্ষকাল সিরিমা ও উত্তরার স্বামী পতি-পত্নীরূপে বাস করিলেন। পক্ষকাল পরে উত্তরার উপোসথ সমাপ্ত হইল। সমাপ্তিদিবসে উত্তরা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের জন্য আহার্য্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার পরিশ্রমের অবধি ছিল না। তাঁহার স্বামী ও সিরিমা উত্তরাকে পরিশ্রমরতা দেখিতে পাইলেন। স্বামী মৃদু হাসিলেন এই ভাবিয়া যে, উত্তরা কত নির্বোধ—ভোগ না করিয়া ধর্মকর্মে জীবনপাত করিতেছে। উত্তরাও স্বামীকে দেখিয়া মৃদু হাসিলেন এই ভাবিয়া যে, তাঁহার স্বামী কত নির্বোধ—ধনসম্পদের প্রকৃত উপভোগ কাহাকে বলে জানেন না। সিরিমার উপস্থিতিতেই পতি-পত্নী উভয়েই মৃদু

হাসিলেন দেখিয়া সিরিমা ঈর্ষান্বিত হইয়া তপ্ত তৈলসহ একটি পাত্র উত্তরার দিকে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহাতে উত্তরার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইল না, কারণ তখন সিরিমার প্রতি উত্তরার চিত্ত মৈত্রীপূর্ণ ও করুণার্দ্র ছিল। বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া সিরিমা উত্তরার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। উত্তরা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া বুদ্ধের নিকট লইয়া গেলেন। এবং সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। ভগবান ধর্মদেশনা করিলেন। সিরিমা ঐ আসনেই স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উত্তরা সকৃদাগামিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং উত্তরার স্বামী ও শ্বশুর সুমন শ্রেষ্ঠী স্রোতাপন্ন হইলেন।

মৃত্যুর পর উত্তরা তাবতিংস স্বর্গে একটি বিমানে উৎপন্ন হইলেন। আয়ুষ্মান মৌদ্‌গল্যায়ন একবার তাবতিংস স্বর্গে যাইয়া উত্তরাকে ঐ বিমানে দেখিতে পান এবং ফিরিয়া আসিয়া ভগবানের নিকট উত্তরার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।[১]

বিসুদ্ধিমগ্‌গ গ্রন্থেও উত্তরার কথা বর্ণনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, যাঁহার চিত্ত মৈত্রীপূর্ণ এবং যিনি সর্বদা ধ্যানশীলা তাঁহাকে অগ্নিও স্পর্শ করিতে পারে না।[২]

ভগবান উত্তরার সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ধ্যানশীলা উপাসিকাদের মধ্যে উত্তরা অগ্রস্থানীয়া।[৩]

সুপ্রবাসা—কোলিয়-রাজবংশে তাঁহার জন্ম এবং শাক্য রাজকুমারের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।[৪] তিনি অর্হৎ সীবলী স্থবিরের মাতা। সীবলী স্থবির সাত বৎসর যাবত মাতৃগর্ভে ছিলেন এবং তাঁহার জন্মের সাত দিন পূর্ব হইতে সুপ্রবাসা অসহ্য গর্ভযন্ত্রণায় কষ্ট পাইয়াছেন। এই সময় তিনি স্বামীকে ভগবানের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, বুদ্ধ তখন কুন্দবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার আশীর্বাদে সুপ্রবাসা প্রসব যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ

১। বিমানবত্থু-অট্‌ঠকথা, পৃঃ ৬৩১— ; ধম্মপদ-অট্‌ঠকথা, ৩য়, ৩০২—।
২। বিসুদ্ধিমগ্‌গ, পৃঃ ৩১৩ ; ৩৮০-১।
৩। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৬।
৪। অঙ্গুত্তর-অট্‌ঠকথা, ১ম, পৃঃ ২৪৪।
মতান্তরে লিচ্ছবী মহালির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, অপদান, ২য়, পৃঃ ৪৯৪।

করেন। সীবলীর জন্ম হয়। সপ্তম দিবসে সীবলী অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

সুপ্রবাসা একদিকে রত্নগর্ভা, অন্যদিকে সৌভাগ্যবতী, পুণ্যবতী ও যশোবতী। সীবলীর জন্মের পর হইতে পরিবারের ধনসম্পদ দিন দিন বর্ধিত হইয়াছিল।

সুপ্রবাসা সর্বদা উত্তম খাদ্য ভোজ্য দ্বারা ভগবান ও তাঁহার ভিক্ষুসঙ্ঘকে আপ্যায়িত করিতেন। শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী ও বিশাখার ন্যায় সুপ্রবাসার গৃহও ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকিত। তাই ভগবান বলিয়াছিলেন যে, উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য চতুর্প্রত্যয়দাত্রী হিসাবে সুপ্রবাসা উপাসিকা অতুলনীয়া।[১]

সুপ্রিয়া—বারাণসীর উপাসিকা। তাঁহার স্বামী ছিলেন সুপ্রিয় উপাসক। রুগ্ন ভিক্ষুদের সেবিকা হিসাবে সুপ্রিয়াকে ভগবান উপাসিকাদের মধ্যে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সুপ্রিয়া ও সুপ্রিয় উভয়েই ছিলেন ভগবান বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবক। একদিন তাঁহারা বিহারে যাইয়া জনৈক রুগ্ন ভিক্ষুকে দেখিতে পান। ঐ ভিক্ষুর প্রয়োজন ছিল মাংসের যূষ। সুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া দাসীকে পাঠাইলেন মাংস ক্রয় করিয়া আনিতে। কিন্তু সেইদিন বারাণসীতে কোন কারণে মাংস-বিক্রী বন্ধ ছিল। দাসী শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিলে সুপ্রিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীয় উরুদেশ হইতে মাংস কাটিয়া দাসীকে দিয়া বলিলেন—"তুমি এই মাংসের যূষ করিয়া ঐ রুগ্ন ভিক্ষুকে দিয়া আস।" —এই বলিয়া সুপ্রিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। স্বামী ফিরিয়া আসিয়া সব বুঝিতে পারিয়া সুপ্রিয়াকে কিছু বলিলেন না। তিনি বিহারে যাইয়া পরদিবসের জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরের দিন আসিলেন সুপ্রিয়ের গৃহে। আসিয়াই সুপ্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কারণ ভগবান আসিয়াছেন, অথচ সুপ্রিয়া ভগবানকে বন্দনা করিতে আসিবেন না, এই ঘটনা কোনদিন ঘটে নাই। ভগবান বলিলেন—সুপ্রিয়াকে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করা হউক। সুপ্রিয়াকে আনয়ন করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়ার ক্ষতস্থান ভাল হইয়া

১। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৬।

গেল। তাঁহার আর কোন কণ্ট থাকিল না। ভগবান সুপ্রিয়ার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া এই মর্মে ভিক্ষুসঙ্ঘকে উপদেশ দিলেন যে ভিক্ষুরা যেন মনুষ্য মাংস ভক্ষণ না করে।[১] ইহজন্মেই যে পুণ্যফল প্রসবিত হয় সুপ্রিয়ার জীবনই তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

কাতিয়ানী—ভগবান বুদ্ধের অচলশ্রদ্ধাসম্পন্না উপাসিকাদের মধ্যে কাতিয়ানী অগ্রগণ্যা।

কুররঘর নগরে তাঁহার জন্ম হয়। বুদ্ধের উপাসিকা কালী ছিলেন তাঁহার সখী। একদিন তিনি কালীর সহিত স্থবির সোণ কোটিকর্ণের ধর্মোপদেশ শুনিতে গিয়াছিলেন। ইত্যবসরে কাতিয়ানীর গৃহে কয়েকজন চোর প্রবেশ করিয়াছে। দাসী যাইয়া কাতিয়ানীকে সব বলিল। কিন্তু কাতিয়ানী বলিলেন যে, স্থবিরের ধর্মদেশনা শেষ না হইলে তিনি যাইতে পারিবেন না। চোরস্বামী সব অবগত হইয়া কিছুই চুরি করিল না। পরের দিন চোরস্বামী অন্যান্য চোরদের সঙ্গে লইয়া কাতিয়ানীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিল। কাতিয়ানী তাহাদের ক্ষমা করিয়া স্থবিরের নিকট লইয়া গেলেন। স্থবির ধর্মোপদেশ দিলেন। তাহারা অভিভূত হইয়া ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা প্রার্থনা করিল। স্থবির তাহাদের ভিক্ষুরূপে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষান্তে তাহারা নিজেদের চেষ্টায় অতি শীঘ্র অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

কালী (কুররঘরিকা)—বুদ্ধকে দর্শন না করিয়াও কেবল বুদ্ধের কথা শুনিয়া শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া তিনি মার্গফল লাভ করিয়াছিলেন। ভগবানের উপাসিকাদের মধ্যে এই বিষয়ে তিনি অগ্রস্থানীয়া।[২] তিনি ছিলেন অর্হৎ স্থবির সোণ কোটিকর্ণের জননী। অবন্তীর কুররঘর নগরে তাঁহার বিবাহ হয় তাঁহার জন্মস্থান রাজগৃহে। গর্ভবতী অবস্থায় কালী গিয়াছিলেন পিত্রালয়ে। একদিন তিনি অলিন্দে দাঁড়াইয়া শীতল বাতাস উপভোগ করিতেছিলেন। ঐ সময় তিনি সাতাগির ও হেমবত যক্ষের মুখে ভগবান বুদ্ধের প্রশংসাসূচক কথোপকথন শুনিলেন। ইহা শুনিয়া বুদ্ধের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্রোতাপন্ন হইলেন। ঐ দিনেই রাত্রিকালে সোণ-কোটিকর্ণের জন্ম হয়। তারপর তিনি পতিগৃহে কুররঘরে চলিয়া আসেন।

১। বিনয় পিটক, ১ম, পৃঃ ২১৬—।
২। অঙ্গুত্তর ১ম, পৃঃ ২৬।

তখন স্থবির মহাকাত্যায়ন ঐখানেই ছিলেন এবং প্রত্যহ কালীর গৃহে আসিয়া সোণকে দেখিয়া যাইতেন। কালীও প্রত্যহ উৎকৃণ্ট খাদ্যভোজ্য দ্বারা মহাকাত্যায়নের সেবা করিতেন। সোণ মহাকাত্যায়নকে দেখিয়া মুগ্ধ এবং মহাকাত্যায়ন কালীর অনুমতি লইয়া সোণকে প্রব্রজিত করেন। ইহার তিন বৎসর পরে সোণকে উপসম্পদা প্রদান করিয়া ভগবান বুদ্ধের নিকট লইয়া যান। কালী ভগবানের গন্ধকুটিতে বিছাইবার জন্য একটি বহুমূল্য কার্পেট প্রদান করিয়াছিলেন। সোণ বুদ্ধ দর্শনে যাইয়া বুদ্ধের আদেশে ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনা করেন। তাঁহার ধর্মদেশনা শুনিয়া স্বয়ং বুদ্ধ এবং দশসহস্র লোকধাতুর দেবগণ সাধুবাদ দিয়াছিলেন। কালী এই কথা জানিতে পারিয়াছিলেন এবং সোণ ফিরিয়া আসিলে তিনি অনুরোধ করেন তাঁহাকেও যেন অনুরূপ ধর্মদেশনা দ্বারা মুগ্ধ করা হয়। সোণ তাহাই করিয়াছিলেন। ঐ ধর্মদেশনার সময়ে কালীর সখী কাতিয়ানীও উপস্থিত ছিলেন।

বুদ্ধের উপাসিকাদের মধ্যে কালী সর্বপ্রথম স্রোতাপন্না হইবার গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন।[১]

স্থবির মহাকাত্যায়নের সহিত কালীর যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা "কালী সুত্তে" সংগৃহীত হইয়াছে।[২]

১। অঙ্গুত্তর-অট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ১৩৩—; সুত্তনিপাত-অট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ২০৮—।

২। অঙ্গুত্তর, ৫ম, পৃঃ ৪৬—।